ঈমানদীপ্ত দাস্তান

আলতামাশ

ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস [৪]

আ গে প ড়ু ন

দ্বাদশ শতাব্দির কাহিনী। ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করে পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার গভীর চক্রান্তে মেতে ওঠে খ্রিস্টান দুনিয়া। ইসলামের পতন ঘটিয়ে বিশ্বময় ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেছে নেয় নানা কুটিল পথ। অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী নারীর ফাঁদ পেতে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমির ও শাসকদের। এক দল গাদ্দার তৈরি করে নেয় মুসলমানদের মাঝে। সেইসঙ্গে চালায় বহুমুখী সশস্ত্র অভিযান। মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে দখল করে রাখে ইসলামের মহান স্মৃতিচিহ্ন প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস।

সেই বিজাতীয় ক্রুসেডার ও স্বজাতীয় গাদ্দারদের মোকাবেলায় গোপনে-প্রকাশ্যে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যান ইতিহাসের অমর নায়ক বিজয়ী মর্দে-মুমিন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। ১১৬৯ সালে শুরু-হওয়া তাঁর ওই লড়াই বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত থামেনি এক মুহূর্তের জন্যও।

একদিকে মনকাড়া রূপসী নারীর ফাঁদ, অন্যদিকে ঈমানের উপর অটল দাঁড়িয়ে থাকার অনুপম উদাহরণ। একদিকে ইসলাম ও মুসলমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ঘৃণ্য মহড়া, অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার জানকবুল সংগ্রাম।

সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দচিত্র সিরিজ উপন্যাস **'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'**।

শুরু করার পর শেষ না করে উপায় নেই। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের নিখুঁত জ্ঞান। উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান-আলোকিত উপাদান।

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৪

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৪

রচনা

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রখ্যাত উর্দু ঔপন্যাসিক, ভারত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দোকান নং ৪৩, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৭১৭৮৮১৯

www.pathagar.com

পরিমার্জিত ষষ্ঠ প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০৩

পৃষ্ঠা : ২২৪ (ফর্মা ১৪)

পরশমণি প্রকাশনা : ১১

© : সংরক্ষিত

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন

বর্ণবিন্যাস : পরশ কম্পিউটার

মুদ্রণ : জাহানারা প্রিন্টিং প্রেস

ডিজাইন : সাজ ক্রিয়েশন

ISBN-984-70063-0007-6

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র / US $ 5

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১১৭৪ সালের মে মাস। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি এ-মাসেরই কোনো একদিন মৃত্যুবরণ করেন। এটি ইসলামের ইতিহাসের একটি অন্ধকার দিন।

নুরুদ্দীন জঙ্গির এখনও কাফন-দাফন হয়নি। এমনকি তাঁকে গোসলও দেওয়া হয়নি। তার আগেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বেশকিছু মানুষের চেহারা। এরা খ্রিস্টান নয় – মুসলমান। কথাটা এভাবেও বলা যায় যে, নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যুতে যারা খুশি হয়েছিল, তাদের মাঝে এমন কতিপয় মুসলমানও ছিল, যাদের আনন্দ ছিল খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি।

এরা ছিল বিভিন্ন মুসলিম রাজ্য ও জমিদারির আমির-শাসক। নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র এরা সকলেই জঙ্গির বাসভবনে ছুটে এসেছে। এসেছে জঙ্গির জানাযায় শরীক হতে। তাদের কতিপয়কে এমন অস্থির দেখাচ্ছিল, যেন তারা জঙ্গির মৃত্যুতে শোকাহত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অস্থিরতা ছিল জঙ্গিকে সন্ধ্যার আগে-আগেই দ্রুত দাফন করার জন্য। তাদের তর সইছিল না।

জঙ্গির মৃত্যুতে তারা সকলেই সমবেত হয়েছে। এদিক থেকে তারা ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু আসলে তাদের হৃদয় শতধাবিভক্ত। একজন অপরজনকে সন্দেহের চোখে দেখছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করছে না। তাদের ধর্ম এক, আল্লাহ এক, রাসূল এক, কুরআন এক, দুশমনও এক। কিন্তু অন্তর তাদের একটি থেকে অপরটি আলাদা। তাদের দৃষ্টান্ত কোনো গাছের এমন কতগুলো ডালের মতো, যেগুলো গাছ থেকে ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেছে।

যুগটা ছিল মূলত নবাবি ও জমিদারির। কিছু মুসলিম রাজ্য সামান্য বিস্তৃত হলেও অন্যগুলো ক্ষুদ্র। তাদের শাসকদের 'আমির' বলা হতো। তারা ছিল কেন্দ্রীয় খেলাফতের অধীন। ইসলামের কোনো দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে এই আমিরগণ খেলাফতকে আর্থিক ও সামরিক সহযোগিতা দিত। কিন্তু এই সাহায্য শুধু সাহায্য পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। তাতে কোনো জাতীয় চেতনা ছিল না। তারা আপন-আপন জমিদারি টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে খেলাফতের দাবি পূরণ করত। আবার সেই একই লক্ষ্যে তলে-তলে ইসলামের শত্রু খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ত। তাদের কেউ-কেউ গোপনে খ্রিস্টানদের সঙ্গে চুক্তিও করে রেখেছিল। কিন্তু নুরুদ্দীন জঙ্গির অস্তিত্ব খ্রিস্টানদের অগ্রগতির পথে বিরাট একটা প্রতিবন্ধক ছিল। তিনি এই মুসলিম আমিরদের বহুবার সতর্কও করেছিলেন। তাদের একথা বোঝাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যে, ইসলামি ঐক্য থেকে সরিয়ে নিয়ে

www.pathagar.com

খ্রিস্টানরা তোমাদের হজম করে ফেলবে। কিন্তু খ্রিস্টানদের পরিবেশিত ইউরোপীয় মদ, সুন্দরী নারী আর চকচকে সোনার মাঝে এতই শক্তি ছিল যে, এগুলো তাদের কানে তুলা ও বিবেকে অর্গল এঁটে দিয়েছিল। জঙ্গির আহ্বান পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে ফিরেই এসেছে শুধু।

তাদের প্রথম পরিচয়, তারা জমিদার, জায়গিরদার, নবাব, আমির ও শাসক। ধর্মের প্রশ্ন দেখা দিলে পরে মুসলমান। মুসলমান পরিচয়টা ছিল তাদের তৃতীয় এবং গৌণ। তাদের ধর্ম পরিচয় যদিও ছিল, ছিল ক্ষমতা আর জায়গিরদারির জন্য। এটাই তাদের ঈমান। তারা ইসলামি ঐক্যের কথা ভাবত না। তারা যুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিল। কেননা, তাদের আশঙ্কা ছিল, খ্রিস্টানরা তাদের জায়গিরদারি কেড়ে নেবে। তাদের মনে এই ভয়ও ছিল যে, তাদের প্রজারা যদি দুশমনের পরিচয় পেয়ে যায়, তা হলে তাদের মাঝে জাতীয় চেতনা ও ঈমানি শক্তি জেগে উঠবে এবং তারা তাদের নবাবির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

বস্তুত প্রজারা তাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি হুমকি-ই ছিল। তাদের মাঝে জাতীয় ঐক্য বিদ্যমান ছিল। জঙ্গির বাহিনী তাদেরই ভাই-বন্ধু ছিল। জঙ্গির মুজাহিদরা নিজেদের অপেক্ষা দশগুণ বেশি সৈন্যের মোকাবেলা করেছে। তা ছিল চেতনার ফল। এই চেতনা দু-চোখে সহ্য করতে পারত না আমিরগণ। তাই নুরুদ্দীন জঙ্গি ছিলেন তাদের অপ্রিয়। আর সালাহুদ্দীন আইউবিকেও তারা দুশমন ভাবত।

এখন জঙ্গি মারা গেছেন। তাই তারা আনন্দিত। তারা মনে করত, এই জগত দ্বিতীয় আর কোনো জঙ্গির জন্ম দেবে না। জঙ্গির সঙ্গে জিহাদও দাফন হয়ে যাবে।

সুলতান জঙ্গিকে দাফন করা হয়েছে। খ্রিস্টানদের মনে মুসলমানদের যে-ভীতি ছিল, তা দূর হয়ে গেছে। এখন আর একটি কাঁটা অবশিষ্ট আছে। সে হলো সুলতান সালাউদ্দীন আইউবি। কিন্তু এই কাঁটাটির ব্যাপারে তাদের তেমন কোনো ভাবনা নেই। সুলতান আইউবি এখন নিঃসঙ্গ। তাঁর মদদদাতা জঙ্গি মারা গেছেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দটা এজন্য যে, জঙ্গির মৃত্যুর পর তাদের অনুগত আমির-উজিরগণ জঙ্গির বালক পুত্র আল-মালিকুস সালিহকে সিংহাসনে বসিয়েছে। তার বয়স এগারো বছর। খেলাফতের মূল সিংহাসন এখন খ্রিস্টানদের হাতে।

খ্রিস্টানদের অনুগত আমিরদের মধ্যে একজন হলেন গোমস্তগিন। একজন মসুলের গভর্নর সাইফুদ্দীন। একজন দামেশ্কের শাসক শামসুদ্দীন ইবনে আবদুল মালেক। আল-জাজিরা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার রাজত্ব নুরুদ্দীন জঙ্গির ভাতিজার হাতে। তা ছাড়া আরও কয়েকজন জায়গিরদার আছেন। তারা সকলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তারা সকলেই আনন্দিত। কিন্তু তাদের এই বুঝ নেই যে, বালি-কণার মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে এখন তারা খ্রিস্টানদের সহজ শিকারে পরিণত।

www.pathagar.com

জঙ্গির মৃত্যুতে ইসলামি দুনিয়ার যে-ক্ষতি হয়েছে, জঙ্গির স্ত্রী তা অনুধাবন করতে পেরেছেন। উপলব্ধি করেছেন সুলতান আইউবিও। আর বুঝেছে তারা, যাদের অন্তরে ইসলামের মর্যাদা জাগরূক ছিল।

◆◆◆

নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যুর বেশ কদিন পর। সুলতান আইউবি নিজকক্ষে পায়চারি করছেন। কক্ষে বসে কথা বলছেন মোস্তফা জুদাত।

মোস্তফা জুদাত একজন ঊর্ধ্বতন তুর্কি সেনা-অফিসার। নুরুদ্দীন জঙ্গির সেনাবাহিনীতে মিনজানিকের কমান্ডার ছিলেন। জঙ্গির ওফাতের পর ইসলামি দুনিয়ায় তিনি যে-ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন, তা তাকে কাঁপিয়ে তুলেছে। তিনি এই বলে ছুটি নিয়ে এসেছেন যে, বাড়ি গিয়েছি কয়েক বছর হয়ে গেল; এবার একটু ঘুরে আসা দরকার। দামেশ্ক থেকে রওনা হয়ে তিনি কায়রোতে সুলতান আইউবির নিকট চলে এলেন।

মোস্তফা জুদাত সেই অফিসারদের একজন, যারা আগে মুসলমান পরে অফিসার। তিনি জানতেন, নুরুদ্দীন জঙ্গির পর সুলতান আইউবিই ইসলামের মর্যাদা সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম এবং করবেনও। তার আশঙ্কা ছিল, সুলতান আইউবি এদিককার খবর হয়ত জানেন না। তাই তাকে দামেশ্কের কারগুজারি শোনাতে এসেছেন।

'...আর ফৌজ কী অবস্থায় আছে?' সুলতান আইউবি জিজ্ঞেস করলেন।

'মহামান্য জঙ্গি ফৌজের মধ্যে যে-জযবা সৃষ্টি করেছিলেন, তা অটুট আছে' – মোস্তফা জুদাত জবাব দিলেন – 'কিন্তু এই জযবা বেশিক্ষণ টিকবে না। আপনি জানেন, খ্রিস্টানদের সয়লাব শুধু সেনাবাহিনীই রোধ করে রেখেছে। মাননীয় জঙ্গির জীবদ্দশায় কার্যত সেনাবাহিনীই দেশ শাসন করত। যুদ্ধপরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত সেনাবাহিনীরই হাতে ছিল। কিন্তু সেই পদক্ষেপ ছিল খেলাফতের অপছন্দনীয় ও রাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী। এখন আমরা খেলাফতের অনুগত। আমরা এখন নিজেদের মতো করে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারি না। খলীফা যদি কোন যুদ্ধপরিকল্পনা হাতে না নেন, তা হলে সেনাবাহিনীর কিছুই করার নেই। জাতীয় ও ধর্মীয় স্বার্থে লড়াই করার এবং জীবন দেওয়ার মতো আত্মমর্যাদাবোধ মুসলিম আমিরদের মাঝে নেই। আমিরদের জাতীয় ও ধর্মীয় চেতনাবোধ খ্রিস্টানরা ক্রয় করে নিয়েছে। এবার তারা আমাদের সেনাপতিদের ক্রয় করার অভিযানে নেমেছে। তাদের এই ধ্বংসাত্মক তৎপরতা ফৌজ ও জনগণ উভয় ক্ষেত্রেই শুরু হয়ে গেছে। এই অপতৎপরতা যদি অতিদ্রুত প্রতিহত করা না যায়, তা হলে খ্রিস্টানরা যুদ্ধ ছাড়াই সালতানাতে ইসলামিয়ার মালিক হয়ে যাবে। আমাদের ইসলামি সালতানাত জায়গির-জমিদারিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। আমিরদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব নয়। তারা আকণ্ঠ মদ-নারীতে ডুবে গেছে। খ্রিস্টানরা ওখানে নারীর ফাঁদ ছড়িয়ে দিয়েছে। আপনি

www.pathagar.com

শুনে অবাক্ হবেন, এই মেয়েরা আমাদের আমিরদের হেরেমে অবস্থান করছে। তারা হেরেমে বিনোদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। সেই অনুষ্ঠানে আমাদের সেনা-অফিসারদের নিমন্ত্রণ করে তাদের বেহায়াপনার ফাঁদে আটক করছে।

'আর আমি জানি তারপর কী হবে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমাদের সৈন্যদের অপকর্মে অভ্যস্ত করা হবে।'

'আমাদের সৈন্যদের অপকর্মে অভ্যস্ত করা হচ্ছেও' – মোস্তফা জুদাত বললেন – 'আর হাশিশিরাও তাদের তৎপরতা পুরোদমে শুরু করে দিয়েছে। এখন হবে কি জানেন? আমাদের যে-সালার বা নায়েব সালার মন থেকে খ্রিস্টানদের দুশমনি ঝেড়ে না ফেলবে এবং জিহাদের পক্ষে কাজ করবে, হাশিশিদের পেশাদার ঘাতকদের দ্বারা তাদের রহস্যময় উপায়ে হত্যা করা হবে।'

কোন আমির কী করছেন মোস্তফা জুদাত সুলতান আইউবিকে তার বিস্তারিত বিবরণও প্রদান করেন। তার সারাংশ হলো, নিজ-নিজ অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণাকারী আমিরগণ একে অপরকে দুশমন ভাবতে শুরু করেছেন। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। খ্রিস্টানরা মুসলিম আমিরদের এই কপটতা ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

'আমাকে ওখানকার পরিস্থিতি জানাতে এসে আপনি ভালোই করেছেন' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আপনি না এলে আমি এত কিছু জানতাম না। তবে এতটুকু অনুমান করা কঠিন ছিল না যে, এগারো বছরের বালককে খলীফা নিযুক্ত করে মানুষ কী করতে চায়।'

'আর আপনি কী চিন্তা করছেন?' – মোস্তফা জুদাত জিজ্ঞেস করলেন – 'আপনি যদি অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, তা হলে মনে করুন সালতানাতে ইসলামিয়ার সূর্য ডুবে গেছে। আর আপনার পদক্ষেপ হওয়া উচিত শুধুই যুদ্ধ।'

'আহ! এমন একটা দিনও আমাকে প্রত্যক্ষ করতে হলো, যেদিন আমাকে আমার ভাইদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার কথা ভাবতে হচ্ছে' – দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি আশঙ্কা করছি, আমার মৃত্যুর পর গাদ্দাররা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করবে, সালাহুদ্দীন আইউবি গৃহযুদ্ধের অপরাধে অপরাধী ছিল।'

'কিন্তু আপনি যদি এই ভয়ে কায়রো বসে থাকেন, তা হলে ইতিহাস আপনার বিরুদ্ধে এই লজ্জাজনক অভিযোগ আরোপ করবে যে, নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যুর পর সালাহুদ্দীন আইউবিরও দম বেরিয়ে গিয়েছিল; তিনি মিসরের দখল বজায় রাখতে সালতানাতে ইসলামিয়াকে কুরবান করে দিয়েছিলেন।'

'তা ঠিক' – সালাহুদ্দীন আইউবি বললেন – 'এই অভিযোগ বেশি অপমানজনক। আমি সবগুলো দিকই চিন্তা করেছি মোস্তফা! শোনো, আমি যদি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র জন্য বের হই, তা হলে আমি দেখব না আমার ঘোড়ার

www.pathagar.com

পদতলে কে পিষ্ট হচ্ছে। আমার দৃষ্টিতে সেই কালেমাগো মানুষগুলো কাফেরের চেয়েও বেশি ঘৃণ্য, যারা কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতে...।

'আপনি ফিরে যান। আমি আলী বিন সুফিয়ানকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি গেছেন গোয়েন্দাবেশে। ওখানকার কেউ টের পাবে না, আলী তাদের মাঝে ঘোরাফেরা করছে এবং পরিসংখ্যান নিচ্ছে, এখানে কোন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। আপনি গিয়ে দেখুন কোন-কোন সালার সন্দেহভাজন। আলী বিন সুফিয়ানের সঙ্গে আরও অনেকজন লোক গেছে। ওখানে তাদের করণীয় কী, তা তারাই ভালো জানে। পাশাপাশি আমি আমিরদের প্রতি ঐক্যের আহ্বান সম্বলিত বার্তা দিয়ে দূতও প্রেরণ করেছি। কিন্তু তারা আমার পয়গাম হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করবে সেই আশা আমি করি না। আমি তাদের শুধু সোজা পথটা শেষবারের মতো দেখিয়ে দিতে চাই। আমি তাদের বলব না, যদি তারা আমার নির্দেশমতো কাজ না করে, তা হলে আমি কী করব।'

মোস্তফা জুদাত বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। সুলতান আইউবি দারোয়ানকে ডাক দিলেন। দারোয়ান এলে তিনি কয়েকজন সালার ও প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করে বললেন– 'এদের জলদি আমার কাছে আসতে বলো।'

এরা সবাই সুলতান আইউবির হাইকমান্ডের সদস্য।

◆◆◆

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'আল্লাহ সালাহুদ্দীন আইউবিকে কঠিন একটি হৃদয় দান করেছেন। তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে এত শক্ত করে তৈরি করেছিলেন যে, পাহাড়সমান বেদনাও তিনি হাসিমুখে সহ্য করে নিতেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রত্যয়ী ও স্বতন্ত্র্য মেজাজের অধিকারী। আমির-গোলাম সকলকে সমান মর্যাদা দিতেন। একজনের উপর আরেকজনকে তিনি প্রাধান্য দিতেন বীরত্ব ও বাহাদুরির ভিত্তিতে। যারা তাঁর কাছে ঘেঁষত, তারা তাঁর থেকে দুটি প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করত। প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভালবাসা। তাঁর সৈনিকরা যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে দেখলে এতই উজ্জীবিত হয়ে উঠত যে, তারা শত্রুর উপর বীরত্বের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ত। একবার তাঁর এক খাদেম আরেক খাদেমের গায়ে জুতা নিক্ষেপ করল। সে-সময় তিনি কক্ষ থেকে বের হচ্ছিলেন। ঘটনাচক্রে জুতাটা এসে তাঁর গায়ে পড়ল। খাদেমরা ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। কিন্তু তিনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, যেন কোনো ঘটনা-ই ঘটেনি। এ ছিলো তাঁর চরিত্রমাধুরী। বন্ধু তো ভালো, শত্রুও তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে তার ভক্ত হয়ে যেত।

'নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যু সালতানাতে ইসলামিয়াকে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল। সেই সমস্যার সর্বাপেক্ষা গুরুতর দিকটা ছিল, মুসলমানদের নিজেদেরই আমির-উজিরগণ খ্রিস্টানদের বন্ধু ও ইসলামের

www.pathagar.com

দুশমনে পরিণত হয়েছিল। মিসরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। সালাহুদ্দীন আইউবি এখনও মিসর থেকে বের হতে পারছেন না। এমনি পরিস্থিতিতে তাঁর সাধ্য এতটুকুই ছিল যে, তিনি সালতানাতে ইসলামিয়ার প্রতিরক্ষার চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু মিসরের প্রতিরক্ষাকে অটুট রাখবেন। এর চেয়ে বেশি কিছু করার সাধ্য তাঁর ছিল না। কিন্তু আমার এই বন্ধুটি বিন্দুপরিমাণও ঘাবড়ালেন, এতটুকুও বিচলিত হলেন না। এ-প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন– "আমি যদি ইসলামের সংরক্ষণের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিই, তা হলে কিয়ামতের দিন আমাকে খ্রিস্টানদের সঙ্গে হাশর করা হবে।"

'তিনি ইসলামের সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারকে জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ মনে করতেন। কখনও নিজেকে শাসক ভাবেননি। তাঁর যৌবনকালের কথা আমার স্মরণ আছে। যৌবনে তিনি পূর্ণরূপে ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে গিয়েছিলেন। তিনি মদ্যপান করতেন, নাচ-গানের আসর বসাতেন। বাদ্য-বাজনা ও নাচের খুঁটিনাটি বুঝতেন। আরও দশজন বিপথগামী যুবক যা-যা করে, তিনি তার কোনোটিই বাদ দিতেন না। কেউ কখনও কল্পনাও করেনি যে, এই যুবক অল্প ক-বছরেই ইসলামের সবচেয়ে বড় একজন পতাকাবাহী এবং ইসলামের শত্রুদের যমদূতে পরিণত হবেন। চাচার সঙ্গে প্রথমবারের মতো খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে এসেই তিনি সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি সবার আগে বিলাসিতা পরিত্যাগ করেন এবং নিজের জীবনকে ইসলামের জন্য কুরবান করে দেন। তিনি দেশের জনগণ ও সৈন্যদের শিক্ষা দেন, ইসলামের কোনো সীমানা নেই...।

'তার এই পরিবর্তিত চরিত্র দেখে কারও বিশ্বাস করার উপায় ছিল না, একসময় তিনি বিলাসী ছিলেন। প্রবৃত্তিকে দমন করে রাখারই নাম চরিত্রের উঁচুতা ও আদর্শের পরিপক্বতা। এই পরিপক্বতা সালাহুদ্দীন আইউবির মাঝে বিদ্যমান ছিল। বন্ধুদের আসরে তিনি বলতেন– "আমাকে কাফেররা মুসলমান বানিয়েছে। আমাদের বিপথগামী যুবকদের যদি আমরা খ্রিস্টানদের মন-মানসিকতা বোঝাতে পারি, তা হলে তারা সঠিক পথে ফিরে আসবে। দুশমনের সঙ্গে যে-বন্ধুত্বের দীক্ষা তাদের দেওয়া হচ্ছে, তা তাদের জাতীয় মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করছে। আপনাদের আমি রাসূল (সা.)-এর একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নবীজি (সা.) বলেছেন– "তোমরা নিজেদের চিনে নাও যে, তোমরা কী এবং কারা। আর দুশমনকেও ভালো করে জেনে নাও, তারা কারা এবং তাদের লক্ষ্য কী।"

'সালাহুদ্দীন আইউবির চরিত্র ও আদর্শের মোড় দুশমনই ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তিনি আপন কাজে এতই নিমগ্ন থাকতেন যে, কখনও ভাববারই সময় পাননি, তিনি ইসলামি দুনিয়ার বড় মাপের একজন নেতা, মিসরের প্রতাপান্বিত শাসক

www.pathagar.com

এবং এমন একজন বীরযোদ্ধা যে, খ্রিস্টানদের বড়-বড় কমান্ডাররা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরও তার ভয়ে তটস্থ থাকছে। তাঁর আর্থিক অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি অর্থাভাবে জীবনে একবারও হজ করতে পারেননি। জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর একটিই বাসনা ছিল। আর সেটি ছিল হজ করা। কিন্তু তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ দেরহাম রুপা ও এক টুকরা সোনা। সম্পদ বলতে ছিল একটা ঘর। আর তা-ও পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত।

'তাঁর চারিত্রিক পরিপক্বতার বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ এই ছিল যে, তিনি যখন তাঁর সালার প্রমুখকে বৈঠকে তলব করলেন, তখন তাঁর চেহারায় ভীতি বা ব্যাকুলতার কোনো চিহ্ন ছিল না। উপস্থিত পারিষদবর্গ নীরব-নিস্তব্ধ। তাদের ধারণা ছিল, এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে তিনি ঘাবড়ে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু না, তিনি মুচকি হেসে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– "আমার বন্ধুগণ, তোমরা অত্যন্ত কঠিন ও সংকটময় পরিস্থিতিতেও আমার সঙ্গ দিয়েছ। আজ এমন একটা পরিস্থিতি আমাকে বিচলিত করে তুলেছে, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসবার মতো নয়। কিন্তু স্মরণ রেখো, তারপরও যদি আমরা পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, তা হবে আমাদের জন্য দুনিয়াতেও অপমান, আল্লাহর দরবারেও অপমান। ইতিহাস আমাদের উপর অভিশম্পাত করবে এবং কিয়ামতের দিন সেই শহীদগণ আমাদের লজ্জা দেবে, যারা ইসলামের মর্যাদার সুরক্ষায় নিজেদের জীবন কুরবান করেছে। এখন আমাদেরও জীবন কুরবান করার সময় এসেছে।"

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর সুলতান আইউবি তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বললেন– "আমাদের এখন আমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।"

'এই বলে তিনি চোখ ঘুরিয়ে সকলের চেহারাগুলো নিরীক্ষা করলেন। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। সকলের মুখের রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। সুলতান নিশ্চিত বুঝে নিলেন, হ্যাঁ, আমার এই কর্মকর্তারা যেকোন পরিস্থিতিতে আমার সঙ্গ দেবে। তিনি বললেন, "আমার প্রথম পদক্ষেপটি হলো, আমি স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে যাচ্ছি। আমি আর কেন্দ্রীয় খেলাফতের অনুগত থাকতে চাই না। কিন্তু এই ঘোষণা আমি তোমাদের প্রত্যেকের সম্মতি ছাড়া দেব না। এ-ব্যাপারে মতামত দেওয়ার আগে তোমরা আরো দুটি বিষয় ভেবে দেখো। প্রথমত, খেলাফত কার্যত শেষ হয়ে গেছে। তোমরাই বলেছ, খলীফা এখন এগারো বছরের বালক এবং তিন-চারজন আমির তাকে ঘিরে রেখেছে। আর এই আমিরগণ খ্রিস্টানদের বন্ধু। কাজেই বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, খেলাফত এখন খ্রিস্টানদের হাতের মুঠোয়। তাই এবার আমাদের সংঘাত হবে খেলাফতের বিরুদ্ধে। এমতাবস্থায় তোমরা যদি স্বাধীন না হও, তা হলে

www.pathagar.com

তোমাদের খলীফাকে মান্য করতে হবে আর এই মান্যতা হবে সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য ধ্বংসাত্মক। তোমরাই বলো, এমন পরিস্থিতিতে আমাদের এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা কি সঠিক হবে না যে, আমি মিসরের খেলাফতকে কেন্দ্রীয় খেলাফত থেকে স্বাধীন করে ফেলব এবং তারপর আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হবে স্বাধীন, যা এখন ইসলামের জন্য অত্যাবশ্যক?"

'তা হলে কি আপনি খেলাফতের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে চাচ্ছে?' এক সালার জিজ্ঞেস করেন।

'এখনও সেই সিদ্ধান্ত নিইনি' – সুলতান আইউবি জবাব দিলেন – 'কাল-পরশুনাগাদ আমার দূত ফিরে আসবে। পরিস্থিতি যদি আমাকে খেলাফতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য করে, তা হলে আমি কুণ্ঠিত হব না।'

'আপনি মিসরকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়ে দিন' – এক কর্মকর্তা বলল – 'আমরা এগারো বছরের বালককে খলীফা মানতে রাজী নই।'

'তো তোমরা কি সকলে আমাকে মিসরের সুলতান হিসেবে মেনে নেবে?' সালাহুদ্দীন আইউবি জিজ্ঞেস করলেন।

উপস্থিত সকলে সর্বান্তকরণে একবাক্যে বলে উঠলেন– 'হ্যাঁ, আমরা আপনাকে মিসরের সুলতান হিসেবে মেনে নেব।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তখনই মিসরের স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেন। এই ঘোষণার পর থেকেই সালাহুদ্দীন আইউবি 'সুলতান' অভিধায় ভূষিত হলেন।

'আমি রাসূলের উম্মতের নয় – আমি রণাঙ্গনের রাজা' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তোমরা তো দেখেছ, আমি খ্রিস্টান সৈন্যদের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করে থাকি। আমি দশ-দশজন জানবাজ দিয়ে দশ-দশ হাজার শত্রুসেনাকে পরাভূত করেছি। কিন্তু যখন আমি আপন ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা ভাবি, তখন আমার সব রণকৌশল মাথা থেকে উধাও হয়ে যায়, আমার তরবারি তখন কোষ থেকে বেরুতে চায় না। দুর্ভাগ্য, আমাকে ও তোমাদেরকে সেই দিনটিও প্রত্যক্ষ করতে হলো যে, আমরা পরস্পর লড়াই করব আর খ্রিস্টানরা বসে-বসে তামাশা দেখবে!'

'এই তামাশা আমাদের দেখাতেই হবে মহামান্য সুলতান!' – এক সালার বললেন – 'মুখের ভাষা যদি আমাদের ভাইদের উপর ক্রিয়া না করে, তা হলে তরবারির ব্যবহার করতেই হবে। আমাদের কারো মধ্যে ক্ষমতার মোহ নেই। আমরা যা কিছু করব, ইসলামের খাতিরেই করব।'

◆◆◆

সুলতান আইউবি আগেও দামেশ্ক, হাল্ব, মসুল এবং আরও দু-তিনটি প্রজাতন্ত্রের আমিরদের নিকট দুজন দূত পাঠিয়েছিলেন। সবার কাছে দীর্ঘ বার্তা প্রেরণ করেছেন। তাতে তাদের প্রত্যেককে খ্রিস্টীয় ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক

www.pathagar.com

করেছেন এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তাদের তিনি ইসলামি ঐক্যের স্বপক্ষে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দূতগণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। একজন আমিরও সুলতানের পয়গামকে স্বাগত জানাননি। বরং অনেকে সেই বার্তা বিদ্রূপের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

দূতগণ সুলতান আইউবিকে জানাল, আমরা প্রথমে খলীফার দরবারে গমন করি। খলীফা বার্তাটি নিজে পাঠ না করে তাকে ঘিরে-রাখা-আমিরদের পড়তে দিলেন। এই আমিরগণই তাকে খেলাফতের গদিতে বসিয়েছেন। তারা আপনার পয়গাম পাঠ করে পরস্পর কানাঘুষা শুরু করল। একজন খলীফাকে বললেন, সালাহুদ্দীন আইউবি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বাহানা দেখিয়ে সকল মুসলিম রিয়াসতকে একরাষ্ট্রে পরিণত করতে চাচ্ছেন। তারপর তিনি নিজেই সেই রাজ্যের অধিপতি হবেন। আরেকজন এগারো বছর বয়সী খলীফাকে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে বললেন, আপনি তাকে নির্দেশ দিতে পারেন। যুদ্ধ করা-না-করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক একমাত্র খলীফা। সালাহুদ্দীন আইউবি যদি খলীফার আদেশ অমান্য করেন, তা হলে আপনি তাকে বরখাস্ত করে মিসরের নেতৃত্ব অন্য কাউকে দিতে পারেন।

অবশেষে বালক খলীফা আমাদের বললেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবিকে বলবে, সে যেন আমার নির্দেশের অপেক্ষা করে। ইসলামি ঐক্যের প্রয়োজন আছে কিনা আমিই সেই সিদ্ধান্ত জানাব।'

এক আমির খলীফাকে বললেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট যে-ফৌজ আছে, তাতে মরহুম জঙ্গির প্রেরিত অনেক সৈন্যও আছে। আপনি তাকে নির্দেশ প্রেরণ করুন, যেন তাদের ফেরত পাঠিয়ে দেয়। বাহিনীকে নিজের মর্জিমতো ব্যবহার করার সুযোগ তার থাকা উচিত নয়।

এবার খলীফা বললেন–. 'তাকে আরও বলবে, খেলাফতের পক্ষ থেকে যে-বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের যেন ফেরত পাঠায়। আর তোমরা এবার যেতে পার।'

অন্য এক আমির বললেন, আইউবিকে আরও বলবে, ভবিষ্যতে যেন তিনি খলীফাকে এরূপ পয়গাম পাঠানোর দুঃসাহস না দেখান।

দূতরা সুলতান আইউবিকে জানাল, আমরা অন্যান্য আমিরদের নিকটও গমন করি। সবাই অবজ্ঞার সঙ্গে আপনার পয়গাম প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেউ-কেউ আপনার বিরুদ্ধে অবমাননাকর উক্তিও করেছেন।

রিপোর্টে সুলতান আইউবির চেহারায় কোনো পরিবর্তন আসেনি, যেন তিনি এমনটা-ই আশা করছিলেন। তিনি মূলত আলী বিন সুফিয়ানের অপেক্ষা করছিলেন। গোয়েন্দাপ্রধান আলী একশো যোদ্ধা নিয়ে দামেশ্ক চলে গেছেন। গেছেন বণিকের বেশে। সুলতান এখনও তাঁর কোনো সংবাদ পাননি।

নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যুর পরপরই সুলতান আইউবি সংবাদ পেয়ে যান বিভিন্ন রাজ্যের আমিরগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে ফেলেছেন। তিনি সংবাদটা পেয়েছেন

www.pathagar.com

স্বয়ং নুরুদ্দীন জঙ্গির স্ত্রীর মাধ্যমে, যিনি বর্তমান খলীফার মা। তিনি অতি সঙ্গোপনে একজন দূত কায়রো পাঠিয়ে দেন এবং সুলতান আইউবিকে জঙ্গির মৃত্যুর পর উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি সুলতান আইউবিকে বলে পাঠালেন–

'ইসলামের ইজ্জত এখন আপনার হাতে। আমার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছে। মানুষ আমাকে সম্মান করতে শুরু করেছে। কেননা, আমি খলীফার মা। তারা মনে করছে, আমি সৌভাগ্যশীলা মা। কিন্তু আমার হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আমার পুত্রকে খলীফা বানানো হয়নি – তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। মসুলের আমির সাইফুদ্দীন ও অন্যসব আমির আমার পুত্রের চারপাশ ঘিরে রেখেছে। আমার স্বামীর অতিজারাও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে। তারপরও যদি এই আমিরদের মধ্যে ঐক্য থাকত, তা হলে আমি এতখানি বিচলিত হতাম না। প্রকৃতপক্ষে তারা একজন অপরজনের দুশমন। আপনি যদি বলেন, তা হলে আমি নিজহাতে পুত্রকে হত্যা করে ফেলব। কিন্তু তার পরিণতিকে আমি ভয় করি। ভালো হবে, আপনি এসে পড়ুন। কীভাবে আসবেন, এসে কী করবেন, তা আপনিই ভালো জানেন। আমি আপনাকে সতর্ক করতে চাই, আপনি যদি এদিকে দৃষ্টি না দেন কিংবা যদি বিলম্ব করে ফেলেন, তা হলে প্রথম কেবলা তো খ্রিস্টানদের কব্জায় আছেই, পবিত্র কাবাও তাদের হাতে চলে যাবে। সেই লাখো শহীদের খুন কি বৃথা যাবে, যারা জঙ্গি ও আপনার নেতৃত্বে জীবন কুরবান করেছে? আপনি হয়ত আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার পুত্রকে আমি কেন নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখলাম না? তার জবাব আমি দিয়েছি। আমিরগণ আমার পুত্রকে ছিনিয়ে নিয়েছে। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র একবার সে আমার কাছে এসেছে। এখন তাকে আমার পুত্র বলে মনে হয় না। বোধহয় তাকে হাশিশ খাওয়ানো হয়েছে। সে ভুলে গেছে, আমি তার মা। ভাই সালাহুদ্দীন, আপনি জলদি আসুন; দামেশ্কের জনগণ আপনাকে স্বাগত জানাবে। আমার এই দূতের নিকটই জবাব দিন আপনি কী করবেন কিংবা কিছু করবেন কিনা!'

সুলতান আইউবি তখনই জবাব দিয়ে দূতকে বিদায় করে দিলেন। তিনি জঙ্গির স্ত্রীকে নিশ্চয়তা প্রদান করলেন, আমি অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ হাতে নিচ্ছি। কিন্তু আমি পা ফেলব বুঝে-শুনে, মেপে-মেপে।

দূত রওনা হওয়ার পরপর সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ানকে দামেশ্ক, মসুল, হাল্ব, ইয়েমেন ও অন্যসব ইসলামি অঞ্চলে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ প্রদান করেন। আলী বিন সুফিয়ানের এই সফর কোনো সরকারি সফর ছিল না। তিনি গুপ্তচরের বেশে এলাকাগুলোতে চলে যান। তাঁর দায়িত্ব হলো, যেসব মুসলিম আমির স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করেছে, তারা কী চায়, খ্রিস্টানদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে কিনা, খলীফার বাহিনীর মতিগতি কেমন, এই বাহিনীকে

www.pathagar.com

খলীফার এমন সব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের জন্য প্রস্তুত করা যায় কিনা, যা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর ও দুশমনের জন্য লাভজনক। আলী বিন সুফিয়ানের এ-ও জানবার বিষয় ছিল যে, ওসব এলাকার জনগণের মতিগতি ও চিন্তাধারা কী এবং ফেদায়ীরাও খলীফার সঙ্গে মিশে গেছে কিনা। তাঁকে এ-ব্যাপারেও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, সুলতান আইউবি দামেশ্ক কিংবা অন্য কোনো মুসলিম এলাকায় অভিযান পরিচালনা করলে জনগণের প্রতিক্রিয়া কী হবে।

সুলতান আইউবি অন্ধকারে ঢিল ছোড়েন না। কোথাও যেতে হলে বা অভিযান পরিচালনা করতে হলে আগে গোয়েন্দা-মারফত সেখানকার পরিবেশ, পরিস্থিতি, সুবিধা ও সমস্যা সম্পর্কে তথ্য-পরিসংখ্যান জেনে নেন। এখানেই ছিল তাঁর সাফল্য। সুলতান জঙ্গির মৃত্যুর পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন নিশ্চিত হতে একই ধারায় তিনি আলী বিন সুফিয়ানকে প্রেরণ করেন। আলী বিন সুফিয়ান রিপোর্ট নিয়ে আসবেন। তারপর তিনি সে মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এখন অপেক্ষা শুধু আলীর ফিরে আসার।

♦♦♦

সুলতান আইউবির নির্দেশপ্রাপ্তির পর আলী বিন সুফিয়ান একটি মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে একশো যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা বাছাই করে ফেললেন। তাদের মিশন সম্পর্কে অবহিত করে তিনি বললেন– 'ইসলামের আব্রু-ইজ্জত তোমাদের থেকে অনেক মূল্যবান কুরবানি দাবি করছে। এই মিশনে তোমাদের পূর্ণ যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে।'

এই একশো গোয়েন্দাকে বণিকের বেশ ধারণ করানো হলো। আলী বিন সুফিয়ান কাফেলার সরদার সাজলেন। তারা কতগুলো উটের পিঠে নানা ধরনের পণ্য বোঝাই করল। দামেশ্ক ইত্যাদির বাজারে নিয়ে এগুলো বিক্রি করা হবে এবং তার পরিবর্তে অন্য মাল ক্রয় করা হবে। বেশকিছু উট ছাড়াও তাদের সঙ্গে আছে কয়েকটা ঘোড়া। বাণিজ্যিক পণ্যের ভিতরে তারা তরবারি, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে। তার মধ্যে আছে দাহ্যপদার্থ ও আগুন জ্বালানোর অন্যান্য বস্তু। আলী বিন সুফিয়ানের নেতৃত্বে কাফেলা রাতের বেলা কায়রো থেকে রওনা হলো এবং রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত বহুদূর এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর কাফেলা আবার রওনা হলো। আলী বিন সুফিয়ান যথাশীঘ্রই গন্তব্যে পৌঁছে যেতে চাচ্ছেন।

কাফেলা দিনভর চলতে থাকল। সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও কাফেলা কোথাও থামেনি। রাত গভীর হতে চলেছে। এবার একটা উপযুক্ত জায়গা পাওয়া গেল। এলাকাটা সবুজ-শ্যামল। এখানে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে উঁচু-নিচু টিলা আছে। আছে পানিও। কাফেলা বিশ্রাম ও পানির জন্য এখানে থেমে গেল।

লোকগুলো আসলে বণিক নয় – সৈনিক। তাদের চাল-চলনে শৃঙ্খলা আছে, সতকর্তা আছে। তাদের উট-ঘোড়াগুলো এমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে, মানুষগুলোর মতো ওরাও সুশৃঙ্খল। কারও মুখে টু-শব্দটিও নেই। না মানুষের মুখে, না

www.pathagar.com

পশুগুলোর মুখে। আলী বিন সুফিয়ান টিলা ও পর্বতের অভ্যন্তরে না ঢুকে বাইরেই ছাউনি ফেললেন। দুই ব্যক্তিকে পানির সন্ধানে প্রেরণ করলেন। এখন সকলের হাতে অস্ত্র। কারণ, এই সফরে দুটা ভয় রয়েছে। মরুদস্যুর ভয় ও খ্রিস্টান কমান্ডোদের ভয়।

লোকদুজন পার্বত্য এলাকার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। পানির অনুসন্ধান ছাড়াও তাদের দেখতে হবে, এখানে দুশমনের কোনো কমান্ডো কিংবা কোনো টহলবাহিনী অবস্থান নিয়ে আছে কিনা। তারা কিছুদূর চলে গেল। একজায়গায় আলোর মতো কিছু একটা দেখতে পেল। তারা আরও সম্মুখে চলে গেল এবং একটা টিলার উপরে উঠে গেল। এখানে মাঠের মতো মনোরম একটা জায়গা। পানি আছে। সবুজ-শ্যামল এলাকা। আছে খেজুর বাগানও। এখানে দুটা প্রদীপ জ্বলছে। সেই প্রদীপের আলোতে তাদের দশ-এগারোজন মানুষ চোখে পড়ল। ছয়-সাতজন পুরুষ। অন্যরা নারী। মেয়েগুলো অতিশয় সুন্দরী। তারা আগুন জ্বালিয়ে গোশত ভুনা করছে আর পেয়ালায় করে কী যেন পান করছে। মদ-টদ হবে। খানিক আড়ালে একটা ঘোড়া ও কয়েকটা উট বাঁধা আছে। অনেকগুলো সামানও একদিকে পড়ে আছে।

আলী বিন সুফিয়ানের লোকদুজন লুকিয়ে-লুকিয়ে নিকটে চলে গেল। রাতের নীরবতায় তাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। তাদের হাসি-কৌতুক প্রমাণ করছে, তারা মুসলমান নয়। মেয়েগুলো অশ্লীল আচরণ করছে।

তারা ফিরে এসে আলীকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করল। এবার আলী বিন সুফিয়ান নিজেই গেলেন। লুকিয়ে-লুকিয়ে কাছে থেকে দেখলেন। তিনি লোকগুলোর ভাষা বুঝতে পারছেন না। ওরা খ্রিস্টান। আলী বিন সুফিয়ান একবার ভাবলেন, তাদের নিকটে চলে যাবেন এবং জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন, তারা কারা এবং কোথায় যাচ্ছে। আবার ভাবলেন, গিয়ে কাজ নেই; এখান থেকেই তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করি। তাঁর সঙ্গে একশো যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা আছে। এই ছয়-সাতজন পুরুষ আর চারটা মেয়েকে ভয় পাওয়ার কোনোই কারণ নেই।

লোকগুলোকে গোয়েন্দার দৃষ্টিতে দেখছেন আলী বিন সুফিয়ান। তাঁর মনে সন্দেহ জাগল, তারা খ্রিস্টান গুপ্তচর ও সন্ত্রাসী এবং কোনো ইসলামি ভূখণ্ডে অভিযানে যাচ্ছে। তা-ই যদি হয়, তা হলে এরা আলী বিন সুফিয়ানের অত্যন্ত মূল্যবান শিকার।

আরও নিকটে যাওয়ার জন্য তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং টিলার একেবারে শেষপ্রান্তে চলে গেলেন। এখান থেকে নিচের দিকে তাকাতেই আরও দুজন লোক দেখতে পেলেন। তাদের মুখমণ্ডল ও মাথা কালো কাপড়ে ঢাকা। তারা টিলার আড়াল থেকে ওই লোকগুলোর প্রতি বারবার তাকাচ্ছে। আলী বিন সুফিয়ান বুঝে ফেললেন, ওরা মরুদস্যু। ওদের দৃষ্টি মেয়েগুলোর প্রতি।

www.pathagar.com

লোকগুলো আস্তে-আস্তে পিছন দিকে সরে গেল। তারা পরস্পর কথা বলল। আলী বিন সুফিয়ান তাদের কথা শুনতে পেলেন। বুঝতেও সক্ষম হলেন। আলীর ভাষায়ই কথা বলছে তারা।

'ওদের কাছে কি অস্ত্র আছে?' একদস্যু জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আছে' – অপরজন বলল – 'আমি দেখেছি। তাদের তরবারি সরু। তারা খ্রিস্টান।

'লোকগুলো সাধারণ পথচারী বলে মনে হয় না।'

'ঠিক আছে, ওরা ঘুমিয়ে পড়ুক, আমি সবাইকে ডেকে নিয়ে আসি।'

'আমরা তো আটজন; ঘুমন্ত অবস্থায়ই আমরা ওদের ধরে ফেলতে পারব।'

'ধরার প্রয়োজন কী। পুরুষদের ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে ফেলব আর মেয়েগুলোকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যাব, ব্যস।'

তারা সঙ্গীদের ডেকে আনতে চলে গেল। আলী বিন সুফিয়ান লুকিয়ে-লুকিয়ে তাদের অনুসরণ করলেন। তারা অন্য একপথে বেরিয়ে গেল। ওখানে তাদের ঘোড়া দণ্ডায়মান। তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আলী বিন সুফিয়ান ভাবলেন কী করা যায়। লোকগুলোকে সাবধান করে দেবেন, নাকি নিজের কাফেলায় নিয়ে যাবেন। গভীর ভাবনা-চিন্তার পর তিনি কাফেলায় ফিরে এলেন। পরে জনাবিশেক লোককে বর্শাসজ্জিত করে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তাদের উপযুক্ত স্থানে প্রস্তুত অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন এবং কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। নিজেও সতর্ক অবস্থায় এদিক-ওদিক টহল দিতে থাকেন। দস্যুরা কখন আসবে তিনি জানেন না। তিনি দেখতে পান, মেয়েরা ও তাদের পুরুষ সঙ্গীরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মাত্র এক ব্যক্তি বর্শাহাতে পাহারা দিচ্ছে। তাতে বোঝা গেল, লোকগুলো প্রশিক্ষিত। প্রদীপগুলো জ্বলছে।

এখন রাতের শেষ প্রহর। পার্বত্য এলাকার অভ্যন্তরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ কানে এল। শুনে সবাই সতর্ক হয়ে গেল। মেয়েদের প্রহরীও বদল হলো। এবার পাহারা দিচ্ছে অন্যজন। দস্যুরা পার্বত্য এলাকার মাঝামাঝিতে এসে পড়েছে। আলী বিন সুফিয়ান ও তার লোকেরা টিলার উপরে। খানিক পর আট-নয়জন দস্যু সেই জায়গাটিতে ঢুকে পড়ল, যেখানে তাদের শিকার ঘুমিয়ে আছে। প্রহরী ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমন্ত সঙ্গীদের জাগিয়ে তুলল। দস্যুরা তাদের চারপাশ ঘিরে ফেলল এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল। মেয়েদের পুরুষ সঙ্গীরা জেগে উঠল। কিন্তু দস্যুরা তাদের হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার সুযোগ না-দিয়েই চিৎকার করে উঠল– 'সব মালপত্র ও মেয়েগুলোকে আমাদের হাতে তুলে দাও এবং নিজেরা জীবন বাঁচাও।' দুজন দস্যু তাদের ধাক্কা দিয়ে একদিকে সরিয়ে দিল। লোকগুলো নিরস্ত্র। তারপরও দুজন মোকাবেলা করার চেষ্টা করল। তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফলে অনেকক্ষণ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করল।

www.pathagar.com

আলী বিন সুফিয়ান সংকেত দিলেন। তাঁর লোকেরা বাজের মতো ছুটে এল। এরা কারা ডাকাতদল বিষয়টি বুঝে উঠবার আগেই এক-একটা বর্শা এক-একজন দস্যুর দেহে বিদ্ধ হয়ে গেল। তার আগে দস্যুদের হাতে মেয়েদের দুজন সঙ্গী মারা পড়েছে। তবে তার জন্য আলী বিন সুফিয়ানের কোনো দুঃখ নেই।

আলী বিন সুফিয়ান মেয়েদের কাছে চলে গেলেন। মেয়েগুলো ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তাদের সামনে এগারোটা লাশ পড়ে আছে। দুটা তাদের দুই সঙ্গী পুরুষের। নটা দস্যুদের। আলী বিন সুফিয়ান তাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। আলীর প্রতি মেয়েরা অতিশয় কৃতজ্ঞ। তিনি তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? কোথা থেকে এসেছ? কোথায় যাচ্ছ? তাদের উত্তর শুনে সুলতান আইউবির প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন বিচক্ষণ গোয়েন্দাপ্রধান আলী মুচকি হেসে বললেন– 'তোমরাও যদি আমাকে এরূপ প্রশ্ন করতে, আমিও তোমাদের এমন অসত্য জবাবই দিতাম। আমি তোমাদের প্রশংসা করছি যে, এমন একটা ভীতিপ্রদ অবস্থায়ও তোমরা নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছ।'

'আপনি কোথা থেকে এসেছেন?' – একজন আলী বিন সুফিয়ানকে পালটা প্রশ্ন করল – 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'তোমরা যেখান থেকে এসেছ' – আলী বিন সুফিয়ান জবাব দিলেন – 'আর যাবও সেখানে, যেখানে তোমরা যাচ্ছ। আমাদের কাজ ভিন্ন; কিন্তু গন্তব্য এক।'

তারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বিস্মিত চোখে আলীর প্রতি তাকাল। আলীর মুখে মুচকি হাসির রেখা– 'দেখেছ তো কেমন চাল খেলে দস্যুদের হত্যা করে ফেললাম! কোনো সাধারণ পথিক-মুসাফির কি এমন দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে? আমি যে-যোগ্যতার প্রমাণ দিলাম, তা একজন সুশিক্ষিত সেনাকমান্ডারের ওস্তাদিকর্ম নয় কি?'

'তুমি মুসলমান সৈনিকও হতে পার।' এক মেয়ে বলল।

'আমি ক্রুশের সৈনিক।' আলী বিন সুফিয়ান জবাব দিলেন।

'তুমি কি তোমার ক্রুশটা দেখাতে পার?' প্রমাণ চাইল মেয়েরা।

'তুমি পারবে আমাকে তোমার ক্রুশ দেখাতে?' আলী বিন সুফিয়ান পালটা প্রশ্ন করলেন এবং সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'আমি জানি, তোমরা একজনও ক্রুশ দেখাতে পারবে না। তোমাদের সঙ্গে ক্রুশ নেই। কারণ, তোমরা যে-কাজে যাচ্ছ, সেখানে ক্রুশ সঙ্গে রাখা যায় না। আমি তোমাদের নামও জিজ্ঞেস করব না – আমার নিজের নামও বলব না। আর আমার মিশন কী তাও বলব না। শুধু এতটুকুই বলব, আমরা একই পথের পথিক। আর আমাদের কারুরই জানা নেই, আমাদের মধ্য থেকে কে নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারবে। যিশুখ্রিস্ট যেভাবে আমাকে ও আমার লোকদেরকে তোমাদের

www.pathagar.com

সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছেন, তা-ই প্রমাণ করে, তোমরা সঠিক পথে আছ এবং তোমরা সফল হবে। নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যুতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে গেছে, সমগ্র পৃথিবীতে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মুসলমানদের একজন আমিরও এমন আছে কি, যে আমাদের জালে আটকা পড়েনি? আমি তোমাদের উপদেশ দেব, তোমরা অটল থাকো।'

আলী বিন সুফিয়ান মেয়েদের পানে তাকিয়ে বললেন– 'তোমাদের কাজ খুবই স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ। খোদাওন্দ ঈসা মসীহ তোমাদের কুরবানিকে বিফল করবেন না। আমরা যারা পুরুষ আছি, তারা জীবন বিলিয়ে দুনিয়ার ঝক্কি-ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাই। কিন্তু মানুষ তোমাদের জীবন হরণ করে না – হরণ করে তোমাদের সম্ভ্রম। আর তোমাদের পক্ষে এটাই সবচেয়ে বড় কুরবানি।'

আলী বিন সুফিয়ান অতিশয় ঝানু ও সুদক্ষ গোয়েন্দা। মুখের ভাষা তাঁর জাদুমাখা। সবাই তন্ময় হয়ে শুনছে তার কথাগুলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি তাদের থেকে স্বীকৃতি আদায় করে নিলেন যে, তারা খ্রিস্টান এবং নাশকতার উদ্দেশ্যে দামেশ্‌কসহ অন্যান্য অঞ্চলে যাচ্ছে।

তারা বণিকের বেশে আছে।

আলী বিন সুফিয়ান খ্রিস্টানদের গুপ্তচরবৃত্তির নিয়ম-নীতি, গোপন সংকেত ও পরিভাষা সম্পর্কে অবহিত। এ-পর্যন্ত বহু খ্রিস্টান গুপ্তচরকে গ্রেফতার করে তিনি অপরাধের স্বীকৃতি আদায় করেছেন। এবার তিনি যখন তাদেরই পরিভাষায় কথা বললেন, তখন মেয়েরা ও তাদের সঙ্গী পুরুষরা শুধু নিশ্চিতই হয়নি যে, তিনি খ্রিস্টান; বরং তাকে খ্রিস্টান গোয়েন্দা বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলে বিশ্বাস করে নিল। তিনি তাদের অবহিত করলেন, আমার সঙ্গে একশো লোক আছে। তাদের মাঝে যুদ্ধবাজ গোয়েন্দাও আছে। আছে ফেদায়ীও। আমরা দামেশ্‌কসহ অন্যান্য এলাকায় মুসলমানদের সেসব উর্ধ্বতন অফিসারদের খুন কিংবা গুম করতে যাচ্ছি, যারা সালাহুদ্দীন আইউবির চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তিনি তাদের আরও জানালেন, আমি দীর্ঘদিন যাবত মিসরে কাজ করেছি। এবার আমাকে ওদিকেই পাঠানো হয়েছে।

খ্রিস্টানদলটা আলী বিন সুফিয়ানের সামনে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে একটা সমস্যার কথা ব্যক্ত করল। বলল, আমাদের কমান্ডার দস্যুদের হাতে নিহত হয়েছেন। আমরা যেসব এলাকায় যাচ্ছি, সেসব এলাকায় তিনি আগেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুতে আমরা এখন দিশা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে এখন একজন অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন।

আলী বিন সুফিয়ান তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, অসুবিধা হবে না; প্রয়োজনে আমি আপন কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে হলেও তোমাদের পথনির্দেশনা করব। তোমাদের মিশনটা আমাকে খুলে বলো।

www.pathagar.com

তারা আলী বিন সুফিয়ানকে তাদের মিশন খুলে বলল।

তাদের কয়েকজন মুসলিম সালারের নাম দিয়ে বলা হয়েছে, এদের কাছে উপঢৌকন পৌঁছিয়ে দেবে এবং প্রয়োজন অনুপাতে মেয়েদের ব্যবহার করবে। তাদের এমন কতিপয় সালার ও আমির পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, যারা খ্রিস্টানদের শত্রু মনে করে এবং তাদেরকে খ্রিস্টানদের বন্ধু বানাতে হবে।

'দেখো, এই স্তরে এসে তোমাদের ও আমার কাজ এক হয়ে যাচ্ছে' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আমাকেও ওইসব সালার ও নেতাদের খতম করতে হবে, যারা অন্তর থেকে খ্রিস্টানদের শত্রুতা দূর করছে না। ...আচ্ছা, দামেশ্‌কে তোমরা কোথায় থাকবে?'

'আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা বণিকের বেশে যাচ্ছি' – একজন জবাব দিল – 'দামেশ্‌কের কাছাকাছি গিয়ে আমাদের এই মেয়েরা পর্দানশিন মুসলিম নারীতে পরিণত হবে। আমরা সরাইখানায় অবস্থান নেব। ওখান থেকে বণিকের বেশ ধারণ করে সালার প্রমুখদের নিকট যাব।'

◆◆◆

পরদিন ভোরবেলা। আলী বিন সুফিয়ানের কাফেলা দামেশ্‌ক-অভিমুখে এগিয়ে চলছে। খ্রিস্টান দলটাও এই কাফেলার শামিল হয়ে গেছে। পশুর মধ্যে ডাকাতদের ঘোড়াগুলো এখন অতিরিক্ত। খ্রিস্টান নারী-পুরুষরা আলী বিন সুফিয়ানকে তাদের নেতা মেনে নিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে তিনিও খ্রিস্টান। তিনি তাদের বলে দিয়েছেন, তোমরা আমার লোকদের সঙ্গে কথা বলবে না। কারণ, তাদের মাঝে মুসলমানও আছে, যারা ফেদায়ী ও হাশিশি বটে; কিন্তু তাদের উপর ভরসা রাখা যায় না। পথে আলী বিন সুফিয়ান খ্রিস্টানদের নিজের সঙ্গে রাখলেন এবং তাদের সাথে কথা বলতে থাকলেন। এই ফাঁকে তাঁর অনেক কাজের কথা জানা হয়ে গেছে।

পরদিন কাফেলা দামেশ্‌ক প্রবেশ করল। আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশ অনুসারে কাফেলা সরাইখানায় না উঠে একটা মাঠে তাঁবু গাড়ল। মাঠে উৎসুক জনতার ভিড় জমে গেল। বাইরে থেকে কোনো বণিক কাফেলা এলে এলাকার মানুষ এভাবেই ভিড় জমায়। তারা পণ্য বাজারে যাওয়ার আগেই সরাসরি কাফেলার কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ক্রয় করতে চেষ্টা করে।

আলী বিন সুফিয়ান ঘোষণা করে দিলেন, দশটা ঘোড়াও বিক্রি হবে। এই ভিড়ের মধ্যে দামেশ্‌কের ব্যবসায়ী-দোকানীরাও আছে। দু-চার ঘন্টার মধ্যে লোকসমাগম একটা মেলার রূপ ধারণ করল। আলী তাঁর লোকদের বলে দিলেন, যেন তারা মালপত্র দ্রুত বিক্রি না করে আটকে রাখে। তিনি তাঁর কয়েকজন বিচক্ষণ লোককে বলে দিলেন, তোমরা জনতার মধ্যে মিশে যাও এবং সুযোগমতো তাদের মনমানসিকতা জেনে নাও। তারা পরিধানের চোগা খুলে ছদ্মবেশে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দু-তিনজন শহরে চলে গেল।

www.pathagar.com

আলী বিন সুফিয়ান ও তাঁর লোকেরা মাগরিবের নামায বিভিন্ন গিয়ে মসজিদে আদায় করল। তিনি খ্রিস্টান দলটাকে তাঁবুতে রেখে গেলেন। তারা মসজিদে স্থানীয় লোকদের জানাল, আমরা ব্যবসায়ী – কায়রো থেকে এসেছি। গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে তারা লোকদের মনোভাব জেনে নিল। লোকদের চিন্তাধারা ও চেতনা আশাব্যঞ্জক। কিছু লোককে ভীত-সন্ত্রস্ত পাওয়া গেল। তারা নতুন খলীফা ও আমিরদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। তাদের মাঝে সমাজের উঁচুস্তরের লোকও আছে। অধিকাংশেরই বিশ্বাস, খ্রিস্টশক্তি ইসলামি দুনিয়ার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং খেলাফত বিলাসী আমিরদের হাতে চলে গেছে। তারা অত্যন্ত বিচলিত ও হতাশাগ্রস্ত। তারা বলল, সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির পর এখন একমাত্র সালাহুদ্দীন আইউবিই অবশিষ্ট আছেন, যিনি ইসলামের নাম জীবিত রাখতে সক্ষম হবেন।

আলী বিন সুফিয়ান তাঁর লোকদের বলে দিয়েছেন, এই নারী ও পুরুষগুলো খ্রিস্টান এবং তাদের নিকট একথাই প্রকাশ করতে হবে যে, আমরা সবাই ক্রুশের মিশন নিয়ে এসেছি। আমাদের প্রতি তাদের কোনো সন্দেহ নেই। তিনি তাদের বলে দিয়েছেন, এ-রাতটা তোমরা বিশ্রাম নাও এবং আমার নির্দেশের অপেক্ষা করো।

আলী বিন সুফিয়ান রাতে তাওফীক জাওয়াদের ঘরে চলে গেলেন। বেশভূষা বণিকের। মুখে কৃত্রিম দাড়ি। তিনি দারোয়ানকে বললেন, ভেতরে সংবাদ দাও, কায়রো থেকে আপনার একবন্ধু এসেছেন। দারোয়ান ভেতরে সংবাদ পাঠাল। আলী বিন সুফিয়ানকে ভেতরে ডেকে নেওয়া হলো। তাওফীক জাওয়াদ প্রথমে আলীকে চিনতে পারেননি। আলী কথা বললে এবার তিনি চিনে ফেললেন এবং দাঁড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এই লোকটির প্রতি আলী বিন সুফিয়ানের আস্থা আছে। তিনি নিজের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বললেন– 'আমি কয়েকজন খ্রিস্টান গোয়েন্দাকে ফাঁদে আটকিয়েছি। এখন ভাবতে হবে তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়।'

'তার আগে বলুন এখানকার পরিস্থিতি কী?' – আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন – 'কায়রোতে অত্যন্ত উদ্বেগজনক সংবাদ পৌঁছেছে।'

সুলতান জঙ্গির মৃত্যুপরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে কায়রোয় যেসব সংবাদ পৌঁছেছে, তাওফীক জাওয়াদ তার সবগুলোরই সত্যতার স্বীকৃতি দিলেন। তিনি বললেন–

'আলী ভাই, তুমি হয়ত একে গৃহযুদ্ধ বলবে। কিন্তু খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে হলে সালাহুদ্দীন আইউবিকে খেলাফতের বিরুদ্ধে সেনা-অভিযান পরিচালনা না করে উপায় নেই।'

'আচ্ছা, আমরা যদি কায়রো থেকে সেনা-অভিযান পরিচালনা করি, তা হলে এখানকার ফৌজ কি আমাদের মোকাবেলা করবে না?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন।

www.pathagar.com

'তোমরা আক্রমণের ভাব নিয়ে এসো না' – তাওফীক জাওয়াদ উত্তর দিলেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবি উপরে-উপরে প্রকাশ করবেন, তিনি খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন এবং খলীফার সম্মানার্থে সঙ্গে সৈন্য এনেছেন। এমতাবস্থায় আমিরদের উদ্দেশ্য যদি ভালো হয়, তা হলে তারা সুলতানকে স্বাগত জানাবে। অন্যথায় তারা যে-পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তা সময়মতো দেখা যাবে। আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, এখানকার ফৌজ তোমাদের মোকাবেলা করবে না; বরং সঙ্গ-ই দেবে। তবে একথাটাও মাথায় রাখতে হবে যে, তোমরা সময় যত নষ্ট করবে, এই ফৌজ তোমাদের থেকে ততই দূরে সরতে থাকবে। এখানকার ফৌজের মাঝে যে-জযবা-চেতনা এখনও বিদ্যমান আছে, তা বিনষ্ট করার প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আর এই জযবা-ই তো ইসলামি ফৌজের আসল শক্তি। তুমি তো জান আলী ভাই! যে-শাসক ভোগ-বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়, সে সর্বপ্রথম দুশমনের সঙ্গে সমঝোতা করে। তারপর দেশের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে এবং এমনসব সালারদের আপন বানিয়ে নেয়, যারা আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে তার অনুগত হয়। এই কর্মধারা এখানে শুরু হয়ে গেছে। আমাদের উচ্চপদস্থ কয়েকজন সেনা-অফিসার ইতিমধ্যেই জাতীয় চেতনা ও ঈমানি জযবা হারিয়ে ফেলেছেন। তবে এখনও আমার মতো এমন কিছু সালারও আছেন, যারা খ্রিস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেননি এবং নুরুদ্দীন জঙ্গির জিহাদি চেতনাকে জীবিত রাখতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু খেলাফতের নির্দেশ ছাড়া নিজের থেকে তারা কি-ইবা করতে পারবে?'

'তাহলে কি আমি সুলতান আইউবিকে নিশ্চিতভাবে একথা বলতে পারি যে, এখানকার সৈন্যরা আমাদের সঙ্গ দেবে?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন।

'অবশ্যই বলতে পার' – তাওফীক জাওয়াদ উত্তর দিলেন– 'তবে খলীফা ও আমিরদের দেহরক্ষীরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাদের সংখ্যাও কম নয় এবং তারা ফৌজের সেরা সৈনিক। সম্ভবত গৃহযুদ্ধের জন্য তাদের প্রস্তুত করা হচ্ছে।'

'এখানকার জনসাধারণের মাঝে আমি যে-জাতীয় চেতনা লক্ষ্য করেছি, তাতে আমি আশান্বিত যে, আমরা যদি এখানে আসি, তাহলে সফল হব।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'দেখো, দেশের জনসাধারণ অত তাড়াতাড়ি বোধ হারায় না' – তাওফীক জাওয়াদ বললেন – 'যে-জাতি নিজ সন্তানদের কুরবানি দিয়েছে, তারা দুশমনকে কখনও ক্ষমা করতে পারে না। আবার যে-সেনাবাহিনী দুশমনের মুখোমুখি লড়াই করেছে, তারাও এত দ্রুত দমে যাওয়ার পাত্র নয়। কিন্তু শাসকদের হাতে এমনসব অস্ত্র থাকে, যা দেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীকে লাশে পরিণত করে ফেলে। এখন জনগণ ও ফৌজের মধ্যে নেফাকের বীজ বপন করা হচ্ছে এবং ফৌজকে জনগণের চোখে হেয় করা হচ্ছে।'

www.pathagar.com

'আমি মোহতারাম নুরুদ্দীন জঙ্গির স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'তিনি সুলতান আইউবির নিকট বার্তা প্রেরণ করেছিলেন যে, আপনি ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করুন। তাকে এখানে ডেকে আনা সম্ভব কি?'

'এই কালই তো তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল' – তাওফীক জাওয়াদ উত্তর দিলেন – 'ঠিক আছে; আমি তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমার নাম শুনলে তিনি ছুটে আসবেন।'

তাওফীক জাওয়াদ তার চাকরানীকে ডেকে বললেন, খলীফার মায়ের কাছে গিয়ে আমার সালাম জানাও এবং কানে-কানে বলো, কায়রো থেকে একজন মেহমান এসেছেন।

◆◆◆

আলী বিন সুফিয়ান যখন তাওফীক জাওয়াদের ঘরে বসে কথা বলছিলেন, সে-সময় তাঁর ছাউনিতে চলছিল একটা সরগরম অবস্থা। রাত অনেক হয়ে গেছে। ক্রেতাদের ভিড় অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে।

আলীর একশো লোক এসেছে দীর্ঘ সফর করে। তারা বাজার থেকে বকরি ও দুম্বা কিনে এনেছে। রান্না করে এখন সেগুলো আহার করছে। হাসি-কৌতুক চলছে। মেয়েগুলো আলাদা একটা তাঁবুতে অবস্থান নিয়েছে। খ্রিস্টান পুরুষরা বসে আছে আলীর লোকদের সঙ্গে। আসরের পূর্ণতা লাভের জন্য তারা মদের পাত্র বের করে সবাইকে মদ্যপান করার প্রস্তাব দিল। কিন্তু আলীর লোকেরা সকলেই অসম্মতি জ্ঞাপন করল। তাতে খ্রিস্টানরা অবাক্ হলো। আলী বিন সুফিয়ান তাদের বলেছিলেন, আমার লোকদের মাঝে মুসলমানও আছে, খ্রিস্টানও আছে। যারা মুসলমান, তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তারা ফেদায়ী। আর ফেদায়ীরা তো নামের মুসলমান। তারা হাসান ইবনে সাব্বাহর দলের মানুষ, যারা মদকে হারাম ভাবে না। অথচ এদের একজনও মদ্যপান করতে রাজি হলো না! ব্যাপারটা কী! খ্রিস্টানদের মনে সন্দেহ জাগল। পরিস্থিতি যা-ই হোক, এরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দা। তারা আরও এমন দু-চারটা লক্ষণ দেখতে পেল, যার ভিত্তিতে তাদের সন্দেহ আরও পোক্ত হলো। তারা এক-এক করে আসর থেকে উঠে যেতে শুরু করল, যেন তারা ঘুমোবার জন্য তাঁবুতে যাচ্ছে।

তারা আসর থেকে উঠে গিয়ে মেয়েদের বলল, তোমরা তোমাদের যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাও। দেখো, এরা আসলে কারা। একমেয়ে স্বেচ্ছায় এ-দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল এবং এই তাঁবুটা খালি করে দাও বলে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটা উঠে বেশ কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক পায়চারি করতে থাকল। অবশেষে আলী বিন সুফিয়ানের একলোক উঠে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি কেন গেল, তা বোঝা গেল না। মেয়েটা তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে বলল, তাঁবুতে একাকি ভয় পাচ্ছিলাম; তাই একটু বাইরে বেড়াতে এলাম।

www.pathagar.com

মেয়েটা আঙুলের ইশারায় পুরুষদের নাচাতে জানে। তার মোহনীয় বচন ও মনোহারী ভঙ্গিমায় লোকটি ভুলেই গেল, সে কোথায় যেতে উঠেছিল।

মেয়েটা বলল– 'আমাদের সঙ্গে যে-লোকগুলো আছে, ওরা অত্যন্ত খারাপ মানুষ। আমরা এখানে তোমাদের মতো অন্য একটা কাজে এসেছিলাম। কিন্তু লোকগুলো আমাদের বেজায় উত্যক্ত করে ফিরছে। আচ্ছা, তুমি কি আমার তাঁবুতে এসে ঘুমোতে পার? তা হলে আমি ওদের থেকে রক্ষা পাই।' বলেই মেয়েটা এমন কিছু আচরণ করল, যার ফলে লোকটি মোমের মতো গলে গেল এবং মেয়েটার তাঁবুতে চলে গেল।

তাঁবুর মধ্যে মিটমিট করে একটা প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় মেয়েটা লোকটির আপাদমস্তক একনজর দেখে নিয়ে আপ্লুত কণ্ঠে বলল– 'উহ! তুমি তো বড্ড সুশ্রী পুরুষ। তুমিই আমাকে হেফাজত করতে পারবে।' এই বলে এক পেয়ালা মদ লোকটির প্রতি এগিয়ে ধরে বলল– 'নাও; পান করো।'

'না।'

'কেন?'

'আমি মুসলমান।'

'এত পাক্কা মুসলমানই যদি হয়ে থাক, তা হলে ক্রুশের জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে এলে কেন?'

সহসা লোকটি চমকে উঠে অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল– 'আমি এর বিনিময় পাই।'

মেয়েটা যতটা-না রূপসী, তার চেয়ে বেশি চতুর। এই উভয় অস্ত্র ব্যবহার করে সে আলী বিন সুফিয়ানের এই লোকটির দেল-দেমাগ কব্জা করে ফেলেছে। সে বলল– 'মদ্যপান না কর তো শরবত এনে দিই'। বলেই সে অন্য তাঁবুতে চলে গেল এবং একটা পেয়ালা হাতে নিয়ে ফিরে এল। শরবতের পেয়ালাটা লোকটির দিকে বাড়িয়ে দিল। লোকটি পেয়ালাটা হাতে নিয়ে মুখের সঙ্গে লাগিয়েই মুচকি একটা হাসি দিয়ে পেয়ালাটা রেখে দিল। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল– 'এর মধ্যে হাশিশ কতটুকু দিয়েছ?'

অকস্মাৎ মেয়েটা নিরুত্তর হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল– 'বেশি নয়; এই যতটুকুতে কিছু সময়ের জন্য তোমাকে আত্মভোলা করে রাখা যায়।'

'কেন?'

'আর কেন? আমি তোমাকে হাত করতে চাই' – শান্ত, ধীর ও জাদুমাখা কণ্ঠে মেয়েটা বলল– 'আমার কথাগুলো যদি তোমার কাছে খারাপ লাগে, তা হলে তোমার খঞ্জরটা আমার বুকে বিদ্ধ করে দাও। আমি তোমাকে হঠাৎ পেয়ে যাইনি। আমি তোমার ওদিকে আসা দেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। সফরকালে আমি তোমাকে গভীর মনে দেখেছিলাম। মনে হচ্ছিল, তুমি আর আমি কোথায় যেন কখনও একত্রে ছিলাম এবং একজন আরেকজনের পরিচিত। তোমাকে

www.pathagar.com

আমার মনে ধরেছে। দেখলে না, আমি তোমাকে মদ পেশ করেছি; কিন্তু নিজে পান করিনি। কারণ, আমি মুসলমান। এরা আমাকে জোর করে মদপান করায়।'

লোকটি চকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল– 'তা তুমি এই কাফেরদের সঙ্গে কীভাবে এলে?'

'আমি বারোটা বছর ধরে এদের সঙ্গে আছি' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'আমি জেরুজালেমের বাসিন্দা। তখন আমার বয়স ছিল বারো বছর। আমার পিতা যখন আমাকে বিক্রি করে দেন, তখন আমি জানতাম না, আমার ক্রেতা একজন খ্রিস্টান। তারা আমাকে সেই কাজের প্রশিক্ষণ দেয়, এই আজ যে-কাজের জন্য আমি এলাম। আমি দামেশ্‌ক ও বাগদাদের নাম শুনেছি। নামগুলো আমার কাছে বেশ ভালো লাগে। এই ভূখণ্ডে পা রাখামাত্র এর আবহাওয়া আমার ভেতরে ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। আমি মুসলমান, মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য আমি কাজ করতে পারব না।'

মেয়েটা অতিশয় আবেগাপ্লুতা হয়ে উঠল– 'আমার হৃদয় কাঁদছে। আমার আত্মা কাঁদছে।' লোকটির হাতদুটো চেপে ধরে টেনে নিজের বুকের সঙ্গে লাগাল– 'তুমিও মুসলমান। চলো আমরা পালিয়ে যাই। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব। জনমানবহীন মরু-প্রান্তরে নিয়ে যাবে? আমি সহাস্যবদনে সেখানে যাব। তুমিও স্বজাতিকে ধোঁকা দেওয়া থেকে ফিরে আসো। আমাদের কাছে অনেক স্বর্ণমুদ্রা আছে; আমি সেগুলো নিয়ে নেব। চলো, আমরা পালিয়ে যাই।'

আলী বিন সুফিয়ানের এই লোকটি বুদ্ধিমান ছিল বটে; কিন্তু এখন মেয়েটার রূপের জাল ও কথার ফাঁদে আটকা পড়ে গেল। তার ডিউটির কথা মনে পড়ল। সে মদপান করেনি, হাশিশও নয়। হাশিশের ঘ্রাণ তার জানা আছে। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা এখানে কেন এসেছ? মেয়েটা তাদের মিশনের কথা জানাল। লোকটি বলল– 'আমি তোমাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, এখানে তোমরা মুসলমানদের ধোঁকা দিতে পারবে না। সত্য-সত্যই যদি তুমি এ-কাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাক, তা হলে তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি আমাদের হাতে এসে পড়েছ। পালাতে হবে না – তুমি আমাদেরই সঙ্গে থাকতে পারবে। আমরা খ্রিস্টানদের গুপ্তচর নই। আমরা সবাই মিসরের যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা।'

মেয়েটা আনন্দের আতিশয্যে লোকটিকে জড়িয়ে ধরল। লোকটি বললো, 'আমি আমার কমান্ডারকে বলব, তোমাকে যেন অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা রাখেন এবং কোনো আমির বা অন্য কারও হাতে সোপর্দ না করেন।'

মেয়েটা অস্থির চিত্তে লোকটার হাতে চুমো খেতে শুরু করল। মিশন তার সফল। আলী বিন সুফিয়ানের এত সতর্ক ও বিচক্ষণ একজন গোয়েন্দা একটা খ্রিস্টান গোয়েন্দা মেয়ের প্রতারণার শিকার হয়ে পড়ল!

www.pathagar.com

'একটু অপেক্ষা করুন' – মেয়েটা বলল – 'আমি দেখে আসি আমার সঙ্গীরা ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা।'

মেয়েটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

◆◆◆

আলী বিন সুফিয়ান সালার তাওফীক জাওয়াদের ঘরে বসে নুরুদ্দীন জঙ্গির স্ত্রীর অপেক্ষা করছেন। ইসলামের মহান মুজাহিদের স্ত্রী দূতমারফত সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট তাঁর চিন্তা-চেতনা ও আবেগের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তারপরও আলী বিন সুফিয়ানের তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা জরুরি। তাঁর থেকে অনেক তথ্য জানতে হবে এবং পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে।

কিছুক্ষণ পর সম্মানিতা মহিলা এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কালো ওড়নায় আবৃতা। মুখে কৃত্রিম দাড়ি থাকার কারণে আলী বিন সুফিয়ানকে প্রথমে চিনতে পারেননি। পরক্ষণে পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন–

'আমাদের ভাগ্যে এমন একটা সময়ও লেখা ছিল যে, আমরা দুজন এভাবে লুকিয়ে ও ছদ্মবেশ ধারণ করে পরস্পর মিলিত হব। এখানে তুমি অতীতে মাথা উঁচু করে আসতে। এবার এসেছ এমনভাবে, যেন তোমাকে কেউ চিনতে না পারে। আর আমিও ঘর থেকে এমন সাবধানে বের হয়েছি, যেন কেউ আমার পিছু না নেয় যে, আমি কোথায় যাচ্ছি।'

আলী বিন সুফিয়ানও অশ্রু ধরে রাখতে ব্যর্থ হলেন। আবেগে এতটাই আপ্লুত হয়ে পড়লেন যে, দীর্ঘক্ষণ তাঁর মুখ থেকে কোনো কথা-ই সরল না।

নুরুদ্দীন জঙ্গির স্ত্রী বললেন–

'আলী বিন সুফিয়ান, এই পোশাক আমি স্বামীর শোক পালনের জন্য পরিধান করিনি। আমি শোক পালন করছি ইসলামের সেই মর্যাদার জন্য, যা আমার জাতির অলংকার। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসকরা আমার পুত্রকে ক্রীড়নকে পরিণত করে জাতীয় মর্যাদাকে খ্রিস্টানদের পায়ে অর্পণ করেছে। তুমি সম্ভবত জান না, যে-খ্রিস্টান সম্রাটকে সুলতান জঙ্গি বন্দি করে রেখেছিলেন, গতকাল খলীফার নির্দেশে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

এই সেই সম্রাট রেজিনাল্ড, যাকে মাসকয়েক আগে নুরুদ্দীন জঙ্গি বেশ কজন খ্রিস্টান সৈন্যসহ এক লড়াইয়ে গ্রেফতার করেছিলেন। নুরুদ্দীন জঙ্গি তাকে ও অন্যান্য বন্দিদের কার্ক থেকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। এই ঘটনায় জঙ্গি বেশ আনন্দিত ছিলেন। তিনি বলতেন– 'আমি খ্রিস্টানদের সঙ্গে এমন একটি চাল খেলে এই সম্রাটকে মুক্তি দেব, যা তাদের কোমর ভেঙে দেবে।

জঙ্গির স্ত্রী বললেন–

'একজন সম্রাট ও উচ্চপদস্থ কমান্ডারের গ্রেফতার হওয়া সাধারণ কোনো ঘটনা ছিল না। আমরা বিনিময়ে খ্রিস্টানদের থেকে অনেক দাবি-দাওয়া আদায়

www.pathagar.com

করে নিতে পারতাম। কিন্তু গতকাল আমার পুত্র আনন্দের সঙ্গে আমাকে বলল, মা, আমি খ্রিস্টান সম্রাট ও তার সঙ্গীদেরসহ সব খ্রিস্টান বন্দিকে মুক্ত করে দিয়েছি।

'সংবাদটা আমার মনে প্রচণ্ড একটা আঘাত হানল। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত আত্মভোলার মতো বসে থাকলাম। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পুত্রকে জিজ্ঞেস করলাম বিনিময়ে নিজের বন্দিদের ছাড়িয়ে এনেছ কি? পুত্র জবাব দিল, ওদের ফিরিয়ে এনে আমরা আর কী করব? আমরা তো আর কারও সঙ্গে যুদ্ধ করব না। আমি পুত্রকে বললাম, তুমি এখন থেকে আর তোমার বাপের কবরের নিকট যেয়ো না। আর তুমি মারা গেলে আমি তোমার পিতার কবরস্তানে তোমাকে দাফন করব না। সেই কবরস্তানে এমন বহু মুজাহিদও শায়িত আছেন, যারা খ্রিস্টানদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। তোমাকে সেখানে দাফন করে আমি তাদের অবমাননা করতে চাই না। তুমি নুরুদ্দীন জঙ্গির কলঙ্ক...।

'কিন্তু যা-ই বলি, পুত্র তো আমার নাবালক; এখনও সবকিছু বুঝে ওঠার বয়স হয়নি। আমার পুত্র যেসব আমির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে, আমি তাদের নিকটও গিয়েছি। তারা আমাকে শ্রদ্ধা করে বটে; কিন্তু মান্য করতে প্রস্তুত নয়। তারা আমার কথা মানছে না। খ্রিস্টানরা তাদের সম্রাট ও বন্দি সৈন্যদের মুক্তি দিয়ে ইসলামের মুখে চপেটাঘাত করেছে। আমার অবাক লাগে, সুলতান আইউবি কায়রোতে বসে কী করছেন! তিনি আসছেন না কেন? সালাহুদ্দীন আইউবি কী ভাবছেন আলী বিন সুফিয়ান? তুমি তাঁকে বলবে, তোমার এক বোন তোমার আত্মমর্যাদার জন্য মাতম করছে। তাকে বলবে, আমি এই কালো পোশাক সেদিন খুলব, যেদিন তোমরা দামেশ্‌কে প্রবেশ করে বিলাসপ্রিয় ও বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে মিল্লাতে ইসলামিয়ার মর্যাদাকে রক্ষা করবে। অন্যথায় আমি এই পোশাকেই মৃত্যুবরণ করব আর অসিয়ত করে যাব, যেন আমাকে এই পোশাকেই দাফন করা হয়। আমি কেয়ামতের দিন আমার স্বামী ও আল্লাহর সম্মুখে শাদা পোশাকে হাজির হতে চাই না।'

'আমি আপনার মনের কথা বুঝতে পারছি' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আসুন আমরা কাজের কথা বলি। সুলতান আইউবিও আপনারই মতো অস্থির ও বেকারার। আবেগ ও উত্তেজনায় তাড়িত হয়ে আমাদের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া ঠিক হবে না। এখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে গৃহযুদ্ধ এড়াতে পারি। তার একটা-ই পন্থা যে, দেশের জনগণ আমাদের পক্ষে থাকবে। আর সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তাওফীক ভাই আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছে, ফৌজ আমাদের বিরুদ্ধে লড়বে না। তবে খলীফা ও আমিরদের রক্ষীবাহিনী মোকাবেলা করতে পারে।'

'দেশের জনগণ আপনাদের সঙ্গে আছে' – জঙ্গির স্ত্রী বললেন – 'আমি নারী; ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারব না। তবে আমি আরেক অঙ্গনে লড়ে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

আমি দেশের নারীসমাজের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগিয়ে রেখেছি যে, আপনি যে-কোনো সময় তাদের যুদ্ধের মাঠে নিয়ে যেতে পারবেন। আমার ব্যবস্থাপনায় এখানকার যুবতী মেয়েরা তরবারিচালনা ও তিরন্দাজিতে দক্ষতা অর্জন করেছে। তারা তাদের পুত্র, পিতা, স্বামী ও ভাইদের স্ফুলিঙ্গ বানিয়ে রেখেছে। আমি যেসব মহিলা দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়েছি, তারা আমার অনুগত। পরিস্থিতি যদি গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়, তা হলে প্রতিটি গৃহকে মহিলারা খলীফার ফৌজের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে তুলবে। সালাহুদ্দীন আইউবি যদি ফৌজ নিয়ে আসেন, তা হলে আমার খলীফা পুত্র ও তার চাটুকাররা নিজেদের সঙ্গীহীন দেখতে পাবে। তুমি যাও আলী ভাই! ফৌজ নিয়ে এসো। এখানকার পরিস্থিতি আমার উপর ছেড়ে দাও। তুমি নিশ্চিত থাকো, জনগণের দিক থেকে একটা তিরও তোমাদের গায়ে ছোড়া হবে না। যদি আমার পুত্রকে হত্যা করা প্রয়োজন মনে কর, তা হলে ভুলে যেয়ো সে আমার ও নুরুদ্দীন জঙ্গির পুত্র। আমি আমার পুত্রকে খণ্ডবিখণ্ড করাতে রাজী আছি; তবু সালতানাতে ইসলামিয়াকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেব না।

তাওফীক জাওয়াদও আলী বিন সুফিয়ানকে নিশ্চয়তা দিলেন, গৃহযুদ্ধ হবে না। তারপর সুলতান আইউবি কীভাবে আসবেন এবং এসে কী করবেন, তিনজন মিলে পরিকল্পনা ঠিক করলেন। সিদ্ধান্ত হলো, সুলতান আইউবি আসবেন নীরবে, গোপনে – খলীফা ও তার চাটুকারদের অজান্তে।

◆◆◆

আলী বিন সুফিয়ানের লোকটিকে তাঁবুতে বসিয়ে রেখে খ্রিস্টান মেয়েটা তার সঙ্গীদের নিকট গিয়ে বলল, শিকার জালে আটকা পড়েছে। এরা সবাই মিসরি ফৌজের যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা। বিখ্যাত গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ান তাদের কমান্ডার।

এই তথ্য খ্রিস্টানদের চমকে দিল। তারা ভাবতে শুরু করল, এখন কী করা যায়। এখানে থাকা তাদের জন্য নিরাপদ নয়।

মেয়েটা পুনরায় মিসরি গোয়েন্দার কাছে ফিরে গেল। এক খ্রিস্টান বাইরে বেরিয়ে আলী বিন সুফিয়ানকে খুঁজতে থাকল। কিন্তু পেল না। তিনি তো এখন তাওফীক জাওয়াদের ঘরে উপবিষ্ট। আলী এখানে আছে কি নেই, এটাই লোকটার জানা দরকার। আলীকে অনুপস্থিত দেখে তার মনে ভয় জাগল, তিনি তাদের গ্রেফতার করার ব্যবস্থা করছেন কিনা। সঙ্গীদের নিকট গিয়ে জানাল, বিলম্ব না করে আমাদের এক্ষুনি এখান থেকে পালাতে হবে।

এখন মধ্য রাত। এই নগরীতে এরা নতুন। দিন হলে গন্তব্য একটা ঠিক করে নেওয়া যেত। তা ছাড়া এই গভীর রাতে মেয়েদের নিয়ে চলাও অনুচিত।

একজন পরামর্শ দিল– 'চলো আমরা কোনো একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠি। বলব, আমরা কায়রোর ব্যবসায়ী; বাইরে খোলা মাঠে ঘুমোতে পারি না, তাই সরাইখানায় রাত কাটাতে চাই।'

www.pathagar.com

তার এই পরামর্শের উপরই সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু সরাইখানার ঠিকানা তাদের জানা নেই।

একজন লুকিয়ে-লুকিয়ে সরাইখানার সন্ধানে বের হলো। লোকটা হাঁটছে। রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজারে কোথাও জনমানুষের চিহ্ন নেই। একজন মানুষও তার নজরে পড়ল না, যাকে জিজ্ঞেস করবে এখানে সরাইখানার কোথায়।

লোকটা এলোপাতাড়ি ঘুরছে। হঠাৎ দেখল, সামনের দিক থেকে একজন মানুষ এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে এতটুকুই বুঝতে পারল, একজন মানুষ আসছে। নিকটে এলে তাকে জিজ্ঞেস করল– 'ভাই, এদিকে সরাইখানা কোথায় বলতে পারেন?'

লোকটার মাথা ও মুখের অর্ধেকটা চাদরে ঢাকা। বলল– 'এখানে ধারে-কাছে কোনো সরাইখানা নেই। আছে এখান থেকে অনেক দূরে – নগরীর ওই প্রান্তে।' বলেই জিজ্ঞেস করল– 'এত রাতে আপনি সরাইখানা খুঁজছেন কেন? এখন তো আর আপনার জন্য কেউ সরাইখানার দরজা খুলবে না।'

খ্রিস্টান বলল– 'এই আজই আমি একটা বণিক কাফেলার সঙ্গে এসেছি। সঙ্গে চারটা মেয়ে আছে; ওদের তো আর তাঁবুতে রাখা যায় না।'

'হ্যাঁ, এটা তো সমস্যা' – পথিক বলল – 'আপনাকে সন্ধ্যার আগেই এর ব্যবস্থা করে রাখা আবশ্যক ছিল। যা হোক, আসুন; আমি আপনাকে সাহায্য করব। আপনি বিদেশি মানুষ। এখান থেকে গিয়ে যাতে বলতে না হয়, দামেশ্‌কে আমার মেয়েরা খোলা মাঠে রাত কাটিয়েছে। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। মেয়েদের নিয়ে আসুন; আমি সরাইখানা খুলিয়ে আপনাদের রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে দেব।'

আগন্তুক খ্রিস্টান লোকটার সঙ্গে হাঁটা দিল। দুজন কাফেলার তাঁবুর নিকট চলে এল। খ্রিস্টান লোকটা তাকে একজায়গায় দাঁড় করিয়ে বলল– 'আপনি এখানে দাঁড়ান, আমি ওদের নিয়ে আসছি।' বলেই সে তাঁবুর একদিক থেকে চক্কর কেটে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

খ্রিস্টানদের তাঁবু এখান থেকে সামান্য দূরে অন্য জায়গায়। সে তাঁবুতে পৌঁছে সঙ্গীদের বলল, একলোক আমার সঙ্গে এসেছে, তিনি আমাদের সরাইখানায় জায়গার ব্যবস্থা করে দেবেন।

সঙ্গীরা প্রথমে ভয় পেয়ে গেল, পাছে এই লোকটাও ধোঁকা দিয়ে বসে কিনা। কিন্তু ভয় পেয়ে লাভ নেই। যে-জালে আটকা পড়েছে, তাঁর থেকে যেকোনো মূল্যে হোক বের তাদের হতেই হবে। মিসরি গোয়েন্দা মেয়েটাকে এতটুকুও বলে দিয়েছে, খলীফা ও আমিরগণ খ্রিস্টানদের পদানত হয়ে পড়েছেন। তাই আলী বিন সুফিয়ান ছদ্মবেশে একশো যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা নিয়ে এখানে এসেছেন। তাঁর মিশন হলো, এখানকার পরিস্থিতি যাচাই করা যে, খ্রিস্টানদের প্রভাব কতটুকু বিস্তার লাভ করেছে এবং সালাহুদ্দীন আইউবির জন্য সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি কিনা।

www.pathagar.com

মেয়েটা আলী বিন সুফিয়ানের এই মিশনের কথা তার সঙ্গীদের অবহিত করেছিল। তাদের কাছে এটা এতই মূল্যবান তথ্য যে, রাতারাতি খলীফার কানে দিতে পারলে প্রশংসা লাভ করা যেত। তা ছাড়া খ্রিস্টান শাসকদের নিকটও সংবাদটা পৌঁছানো দরকার, যাতে তারা সময়মতো যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারা এমনও সংকল্প ঠিক করল যে, আলী ও তাঁর এই দলটিকে খলীফাকে দিয়ে ধরিয়ে দিতে পারলে মন্দ হতো না।

তারা সিদ্ধান্ত নিল, আলী বিন সুফিয়ানের লোকেরা তো ঘুমিয়ে আছে; আমরা সবাই একত্রে বেরিয়ে যাব। মালপত্র ও পশুগুলোকে এখানেই রেখে যাব। ভোর পর্যন্ত তো এই মিসরি দলটি খলীফার হাতে ধরা পড়ছেই। পরে আমাদের মালামাল আমরা নিয়ে নেব।

সব কজন একত্রে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। তারা পা টিপে-টিপে আড়ালে আড়ালে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে-হাঁটতে সেই জায়গাটিতে গিয়ে পৌঁছল, যেখানে সাহায্যকারী লোকটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন লোকটি সেখানে নেই। সবাই এদিক-ওদিক তাকাতে থাকল। ঠিক এমন সময় উটের আড়াল থেকে বেশ কজন লোক উঠে দাঁড়াল এবং খ্রিস্টান দলটাকে ঘিরে ফেলল। তারপর হাঁকিয়ে ওদের একদিকে নিয়ে গেল। কয়েকটা প্রদীপ জ্বালানো হলো। আলী বিন সুফিয়ান তাদের জিজ্ঞেস করলেন– 'বন্ধুরা, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

তারা মিথ্যা জবাব দিল।

আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন– 'তোমাদের যেলোকটা সরাইখানার সন্ধান করছিল, সে কে?'

একজন বলল– 'আমি'।

'আর যার কাছে সরাইখানার সন্ধান জিজ্ঞেস করেছিলে' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আমি হলাম সে।'

এ এক আকস্মিক ঘটনা। আলী বিন সুফিয়ান তাওফীক জাওয়াদের ঘর থেকে ফিরছিলেন আর একই পথে খ্রিস্টান লোকটা সরাইখানার সন্ধানে যাচ্ছিল। লোকটা আলী বিন সুফিয়ানকে সরাইখানার পথ জিজ্ঞেস করল। আলো থাকলে লোকটা আলীকে চিনে ফেলত। কিন্তু একে তো ছিল অন্ধকার, তদুপরি আলী বিন সুফিয়ানের মাথা ও মুখমণ্ডল ছিল রুমালে ঢাকা। লোকটার দু-একটা কথা শুনেই তিনি বুঝে ফেললেন, ওরা জেনে ফেলেছে, ওরা ফাঁদে আটকা পড়েছে; তাই পালাবার পথ খুঁজছে।

আলী বিন সুফিয়ান নিশ্চিত ছিলেন, এই খ্রিস্টানরা গোয়েন্দা। কিন্তু এখানে আমিরদের কেউ-না-কেউ তাদের আশ্রয় দেবেন। তাই তিনি সাহায্যের ফাঁদ পেতে তাকে আটকে ফেলেছেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁবু পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। তিনি ভাবছিলেন এ-মুহূর্তে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায়। খ্রিস্টান লোকটা তাঁর প্রতি করুণাই করেছে যে, তাকে তাঁবু থেকে অনেক দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে।

www.pathagar.com

আলী বিন সুফিয়ান তৎক্ষণাৎ তাঁর দু-তিনজন লোককে জাগিয়ে তুললেন এবং ঝটপট তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন। জরুরি নির্দেশনা দিয়ে নিজে তাদের খ্রিস্টানদের তাঁবুর নিকটে নিয়ে গেলেন। মেয়েদেরসহ তারা সবাই একটা তাঁবুতে জড়ো হয়েছে। আলী বিন সুফিয়ান পা টিপে-টিপে সন্নিকটে গিয়ে তাদের কথোপকথন শুনলেন। তিনি এতটুকু জানতে পারলেন যে, খ্রিস্টান গোয়েন্দারা তার মিশন জেনে ফেলেছে। কিন্তু এই গোপন তথ্য কীভাবে ফাঁস হলো, সেই তথ্য জানতে পারেননি।

ইত্যবসরে আলী বিন সুফিয়ানের লোকেরা তাঁর নির্দেশনা অনুসারে বর্শাসজ্জিত হয়ে উটপালের আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল। খ্রিস্টানদের এখানেই আসবার কথা। যেইমাত্র তারা এখানে এসে দাঁড়াল, সঙ্গে-সঙ্গে আলী বিন সুফিয়ানও এসে হাজির হলেন এবং সবাইকে ঘিরে বন্দি করে ফেললেন।

'বন্ধুরা!' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'তোমাদের চরবৃত্তি অনেক দুর্বল। এখনও তোমাদের অনেক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। গুপ্তচর কি এভাবে জনমানবশূন্য সুনসান অলি-গলিতে ঘোরাফেরা করে? আর গুপ্তচর কি কোনো অজানা লোকের সঙ্গে তার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত কথা বলে? এই বিদ্যা তোমাদের আমার থেকে শিখতে হবে।'

'এই বিদ্যা আপনি আপনার লোকদেরই শিক্ষা দিন' – এক খ্রিস্টান বলল – 'আপনি কি আমাদের এই দক্ষতার প্রশংসা করবেন না যে, আমরা আপনারই একজন থেকে আপনাদের আসল পরিচয় জেনে নিয়েছি? এ তো ভাগ্যের লীলা। আজ আপনি জিতে গেছেন, আমরা হেরে গেছি। আমাদের কমান্ডার যদি না মরতেন, তা হলে আজ আমরা এভাবে ধরা পড়তাম না।'

'আমার সেই লোকটি কে, যে আমার গোপন তথ্য ফাঁস করে দিল?' আলী বিন সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন।'

'ওই যে ওই তাঁবুতে ঘুমিয়ে আছে।' মেয়েটা একটা তাঁবুর প্রতি ইশারা করে উত্তর দিল – 'ও আমার ফাঁদে এসে পড়েছিল।'

'যাক গে, এসব আলাপ কায়রো গিয়ে হবে।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

ভোর হলো। জনতা দেখতে পেল, একটা বণিককাফেলা এগিয়ে চলছে। অনেকগুলো উটের পিঠে যেখানে ব্যবসার পণ্য বোঝাই করা, সেখানে কয়েকটা তাঁবুও প্যাঁচিয়ে রাখা আছে। আলী বিন সুফিয়ান ও তাঁর একশো লোক ব্যতীত কেউ জানে না, এই তাঁবুগুলোর মধ্যে চারটা মেয়ে ও চারজন পুরুষ শুয়ে আছে।

রওনা হওয়ার প্রাক্কালে আলী বিন সুফিয়ান শেষ রজনীর আলো আঁধারিতে এক-একজন খ্রিস্টানকে এক-একটা তাঁবুর মধ্যে প্যাঁচিয়ে উটের পিঠে বোঝাই করে বেঁধে নিয়েছেন। ওরা দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে, নাকি জীবিত থাকবে তার কোনো ভাবনা তিনি ভাবেননি।

কাফেলা দামেশ্‌ক অতিক্রম করে বেরিয়ে গেল। এখন আর পিছনের দিকে তাকালে শহরটা দেখা যায় না। আলী বিন সুফিয়ান বন্দি খ্রিস্টান গোয়েন্দাদের

www.pathagar.com

তাঁবুর মধ্য হতে বের করলেন। সবাই জীবিত আছে। তিনি মেয়েগুলোকে উটের পিঠে আর পুরুষদের ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে নিলেন। তারা মুক্তির জন্য তাদের সমুদয় মণি-মাণিক্য ও সোনা-দানা আলী বিন সুফিয়ানকে দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করল। এগুলো তারা খলীফা ও আমিদের উপঢৌকন দিতে এনেছিল। আলী বিন সুফিয়ান মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন– 'এই দৌলত তো আমার সঙ্গে যাচ্ছেই।'

◆◆◆

সে-সময়ে রেমন্ড নামক এক খ্রিস্টান ত্রিপোলির শাসক ছিলেন। বর্তমানকার লেবাননকে সে-যুগে ত্রিপোলি বলা হতো। অন্যান্য খ্রিস্টান শাসকরা অবস্থান করতেন জেরুজালেম ও তার আশপাশের এলাকায়। নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যুতে তারা সকলেই আনন্দিত। ইতিমধ্যে তারা একটি বৈঠক করে ফেলেছে। পরিকল্পনাগুলোকে পুনর্বিবেচনা করে দেখেছে সব ঠিক আছে কিনা। সে মোতাবেক খ্রিস্টান কমান্ডার আইরিজ তার বাহিনী নিয়ে হাল্‌ব পৌঁছে গেছে। হাল্‌বের আমির হলেন শামসুদ্দীন। আইরিজ শামসুদ্দিনের নিকট বার্তা পাঠালেন, আপনি হাল্‌বকে আমাদের হাতে তুলে দিন কিংবা চুক্তিনামায় সই করে আমাদের কর প্রদান করুন। শামসুদ্দিন এই ভয়ে খ্রিস্টানদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন যে, আমাকে যুদ্ধে লিপ্ত দেখলে দামেশ্‌ক ও মসুলের আমিরগণ আমার রাজ্য কব্জা করে নেবে।

এই একটিমাত্র সাফল্যে খ্রিস্টানরা দুঃসাহসী হয়ে উঠল। তারা বুঝে ফেলল, এই মুসলমান আমিরগণ পরস্পর সহযোগী হওয়ার স্থলে একে-অপরের দুশমন। তাই বিনাযুদ্ধেই তারা মুসলমানদের পদানত করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলল। তাদের ভয় শুধু সালাহুদ্দীন আইউবিকে। আইউবির নীতি ও চরিত্র সম্পর্কে তারা অবহিত। তাদের আশঙ্কা ছিল, সুলতান আইউবি যদি দামেশ্‌ক বা অন্য কোনো এলাকায় এসে পড়েন, তা হলে তিনি সব কজন আমিরকে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলবেন। তিনি তাদের অতিদ্রুত ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছিলেনও। সম্রাট রেমন্ড খলীফা আল-মালিকুস্ সালিহকে দূতমারফত মূল্যবান উপঢৌকনসহ এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে সামরিক সহেযাগিতাও দেব।

ইসলামের অস্তিত্ব ও মর্যাদা প্রচণ্ড হুমকির সম্মুখীন। এ-মুহূর্তে ইসলামের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে সুলতান আইউবির পদক্ষেপের উপর। বিলীয়মান প্রতিটি মুহূর্ত ইসলামকে ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। সুলতান আইউবি কায়রোতে আলী বিন সুফিয়ানের অপেক্ষা করছেন। তাঁকে আলীর রিপোর্ট অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। তিনি বাগদাদ, দামেশ্‌ক, ইয়ামান প্রভৃতি অঞ্চলে সেনা-অভিযান পাঠানোর মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। তাঁর জন্য সমস্যা হলো, মিসরের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভালো নয় এবং সৈন্যও প্রয়োজনের তুলনায় কম।

www.pathagar.com

মিসর থেকে তিনি বেশি সৈন্য নিয়ে যেতে পারবেন না। এ-মুহূর্তে এটাই তাঁর বড় সমস্যা, যার জন্য তিনি অতিশয় বিচলিত যে, এত সামান্য সৈন্য দিয়ে কি তিনি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন! কিন্তু তবুও সেনা-অভিযান ছাড়া তাঁর কোনো গতি নেই। তিনি প্রতিদিন দু-একবার ঘরের ছাদে উঠে একনাগাড়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকছেন, যেদিক থেকে আলী বিন সুফিয়ান আসবেন। দিগন্তে দৃষ্টি মেলে তিনি ঘন্টার-পর-ঘন্টা তাকিয়ে থাকছেন।

এভাবে একদিন তিনি দূর দিগন্তে ধূলিবালির কুণ্ডলি দেখতে পেলেন। ধূলির কুণ্ডলি জমিন থেকে উত্থিত হয়ে যেন উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। সুলতান আইউবি বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। ধূলির কুণ্ডলি ধীরে-ধীরে নিকটে এগিয়ে আসছে। একসময় ধূলির ভেতর ঘোড়া ও উটের কায়া নজরে এল। এটা আলী বিন সুফিয়ানেরই কাফেলা। দামেশ্ক থেকে রওনা হওয়ার পর পথে তিনি কমই যাত্রাবিরতি দিয়েছেন। মিসরের মিনার চোখে পড়ামাত্র তিনি উট-ঘোড়ার গতি আরও বাড়িয়ে দিলেন। এ-পরিস্থিতিতে একটি মুহূর্তের মূল্য কত, তা তিনি জানেন। সুলতান আইউবি যে তাঁর অপেক্ষায় নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন, সেই অনুভূতিও তাঁর আছে।

আপাদমস্তক ধূলিমলিন আলী বিন সুফিয়ান সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সম্মুখে দণ্ডায়মান। সুলতান তাঁকে নাওয়া-খাওয়ার সময়ও দিলেন না। রিপোর্ট শুনতে তিনি অস্থির-বেকারার। এখানেই তাঁর আহারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়ে তাঁকে দফতরে নিয়ে গেলেন।

আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবিকে বিস্তারিত রিপোর্ট শোনালেন। নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবার পয়গাম, তাঁর আবেগ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। সালার তাওফীক জাওয়াদের সঙ্গে যে-কথপোকথন হয়েছে, তারও বিবরণ দিলেন। শেষে বললেন, দামেশ্ক থেকে আমি একটি উপঢৌকন নিয়ে এসেছি। তা হলো চারজন খ্রিস্টান গোয়েন্দা পুরুষ ও চারটা মেয়ে। তিনি সুলতান আইউবিকে বললেন– 'আমি সন্ধ্যার আগে-আগে তাদের থেকে কিছু মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করব।'

'তার মানে আমাদের সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে!' সুলতান আইউবি বললেন।

'হ্যাঁ, করতে হবে এবং আমরা অবশ্যই করব' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'তবে আমার আশা, গৃহযুদ্ধ বাঁধবে না।'

সুলতান আইউবি তাঁর দুজন উপদেষ্টাকে তলব করলেন। এ-দুজন উপদেষ্টার উপর তার পরিপূর্ণ আস্থা আছে। তাঁরা এলে সুলতান বললেন– 'এই মুহূর্তে আমি তোমাদের যে-কথাগুলো বলব, সেগুলো হৃদয়ে গেঁথে নেবে। তোমরা দুজন ব্যতীত আলী বিন সুফিয়ানও এই গোপন ভেদ সম্পর্দে অবহিত থাকবে।'

সুলতান আইউবি তাদের দামেশ্ক ও অন্যান্য ইসলামি রাজ্য ও জায়গিরের পরিস্থিতির বিবরণ দিলেন। আলী বিন সুফিয়ানের রিপোর্ট শুনিয়ে বললেন,

www.pathagar.com

আল্লাহর সেনারা তাঁরই হুকুম তামিল করে থাকে। আমির ও খলীফাদের আনুগত্য আমাদের উপর ফরজ একথা ঠিক; কিন্তু তারা যদি ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুতে পরিণত হয়, তখন ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা আল্লাহর সৈনিকদের জন্য ফরজ হয়ে যায়। আমার অস্তিত্ব যদি দেশ ও জাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া কিংবা পায়ে শিকল পরিয়ে বন্দিশালায় আটক করে রাখা তোমাদের জন্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। আজ এমনই একটি কর্তব্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের খলীফা ইসলাম ও সার্বভৌমত্বের কথা ভুলে গিয়ে দুশমনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তিনি আজ ইসলামের দুশমনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন এবং তাদের গুপ্তচরদের আশ্রয় প্রদান করছেন। তার আশপাশের লোকেরা ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে আছে। তারা সালতানাতে ইসলামিয়াকে বিক্রি করে খাচ্ছে। হাল্‌বের গভর্নর শামসুদ্দীন খ্রিস্টানদের হাতে আত্মসমর্পণ করে কর প্রদান করছে এবং তাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। খ্রিস্টজগত চতুর্দিক থেকে ইসলামি দুনিয়াকে ঘিরে ফেলছে। এমতাবস্থায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে খলীফাকে গদিচ্যুত করে ইসলামের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে কিনা পরামর্শ দিন।'

'অবশ্যই ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' উভয় উপদেষ্টা একবাক্যে জবাব দিলেন।

'আমাদের পদক্ষেপ-পরিকল্পনা এই চারজনের মাঝেই গোপন থাকবে।' সুলতান আইউবি বললেন এবং তাদেরকে নিয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কাজ শুরু করে দিলেন।

আলী বিন সুফিয়ান খ্রিস্টান গোয়েন্দা ও মেয়েদের একটি বিশেষ পাতাল কক্ষে নিয়ে বললেন– 'তোমরা এমন একটা জাহান্নামে এসে প্রবেশ করেছ, যেখানে তোমরা জীবিতও থাকবে না, আবার মরবেও না। তোমাদের দেহগুলোকে কঙ্কালে পরিণত করে আমি তোমাদের থেকে যেসব তথ্য উদ্ধার করব, ভালোয় ভালো সেসব আগেই বলে দাও। তবেই এই জাহান্নাম থেকে তোমরা মুক্তি পেয়ে যাবে। তোমাদেরকে চিন্তা করার জন্য কিছুক্ষণ সময় দিলাম। আমি একটু পরে আবার আসছি।'

আলী বিন সুফিয়ান যখন লোকগুলোকে বেড়ি পরানোর নির্দেশ দিলেন, তখন তাদের একজন বলল– 'আমরা আপনাকে সব কথা বলে দেব। আমরা বেতনভোগী কর্মচারী। শাস্তি যদি দিতেই হয়, আমাদের না দিয়ে যারা আমাদের খাটায়, তাদের দিন। তা ছাড়া আমরা পুরুষরা না হয় শাস্তি সহ্য করতে পারব; কিন্তু এই মেয়েগুলোকে নির্যাতন থেকে রেহাই দিন।'

আমরা তাদের গায়ে হাত দেব না' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'তোমরা যদি আমার কাজ সহজ করে দাও, তা হলে তোমাদের মেয়েরা তোমাদেরই সঙ্গে

www.pathagar.com

থাকবে। এই পাতাল প্রকোষ্ঠ থেকে তোমাদের বের করে নেওয়া হবে এবং সসম্মানে নজরবন্দি করে রাখা হবে।'

খ্রিস্টান গোয়েন্দারা যেসব তথ্য দিল, তাতে নুরুদ্দীন জঙ্গির ওফাতের পর উদ্ভূত পরিস্থিতির সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেল।

♦♦♦

তিন দিন পর।

মিসরের সীমান্ত থেকে অনেক দূরে – উত্তর-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ একটা ভূখণ্ড। এলাকাটা পর্বতময় এবং উঁচু-নিচু টিলায় পরিপূর্ণ। মাঝে-মধ্যে কিছু সবুজ গাছগাছালি আছে। আছে পানিও। এলাকাটা কাফেলা ও সৈনিকের চলাচলের সাধারণ রাস্তা থেকে ভিন্ন। তারই অভ্যন্তরে একজায়গায় অনেকগুলো ঘোড়া বাঁধা আছে। ঘোড়াগুলোর সামান্য দূরে টিলার আড়ালে শুয়ে আছে বিপুলসংখ্যক মানুষ। সেখান থেকে খানিক ব্যবধানে একটা তাঁবু। তাঁবুর ভিতরে শুয়ে আছে এক ব্যক্তি। তিন-চারজন লোক বিভিন্ন টিলার উপর হাঁটাহাঁটি করছে। এলাকার বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে টহল দিয়ে ফিরছে আরো জনাচারেক লোক।

তাঁবুর ভিতরে শয়িত লোকটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। টিলার উপরে-নিচে যারা ঘোরাফেরা করছে, তারা তাঁর প্রহরী। বেঁধে-রাখা-অশ্বপালের অদূরে শুয়ে-থাকা-লোকগুলো সুলতান আইউবির সৈন্য। তারা সংখ্যায় সাতশো।

সুলতান আইউবি গভীর ভাবনা-চিন্তার পর সিদ্ধান্ত নিলেন, যথাসম্ভব কম সৈন্য নিয়ে তিনি দামেশ্‌ক যাবেন। যদি তাঁকে একজন সুলতানের মতো স্বাগত জানানো হয়, তবে তো ভালো – মৌখিক আলাপ-আলোচনায়-ই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর যদি সংঘর্ষ বাঁধে, তা হলে এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারাই মোকাবেলা করবেন। আলী বিন সুফিয়ান তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, খলীফা ও আমিরদের রক্ষীবাহিনী যদি সংঘাতে লিপ্ত হয়, তা হলে সালার তাওফীক জাওয়াদ তার বাহিনীকে সুলতানের হাতে তুলে দিবেন। জঙ্গির স্ত্রীও নিশ্চয়তা দিয়েছেন, নগরবাসী সুলতান আইউবিকে স্বাগত জানাবে।

কিন্তু সুলতান আইউবি নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হতে দেননি। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ধরে নিয়েছেন, দামেশ্‌কের প্রত্যেক সৈনিক ও জনতা তাঁর দুশমন। তাই তিনি তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী থেকে এমন সাতশো সৈন্য বেছে নিলেন, যারা অসংখ্য যুদ্ধে লড়াই করেছে। তাদের মধ্যে আছে এমনসব গেরিলা যোদ্ধাও, যারা দুশমনের পিছনে যুদ্ধ লড়ায় অভিজ্ঞ। সামরিক দক্ষতা ছাড়াও এসব সৈন্য জাতীয় ও ঈমানি চেতনায় বলীয়ান। খ্রিস্টানদের নাম শুনলেই লাল যায় হয়ে তাদের চোখ-মুখ।

সুলতান আইউবি কায়রো থেকে এই সৈন্যদের রাতের আঁধারে গোপনে বের করে এনেছেন। তারা এক-দুজন করে কায়রো থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং কায়রোর অনেক দূরে পূর্ব নির্ধারিত একস্থানে সমবেত হয়েছে।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি নিজেও কায়রো থেকে অতি সঙ্গোপনে বের হন। বিষয়টি জানতেন শুধু আলী বিন সুফিয়ান ও সুলতানের দুই খাস উপদেষ্টা। সুলতান আইউবির রক্ষীবাহিনী যথারীতি কায়রোতে তাঁর বাসগৃহ ও হেডকোয়ার্টার পাহারা দিচ্ছে। তারা জানে, সুলতান এখানেই আছেন।

সকল ইউরোপীয় ও মুসলমান ঐতিহাসিক একমত, সুলতান আইউবি কয়েকশো অশ্বারোহী নিয়ে গোপনে শহর ত্যাগ করে দামেশ্ক রওনা হয়েছিলেন। কায়রো ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় খ্রিস্টান গোয়েন্দারা তৎপর ছিল। তাদের মধ্যে এমন মিসরি মুসলমানও ছিল, যারা সরকারি কর্মচারী। কিন্তু কেউ টের পায়নি, কায়রো থেকে সুলতান আইউবি ও সাতশো অশ্বারোহী উধাও হয়ে গেছেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান আইউবি দামেশ্ক প্রবেশ করা পর্যন্ত তাঁর সকল তৎপরতা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তিনি পথ চলতেন রাতে। দিনে কোথাও লুকিয়ে থাকতেন। সাতশো ঘোড়া ও সাতশো আরোহীকে লুকিয়ে রাখা কঠিন ছিল না। তিনি এমন পথে অতিক্রম করেন, যেপথে কোনো কাফেলা চলাচল করে না। দুজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, সুলতান আইউবি এই গোপন সফরে সৈন্যদের সঙ্গে একজন সাধারণ সৈনিকেরই মতো মিলেমিশে অবস্থান করেন। সবার সঙ্গে খোশ-গল্প করতে থাকেন এবং কথা দিয়ে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকেন। পাশাপাশি পরিস্থিতি কীরূপ হতে যাচ্ছে তাদের বোঝাতে থাকেন। তিনি সৈনিকদের আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হতে দেননি, মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করেননি। সমস্যা ও বিপদ সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে থাকেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের প্রভাবে প্রত্যেক সৈন্য প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা উড়ে দামেশ্ক পৌঁছে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে অবশ্য এ-ব্যাপারে দ্বিমত পাওয়া যায় যে, সময়টা ১১৭৪ সালে কোন মাস ছিল। কারও মতে জুলাই মাস, কারও মতে নভেম্বর মাস। ইতিহাসপাঠে বোঝা যায়, সুলতান আইউবি সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে দামেশ্কের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি মিসরের নির্বাহী ক্ষমতা গোপনে দুজন উপদেষ্টার হাতে অর্পণ করে এসেছেন। সুদানের দিককার সীমান্তে নিরাপত্তাব্যবস্থা মজবুত করে রেখে এসেছেন। উত্তর দিকের নৌবাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করেন, দিনে-রাতে সর্বক্ষণ সমুদ্রে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত নৌযান টহল দিতে থাকবে এবং নৌসেনাদের নিয়ে নৌজাহাজ সারাক্ষণ প্রস্তুত হয়ে থাকবে।

সুলতান আইউবি তাঁর স্থলাভিষিক্তদের বলে এসেছেন, কোনোদিক থেকে আক্রমণ এলে আমার অপেক্ষা না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি এই নির্দেশও প্রদান করে এলেন যে, কোনো সীমান্তে দুশমন সামান্য গড়বড় করলেও কঠোর জবাব দেবে। সর্বক্ষণ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকবে। প্রয়োজন হলে সুদানের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে মিসরের প্রতিরক্ষা অটুট রাখবে।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি মিসরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে সাতশো অশ্বারোহী নিয়ে চুপিসারে দামেশ্‌ক-অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছেন।

♦♦♦

দামেশ্‌ক-দুর্গের প্রধান ফটকে সান্ত্রীরা টহল দিয়ে ফিরছে। হঠাৎ তারা দূর-দিগন্তে ধূলিবালির মেঘমালা দেখতে পেল। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মেঘমালা দামেশ্‌কের দিকে ধেয়ে আসছে। সান্ত্রীরা কিছুসময় সেদিকে তাকিয়ে থাকল। ভাবল, বোধহয় ব্যবসায়ী ও পথচারীদের কাফেলা হবে। কিন্তু তাতে তো এত ধূলি উড়তে পারে না। সম্ভবত এগুলো ঘোড়া।

মেঘমালা অনেক নিকটে চলে এল। এবার মেঘের ভিতরে আবছা-আবছা ঘোড়া দেখা যাচ্ছে। তারপর ঊর্ধ্বে-উঁচিয়ে-ধরা-বর্শার ফলা নজরে আসতে শুরু করল। প্রতিটি বর্শার মাথায় পতাকা বাঁধা। নিঃসন্দেহে এরা সৈন্য হবে। কিন্তু খলীফার ফৌজ হতে পারে না। এক সান্ত্রী নাকাড়া বাজিয়ে দিল। দুর্গের অন্যান্য ফটক থেকেও ডংকা বেজে উঠল। দুর্গের সৈন্যরা প্রস্তুত হয়ে গেল। তিরন্দাজরা ধনুকে তির সংযোজন করে পাঁচিলের উপরে উঠে গেল। দুর্গের কমান্ডারও উপরে উঠে এল। ধূলি উড়াতে-উড়াতে আরোহীরা দুর্গের নিকটে চলে এল এবং আক্রমণের বিন্যাসে থেমে গেল। দুর্গের কমান্ডার আগত অশ্বারোহীদের কমান্ডারের পতাকা দেখে চমকে উঠল। এ যে সালাহুদ্দীন আইউবির ঝাণ্ডা! দুর্গের কমান্ডারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল, সুলতান আইউবি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তিনি যদি এদিকে আসেন, তা হলে যেন শহরে ঢুকতে না পারেন।

'আপনি কী উদ্দেশ্যে এসেছেন?' – দুর্গের কমান্ডার সুলতান আইউবিকে জিজ্ঞাসা করল – 'খলীফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সৈন্যদের পেছনে দূরে কোথাও নিয়ে রেখে আসুন এবং আপনি একা সম্মুখে অগ্রসর হোন।'

'খলীফাকে এখানে ডেকে আনো' – সুলতান আইউবি উচ্চকণ্ঠে বললেন – 'আর শুনে নাও; আমার সৈন্যরা পেছনে হটবে না – তারা শহরে প্রবেশ করবে। খলীফাকে সংবাদ পাঠাও; সে যদি বাইরে না আসে, তা হলে অনেক মুসলমানের রক্ত ঝরবে এবং তার দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে।'

'নাজমুদ্দীন আইউবের পুত্র সালাহুদ্দীন!' – দুর্গের কমান্ডার বলল – 'আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, তোমার একজন সৈন্যও জীবিত ফিরে যেতে পারবে না। আমি খলীফার হুকুমের অনুগত। তোমার জন্য নগরীর দ্বার খোলা হবে না।'

দুর্গের বাইরে প্রহরারত সৈন্যরা সংবাদ দিতে এক সিপাইকে খলীফার নিকট পাঠিয়ে দিল। সুলতান আইউবিও তাঁর সৈন্যদের কী যেন নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা বিদ্যুতের মতো দ্রুত নড়ে উঠল। তারা আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল, ধনুক বের করে হাতে নিল এবং তাতে তির সংযোজন করল।

www.pathagar.com

ওদিকে দামেশ্‌কের প্রধান-ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শহরের পাঁচিলে তিরন্দাজ সৈন্যরা প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গের কমান্ডার সম্ভবত খলীফার নির্দেশ কিংবা ভিতর থেকে বাহিনী আসার অপেক্ষা করছে। কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বটে; কিন্তু মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

খলীফা ঘটনাটি জানলেন। বাচ্চা মানুষ। একবার ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। পরক্ষণেই আবার ঘাবড়ে গেলেন। তার উপদেষ্টাগণ তাকে সাহস জোগাল এবং তার থেকে এই নির্দেশ আদায় করে নিল যে, ফৌজ বাইরে গিয়ে সুলতান আইউবিকে ঘিরে ফেলবে এবং অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য করে তাকে গ্রেফতার করবে।

ইতিমধ্যে নগরবাসীও জেনে গেছে, সুলতান আইউবি ফৌজ নিয়ে এসেছেন। নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবাও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রশিক্ষিত মহিলারাও তৎপর হয়ে উঠেছে। ঘরে-ঘরে সংবাদ পৌঁছে গেছে, সুলতান আইউবি এসেছেন। মহিলারা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে স্লোগান তুলল, সালাহুদ্দীন আইউবি জিন্দাবাদ – সালাহুদ্দীন আইউবির আগমন – শুভেচ্ছা স্বাগতম। অনেকে আইউবিকে উপহার দিতে আগেই ফুল সংগ্রহ করে রেখেছে। তারা হাতে ফুল নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। পুরুষরাও রাস্তায় নেমে এল। আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনিতে দামেশ্‌কের আকাশ মুখরিত হয়ে উঠল।

খলীফার চাটুকারদের কাছে এ-দৃশ্য অপ্রীতিকর ঠেকল। কিন্তু হাজার-হাজার মানুষের ঢেউ আছড়ে পড়ছে নগরীর প্রধান-ফটকের উপর। বানের মতো ছুটে আসছে মানুষ। অনেকে পাঁচিলের উপর উঠে গিয়ে আওয়াজ তুলল– 'খোশ আমদেদ সালাহুদ্দীন আইউবি।'

দামেশ্‌কের ফৌজ সুলতান আইউবির মোকাবেলা করতে অস্বীকৃতি জানাল। সংবাদটা খলীফার কানে পৌঁছে গেল । খলীফা ও আমিরগণ ভাবনায় পড়ে গেলেন। আমিরদের অনুগত কমান্ডাররা নিজ-নিজ বাহিনীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিল। খলীফার বিরোধী কমান্ডাররা তাদের সাবধান করে দিল, খবরদার! সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলে পরিণতি শুভ হবে না; ঘোড়ার পেছনে বেঁধে তোমাদের শহরময় টেনে-হেঁচড়ে খুন করা হবে। তিন-চারজন কমান্ডার পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো।

এমন সময়ে জঙ্গির স্ত্রী এসে উপস্থিত হলেন। মহিলা পাগলের মতো ছুটে এসেছেন। এসেছেন ঘোড়ায় চড়ে। ঘোড়াটাও হাঁপাচ্ছে তাঁর। তিনি দেখতে এসেছেন, ফৌজ কী করছে; পরিস্থিতি গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করছে না তো? তিনি দেখতে পেলেন, তিন-চারজন কমান্ডার তরবারি উঁচিয়ে একে-অপরকে শাসাচ্ছে। তাওফীক জাওয়াদও আছেন তাদের মধ্যে। মরহুম জঙ্গির স্ত্রীকে দেখেই তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন– 'আপনি এখানে কেন এসেছেন?'

www.pathagar.com

'এখানে কী হচ্ছে?' – জঙ্গির স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন – 'ফৌজ সালাহুদ্দীন আইউবিকে স্বাগত জানাতে যাচ্ছে, নাকি মোকাবেলা করতে?'

'ফৌজ যাচ্ছে না' – তাওফীক জাওয়াদ উত্তর দিলেন – 'আমরা খলীফার নির্দেশ অমান্য করেছি। আর এরা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হতে চাচ্ছে। এদের দুজন খলীফার অনুগত।'

জঙ্গির স্ত্রী ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে বিবদমান কমান্ডারদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি নিজের মাথাটা উদোম করে চিৎকার দিয়ে বললেন, ওহে আত্মমর্যাদাহীন লোকেরা! তোমরা আগে এই মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করো, আপন মায়ের মস্তক মাটিতে ছুড়ে মারো। তারপর কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধ করো। তোমরা ওইসব কন্যাদের কথা ভুলে গেছ, কাফেররা যাদের তুলে নিয়ে গেছে। তোমরা ওইসব শিশুকন্যাদের কথা ভুলে গেছ, যারা কাফেরদের নির্মমতার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। বলো, তোমরা কার সমর্থনে একে অন্যের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করেছ? আমার পুত্রের অনুগতরা কাফের। তোমরা আস; আগের আমার গর্দানটা উড়িয়ে দাও। তারপর আইউবির মোকাবেলায় গমন করো।'

জঙ্গির স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তাঁর দুচোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু ঝরতে শুরু করল। তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে এল। কমান্ডারগণ তরবারি কোষবদ্ধ করে মাথানত করে কেটে পড়ল।

'ফৌজ কি নির্দেশ অমান্য করল?' খলীফার এক উপদেষ্টার ভীতিপ্রদ কণ্ঠস্বর। এক ভীতিকর পরিবেশ বিরাজ করছে খলীফার দরবারে।

'রক্ষীদেরকে বাইরে বের করে নিয়ে যাও' – ক্ষুব্ধ কণ্ঠে এক আমির বলল – 'দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করো।'

অল্পক্ষণের মধ্যেই রক্ষীবাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। এতক্ষণে জনতার ভিড় আরও বেড়ে গেছে। মহিলারা চিৎকার করে বলছে– 'ফটক খুলে দাও; আমাদের সম্ভ্রমের মোহাফেজ এসেছেন।' পুরুষরা উচ্চ কণ্ঠে ধ্বনি দিচ্ছে। রক্ষীবাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথ পাচ্ছে না।

খেলাফতের কাজী (প্রধান বিচারপতি) কামালুদ্দীন তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি খলীফার দরবারে ছুটে গেলেন। খলীফাকে বললেন, আপনি যদি সালাহুদ্দীন আইউবির মোকাবেলায় ফৌজ প্রেরণ করেন, তা হলে দেশের সাধারণ মানুষ তাদের মোকাবেলা করবে। তাতে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হবে এবং গৃহযুদ্ধ বাঁধবে। তার চেয়ে বেশী ক্ষতি এই হবে যে, আশপাশে অবস্থানরত খ্রিস্টান ফৌজ বিনাযুদ্ধে ভেতরে ঢুকে পড়বে এবং খ্রিস্টানরা দেশটা দখল করে নেবে। তারপর না থাকবে আপনার খেলাফত, না থাকবেন আপনি নিজে। দেশটা তছনছ হয়ে যাবে। শরীয়তের নির্দেশ হলো, ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ করা যায় না। আপনি একটুখানি বাইরে এসে মানুষের উৎকণ্ঠা দেখুন। আপনি এই

www.pathagar.com

স্রোত কীভাবে প্রতিহত করবেন? ভালো হবে, নগরীর চাবি আমার হাতে দিয়ে দিন; আমি একটা সুন্দর সমাধান করে ফেলি।'

নগরীর চাবি কাজী কামালুদ্দীনের হাতে তুলে দেওয়া হলো। তিনি নিজহাতে নগরীর ফটক খুলে দিয়ে চাবিটা সুলতান আইউবির হাতে তুলে দিলেন। সুলতান আইউবি অবনত মস্তকে তাঁর হাতে চুমো খেলেন এবং তাঁরই সঙ্গে শহরে প্রবেশ করলেন।

নুরুদ্দীন জঙ্গির স্ত্রী সুলতান আইউবির সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। সুলতান আইউবি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। জঙ্গির বিধবা আবেগের আতিশয্যে সুলতান আইউবিকে জড়িয়ে ধরলেন এবং শিশুর মতো হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। মহিলারা সুলতান আইউবি ও তাঁর সৈন্যদের উপর ফুল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানাল এবং স্লোগান দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

দুর্গের চাবিও সুলতান আইউবির হাতে তুলে দেওয়া হলো। তিনি সর্বপ্রথম নিজের বাড়িতে গেলেন। আইউবি দামেশ্‌কেরই সন্তান। একসময় তিনি এ-বাড়িতে বাস করতেন। অতিশয় আবেগের সঙ্গে তিনি সেই পুরাতন ঘরটিতে প্রবেশ করলেন, যেখানে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

◆◆◆

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সুলতান আইউবি ছোট-বড় সকল কমান্ডারকে নিজঘরে ডেকে পাঠালেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে আন্দাজ করে নিলেন তাদের উপর কতটুকু নির্ভর করা যায়। তিনি ফৌজের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন এবং নির্দেশ জারি করলেন।

এ-সময়ে তিনি সংবাদ পেলেন, খলীফা তাঁর অনুগত আমির ও উপদেষ্টাদের সঙ্গে পালিয়ে গেছেন। ফৌজের উচ্চপদস্থ দু-তিনজন কর্মকর্তাও তাদের সঙ্গে পলায়ন করেছে।

সুলতান আইউবি সঙ্গে-সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলেন এবং পালিয়ে-যাওয়া-লোকদের ঘরে-ঘরে অনুসন্ধান-অভিযান পাঠালেন। এই ঘরগুলো মূলত বালাখানা। পলাতকরা শুধু আপন-আপন জীবন নিয়েই পালিয়েছে। তাদের বিত্তবৈভব সবই পড়ে আছে। হেরেমের নারী, নর্তকী ও বিলাস-উপকরণ সবই পিছনে রয়ে গেছে।

সুলতান আইউবি তাদের সমস্ত মাল-দৌলত কব্জা করে নিলেন। তার একাংশ বাইতুলমালে জমা দিলেন আর অবশিষ্টগুলো গরিব ও পঙ্গুদের মাঝে বন্টন করে দিলেন।

সুলতান আইউবি খলীফা ও ফেরার আমির প্রমুখদের ধাওয়া করা প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি মিসর ও সিরিয়ার একীভূত হওয়ার ঘোষণা দিয়ে দিলেন এবং আপন ভাই তকিউদ্দীনকে দামেশ্‌কের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। অন্যান্য প্রদেশগুলোতেও তিনি নতুন গভর্নর নিযুক্ত করলেন। আর নিজে সালতানাতের সুরক্ষা ও ভিত্ শক্ত করার কাজে আত্মনয়োগ করলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু তাঁর ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট তাঁকে জানান দিয়ে যাচ্ছে, তাঁর আমিরগণ – যারা আল-মালিকুস্ সালিহের অফাদার – তাঁকে শান্তিতে বসতে দিবে না। ইউরোপীয় রাজ্যসমূহ থেকে আসা তথ্যাদি থেকে জানা গেল, খ্রিস্টানরা সুবিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করছে, যাদের নিয়ে তারা ইসলামি বিশ্বের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানবে।

সুলতান আইউবির জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হলো, তাঁর আমিরগণ তাঁকে পরাস্ত করতে খ্রিস্টানদের পথপানে তাকিয়ে আছে। তাই তাঁকে প্রথমে এই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করা দরকার। তবে কাজটা অত সহজ নয়। দামেশ্কের ফৌজের যোগ্যতা কেমন, তাও তিনি জানেন না। তাই কালবিলম্ব না করে তিনি এই ফৌজের প্রশিক্ষণ শুরু করে দিলেন। তাঁকে যে-অঞ্চলে লড়তে হবে, জায়গাটা পর্বতময়। শীতের মওসুমে ওইসব পাহাড়ে বরফ জমে যায়। আর এখন শীতকাল।

সুলতান আইউবি কায়রো ও দামেশ্কের মাঝে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করলেন। কায়রোতে খ্রিস্টান ও সুদানি গোয়েন্দা ও দুর্বৃত্তদের একাধিক গোপন আস্তানা আছে। সেসব এলাকার মানুষের উপর সুলতান আইউবির পুরোপুরি আস্থা নেই। পক্ষান্তরে দামেশ্কেও খ্রিস্টান দুর্বৃত্ত আছে বটে; কিন্তু এখানকার সাধারণ নাগরিক, এমনকি অবুঝ শিশুরা পর্যন্ত তার সহযোগী; বরং তারা তাঁর আঙুলের ইশারায় আগুনে ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত। তাই এখানকার সাধারণ মানুষদের ব্যাপারে এই আশঙ্কা কম যে, তারা দুশমনের গোয়েন্দা ও দুর্বৃত্তদের ক্রীড়নকে পরিণত হবে।

দামেশ্ক ও সিরিয়ার মানুষ নুরুদ্দীন জঙ্গির আমলে মর্যাদাপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তাদের সেই ব্যক্তিমর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নতুন শাসকরা তাদের প্রজায় পরিণত করেছে। আমির-উজিরগণ ভোগ-বিলাসিতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ জনগণের জন্য আপদে রূপান্তরিত হয়েছে। আইনের শাসন ও মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বেশ্যালয় ও শরাবখানা চালু হয়ে গেছে। মাত্র চার-পাঁচ মাসেই মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বাজারে নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে গেছে এবং মানুষ অভাব ও দুর্ভিক্ষ অনুভব করতে শুরু করেছে।

এখানকার জনসাধারণ অভাব-অনটন সহ্য করতে রাজী বটে; কিন্তু জাতীয় মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে দিতে অপ্রস্তুত। তারা খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের পক্ষপাতী নয়। তারা অনুভব করতে শুরু করেছে, তাদের শাসকরা তাদের দুশমনের হাতে তুলে দিচ্ছে। নুরুদ্দীন জঙ্গির শাসনামলে ঝুপড়ি ও কুঁড়েঘরে বসবাসকারী লোকেরাও সরকার কখন কী করছে জানতে পারত। যুদ্ধের সময় তারা যুদ্ধের পরিস্থিত সম্পর্কে অবহিত হতে পারত। কিন্তু জঙ্গির ওফাতের পর

www.pathagar.com

দেশের জনগণ এখন অস্পৃশ্য ও অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছে। তাদের বলে দেওয়া হয়েছে, সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামাবার অধিকার তোমাদের নেই। তোমরা যার-যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো, সবাই আপন-আপন চরকায় তেল দাও। দুটি মসজিদের ইমামকে শুধু এইজন্য অপসারিত করা হয়েছে যে, তাঁরা মুসল্লীদের আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার ওয়াজ শোনাতেন। খলীফার মহল ও অন্যান্য সরকারি ভবনের প্রতি চোখ তুলে তাকানোও জনগণের জন্য দণ্ডীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যারা একসময় নুরুদ্দীন জঙ্গিকেও পথরোধ করে দাঁড় করিয়ে কথা বলত এবং রণাঙ্গনের খবরাখবর জিজ্ঞেস করত, তারা এখন সরকারের একজন সাধারণ কর্মকর্তাকে দেখলেও পিছনে সরে যায়।

মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। জিহাদের স্লোগান হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু মানুষের জযবা-চেতনা এত তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হওয়ার নয়। মানুষ লুকিয়ে-লুকিয়ে পরস্পর মিলিত হয়ে মতবিনিময় করতে শুরু করেছে যে, এমন অবস্থায় আমরা কী করতে পারি।

নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবা মহিলাদের একটি দল গঠন করেছিলেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তারা জানতে পারল, সালাহুদ্দীন আইউবি এসেছেন এবং তিনি ফৌজ নিয়ে এসেছেন। তারা সুলতানকে স্বাগত জানাতে বেরিয়ে এসেছিল। তারা যখন জানতে পারল, খলীফা সুলতান আইউবিকে সামরিক শক্তি প্রযোগ করে প্রতিহত করতে চাচ্ছেন, তখন তারা খলীফার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়ে গেল। খলীফার রক্ষীবাহিনী তাদের সঙ্গে অসদাচরণ করল। আর এ-কারণেই খলীফা আল-মালিকুস্ সালিহ ও তার সহযোগীরা চোরের মতো দলবলসহ পালাতে বাধ্য হয়েছিল।

এখন মানুষ সুলতান আইউবির নির্দেশে জীবন দিতে প্রস্তুত। জনগণের এই আবেগ-উচ্ছ্বাস সুলতান আইউবির মিশনকে অনেক সহজ করে দিয়েছে।

♦♦♦

দামেশ্কের মুসলিম নারীদের মধ্যে ঈমানি জযবা ও জাতীয় চেতনা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। এখন সেই জযবা জ্বলন্ত কয়লার রূপ ধারণ করেছে। যুবতী মেয়েদের একটি প্রতিনিধি দল সুলতান আইউবির নিকট এসে নিবেদন জানাল– 'মহামান্য সুলতান, আপনি আমাদের ফৌজের সঙ্গে রণাঙ্গনে প্রেরণ করুন এবং আমাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিন। আমরা আহত মুজাহিদদের সেবা-চিকিৎসা ছাড়া লড়াইও করতে চাই।

সুলতান আইউবি তাদের বলে দিলেন– 'যেদিন প্রয়োজন হবে, আমি তোমাদেরকে ঘর থেকে ডেকে আনব। আপাতত তোমাদের ময়দান হলো ঘর। আমি তোমাদের ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে বন্দি রাখতে চাই না। তোমরা যদি মা হয়ে থাক, তা হলে স্বামী-সন্তানদের মুজাহিদরূপে গড়ে তোলো। যদি বোন হও, তা হলে ভাইদের ইসলামের মোহাফেজ বানাও। ওয়াদা দিচ্ছি, আমি

www.pathagar.com

তোমাদের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব। কিন্তু তোমরা একথা ভুলে যেও না, তোমাদেরকে আপন-আপন ঘর সামলাতে হবে।'

এরূপ আরো কিছু কথা বলতে-বলতে সুলতান আইউবির হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন, আরও একটি ময়দান আছে, যেখানে তোমরা কাজ করতে পার। তোমরা হয়ত শুনেছ, খলীফার মহলের আমির-উজির ও শাসকদের বাসভবন থেকে অনেকগুলো মেয়ে উদ্ধার হয়েছে। তাদের সংখ্যা দুই থেকে তিনশো। আমি তাদের মুক্ত করে দিয়েছি। তারা এই শহরেই কিংবা শহরের আশপাশে কোথাও অবস্থান নিয়ে থাকবে। তারা কে কোথাকার বাসিন্দা আমার জানা নেই। এখনইবা কোথায়-কোথায় ঘুরে ফিরছে, জীবন বরবাদ করছে, তাও আমি বলতে পারব না। এসব ছোটখাট ব্যাপারগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। আমার সম্মুখে বিশাল-বিশাল কাজের পাহাড় জমে আছে। এই কাজটা আমি তোমাদের উপর সোপর্দ করছি যে, তোমরা তাদের খুঁজে বের করো। তাদের মাঝে অনেকে এমনও থাকবে, যাদের ক্রয় কিংবা অপহরণ করে আনা হয়েছিল। এখন তাদের ভবিষ্যৎ হচ্ছে, তারা বেশ্যালয়ে ঢুকে পড়বে, সরাইখানায় মুসাফিরদের সেবা করবে এবং এভাবে লাঞ্ছিত হয়ে জীবনের অবসান ঘটাবে। কেউ তাদের বিয়ে করবে না। তোমরা তাদের খুঁজে বের করো এবং তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো।

মেয়েরা কালবিলম্ব না করে অভিযান শুরু করে দিল। তারা নিজ-নিজ ঘরের পুরুষদের থেকে সহযোগিতা নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ কটি মেয়েকে খুঁজে বের করে নিজেদের ঘরে রেখে তাদের চরিত্র শোধরানোর প্রশিক্ষণ শুরু করে দিল।

এই হতভাগা মেয়েগুলোর মধ্যে এক মেয়ের নাম সাহার। তাকে জোরপূর্বক নর্তকী বানানো হয়েছিল। তাকে এক আমিরের ঘর থেকে উদ্ধার করে মুক্ত করা হয়েছিল। মুক্তি পেয়ে মেয়েটি এক দরিদ্র্য পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিল। উদ্ধারকারী মেয়েরা খোঁজ পেয়ে তাকে সেখান থেকে নিয়ে এল।

সাহার যখন দেখল, দামেশ্কের মেয়েরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকের মতো কাজ করছে, তখন তার ঘুমন্ত মর্যাদাবোধ জেগে উঠল। সজাগ হয়ে উঠল তার প্রতিশোধস্পৃহাও। সে মেয়েদের জানাল, আমার সঙ্গিনী এক নর্তকী সরাইখানার মালিকের নিকট থাকে। এই লোকটা খ্রিস্টানদের গুপ্তচর। লোকটা একটা পাতাল কক্ষ তৈরি করে রেখেছে। সেখানে ফেদায়ী ও খ্রিস্টান গোয়েন্দারা রাত কাটায়। সেখানে নাচ হয়, মদের আসর বসে। আমাকেও এক রাতে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি সেই গোয়েন্দাদের ধরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি তা করতে চাই না। আমি সরাইখানার মালিককে তাদের সঙ্গে নিজহাতে হত্যা করতে চাই। তোমরা আমাকে সহযোগিতা করো।

www.pathagar.com

মেয়েরা প্রস্তুত হয়ে গেল। তারা একটা পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলল। সে মোতাবেক সাহার একদিন পর্দাবৃতা হয়ে সরাইখানার মালিকের নিকট চলে গেল। সরাইখানার মালিক সাহারকে দেখে উল্লাসে ফেটে পড়ল।

সাহার বলল– 'আমি তখনই তোমাদের কাছে পৌঁছে যেতাম। কিন্তু শহরে ধরপাকড় চলছিল। আমি আশঙ্কা করলাম, যদি আমি তোমাদের নিকট চলে আসি, তা হলে তোমরাও ধরা পড়ে যাবে। আমি নিজেকে এতিম ও অসহায় পরিচয় দিয়ে একটা দরিদ্র্য পরিবারে লুকিয়ে থাকি। এখন পরিস্থিতি ভালো। তোমাদের প্রতি কারও কোনো সন্দেহ নেই। তাই এবার তোমাদের কাছে চলে এলাম।'

সরাইখানার মালিক সাহারকে তার নর্তকীর নিকট নিয়ে গেল। নর্তকীও খুব আনন্দিত হলো। এখানে সে কয়েক রাত অতিবাহিত করল। সাহার দেখতে পেল, খলীফা ও বিলাসী আমিরদের পতন এবং সুলতান আইউবির ক্ষমতা দখল সত্ত্বেও সরাইখানার পাতাল কক্ষের জৌলুস আগেরই মতোই অক্ষুণ্ন আছে। এত উত্থান-পতনের পরও এখানে কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। মুসাফিররা নিজ-নিজ কক্ষে ঘুমিয়ে পড়ার পর এই পাতাল কক্ষের জগত সক্রিয় হয়ে ওঠে। এখানে এখনও খ্রিস্টান গুপ্তচর ও দুর্বৃত্তরা আছে। সাহার তাদের মনোরঞ্জন করতে থাকল। রাতে নাচে এবং তাদের মদ্যপান করায়। এরা মুসাফিরের বেশে সরাইখানায় আসা-যাওয়া করে।

সাহার আরও দেখে নিল, রাতে সরাইখানার বাইরে পাহারার ব্যবস্থা থাকে, যাতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তার সংবাদ যথাসময়ে পাতাল কক্ষে পৌঁছে যায়।

সাহার একাকি বাইরে বেরুতে পারে না। মনের বিরুদ্ধে হলেও সে নাচতে-গাইতে থাকে। একরকম বন্দিই করে রাখা হয়েছে তাকে। মেয়েটি এই ভেবে নিরাশ হয়ে গেল যে, এলাম প্রতিশোধ নিতে আর এখন কিনা হয়ে গেলাম বন্দি!

কিন্তু এই নৈরাশ্য সে কাউকে বুঝতে দেয়নি। সবাই তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। অনেক গোপন কথাও তার উপস্থিতিতে আলোচনা হচ্ছে এখন।

একরাতে পাতাল কক্ষের আসরে এক খ্রিস্টান গোয়েন্দা সরাইখানার মালিককে বলল, শুধু এই দুটা মেয়েতে আমাদের একঘেঁয়েমি এসে গেছে; নতুন মেয়ের ব্যবস্থা করো।

গোয়েন্দা যখন কথাটা বলল, তখন মেয়েদুটো সেখানেই উপস্থিত ছিল। তাতে অন্য নর্তকী ব্যথিত হলেও সাহারের চোখে আশার আলো জ্বলে উঠল। সরাইখানার মালিক বলল, সালাহুদ্দীন আইউবি এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছেন যে, এখন দামেশ্‌কে আর কোনো নর্তকী বা নতুন কোন মেয়ে পাওয়া যাবে না।

'কেন পাওয়া যাবে না?' – সাহার সুযোগটা লুফে নিল – 'আমির-উজিরদের ঘর থেকে যে-নর্তকীদের উদ্ধার করে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে, তারা এখনও এই

www.pathagar.com

শহরেই আছে। আমার মতো তারাও লুকিয়ে আছে। আপনারা যদি আমাকে দু-তিন দিনের জন্য বাইরে যেতে দেন, তা হলে পর্দানশিন নারীর বেশে আমি তাদের এখানে নিয়ে আসতে পারব।'

সাহার অনুমতি পেয়ে গেল। সরাইখানার মালিক তার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিল। সকাল হলে সাহার পর্দাবৃতা হয়ে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এল।

♦♦♦

চার-পাঁচ দিন পর সরাইখানার চোরা দরজা দিয়ে আপাদমস্তক বোরকায় আবৃতা আটটা মেয়ে প্রবেশ করল এবং সোজা সরাইখানার মালিকের কক্ষে চলে গেল। মেয়েগুলোর মুখমণ্ডল নেকাবে ঢাকা।

মালিকের কক্ষে প্রবেশ করে তারা মুখের নেকাব সরিয়ে ফেলল। মালিক চোখ মেলে তাদের প্রতি তাকাল। সব কটা মেয়ে যুবতী এবং একটার চেয়ে অপরটা অধিক রূপসী। সাহার তাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। এরা কে কোন আমিরের নিকট ছিল, সাহার মালিককে অবহিত করল। আরও জানাল, এদের নাচ দেখে, গান শুনে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। আরও বলল, আজ রাত আপনার সব কজন বন্ধু-বান্ধবকে এখানে নিমন্ত্রণ করুন।

সরাইখানার মালিক তার বন্ধুদের দাওয়াত দিতে ছুটে গেল। সাহার মেয়েগুলোকে পুরাতন নর্তকীর কাছে নিয়ে গেল। নর্তকী তাদের দেখে বিস্মিত হলো। সে এদের একজনকেও চেনে না। একজনের সঙ্গে তার বিশেষ পরিভাষায় কথা বললে মেয়েটা খানিক বিব্রত হয়ে পড়ল। সাহার বলল– 'নতুন জায়গা কিনা; ও ভয় পেয়েছে। তা ছাড়া আমি এদের এক বিপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করে এনেছি। রাতে এদের নৈপুণ্য দেখলে তখন তুমি বুঝবে এরা কারা এবং কোথা থেকে এসেছে।'

সাহারের কথায় নর্তকী আশ্বস্ত হলো না। তার মনে সন্দেহ জাগুক বা না জাগুক এই অনুশোচনা তার অবশ্যই আছে যে, এই মেয়েদের সামনে তার চাহিদা শেষ হয়ে গেছে। সে সাহারকে নিজের কক্ষে ডেকে নিয়ে বলল– 'তোমার মাথাটা বোধ হয় খারাপ হয়ে গেছে! এই মেয়েগুলো টাটকা যুবতী। তা ছাড়া অতিশয় রূপসীও। এদের সামনে আমাদের আর মূল্য কী? এ কী করলে তুমি? এদের কোত্থেকে এনেছ? কেনইবা এনেছ? বড় ভুল করলে সাহার!'

' আমি আসলে আমাদের পরিশ্রম লাঘব করতে চাচ্ছি' – সাহার বলল – 'ওদের আগমনের পর এখন আমাদের দায়িত্ব কমে যাবে।'

নর্তকী তার এই যুক্তি মেনে নিতে পারল না। সাহারের নিকট আর কোনো যুক্তি নেই, যা দ্বারা সে নর্তকীকে আশ্বস্ত করবে। দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। নর্তকী ক্ষুব্ধ হয়ে বলল– 'আমি সরাইখানার মালিককে বলব, এই মেয়েগুলো নর্তকী নয় – এরা বেশ্যা। এই স্পর্শকাতর স্থানে এদের নিয়ে আসা ঠিক হয়নি। এই পাতাল কক্ষের গোপন তথ্য বাইরে গেলে বিপদ অনিবার্য। এদেরকে কিসের ভিত্তিতে বিশ্বাস করব?'

www.pathagar.com

নর্তকীটা অতিশয় অভিজ্ঞ ও চতুর। সে সাহারের মুখ বন্ধ করে দিল। আবার সাহারও তার বক্তব্য মানতে প্রস্তুত নয়। অবশেষে নর্তকী হুমকি দিল– 'তুমি যদি এখনই ওদেরকে এখান থেকে না তাড়িয়েছ, তা হলে আমি মেহমানদের এই বলে ফিরিয়ে দেব যে, এদের দ্বারা তুমি তাদের গ্রেফতার করাবার ষড়যন্ত্র করছ।'

সাহার অস্থির ও শঙ্কিত হয়ে উঠল। নর্তকী ক্ষুব্ধ মুখে উঠে দাঁড়াল এবং দরজার দিকে হাঁটা দিল। অমনি সাহার তার কামিজের নিচে হাত ঢুকিয়ে কটিবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করে নর্তকীর পিঠে একটা ঘা বসিয়ে দিল।

মেয়েটা আহত হয়ে ঘুরে গেল। সাহার খঞ্জরের আরেকটা আঘাত হানল নর্তকীর হৃদপিণ্ডে। তারপর দাঁত কড়মড় করে বলে উঠল– 'তুই আমাকে খুন করাতে চাচ্ছিলি। কিন্তু তোর মরণই যে হলো আমার হাতে!'

সাহার নর্তকীর পরিধানের কাপড় দ্বারাই খঞ্জর পরিষ্কার করল। লাশটা তারই খাটের উপর তুলে কম্বল দ্বারা ঢেকে রাখল। তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে নিজের কক্ষে চলে গেল। পরনের রক্তাক্ত পোশাক পরিবর্তন করে এবং খঞ্জরটা আবার কটিবন্ধে সেঁটে কামিজের তলে লুকিয়ে রাখল।

◆◆◆

রাতে সরাইখানার মালিক ছাড়াও আরও সাতজন লোক এই পাতাল কক্ষে এল। মালিক সাহারকে পুরাতন নর্তকীর কথা জিজ্ঞেস করল, ও কোথায়? সাহার নাক ছিটকে, ভুরু কুচকে বলল, ও এই নতুন মেয়েদের দেখে জ্বলে-পুড়ে মরছে। নিজেকে এদের চেয়েও বেশি রূপসী মনে করছে। আজ রাত সে এখানে না এলেই ভালো হবে; আসর রং ধরবে।'

'লানত পড়ুক ওর উপর' – মালিক বলল – 'ওকে ওর কক্ষেই পড়ে থাকতে দাও।'

সাহার মেহমানদের উদ্দেশ করে বলল, এই মেয়েদের সঙ্গে ভালো পোশাক নেই; আপনাদেরই এদের উপযুক্ত পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে। এই রাতটা এখন ওরা যে-পোশাকে আছে, তাতেই আপনাদের সামনে আসবে।

কিন্তু তারা মেয়েদের দেখে ভুলেই গেল, ওরা কোন পোশাকে আছে। মেয়েগুলোকে পেশাদার নর্তকী বলে মনে হলো না। তাদের চেহারার রং একদম টাটকা ও নিষ্পাপ। তাদের মাথার চুলগুলোও পরিপাটি করা হয়নি। তাদের আচরণ প্রমাণ করে, তারা পেশাদার নর্তকী নয়। ভাবভঙ্গি তাদের সহজ-সরল।

সাহার তাদের উদ্দেশ করে বলল, এবার মেহমানদের মদ পরিবেশন করো। তারা সোরাহি থেকে পেয়ালায় মদ ঢালতে শুরু করল। এক মেহমান একটা মেয়েকে খানিক উত্যক্ত করল। মেয়েটা তড়াক করে পিছনে সরে গেল। তার চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করল।

www.pathagar.com

'সাহার!' – লোকটা বলল – 'এদের কোথা থেকে এনেছ? এরা কার কাছে ছিল?'

সাহার অট্টহাসি হেসে বলল – 'বিদ্যা ভুলে গেছে। এ সালাহুদ্দীন আইউবির ভয়। অল্প পরেই ঠিক হয়ে যাবে; ধৈর্য ধরুন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবি!' – তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একজন বলল – 'এবার বেটা আমাদের জালে এসেছে। আমরা তাকে তারই আমির-সালারদের হাতে খুন করাব।'

লোকটা তার এক সঙ্গীর কাঁধে চাপড় মেরে বলল– 'এর খঞ্জর সালাহুদ্দীন আইউবির খুনের পিয়াসী। চেন তো একে? এ হাসান বিন সাব্বাহর দলের লোক – ফেদায়ী।' লোকটা একমেয়ের গালে আলতো আঘাত করে বলল– 'আইউবির ভয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলো। ও তো দিনকয়েকের মেহমানমাত্র।'

কিছুক্ষণ পর মদ্যপানের ধারা শুরু হলো। নাচের ফরমায়েশ হলো। মেয়েরা সোরাহি ও পেয়ালাগুলো এদিক-ওদিক সরিয়ে রাখার ভান করে ছয়জন লোকের পেছনে চলে গেল। অকস্মাৎ সবাই যার-যার কামিজের তলে হাত ঢোকাল। প্রত্যেকে একটা করে খঞ্জর বের করল। সাহারও একটা খঞ্জর বের করে হাতে নিল। প্রথমে সাহার সরাইখানার মালিকের উপর আঘাত হানল। অন্যরা ছয় পুরুষের উপর উপর্যুপরি আঘাত হানতে থাকল। সবাই ধরাশায়ী হয়ে পড়ে গেল। একজনও নিজেকে সামলানোর সুযোগ পেল না। সাহার এক-এক করে প্রত্যেকের গায়ে আঘাত করতে থাকল, যেন মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে। সে প্রতিশোধ নিয়ে নিল।

এই মেয়েগুলো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সেইসব মেয়ে, যারা সুলতান আইউবির নিকট নিবেদন পেশ করেছিল, আমাদেরকে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ দিন। তারাই সাহারকে একটা জীর্ণ কুটির থেকে উদ্ধার করে এনেছিল।

কাজ সমাধা করে তারা সবাই চোরাপথে পাতাল কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী কিছুক্ষণ পর সৈন্যরা সরাইখানায় হানা দিল এবং পাতাল কক্ষে চলে গেল। ওখানে সাতটা লাশ পড়ে আছে। কক্ষে-কক্ষে অনুসন্ধান চালানো হলো। এক কক্ষে সাহারের সঙ্গিনী নর্তকীর লাশ পাওয়া গেল। সরাইখানার মালিকের কক্ষে এমন কিছু দলিল-প্রমাণ পাওয়া গেল, যার দ্বারা প্রমাণিত হলো, এরা গুপ্তচর ও দুর্বৃত্তই ছিল।

কিন্তু অনাগত ভবিষ্যত সুলতান আইউবি ও সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ বিপদ নিয়ে আসছে। সুলতান আইউবি দিন-রাত যুদ্ধপরিকল্পনা ও সামরিক প্রশিক্ষণে মহাব্যস্ততার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি যখন দামেশ্‌কে প্রবেশ করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল সাতশো অশ্বারোহী যোদ্ধা। সকল ঐতিহাসিক এ সংখ্যা-ই লিখেছেন। কিন্তু ইতিহাস সুলতান আইউবির সেই জানবাজদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর, যাদের কেউ বণিকের বেশে, কেউ সাধারণ পর্যটকরূপে, কেউবা সাধারণ সিরীয় সৈনিকের পোশাকে – একজন, দুজন, চারজন – করে এভাবে দলবদ্ধ হয়ে দামেশ্‌কে প্রবেশ করেছিল। তাদের অধিকাংশ সুলতান আইউবির নীরব হামলার আগেই এখানে এসে পৌঁছেছিল। আর কতিপয় প্রবেশ করেছিল তখন, যখন সুলতান আইউবির জন্য দামেশ্‌কের দ্বার খোলা হয়েছিল।

তারা সবাই ছিল জানবাজ গোয়েন্দা। তারা সর্বপ্রকার লড়াই, সব ধরনের অস্ত্রের ব্যবহার ও নাশকতামূলক কাজে পারঙ্গম ছিল। মানসিক দিক থেকে তারা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তাদের সবচেয়ে বড় গুণটি ছিল, তারা জীবনের পরোয়া করত না। তারা হেসে-খেলে এমন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে ফেলত, যার কল্পনায়ও সাধারণ সৈনিকরা শিউরে উঠত। এ-কাজের জন্য এমন যুবকদের বেছে নেওয়া হতো, যাদের অন্তর দীনের চেতনা ও শত্রুর ঘৃণায় পরিপূর্ণ থাকত। কাজে-কর্মে এই জানবাজদের উন্মাদ মনে হতো। সুলতান আইউবি এমন জানবাজদের কয়েকটি ইউনিট প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

সাতশো অশ্বারোহী নিয়ে সুলতান আইউবি যখন দামেশ্‌কের উদ্দেশ্যে রওনা হন, তার আগেই তিনি একদল জানবাজ গোয়েন্দাকে জরুরি নির্দেশনা দিয়ে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, দামেশ্‌কের ফৌজ যদি মোকাবেলায় নামে, তা হলে তোমরা নগরীতে নিজেদের বুঝ ও প্রয়োজন অনুপাতে নাশকতা পরিচালনা করবে এবং ভেতর থেকে নগরীর ফটক খুলে দেওয়ার চেষ্টা করবে।

তারা ছিল জনমনে ত্রাস সৃষ্টি ও গুজব রটানোর কাজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এই জানবাজদের সংখ্যা ছিল দুশো থেকে তিনশোর মতো। সে সময়কার ঐতিহাসিকগণ এদের সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা উল্লেখ করেননি। শুধু এতটুকু লিখেছেন, সুলতান আইউবির আগমনের সময় দামেশ্‌কে দু-তিনশো গোয়েন্দা ও নাশকতাকারী অবস্থান করছিল।

www.pathagar.com

একজন ফরাসি ঐতিহাসিক ক্রুসেড যুদ্ধের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলি লিখতে গিয়ে সুলতান আইউবির লড়াকু গোয়েন্দাদের সম্পর্কে অনেক কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সুলতান আইউবির এই জানবাজদের ইসলামি চেতনাকে 'ধর্মীয় উন্মাদনা' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন, এই গোয়েন্দাগুলো 'মানসিক রোগী' ছিল।

তারা 'ধর্মীয় উন্মাদনা'কে 'মানসিক ব্যাধি' বলে নিন্দা করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সেটি একটি মানসিক অবস্থা-ই ছিল বটে। একজন মুসলমান তখনই প্রকৃত ঈমানদার বলে পরিগণিত হয়, যখন ধর্ম তার মনন ও মানসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। সুলতান আইউবির এই জানবাজদের গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন আলী বিন সুফিয়ান এবং তার দুই নায়েব হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ ও জাহেদান। আর যুদ্ধের প্রশিক্ষণ পেয়েছিল অভিজ্ঞ সৈন্যদের হাতে।

সুলতান আইউবি দামেশ্‌কে প্রবেশ করলেন। আলী বিন সুফিয়ানকে রেখে এসেছেন কায়রো। ওখানকার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভালো নয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছেন আলী। সুলতান আইউবির অনুপস্থিতি, তাঁর দামেশ্‌কের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ ও খেলাফতের পতন – সব মিলে অরাজকতার আশঙ্কা বেড়ে গেছে কায়রোতে। এসব কারণেই সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ানকে রেখে এসেছেন। দামেশ্‌কে এসেছেন আলীর এক নায়েব হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনিই লড়াকু জানবাজদের কমান্ডার।

সুলতান আইউবি দামেশ্‌কের শাসনক্ষমতা হাতে নেওয়ার পর সেখানকার অধিকাংশ ফৌজ সালার তাওফীক জাওয়াদের নেতৃত্বে সুলতানের সঙ্গে যোগ দেয়। অবশিষ্ট ফৌজ, খলীফার দেহরক্ষী বাহিনী, খলীফা ও তার অনুচর আমিরগণ দামেশ্‌ক ছেড়ে পালিয়ে যায়। ধারণা ছিল, তাদের গ্রেফতার করার জন্য সুলতান তাদের পিছনে ফৌজ পাঠাবেন।

কিন্তু না, তিনি এমন কিছু করলেন না। দু-তিনজন সালার সুলতানকে এমনও বলেছিলেন যে, এই আমিরদের গ্রেফতার করা আবশ্যক। অন্যথায় তারা কোথাও গিয়ে সংগঠিত হবে এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

'আর আমি এ-ও জানি যে, তারা খ্রিস্টানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং পেয়েও যাবে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'কিন্তু আমি অন্ধকারে পথ চলব না। আমাকে প্রথমে জানতে হবে, তারা কোথায় যাচ্ছে এবং কোথায় জড়ো হচ্ছে। আপনারা অস্থির হবেন না। আমার চোখ-কান পলায়নকারীদের সঙ্গে চলে গেছে। হামলা করার জন্য তারা এত তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে পারবে না। আমি দেখছি খ্রিস্টানরা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তারা মিসরে আক্রমণ চালাতে পারে। পারে সিরিয়ায় হামলা করতে। তারা সম্ভবত আমি কী করি দেখার অপেক্ষায় আছে। তারা হয়ত আমার পদক্ষেপের উপর ভিত্তি করে নিজেরা পদক্ষেপ নিতে চাইছে। আপনারা আমার নির্দেশনা মোতাবেক সেনাপ্রশিক্ষণ ও যুদ্ধমহড়া অব্যাহত রাখুন।'

www.pathagar.com

◆◆◆

সুলতান আইউবি যাদের নিজের 'চোখ-কান' বলে অভিহিত করেছিলেন, তারা হলো মিসর থেকে আগত একদল গোয়েন্দা। খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমির-উজিরগণ যখন দামেশ্ক ত্যাগ করে পালিয়ে যায়, তখন সুলতান আইউবির এই গোয়েন্দারাও তাদের সঙ্গ নেয়। পলায়নকারীদের সংখ্যা কম ছিল না। দেশের সকল আমির-উজির এবং বেশ কজন জায়গিরদার-মোসাহিবও তাদের সঙ্গে ছিল। ছিল কতিপয় সেনাসদস্য ও চাটুকার। তারা পালিয়ে গেছে বিক্ষিপ্তভাবে। তাদের সঙ্গে সুলতান আইউবির গোয়েন্দাদের মিশে যাওয়া কঠিন ছিল না। পদচ্যুত খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমিরগণ কোথায় যায়, কী করে, পালটা আক্রমণ করে কিনা এবং খ্রিস্টানদের থেকে তারা কী পরিমাণ সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে এসব ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা-ই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এই গুপ্তচররা হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর নির্বাচিত লোক। পরিস্থিতির রাজনৈতিক মূল্যায়নও এরা বেশ ভালো করেই বোঝে।

তাদের একজন মাজেদ ইবনে মুহাম্মদ হেজাযি। সুদর্শন যুবক, সুঠাম দেহ। সর্বোপরি আল্লাহ তাকে দান করেছেন জাদুকরী মধুময় ভাষা। সুলতান আইউবির সব গোয়েন্দাই সুশ্রী, সুঠাম, সুস্বাস্থ্যবান ও স্বচ্চরিত্রের অধিকারী। তাদের না আছে নেশার অভ্যাস, না তারা বিলাসী। তাদের চরিত্র আয়নার মতো স্বচ্ছ। মাজেদ হেজাযি তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতায় তার চেহারায় নূর চমকায়। সে-ও দামেশ্ক ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আরবের উন্নত জাতের একটা ঘোড়া তার বাহন। সঙ্গে আছে তরবারি আর ঘোড়ার যিনের সঙ্গে বাঁধা চকচকে ফলাবিশিষ্ট বর্শা।

বিজন মরুভূমিতে একাকি পথ চলছে মাজেদ। তার একজন সঙ্গীর প্রয়োজন – এমন সঙ্গী, যার দ্বারা তার এই মিশন উপকৃত হবে। মাজেদ দেখল, বেশকিছু লোক হাল্‌ব-অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গী হিসেবে তাদের একজনও তার পছন্দ হলো না। কারণ, সফরসঙ্গী হিসেবে তার প্রয়োজন পদস্থ কোনো সেনা-অফিসার কিংবা এমন একজন লোক, যার আল-মালিকুস সালিহ সম্পর্কে জানাশোনা আছে।

পালিয়ে-আসা-খলীফাকে খুঁজে ফিরছে মাজেদের অনুসন্ধানী চোখ। কয়েক ব্যক্তিকে সে জিজ্ঞেসও করেছে যে, আল-মালিকুস সালিহ কোন্‌দিক গেছেন। কিন্তু কেউ কোনো তথ্য দিতে পারেনি। তার জানা ছিল, আল-মালিকুস সালিহ সুলতান জঙ্গির সমবয়স্ক ব্যক্তি নন; বরং তিনি এগারো বছর বয়সের বালকমাত্র, যাকে চাটুকার আমিরগণ আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সালতানাতের মসনদে বসিয়েছিল। শাসনক্ষমতা মূলত ছিল তাদেরই হাতে। মাজেদ হেজাযির আন্দাজ করা কঠিন ছিল না, এই কিশোর খলীফা একাকি যাচ্ছেন না। তার সঙ্গে আছে তার আমির-উজির ও দরবারিদের বিরাট বহর। বহরে থাকছে সোনা-দানা ও মূল্যবান সম্পদবোঝাই অসংখ্য উট।

www.pathagar.com

মাজেদ হেজাযি ভেবে রেখেছে এই কাফেলাটা পাওয়া গেলে কী করতে হবে এবং তাদের মনের কথা কীভাবে বের করা যাবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শিকারের সন্ধান পেল না সে। সামনে পার্বত্য এলাকা। আশাপাশে সবুজের সমারোহ। পর্বতমালার গভীর প্রবেশ করেছে মাজেদ।

মাজেদ একস্থানে দুটা ঘোড়া দেখতে পেল। সেখান থেকে খানিক দূরে সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে আছে একজন পুরুষ। সঙ্গে একজন মহিলা। মহিলাও শয়িতা। মাজেদ থেমে গেল এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটা গাছের তলে বসে পড়ল। তার বিশ্রামের প্রয়োজন।

হঠাৎ ডেকে উঠল একটা ঘোড়া। ঘোড়ার হ্রেষারব শুনে লোকটা শুনে শোওয়া থেকে উঠে বসল। এবার মাজেদ লোকটাকে ভালোভাবে দেখতে পেল। পোশাক-আশাকে প্রমাণ মিলল, লোকটা উঁচু শ্রেণীর মানুষ। মাজেদ হেজাযির প্রতি চোখ পড়ল তার। ইশারায় তাকে নিজের কাছে ডাকল।

মাজেদ তার নিকটে চলে গেল এবং তার সঙ্গে হাত মেলাল। মহিলাও উঠে বসল। মহিলা নয় – একটা রূপসী যুবতী। যুবতীর গলার হার প্রমাণ করছে, মেয়েটা কোনো সাধারণ ঘরের সন্তান নয়। লোকটার বয়স চল্লিশের মতো মনে হলো। আর যুবতীর বয়স পঁচিশেরও কম। মাজেদ হেজাযি এক দৃষ্টিতেই দুজনকে আন্দাজ করে নিল।

'তুমি কে?' – লোকটা মাজেদ হেজাযিকে জিজ্ঞেস করল – 'তুমি কি দামেশ্‌ক থেকে এসেছ?'

'আমি দামেশ্‌ক থেকেই এসেছি' – মাজেদ উত্তর দিল – 'কিন্তু আমি কে, সে কথা আপনাকে বলতে পারব না। আপনাদের পরিচয় বলুন?'

'বোধহয় আমরা একই পথের পথিক' – লোকটা মুচকি হেসে বলল – 'তুমি সম্ভ্রান্ত লোক বলে মনে হচ্ছে।'

'আমি সম্ভ্রান্ত, না ইতর, তা কি আপনি নিশ্চিত হতে চান?' – দুই ঠোঁটের মাঝে মুচকি হাসির রেখা টেনে মাজেদ বলল – 'যার সঙ্গে এমন একটা রূপসী যুবতী আছে আর যুবতীর গলায় এত মহামূল্যবান হার আছে এবং সঙ্গে আরও মূল্যবান সম্পদ আছে, সে যে একজন পথচারীকে বদমাশ আর দস্যু মনে করবে, তা অসম্ভব কিছু নয়। আমি দস্যু নই। তবে নিজের জীবন বিলিয়ে হলেও আপনাদের দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। দামেশ্‌ক থেকে পালিয়ে-আসা কিছু লোক পথে দস্যুর কবলে পড়েছিল। আমি পথে তাদের দুটা লাশও দেখে এসেছি। পরিস্থিতিটা দস্যু-তস্করদের জন্য খুবই অনুকূল যে, মানুষ সম্পদ নিয়ে দামেশ্‌ক থেকে পালিয়ে যাচ্ছে আর ওরা পথ আগলে লুট করছে।'

সহসা মেয়েটার লাবণ্যময় চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে তার সঙ্গীর গা ঘেঁষে জড়সড় হয়ে বসল। লোকটার মুখমণ্ডলেও ভীতির ছাপ পরিলক্ষিত হলো। এবার মাজেদ হেজাযি বুঝে গেছে, এরা কারা এবং কী এদের মিশন।

www.pathagar.com

মাজেদ তাদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে নিজের জাদুকরী ভাষার কারিশমা দেখাতে শুরু করল। কথা প্রসঙ্গে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সমালোচনা করল এবং এমনভাবে খলীফা আল-মালিকুস সালিহ'র প্রশংসা করল, যেন তিনিই জগতের একমাত্র মহান ব্যক্তিত্ব।

মাজেদ তাদের আরও প্রভাবিত করতে বলল– 'সালাহুদ্দীন আইউবি দামেশ্ক থেকে পলায়নরত আপনার মতো লোকদের সম্পদ লুট করতে এবং তাদের সুন্দরী মেয়েদের ছিনিয়ে নিতে এদিকে তার ফৌজ লেলিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, এই মেয়েটা আপনার কী হয়?'

'আমার স্ত্রী।'

'আর দামেশ্কে কটা রেখে এসেছেন?'

'চারটা।'

'আল্লাহ করুন, এই পঞ্চমজন আপনার সঙ্গে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়।'

'আচ্ছা, আইউবির ফৌজ এখান থেকে কত দূরে?' – লোকটা জিজ্ঞেস করল – 'তুমি কি সৈন্যদের লুট করতে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি' – মাজেদ উত্তর দিল – 'যদি বলি, আমিও সালাহুদ্দীন আইউবির একজন সৈনিক, তা হলে আপনি কী করবেন?'

লোকটা কাঁপতে শুরু করল। কিন্তু পরক্ষণেই কপট হাসি হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার কম্পিত ঠোঁটের ব্যর্থ হাসির রেখা মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। বলল– 'আমি তোমাকে কিছু দিয়ে দেব। তোমার প্রতি আমার নিবেদন, তুমি আমাকে ভিখারীতে পরিণত করো না। আরও আবেদন করব, এই মেয়েটাকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিও না।'

মাজেদ হেজাযি খিলখিল করে হেসে উঠল। পরে হাসি বন্ধ করে বলল– 'ধন আর নারীর মোহ মানুষকে ভীরু ও দুর্বল করে তোলে। কেউ যদি মাথার উপর তরবারি উঁচিয়ে বলে, সঙ্গে যা আছে দিয়ে দাও; তা হলে আমি নিজের তরবারিটা কোষমুক্ত করে বলব, আগে আমাকে খুন করো, তারপর আমার সঙ্গে যা পাও নিয়ে যাও। জনাব! বলে ফেলুন, আপনি কে? দামেশ্কে আপনি কী ছিলেন? আর এখন কোথায় যাচ্ছেন? সত্য বললে হয়ত আমিই হব আপনার একনিষ্ঠ রক্ষী। আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের আর আমার গন্তব্য এক। আমি আইউবির ফৌজের সেনা বটে; তবে দলত্যাগী।'

লোকটা শোচনীয়রূপে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সে অকপটে নিজের আসল পরিচয় ও ইতিবৃত্ত ব্যক্ত করল।

লোকটা দামেশ্কের প্রত্যন্ত একটা অঞ্চলের জায়গিরদার। রাজদরবারে তার অনেক মর্যাদা ছিল। সালতানাতের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক বিষয়ে বেশ দখল ছিল। খলীফার রক্ষীবাহিনীর অধিকাংশ সৈনিকই ছিল তার প্রদত্ত। এক কথায় বলা

www.pathagar.com

চলে, এই লোকটা সরকারের উচ্চপর্যায়ের একজন কর্মকর্তা ছিল। সুলতান আইউবির দামেশ্ক প্রবেশের পর যখন পলায়নের প্রয়োজন দেখা দিল, তখন তার ঘর থেকে বের হতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল। আল-মালিকুস সালিহ তার অনুচরদের বলে দিয়েছিলেন, আমি হাল্‌ব পৌঁছে যাব; তোমরাও সেখানে চলে এসো।

সেমতে এই জায়গিরদারও হাল্‌বের দিকেই যাচ্ছে। লোকটা এও বলে দিল যে, আমার সঙ্গে প্রচুর সোনা-রুপা ও মণি-মাণিক্য আছে। চার স্ত্রীকে দামেশ্কে ফেলে এসেছি। এটি সকলের ছোট ও রূপসী বলে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। লোকটা অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে জানাল, তার রক্ষীবাহিনী ও সকল চাকর-বাকর দামেশ্কেই তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। তারা তার সবকিছু লুট করে নিয়ে গেছে।

লোকটার কাহিনী শুনে মাজেদ হেজাযি বেশ আনন্দিত হলো। তার বড় কাজের লোক এই জায়গিরদার। অন্তত হাল্‌বের দরবার পর্যন্ত পৌঁছা যাবে এর সঙ্গে।

মাজেদ হেজাযি তাকে নিজের পরিচয় দিল, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি মিসর থেকে যে-ফৌজ দামেশ্কে নিয়ে এসেছেন, আমি তার একটি ব্যাটলিয়নের কমান্ডার। কিন্তু আমি আল-মালিকুস সালিহ'র অনুরক্ত। এজন্য দলত্যাগ করে আইউবির ফৌজ থেকে পালিয়ে এসেছি এবং খলীফার দরবারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পথ চলছি। খলীফা যদি আমাকে পছন্দ করেন, তা হলে তার রক্ষীবাহিনীতে যোগ দেব।

'আমি যদি এখনই তোমাকে আমার রক্ষী বানিয়ে নিই, তা হলে বেতন কত দিতে হবে?' – লোকটা মাজেদ হেজাযিকে জিজ্ঞেস করল – 'আমি দামেশ্কে যেমন রাজা ছিলাম, ওখানেও তা-ই থাকব। আমার রক্ষী হলে তোমার ভাগ্য বদলে যাবে।'

'আপনি যদি আমাকে আপনার মোহাফেজ নিয়োগ করেন, তা হলে আপনার আর সামরিক উপদেষ্টার প্রয়োজন হবে না।' – মাজেদ হেজাযি বলল – 'আর যোগ্যতা দেখে পারিশ্রমিক আপনিই ঠিক করে নেবেন। আমি এখনই কিছু বলব না।'

মাজেদ হেজাযি লোকটার বডিগার্ড হয়ে গেল। কথাটা এভাবেও বলা যায় যে, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির একজন গুপ্তচর একজন দরবারি জায়গিরদারের ঘনিষ্ঠ লোকে পরিণত হয়ে গেল।

সময়টা সূর্যাস্তের আগ মুহূর্ত। অল্প পরেই সূর্য অস্তমিত হয়ে আঁধার নেমে আসবে। আজকের মতো আর সামনে অগ্রসর হওয়ার সময় নেই। মাজেদ হেজাযির পরামর্শে তারা ওখানে রাত কাটানোর আয়োজন করল। রাত পোহাবার পর জায়গিরদার এখন নিশ্চিত মাজেদ বিশ্বস্ত এবং তারই একজন।

www.pathagar.com

◆◆◆

দীর্ঘ সফরের পর তারা হাল্‌ব গিয়ে পৌঁছল। সে-সময়ে হাল্‌বের আমির ছিলেন শামসুদ্দীন, যিনি অল্প কদিন আগে খ্রিস্টানদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। আল-মালিকুস সালিহ দামেশ্‌ক থেকে পালিয়ে তার নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তার সকল আমির ও উজির তার সঙ্গে আছে। রক্ষীবাহিনীও তথায় পৌঁছে গেছে।

আল-মালিকুস সালিহ হাল্‌বের শাসনক্ষমতা হাতে তুলে নিলেন। সেনাবাহিনীকেও নতুনভাবে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তার কাছে সোনাদানা ও সম্পদের অভাব ছিল না। অভাব ছিল ফৌজ, কমান্ডার ও উপদেষ্টার। তিনি ও তার অনুচরদের ভাবনা, কীভাবে সুলতান আইউবিকে পরাজিত করে 'খেলাফত' বহাল করা যায়। তাদের ভাবনা ও অস্থিরতা প্রমাণ করে, তাদের দুশমন খ্রিস্টানরা নয় – সুলতান আইউবি। তারা এদিক-ওদিকের আমিরদের নিকট খলীফার সীল-স্বাক্ষরযুক্ত বার্তা প্রেরণ করল, সালতানাতের প্রতিরক্ষার জন্য তোমরা খলীফাকে সামরিক সাহায্য প্রদান করো।

তাদের কারও নিকট থেকে আশাব্যঞ্জক জবাব পাওয়া গেল, কারও কাছ থেকে পাওয়া গেল শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি।

এই জায়গিরদার হাল্‌ব পৌঁছলে খলীফা তাকে স্বাগত জানালেন। ইনি ছিলেন খলীফার সামরিক উপদেষ্টা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। বসবাসের জন্য হাল্‌বে তাকে একটা ভবন দেওয়া হলো। এখানে এসেই তিনি এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, ঘর থেকে সকালে বের হচ্ছেন তো ফিরছেন মধ্যরাতে।

তার এই অনুপস্থিতির সুযোগে তার স্ত্রী ঝুঁকতে শুরু করে মাজেদ হেজাযির প্রতি। সুযোগটা লুফে নিল মাজেদ। সে আত্মমর্যাদা ও চারিত্রিক পবিত্রতা বজায় রেখে মেয়েটিকে ঘনিষ্ঠ করে নিল। মেয়েটি মাজেদ হেজাযির প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল যে, মাজেদ তার স্বামীর একজন দেহরক্ষী, সেকথা বেমালুম ভুলেই গেল।

এই ফাঁকে মাজেদ অগ্রসর হচ্ছে তার মিশন নিয়ে। সে দু-তিন দিনের মধ্যেই মেয়েটিকে পুরোপুরি মুঠোয় নিয়ে এল। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল– 'তোমার স্বামীর অন্য চার স্ত্রী কেমন ছিল?'

মেয়েটি বলল– 'তেমন খারাপ ছিল না। পুরাতন বিধায় তিনি তাদের ধোঁকা দিয়ে ফেলে রেখে আমাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন।'

'আর একদিন তোমাকেও ফেলে অন্য কাউকে নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবেন। এই আমিরদের কাজই তো এই।' মাজেদ বলল।

'আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে আমার মনের কথা বলি, তা আমার স্বামীকে বলে দেবে না তো? আমার সঙ্গে তুমি প্রতারণা করবে না তো?' মেয়েটি বলল।

'দেখো, আমার চরিত্রে যদি ধোঁকা-প্রতারণা বলে কিছু থাকত, তা হলে ওই যেখানে তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তোমার স্বামীকে খুন করে

www.pathagar.com

সেখানেই আমি তোমাকে ও তোমাদের ধন-দৌলত ছিনিয়ে নিতাম' – মাজেদ বলল – 'আমি পুরুষ। নারীর সঙ্গে প্রতারণা করা পুরুষের মর্যাদার পরিপন্থী।'

'হৃদয়ের গোপন কথাটা আর আমি চেপে রাখতে পারছি না' – মেয়েটি বলল – 'আমি তোমাকে ভালবাসি মাজেদ! আর আজ একথাটাও আমি ফাঁস করে দিচ্ছি যে, আমি আমার স্বামীকে ঘৃণা করি। আমি কারও স্ত্রী নই। আমি বিক্রি-হওয়া-মেয়ে। আমি বহুবার আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সম্ভবত আমি ভীরু। আত্মহত্যা করার সাহসটুকুও আমার নেই। আমার ইচ্ছে ছিল এক, করছি আরেক। এবার তুমি আমার ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করে দিয়েছ যে, আত্মহত্যা আমাকে করতেই হবে।'

'তার মানে আমাকে ভালবাস বলে তুমি আত্মহত্যা করতে চাচ্ছ?'

'না' – মেয়েটি বলল – 'আমার বিশ্বাস ছিল, সালাহুদ্দীন আইউবি নুরুদ্দীন জঙ্গি অপেক্ষা যোগ্য ও মহৎ মানুষ। কিন্তু তুমি আমার সেই বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছ। আচ্ছা, আইউবি কি এতই খারাপ, যেমনটা তুমি বলেছ?'

মাজেদ হেজাযির ভাবান্তর ঘটে গেল। বুঝতে পারল আঘাতটা ওর কোথায় লেগেছে। বলল– 'তুমি তোমার মনের গোপন কথা আমাকে বলে দিয়েছ। তার বিনিময়ে আমিও আমার হৃদয়ের একটি গোপন কথা তোমাকে বলছি। আমি তোমার থেকে কোনো ওয়াদা নেব না যে, আমার এই গোপন কথা তুমি কাউকে বলবে না। শুধু এতটুকু বলে রাখব, আমার ভেদ যদি ফাঁস হয়ে যায়, তা হলে তুমিও বাঁচবে না, তোমার স্বামীও নয়।

'শোনো, আমি সালাহুদ্দীন আইউবির একজন গুপ্তচর। আমি দু-চার দিনেই তোমার আসল পরিচয় টের পেয়ে গেছি। তুমি আইউবিকে যতটা পবিত্র ভেবেছিলে, তিনি তার চেয়েও অধিক পবিত্র, অনেক বেশি মহৎ। তিনি সেইসব আমির ও রাজা-বাদশাহদের দুশমন, যারা নারীদের হেরেমে আবদ্ধ করে রেখেছেন। নারীদের তিনি বিনোদন ও ভোগের সামগ্রী মনে করেন না। তিনি নারীর মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা এবং পুরষদের জন্য বহুবিবাহ ও বিলাসিতা পছন্দ করেন না। নারীদেরও তিনি সমরবিদ্যায় পারদর্শী করে তুলতে চান।

'আমি তোমার স্বামীর আস্থা অর্জনের জন্য মিথ্যা বলেছিলাম যে, আইউবি দামেশ্‌ক থেকে পলায়নকারী লোকদের লুণ্ঠন ও তাদের মেয়েদের তুলে নিতে বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছেন। তিনি ইসলামের পতাকাবাহী। আমি ইসলামের বিজয় ও সালাহুদ্দীন আইউবির এক মিশন নিয়ে এখানে এসেছি।'

সহসা মেয়েটির চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। দুহাতে মাজেদ হেজাযির একটা হাত চেপে ধরে টেনে মুখের কাছে নিয়ে চুমো খেয়ে বলল– 'তোমার এই ভেদ কখনও ফাঁস হবে না। আমাকে বলো, এখানে তুমি কেন এসেছ এবং আমি তোমার জন্য কী করতে পারি? বলো, সালাহুদ্দীন আইউবি আসলে কেমন মানুষ? নুরুদ্দীন জঙ্গির জীবদ্দশায় আমরা একটা মহিলা সংগঠন করেছিলাম। আমরা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলাম। জঙ্গির স্ত্রী আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা

www.pathagar.com

করতেন। কিন্তু আমি এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হয়ে কাজ করি আমার পিতা তা পছন্দ করতেন না। তিনি একজন মোহান্ধ ও চাটুকার মানুষ। তার দৃষ্টিতে ক্রুশ আর চাঁদ-তারার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যে তার হাতে কটা টাকা গুঁজে দেয়, তিনি তারই গোলাম হয়ে যান। এই লোকটার কাছে তিনিই আমাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। মানুষ এই সওদাকে বিবাহ বলে।

'তুমি তো জান, একজন মুসলিম নারী সুযোগ পেলে যুদ্ধের ময়দানে পুরুষদেরও তাক লাগিয়ে দিতে পারে। পারে দুশমনের হাঁটু ভেঙে দিতে। কিন্তু সেই নারীকেই যখন হেরেমে বন্দি করে ফেলা হয়, তখন সে পিপীলিকায় পরিণত হয়ে যায়। আমার দশাও তা-ই হয়েছে। আমার স্বামী যদি সাধারণ মানুষ হতেন, তা হলে আমি অবশ্যই বিদ্রোহ করতাম এবং তার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তার অনেক শক্তি ও সম্পদ আছে। খলীফা আল-মালিকুস সালিহ'র রক্ষীবাহিনীর অর্ধেকই তার লোক।

'তার আরও চারটা বউ আছে। কিন্তু তাদের অপেক্ষা আমার বয়স কম এবং রূপ বেশি বিধায় তিনি আমাকে তার খেলনা বানিয়ে রেখেছেন। আমার আত্মা মরে গেছে। শুধু দেহটা বেঁচে আছে। বাইরের জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি বন্দি হয়ে যে-জগতে পড়ে ছিলাম, সেখানে মদ আর নাচগান ছাড়া কিছুই ছিল না। হ্যাঁ, ছিল আরও একটা বিষয়। তা হলো, নুরুদ্দীন জঙ্গি ও সালাহুদ্দীন আইউবির হত্যার পরিকল্পনা।'

মেয়েটি বলতে-বলতে থেমে গেল। আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। বারকয়েক ঢোক গিলে দুহাতে মাজেদ হেজাযির বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল– 'শুনছ কি ভাই আমার কথা? তুমি সালাহুদ্দীন আইউবির গুপ্তচর, না আমার স্বামীর অনুগত সেই পরিচয় বাদ দিয়েই আমি তোমাকে আমার মনের কথাগুলো বলে দিচ্ছি। আমি জানি, জানতে পারলে আমার স্বামী আমাকে শাস্তি দেবেন – নির্মম শাস্তি দেবেন। কিন্তু আমি যেকোনো শাস্তি ভোগ করতে প্রস্তুত আছি। আমার এখন দেহ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। দেহটাও পাথর হয়ে গেছে। আমার আত্মা মরে গেছে।

'না, তোমার আত্মা জীবিত আছে' – মাজেদ হেজাযি বলল – 'আমার চোখ হৃদয়ের তলদেশও দেখতে পায়। আমি দেখেছি, তোমার আত্মা বেঁচে আছে। অন্যথায় কখনও আমি তোমার সম্মুখে আমার ভেদ প্রকাশ করতাম না। আমি রূপ-যৌবনের কাছে পরাজিত হওয়ার মতো মানুষ নই। আমি পুরুষ। নিজের জীবনটা ইসলামের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছি। তুমি বলে যাও, হৃদয়ের বোঝা হাল্‌কা করতে থাকো। আমি শুনছি। তোমার কাহিনী আমার কাছে নতুন কিছু নয়। এই কাহিনী প্রতিটি মুসলিম নারীর উপাখ্যান। যেদিন প্রথম একজন মুসলমান হেরেম নামক ভোগকেন্দ্রে রূপসী মেয়েদের বন্দি করেছিল, সেদিন থেকে ইসলামের পতন শুরু হয়েছিল। খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা হচ্ছে, আমাদের

www.pathagar.com

তারা নারীর হাতে খুন করাবে। তারাই তাদের মেয়েদের দ্বারা আমাদের রাজা-বাদশাদের হেরেম ভরে রেখেছে।'

'আমার স্বামীর ঘরেও এই একই ঘটনা ঘটেছে' – মেয়েটি বলল – ' আমি খ্রিস্টান মেয়েদের আমার স্বামীর ঘরে আসতে এবং মদ্যপান করতে দেখেছি। তখন চোখের পানি ফেলা ছাড়া আমার কিছুই করার থাকত না। আমি এজন্যে কাঁদতাম না যে, ওরা আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। আমার কান্নার কারণ ছিল, ওরা আমার থেকে সেই ইসলামকে ছিনিয়ে নিচ্ছে, যার জন্য তোমার মতো আমিও জীবন ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলাম।'

'আবেগ পরিত্যাগ করো। এস, আমরা কাজের কথা বলি। আমি যে-মিশন নিয়ে এখানে এসেছি, তার কাজ শুরু করা প্রয়োজন' – মাজেদ হেজাযি বলল – 'আচ্ছা, স্বামীর উপর তোমার প্রভাব কেমন? তুমি কি তার মনের কথা বের করতে পারবে?'

'দু-পেয়ালা মদ্যপান করিয়ে তার মাথাটা আমার বুকের সঙ্গে লাগিয়েই আমি তার মনের সব ভেদ বের করে ফেলতে পারব' – মেয়েটি জবাব দিল – 'কী তথ্য বের করতে হবে বলো।' তারপর একটুখানি ভেবে মুচকি হেসে বলল– 'তুমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত একটা দাবি মেনে নেবে কিনা বলো। আমি যদি তোমার কাজ আদায় করে দিতে পারি, তা হলে তুমি আমাকে এখন থেকে উদ্ধার করবে, আমার এই আশা পূরণ হবে কি? আমার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করবে না তো?'

'হবে, তোমার এই বাসনা পূরণ হবে। আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। আমি তোমার ভালবাসার মূল্য দেব।'

মাজেদ মেয়েটির দাবি মেনে নিল।

মাজেদ হেজাযি বলল– 'খলীফা আল-মালিকুস সালিহ এগারো বছর বয়সী কিশোর। তিনি আমির-উজিরদের খেলনায় পরিণত হয়ে আছেন। এই আমির-উজিরগণ উম্মাহকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে ফেলতে চায়। তাদের এই আশা যদি পূরণ হয়, তা হলে খ্রিস্টানরা খণ্ডিত মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে খেয়ে হজম করে ফেলবে এবং এই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলবে। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বলে থাকেন, যে-জাতি আপন সাম্রাজ্যকে খণ্ডিত করে, তাদের অস্তিত্ব টেকে না। আমাদের এই আমিরগণ খ্রিস্টানদের থেকে সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হবে না। খ্রিস্টানরা তাদের মদদ দেবে ঠিক; কিন্তু তার বিনিময়ে তাদের প্রজায় পরিণত করে ফেলবে। সুলতান আইউবি আমাকে এখানে তথ্য সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছেন, খলীফা কী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টানরা তাদেরকে কীরূপ সাহায্য প্রদান করছে। এই তথ্য আমাকে যত দ্রুত সম্ভব সুলতানের নিকট পৌঁছাতে হবে। তিনি সে মোতাবেক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। এমন যাতে না হয় যে, সুলতান কোনো প্রস্তুতি-পদক্ষেপ না নিতেই খ্রিস্টানরা তার উপর হামলা করে বসে।'

www.pathagar.com

'আচ্ছা, সালাহুদ্দীন আইউবি কি মুসলিম আমিরদের উপর হামলা করবেন?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

'যদি প্রয়োজন হয়, তিনি তাতেও বিন্দুমাত্র বিলম্ব করবেন না।'

মেয়েটি যেমন আবেগপ্রবণ, তেমনি বুদ্ধিমতী। তার চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি গড়াতে শুরু করল। বলল– 'ইসলামকে সেই দিনটিও দেখতে হলো যে, একই রাসূলের উম্মত পরস্পর লড়াই করবে!'

'এছাড়া আর কোনো পথ যে নেই!' – মাজেদ বলল – 'সালাহুদ্দীন আইউবি রাজা নন। তিনি আল্লাহর একজন সৈনিকমাত্র। তার মতে দেশ-জাতিকে বিপদ ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর। এই বিপদ বাইরের দুশমনের পক্ষ থেকে আসুক কিংবা ভেতরের গাদ্দার ও স্বার্থপূজারিশাসকদের থেকে; জাতিকে রক্ষা করা সৈনিকদের পবিত্র কর্তব্য। তিনি প্রায়ই বলে থাকেন, আমি দেশের সেনাবাহিনীকে শাসকগোষ্ঠীর খেলনায় পরিণত হতে দেব না। সেই মুসলমান কাফেরদের চেয়েও বেশি ভয়ংকর, যে কাফেরদের বন্ধু ভেবে বুকে জড়িয়ে নেয়। এখন তোমার কাজ হলো, তুমি তোমার স্বামীর নিকট থেকে তথ্য নাও, এখানে কী পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছে।'

'আমি তোমাকে তথ্যও দেব এবং দু'আও করব, যেন তুমি যখন এখান থেকে দামেশ্ক ফিরে যাবে, তখন তোমার সঙ্গে তথ্যের সঙ্গে আমিও থাকি।'

◆◆◆

'ত্রিপোলির খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ডের নিকট দূতমারফত আবেদন পাঠানো হয়েছে, তিনি যেন আল-মালিকুস সালিহ'র সাহায্যে এগিয়ে আসেন' – পরদিনই মেয়েটি মাজেদ হেজাযিকে তথ্য প্রদান করল – 'রাতে আমি আমার স্বামীকে মদ্যপান করিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে অনেক কথা বললাম এবং শেষে বললাম, তোমরা আসলে কাপুরুষ বলেই দামেশ্ক থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছ। কোনো মুসলমানই শাসকগোষ্ঠীর এই অপমান সহ্য করতে পারে না, যা সালাহুদ্দীন আইউবি তোমাদের করল।'

মেয়েটি বলল– 'আমি তাকে এমন সব কথা বললাম যে, তিনি শিউরে উঠলেন এবং আমার সঙ্গে অশালীন আচরণ করতে-করতে বললেন– 'আইউবি দিনকয়েকের মেহমান মাত্র। ফেদায়ী ঘাতকদের প্রধান শেখ সান্নানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সে সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যার ব্যবস্থা করবে এবং তাকে তার দাবি অনুপাতে পুরস্কার দেওয়া হবে। সে তার অভিজ্ঞ ঘাতক দলকে দামেশ্ক পাঠাচ্ছে। তিনি আরও বললেন, বাহিনী প্রস্তুত করার জন্য আমরা অনেক সময় পাব। কারণ, শীতের মওসুম এসে গেছে। পার্বত্য এলাকাগুলোতে বরফপাত শুরু হবে। সালাহুদ্দীন আইউবি তাঁর মরু-এলাকার বাহিনীকে এত শীত আর বরফের মধ্যে লড়াতে পারবে না।'

মাত্র শুরু। মদ আর নারী একজন পুরুষের মনের গোপন রহস্য বের করতে শুরু করেছে। মেয়েটি রাতে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানা কৌশলে তার স্বামীর সারা

www.pathagar.com

দিনের কারগুজারি শুনতে আরম্ভ করেছে। আর দিনের বেলা এই ভেদ-রহস্য কানে দিচ্ছে মাজেদ হেজাযির।

একদিন মেয়েটির স্বামী মাজেদ হেজাযিকে বলল– 'তোমার নামে নালিশ আছে।' মাজেদ শিউরে উঠল। ভাবল, তা হলে কি ধরা খেয়ে গেলাম! লোকটি বলল– 'শুনলাম, তুমি নাকি আমার স্ত্রীকে উত্যক্ত করছ! আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ওর কাছে গিয়ে বসে থাকছ! আমি জানি, আমার তুলনায় তুমি সুদর্শন ও যুবক। আমার স্ত্রী তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু এখনই বিরত না হলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।'

মাজেদ হেজাযি তার মনিবকে বোঝাবার চেষ্টা করল, এটা আপনার ভুল ধারণা। বাস্তবে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু লোকটির মন থেকে সংশয় দূর হচ্ছে না। সে তার স্ত্রীকেও একই কথা বলল এবং তাকে বারণ করে দিল, 'মাজেদের সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ চলবে না।'

এখনই এখান থেকে চলে যেতে চাচ্ছে না মাজেদ হেজাযি। তার মিশন এখনও সফল হয়নি। এখনও এখানকার পুরো পরিকল্পনা তার জানা হয়নি। মেয়েটিও রাগ-ধমক সহ্য করে নিয়ে উপরে-উপরে মান্যতা ও আনুগত্যের ভান ধরে স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং ভবিষ্যতে এমন হবে না বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করল।

স্বামী তাকে ক্ষমা করে দিল বটে; কিন্তু সেদিনই আরও ছয়জন দেহরক্ষী নিয়ে এসে তাদের একজনকে কমান্ডার নিযুক্ত করে মাজেদ হেজাযিকে তার অধীন করে দিল।

কমান্ডার দায়িত্ব বুঝে পেয়েই মাজেদ হেজাযিকে সতর্ক করে দিল, তুমি মনিবের দৃষ্টিতে সন্দেহভাজন। অতএব কখনও মনিবের বাসভবনের দরজার নিকটও যেতে পারবে না। আর রাতে সামান্য সময়ের জন্যও অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

মাজেদ অম্লানবদনে কমান্ডারের নির্দেশ মেনে নিল এবং মাথা ঝুঁকিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল।

এভাবে আরও তিন দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন মধ্যরাতে মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রধান ফটকে একজন প্রহরী দণ্ডায়মান। মেয়েটি চেহারায় মনিবের প্রভাব ও গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে তাকে জিজ্ঞেস করল– 'এই, তুমি কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাক, নাকি ভবনের আশপাশটাও ঘুরে-ফিরে দেখ?'

প্রহরী উত্তরে কিছু বললে মেয়েটি বলল– 'তুমি নতুন মানুষ, আমাদের আগের দামেশ্কের প্রহরীটা অনেক সতর্ক ও চৌকস ছিল। এখানে চাকুরি টেকাতে হলে তোমাকে তার মতো হুঁশিয়ার হতে হবে। জান তো, সাহেব খুব কড়া মেজাজের মানুষ!'

প্রহরী মনিবের স্ত্রীর প্রতি অবনত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

মেয়েটি এক-এক করে প্রহরীদের তদারকি শুরু করল। ঘুমন্ত প্রহরীদের তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। প্রধান ফটকের প্রহরী ছুটে গিয়ে কামান্ডারকে জাগিয়ে তুলে বলল, মনিবের স্ত্রী পরিদর্শনে এসেছেন। কমান্ডার ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল এবং এগিয়ে এসে মনিবপত্নীর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল। মেয়েটি তাকে জরুরি নির্দেশনা দিয়ে আরেকটা তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুরু করল।

মাজেদ হেজাযি এই তাঁবুতে শুয়ে আছে। মেয়েটির কথার শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। মাজেদ শোওয়া থেকে উঠে তাঁবুর বাইরে চলে এল। মেয়েটি তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলল, যেন তার সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নেই। সে মাজেদকে জিজ্ঞেস করল– 'তুমিই বোধহয় পুরাতন প্রহরী, না?'

মাজেদ শ্রদ্ধার সঙ্গে জবাব দিল, 'জি'।

মেয়েটি কমান্ডারকে বলল– 'এই লোকটাকে জলদি তৈরি করে দাও, এ আমার সঙ্গে রাজদরবারে যাবে। তাড়াতাড়ি দুটা ঘোড়া প্রস্তুত করো।'

'মনিব যদি আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন, তা হলে কী বলব?' কমান্ডার জিজ্ঞেস করল।

'আমি প্রমোদ-ভ্রমণে যাচ্ছি না' – মেয়েটি শাসকসুলভ কণ্ঠে বলল – 'মনিবের কাজেই যাচ্ছি। রাষ্ট্রীয় কাজে তোমাদের অত মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। যাও, দুটা ঘোড়া প্রস্তুত করে ফেলো।'

কমান্ডার এক রক্ষীকে আস্তাবলের দিকে পাঠিয়ে দিল। মাজেদ হেজাযি তরবারি-সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল। মেয়েটা তাকে আস্তাবলের দিকে নিয়ে গেল।

মেয়েটির স্বামী কমান্ডারকে আগেই বলে রেখেছে, মাজেদের প্রতি নজর রাখবে এবং তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না। আর এখন কিনা তার স্ত্রী নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লোকটাকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছে!

মেয়েটি ও মাজেদ আস্তাবলের দিকে চলে গেল। কমান্ডার নিশ্চিত হতে চায়, মনিবের স্ত্রী সন্দেহভাজন রক্ষীর সঙ্গে যাচ্ছে, তা তার মনিবের জানা আছে কিনা। মেয়েটিকে সে বাঁধাও দিতে পারছে না। কারণ, সে তার মনিবের স্ত্রী।

কমান্ডার ঘরে ঢুকে পড়ল। ভয়ে-ভয়ে মনিবের কক্ষের দরজায় হাত রাখল। সামান্য ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে প্রদীপ জ্বলছে। কক্ষটা মদের উৎকট দুর্গন্ধে ভরে আছে। কমান্ডার মনিবের প্রতি দৃষ্টিপাত করল। লোকটা বিছানার উপর এমনভাবে পড়ে আছে যে, তার মাথা ও একটা বাহু পালঙ্কের উপর থেকে ঝুলে আছে। একটা খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে আছে তার বুকে। একাধিক আঘাতের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে। রক্তে লাল হয়ে আছে তার সমস্ত দেহ, বিছানা ও মেঝে। কমান্ডার মনিবের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। শিরায় হাত রেখে পরীক্ষা করে দেখল। নেই। মারা গেছে।

www.pathagar.com

মেয়েটি মাজেদ হেজাযিকে জানাল, সে তার স্বামীর নিকট থেকে সব পরিকল্পনা জেনে এসেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ শুরু হয়ে গেল বলে।

প্রতিদিনের মতো মেয়েটি আজও লোকটাকে মদ্যপান করাল এবং একটু বেশি পরিমাণেই করাল যে, নেশায় লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাকে অচেতন অবস্থায় ফেলে আসতে পারত মেয়েটি। কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহা তাকে পাগল করে তুলেছে। খঞ্জর দ্বারা তার বুকটা ঝাঁঝরা করে দিয়ে অস্ত্রটা বুকে বিদ্ধ রেখেই বেরিয়ে এল।

ঘটনা শুনে মাজেদ হেজাযি এতটুকুও ভয় পেল না। সে তো প্রতি মুহূর্তেই এমন রোমহর্ষক ঘটনার সংবাদ শুনতে অভ্যস্ত। মাজেদ মেয়েটির এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বলল– 'সুস্থিরভাবে ঘোড়ায় চড়ো।'

তারা ঘোড়ায় আরোহণ করছে। ঠিক এমন সময় রাতের নীরবতা ভেদ করে উচ্চৈঃস্বর কানে এল– 'ঘোড়া দিও না; ওদের আটক করো। ওরা খুন করে পালাচ্ছে!'

রক্ষীরা তরবারি ও বর্শা উঁচিয়ে বেরিয়ে এল। মাজেদ হেজাযি ও মেয়েটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছে। রক্ষীরা যে-পথটা আগলে রেখেছে, তাদেরকে সে-পথেই অতিক্রম করতে হবে। মাজেদ মেয়েটিকে বলল– 'তুমি যদি ঘোড়া হাঁকাতে না জান, তা হলে দ্রুত আমার ঘোড়ার পেছনে চড়ে বসো। ঘোড়া যথাসম্ভব দ্রুত হাঁকাতে হবে।'

মেয়েটা প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল– 'সমস্যা নেই; আমি ঘোড়সওয়ারি জানি।'

'তোমার ঘোড়া আমার পিছনে রাখে' বলেই মাজেদ হেজাযি হাতে তরবারি তুলে নিল।

এদিকে রক্ষীদের চেঁচামেচির শব্দ ধীরে-ধীরে কাছে চলে আসছে। তারা আস্তাবলের দিকে ছুটে আসছে। মাজেদ দ্রুত ঘোড়া হাঁকাল। দেখাদেখি তার পিছন-পিছনে মেয়েটিও ঘোড়া ছোটাল। কমান্ডার গর্জে উঠল– 'থেমে যাও; অন্যথায় মারা যাবে।'

জ্যোৎস্না রাত। মাজেদ মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখল, রক্ষীরা বর্শা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। মাজেদ ঘোড়ার গতি ঘুরিয়ে দিল। মোকাবেলা করতে হবে। সামান্য এগিয়ে গিয়ে তরবারি ঘোরাতে শুরু করল। ঘোড়ার গতি তার আশার চেয়েও তীব্র। দুজন রক্ষী তার সম্মুখে চলে এল এবং ঘোড়ার পায়ের নিচে পিষে গেল। একটা বর্শা ধেয়ে এল মাজেদের দিকে। কিন্তু মাজেদ তরবারির আঘাতে নিশানা ব্যর্থ করে দিল।

'ধনুক বের করো।' কমান্ডার চিৎকার করে বলল। লোকটা অভিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে দু-তিনটা তির শাঁ করে মাজেদ হেজাযির কানের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেল। মাজেদ তার ঘোড়াটা ডানে-বাঁয়ে ঘোরাতে শুরু করল, যাতে তিরন্দাজ নিশানা করতে না পারে।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে মাজেদ তিরের আওতা থেকে বেরিয়ে গেছে। তার ভয়টা এখন, রক্ষীরা ঘোড়ায় চড়ে তাকে ধাওয়া করে কিনা। কিন্তু ধরা খাওয়ার ভয় নেই মাজেদের। ওরা যিন কষে ঘোড়ার পিঠে চড়তে-চড়তে মাজেদ চলে যেতে পারবে অনেক দূর। লোকালয় ত্যাগ করা পর্যন্ত পিছনে ঘোড়ার পদশব্দ শোনা গেল না। মাজেদ মেয়েটিকে বলল– 'এবার তোমার ঘোড়াটা আমার ডান পার্শ্বে নিয়ে আস।'

মেয়েটি তার ঘোড়া মাজেদের পার্শ্বে নিয়ে এল। মাজেদ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'ভয় পাওনি তো?'

মেয়েটি জবাব দিল– 'না; কোন অসুবিধা হয়নি।'

দুটা ঘোড়া পাশাপাশি ছুটে চলছে। মেয়েটি ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকেই উচ্চশব্দে তথ্য দিতে শুরু করল, যা সে তার স্বামীর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে।

মাজেদ বলল– 'এখন কথা রাখো; আরও কিছু পথ অতিক্রম করে যাত্রাবিরতি দিয়ে তোমার সব কথা শুনব।'

কিন্তু মেয়েটি বলেই যাচ্ছে। মাজেদ বারবার বলছে– 'এখন কথা রাখো; কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

মেয়েটি বলল– 'তা হলে এখানেই থেমে যাও; আমি বেশি অপেক্ষা করতে পারব না।'

মাজেদ হেজাযি এখনই যাত্রাবিরতি দিতে চাচ্ছে না! কিন্তু মেয়েটি কথা বলেই যাচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে মাজেদ তার ঘোড়ার বাগ টেনে ধরল। এর জন্য তাকে সামনের দিকে এতটুকু ঝুঁকতে হলো যে, সে দেখতে পেল, মেয়েটির এক পাঁজরে তির বিদ্ধ হয়ে আছে। মাজেদ সঙ্গে-সঙ্গে ঘোড়া থামিয়ে ফেলল।

'এই তির এখানেই বিদ্ধ হয়েছিল' – মেয়েটি বলল – 'আমি এ-কারণেই ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম, যাতে আমার অর্জিত মহামূল্যবান তথ্য মৃত্যুর আগেই তোমাকে বলে দিতে পারি।'

মাজেদ মেয়েটিকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামাল। মাটিতে বসে মেয়েটির মাথাটা কোলের উপর রাখল। তিরবিদ্ধ স্থানে হাত লাগাল। তির অনেক গভীরে ঢুকে গেছে। বের করার উপায় নেই। ডাক্তার হলে হয়ত বের করা যেত।

'ওটাকে ওখানেই থাকতে দাও।' মেয়েটি বলল। অতঃপর সে তার স্বামী থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে, সব মাজেদকে জানাল। তারপর বলল– 'আমরা যে হাল্‌ব থেকে তথ্য নিয়ে পালিয়েছি, তা বোধ করি কেউ বুঝতে পারেনি। কাজেই ওদের পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন আসবে না। রক্ষীরা পর্যন্ত জানে, আমার স্বামীর সন্দেহ, তোমার ও আমার মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক আছে। তারা শুধু একথাই বলবে, তোমার ভালবাসার খাতিরে আমি পালিয়েছি।'

তথ্য বলা শেষ হলে মেয়েটি মাজেদের হাতে চুমো খেয়ে বলল– 'এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব!'

www.pathagar.com

পরক্ষণেই তার দেহটা নিথর হয়ে এল।

মাজেদ অপর ঘোড়াটি নিজের ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে মেয়েটিকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিল। মেয়েটিকে এমনভাবে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে রাখল, যাতে তির তাকে কোনো কষ্ট না দেয়।

◆◆◆

মাজেদ হেজাজী যখন দামেশ্‌কে তার কমান্ডার হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট গিয়ে পৌঁছল, তখন মেয়েটি শহীদ হয়েছে অন্তত বারো ঘন্টা হয়ে গেছে। হাল্‌বের রাজপ্রাসাদের পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করে মাজেদ বলল, এর সবটুকু কৃতিত্ব এই মেয়েটির।

হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ মাজেদ হেজাযিকে এবং মেয়েটির প্রাণহীন দেহটিকে সুলতান আইউবির কাছে নিয়ে গেলেন। মাজেদ হেজাযি সুলতানের কাছে মেয়েটির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করল। সুলতান আইউবি মেয়েটির লাশ নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবা স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন– 'এই লাশটি মর্যাদার সঙ্গে দাফন করার ব্যবস্থা করুন।'

মৃত্যুর আগে মেয়েটি মাজেদ হেজাযিকে যে-তথ্য দিয়েছিল, সংক্ষেপে তার বিবরণ নিম্নরূপ–

খলীফা আল-মালিকুস সালিহ সকল মুসলিম রাষ্ট্রের আমিরদের সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং তাদের সেনাবাহিনীগুলোকে এক কমান্ডারের অধীনে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন। ত্রিপোলির খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ডের নিকট সাহায্যের আবেদন পাঠানো হয়েছিল আগেই। এই মেয়েটি নতুন যে-তথ্য দিয়েছে, তা হলো রেমন্ড তার বাহিনীকে এমনভাবে ব্যবহার করতে চাচ্ছেন যে, তারা মিসর ও সিরিয়ার মাঝখানে সুলতান আইউবির রসদ এবং সহযোগিতার জন্য আসা বাহিনীকে প্রতিহত করবে। রেমন্ড আন্দাজ করে নিয়েছেন, যুদ্ধ বেঁধে গেলে সুলতান আইউবি মিসর থেকে সৈন্য তলব করবেন। তা ছাড়া সুলতান আইউবিকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্যও রেমন্ড দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখবেন। প্রয়োজন হলে তিনি অন্যান্য খ্রিস্টান সম্রাটদের কাছেও সাহায্যের আবেদন জানাবেন। হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতক বাহিনীর সঙ্গে আইউবি-হত্যার চুক্তি ও লেনদেন চূড়ান্ত হয়ে গেছে। ফেদায়ীরা দামেশ্‌ক এসে পৌঁছল বলে।

পরিকল্পনার প্রতিটি অংশই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুলতান আইউবি যে-অংশটির প্রতি অধিক গুরুত্ব দিলেন, তা হলো, দুশমন শীতের মওসুম শেষ হওয়ার পর আক্রমণ চালাবে। হাড়কাঁপানো শীত, প্রবল বর্ষণ ও বরফপাতের কারণে শীত মওসুমে এসব এলাকায় যুদ্ধ করা কঠিন কাজ।

তারা সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করছে। সৈন্যরা দুর্গে অবস্থান নিয়ে থাকবে এবং আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। ঋতু পরিবর্তন হলেই তারা সিরিয়ায় হামলা চালাবে। খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ডকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, আইউবি-বিরোধী যুদ্ধে

www.pathagar.com

সহযোগিতা করলে বিনিময় দেওয়া হবে অনেক স্বর্ণমুদ্রা। রেমন্ড শর্ত আরোপ করেছেন, বিনিময় আগে পরিশোধ করো। আল-মালিকুস সালিহ ও তার অনুচররা রেমন্ডের শর্ত মেনে নিয়েছে।

'মুসলমানদের দুর্ভাগ্য' – দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুলতান আইউবি বললেন – 'মুসলমান আজ কাফেরদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে। প্রিয়নবীর আত্মার এর চেয়ে বড় কষ্ট আর কী হতে পারে!'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন–

'আমার প্রিয় বন্ধু সালাহুদ্দীন আইউবি আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন না। কিন্তু যখন তাঁকে তথ্য প্রদান করা হলো, খ্রিস্টানদের আরব ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করে আপনি ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটানোর যে-স্বপ্ন দেখছেন, খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার অনুগত মুসলিম আমিরগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনার সেই পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে, তখন তিনি এতই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন যে, তেমনটা কখনও দেখিনি। তথ্যটা শোনামাত্র তাঁর দুচোখ থেকে অশ্রু নেমে এল এবং তিনি কক্ষে পায়চারি শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পর মাথা তুলে প্রবল আবেগঘন কণ্ঠে বললেন– 'এরা আমাদের ভাই নয়। এরা আমাদের শত্রু। মুরতাদ ভাইকে হত্যা করা যদি পাপ হয়, তা হলে এই পাপ করে আমি পরজগতে জাহান্নামে যেতে প্রস্তুত আছি; তবু ইহজগতে ইসলামকে লাঞ্ছিত হতে দেব না। যেসব মুসলিম শাসক কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়, কাফেরদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ায়, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। আমি জানি, এরা সবাই ক্ষমতা ও অর্থের লোভী। এরা ঈমান নিলাম করে ক্ষমতার নেশা পূরণ করতে চায়।'

সুলতান আইউবি তরবারির হাতলে হাত রেখে বললেন– 'ওরা শীত মওসুমে লড়াই করতে রাজী নয়। বরফময় অঞ্চলে যুদ্ধ করতে ওরা ভয় পায়। কিন্তু আমি হাড়কাঁপানো কনকনে শীতের মধ্যেও যুদ্ধ করব। আমি বরফের স্তরজমা পর্বতচূড়ায় এবং তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মধ্যেও লড়াই করব... ।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন। তিনি কখনও আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন না। তিনি সস্তা স্লোগানে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রতিটি সেনা-ইউনিটের কমান্ডারদের দফতরে ডেকে নিয়ে কাগজে দাগ টেনে নকশা এঁকে এবং যুদ্ধের ময়দানে মাটিতে আঙুল দ্বারা রেখা টেনে নির্দেশনা প্রদান করতেন। কিন্তু সেদিন তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হলেন। আবেগের নিকট পরাজিত হয়ে এমনসব কথা বলে ফেললেন, যেমনটি সচরাচর আম মজলিসে বলেন না।

'তাওফীক জাওয়াদ!' – সুলতান আইউবি দামেশ্কের সেনা-অধিনায়ককে উদ্দেশ করে বললেন – 'তোমার বাহিনী শীতের মধ্যে লড়াই করতে পারবে কিনা, তা তো এখনও জানা হলো না। আমি কমান্ডারদের রাতে এমন জায়গায় হানা দিতে প্রেরণ করব, যেখানে তাদের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যেতে হবে। তখন

www.pathagar.com

প্রচণ্ড শীত থাকবে, বরফপাত হবে। বৃষ্টিও হতে পারে। কাজেই চিন্তা-ভাবনা করে জবাব দাও।'

'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি, আমার সৈন্যদের মাঝে জযবা আছে' – তাওফীক জাওয়াদ বললেন – 'তার একটি প্রমাণ হলো, তারা আমার সঙ্গে আছে – আস-সালিহ'র সঙ্গে পলায়ন করেনি। আমার সৈনিকরা যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বোঝে।'

'সৈনিকের মধ্যে যদি জযবা থাকে এবং তারা যদি যুদ্ধের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত থাকে, তা হলে তারা উত্তপ্ত বালুকাময় ময়দানে দাঁড়িয়েও যুদ্ধ করতে পারে। পারে জমাটবাঁধা বরফের উপর দাঁড়িয়েও।' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আল্লাহর সৈনিকদের ঠেকাতে না পারে মরুভূমির অগ্নি-উত্তাপ, না পারে হীমশীতল বরফ।'

সুলতান আইউবি সমবেতদের প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে বললেন– 'ইতিহাস হয়ত আমাকে মাতাল বলবে। কিন্তু আমার স্থির সিদ্ধান্ত, ডিসেম্বর মাসে আমি যুদ্ধ শুরু করব। এই সিদ্ধান্ত থেকে কেউ আমাকে টলাতে পারবে না। তখন শীতের তীব্রতা থাকবে তুঙ্গে। পাহাড়-পর্বতের রং হবে শাদা – বরফঢাকা। থাকবে হাড়কাঁপানো শীত। আপনারা সবাই কি আমার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন?'

সকলের সমবেত কণ্ঠের জবাব– 'আমরা প্রস্তুত। সুলতানের যেকোনো সিদ্ধান্ত শিরোধার্য।'

এবার সুলতান আইউবির ঠোঁটে হাসি ফুঠে উঠল। কণ্ঠ তাঁর আবেগমুক্ত, ধীর ও শান্ত। তিনি নির্দেশ দিতে শুরু করলেন–

'আজ রাতেই সকল ফৌজ মহড়া শুরু করবে। সালার থেকে সিপাই প্রত্যেকে আবরণমুক্ত থাকবে। কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত একখণ্ড কাপড় ছাড়া কারও গায়ে আর কোনো পোশাক থাকবে না। নামাযের পরপর সকল সৈন্য পোশাক খুলে ব্যারাক থেকে বাইরে বেরিয়ে যাবে। সন্নিকটে অনেক ঝিল আছে। ফৌজ সেগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে। আমাদের সামরিক ডাক্তাররাও সঙ্গে থাকবে। প্রথম দিকে সৈন্যরা ঠাণ্ডায় অসুস্থতার শিকার হতে পারে। ডাক্তাররা তাদের গরম কাপড়ে প্যাঁচিয়ে এবং আগুনের কাছে শুইয়ে দিয়ে চিকিৎসা করবে। আমার আশা, এই অসুস্থতার ঘটনা বেশি ঘটবে না। দিনের বেলা ডাক্তাররা সৈন্যদের খোঁজ নেবে। প্রয়োজন হলে মিসর থেকে আরও ডাক্তার তলব করতে হবে।'

১১৭৪ সালের নভেম্বর মাসের শুরুর দিক। এই সময়টায় রাতে প্রচণ্ড শীত পড়ে। সুলতান আইউবি রাতের বেলা জুনিয়র সামরিক কমান্ডারদের তলব করলেন। তাদের উদ্দেশে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন–

'এবার তোমাদেরকে যে-দুশমনের সঙ্গে লড়তে হবে, তাদের দেখার পর তোমাদের তরবারি খাপ থেকে বেরুতে ইতস্তত করবে। কারণ, তারাও 'আল্লাহু

www.pathagar.com

আকবার' স্লোগান তুলে তোমাদের সামনে আসবে। তাদের পতাকাও তোমাদের পতাকারই মতো তারকাখচিত থাকবে। তারাও সেই কালেমা পাঠ করে, যা তোমরা পাঠ কর। তোমরা তাদেরকে মুসলমান মনে করবে; কিন্তু তারা মুরতাদ। আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে তোমাদের মুখোমুখি এসে তারা কোষ থেকে যে-তরবারি বের করবে, তা খ্রিস্টবাদীদের সরবরাহ করা তরবারি। তাদের তূনীরে খ্রিস্টানদের তির। তোমরা ঈমানের প্রহরী আর তারা ঈমানের ব্যাপারি। সুলতান আস-সালিহ বাইতুলমালের সোনাদানা ও সমুদয় সম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। সেই সম্পদ সে এই উদ্দেশ্যে ত্রিপোলির খ্রিস্টান সম্রাটের হাতে তুলে দিয়েছে, যাতে সে তোমাদের পরাজিত করতে তাকে সামরিক সহযোগিতা দেয়।

এই পরাজয় তোমাদের নয় – ইসলামের। এই ধনভাণ্ডার কারও ব্যক্তিগত নয় – জাতির। এগুলো দেশের জনগণেরই প্রদত্ত যাকাতের অর্থ। সেই সম্পদ এখন মদ-বিলাসিতায় ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই সম্পদ কাফেরদের বন্ধু বানানোর কাজে ব্যয়িত হচ্ছে। তোমরা কি জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারী এই দস্যুটাকে সুলতান মেনে নেবে?'

সকলে সমস্বরে বলে উঠল– 'না, না, আমরা এমন লোকদের ক্ষমতার স্বপ্নসাধ চিরতরে মিটিয়ে দেব।'

সুলতান আইউবি বললেন– 'আমি যে-নীতিমালার ভিত্তিতে মিসরের ফৌজ গঠন করেছি, তা-ই তোমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে চাই। আমার মূলনীতি হলো, দুশমনের অপেক্ষায় ঘরে বসে থাকা চলবে না। দুশমন আক্রমণ করলে আমি তা প্রতিহত করব, এটা কোনো নীতি হতে পারে না। কুরআন আমাদের যে-শিক্ষা প্রদান করেছে, তা হলো, যুদ্ধ আছে তো লড়াই করো। যুদ্ধ নেই, যুদ্ধের প্রস্তুতিতে নিমগ্ন থাকো। তোমরা যখনই টের পাবে, দুশমন তোমাদের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখনই তোমরা দুশমনের উপর হামলা করো। স্মরণ রেখো! যারা মুসলমান নয়, তারা তোমাদের বন্ধু নয়। কাফের যদি তোমার পায়ে সেজদাও করে, তবু তাকে বন্ধু মনে করো না।

আমার দ্বিতীয় মূলনীতি হলো, তোমরা ইসলামি সাম্রাজ্য ও দেশের জনগণের ইজ্জতের প্রহরী। তোমাদের শাসকগোষ্ঠী যদি আত্মমর্যাদা হারিয়ে ফেলে, জাতি যদি পাপ করতে-করতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং দুশমন তোমাদের উপর জয়ী হয়, তা হলে ভবিষ্যত প্রজন্ম বলবে, এই জাতির সৈন্যরা অযোগ্য ও দুর্বল ছিল। মনে রাখবে, জয়-পরাজয়ের সিদ্ধান্ত হয় যুদ্ধের মাঠে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর বিলাসপ্রিয়তা ও স্বার্থপরতা দেশের সেনাবাহিনীকে দুর্বল করে তোলে। কিন্তু পরাজয়ের দায় চাপানো হয় সেনাবাহিনীর কাঁধে। কাজেই তোমাদের যে-খলীফা ও শাসকগোষ্ঠী জাতিকে লাঞ্ছনায় নিক্ষিপ্ত করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দাও। আমি যে-যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তার রূপ কেমন হবে, তা আমি এই মুহূর্তে বলতে পারব না।

www.pathagar.com

আমি শুধু এটুকু জানি, একটা কঠিন ও ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। কঠিন এই অর্থে যে, আমি তোমাদের চরম এক সংকটপূর্ণ অবস্থায় লড়াচ্ছি। আরেক সমস্যা হলো, তোমাদের সংখ্যা কম। সংখ্যার এই অভাব পুষিয়ে নিতে হবে জযবা আর ঈমানি শক্তি দ্বারা।'

সুলতান আইউবি কমান্ডারদের অবহিত করলেন, তোমাদের মাঝে দুশমনের চর ঢুকে আছে। তারা কী-কী পন্থায় কাজ করছে, তিনি তারও বিবরণ দিলেন।

◆◆◆

'তোমরা বিশ্বাস করো না, সালাহুদ্দীন আইউবি মুসলমান' – হাল্‌বে নিজ সৈন্যদের সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার লক্ষ্যে এক আমির বলল – 'খলীফার মর্যাদা একজন নবীর সমান। নাজমুদ্দীন আইউবের এই মুরতাদ ছেলেটা খলীফাকে কস্‌রে-খেলাফত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবং সিরিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মিসর ও সিরিয়ার রাজা হয়ে বসেছে। তোমরা যদি খোদার আজাব-গজব থেকে রক্ষা পেতে চাও, প্রলয়ংকারী ভূমিকম্প ও ব্যাপক বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাস থেকে নিরাপদ থাকতে চাও, তা হলে সালাহুদ্দীন আইউবিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সালতানাতের গদি ফিরিয়ে আনো। শীত শেষ হলেই আমরা দামেশ্‌কে আক্রমণ করব। তার আগে আমরা সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করব এবং তোমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকো।'

'একটি জাতির চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করতে না পারলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়া যায় না' – আল-মালিকুস সালিহ'র উদ্দেশে রেমন্ড প্রেরিত খ্রিস্টান বাহিনীর এক সামরিক উপদেষ্টা বলল – 'আমরা তোমাদের এলাকায় এসে যুদ্ধ করব না। আইউবির সাহায্যে মিসর থেকে যে বিশেষ ফোর্স আগমন করবে, আমরা পথে তাদের প্রতিহত করব এবং সুযোগমতো আইউবিকে কোথাও ঘিরে ফেলব। আপনার বাহিনী দামেশকে হামলা করবে। শীতের মওসুমে না আপনি হামলা করতে পারবেন, না আইউবি পারবে। এই সময়টাকে আপনি কাজে লাগান। আমি যে-আশঙ্কা অনুভব করছি, তা হলো, আপনার জাতি আপসে লড়াই করতে ইতস্তত করতে পারে। আপনি আপনার নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোর জনগণকে সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলুন। এর জন্য উত্তম হাতিয়ার আপনার ধর্ম ও কুরআন। এই লক্ষ্য অর্জনে আপনি ধর্ম, কুরআন ও মসজিদকে ব্যবহার করুন। মুসলমানদের নিকট ধর্ম একটি স্পর্শকাতর বিষয়। তারা ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু শুনলে অমনি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আপনি সহযোগিতা করলে আমরা দামেশ্‌কেও এ-লক্ষ্যে কাজ করতে পারি।'

'পাঁচ-পাঁচটি বছর কেটে গেল; কিন্তু আমরা সালাহুদ্দীন আইউবিকে খুন করতে পারলাম না! লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে' – সুলতান আইউবিকে হত্যার জন্য গমনকারী ফেদায়ী ঘাতক বলল – 'আইউবির উপর আমাদের চারটা হামলা ব্যর্থ হয়েছে। তাও এত শোচনীয়রূপে যে, তাতে আমাদের কিছু লোক মারা গেছে এবং গ্রেফতার হয়েছে। হাসান ইবনে সাব্বাহর

www.pathagar.com

আত্মা আমাকে তিরস্কার করছে, তুমি কি আইউবিকে বিষ খাইয়ে হত্যা করতে পারলে না? তুমি কি লুকিয়ে কোথাও তাকে তিরের নিশানা বানাতে পারলে না? তুমি কি মৃত্যুর ভয়ে ভীত? তুমি আমার সঙ্গে কী অঙ্গীকার করেছিলে, তা কি ভুলে গেছ? কাজেই আমি এখন আর একটি মুহূর্তের জন্যও শুনতে চাই না, সালাহুদ্দীন আইউবি জীবিত।'

'তিনি আর বেশিদিন জীবিত থাকবেনও না।' এক ফেদায়ী বলল। সঙ্গীরা তার বক্তব্যে সমর্থন ব্যক্ত করল।

সুলতান আইউবি দামেশ্ক আগমনের সময় তাঁর ভাই আল-আদিলকে মিসরের সেনাবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত করে আসেন। তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়ে আসেন, সেনাভর্তি বেগবান করে তোলো এবং সামরিক মহড়া অব্যাহত রাখো। তাকে তিনি সুদানের ব্যাপারেও সতর্ক করে আসেন এবং বলে আসেন, সুদানের পক্ষ থেকে সামান্যতম সামরিক তৎপরতাও যদি চোখে পড়ে, তা হলে তুমি ব্যাপকহারে সেনা-অভিযান পরিচালনা করবে।

সুলতান আইউবি তাঁর ভাইকে সদা রিজার্ভ বাহিনী ও রসদ প্রস্তুত রাখতে নির্দেশ দিয়ে আসেন। দামেশ্কের অভিযান সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা যাচ্ছিল না, পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে। এখন সুলতান যে-পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন, তাতে তাঁর সেনা-সহযোগিতার প্রয়োজন। কিন্তু গুপ্তচর মাজেদ হেজাযির সংগৃহীত তথ্য মোতাবেক খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ড মিসর ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সুলতান আইউবির রিজার্ভসেনা ও রসদ আগমন প্রতিহত করবে। এই তথ্যের ভিত্তিতে সুলতান আইউবি সময়ের আগেই মিসর থেকে স্পেশাল ফোর্স ও রসদ এনে রাখা আবশ্যক মনে করলেন। এই বাহিনীকে শীতের মধ্যে যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তিনি দীর্ঘ একটি বার্তাসহ একজন দূতকে কায়রো পাঠিয়ে দিলেন। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য কতজন করে পাঠাতে হবে সুলতান পত্রে তাও উল্লেখ করলেন। সঙ্গে এই নির্দেশনাও প্রদান করলেন যে, সকল সৈন্য যেন একত্রে না আসে। বরং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে রাতের বেলা একদল অপরদল থেকে দূরত্ব বজায় রেখে পথ চলবে। দিনে সফর বন্ধ রাখবে। এই ফোর্স-আগমনের তথ্য যথাসম্ভব গোপন রাখবে।

আল-আদিল তাঁর ভাই সালাহুদ্দীন আইউবিরই হাতে গড়া। পয়গাম পাওয়ামাত্র তিনি বাহিনী রওনা করিয়ে দিলেন এবং বিষয়টি গোপন রাখার জন্য পন্থা অবলম্বন করলেন যে, কয়েকজন সেনাসদস্যকে ছদ্মবেশে উটে চড়িয়ে এই নির্দেশনা দিয়ে রাস্তায় পাঠিয়ে দিলেন, তোমরা ডানে-বাঁয়ে ছড়িয়ে গিয়ে পরস্পর দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করবে। কোনো সন্দেহভাজন লোক দেখলে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। প্রয়োজন বোধ করলে গ্রেফতার করে ফেলবে।

www.pathagar.com

বাহিনীর সৈন্যরা দিনকয়েক পরই দামেশ্‌ক পৌঁছতে শুরু করল। সুলতান আইউবি তাদেরও রাতের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। তার সঙ্গে তিনি নতুন ভর্তিরও নির্দেশ জারি করলেন।

♦♦♦

দামেশ্‌কের প্রত্যন্ত এলাকা। ঘন বনজঙ্গল আর খানা-খোঁড়লে ভরা গোটা অঞ্চল। সেখানে শত-শত বছরের পুরাতন একটা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। তার অভ্যন্তরে কেউ কখনও প্রবেশ করেছে বলে জানা যায়নি। রাতে মানুষ তার পাশ দিয়েও হাঁটে না। দুর্গটা একসময় সামরিক কাজে ব্যবহৃত হলেও এখন সেটি ব্যবহারের অনুপযুক্ত। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও জায়গাটা অনুপযোগী। সে-কারণে দেশের সামরিক বাহিনীর কখনও সেদিকে চোখ যায়নি।

সুলতান আইউবির আমলে দামেশ্‌কের প্রতিরক্ষার জন্য অন্যত্র একটা দুর্গ তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল। এই পুরাতন দুর্গটা 'সর্পকেল্লা' নামে পরিচিত। কথিত ছিল, দুর্গের ভিতর এক জোড়া নাগ-নাগিনী বাস করে। তাদের বয়স হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। এও বলা হতো যে, দুর্গটা সেকান্দারে আজম নির্মাণ করেছিলেন। কারও মতে ইরানের বাদশা দারা এর নির্মাতা। অনেকের মতে দুর্গটা তৈরি করেছিল বনী ইসরাইল।

সে যাহোক, এ-ব্যাপারে সকলেই একমত যে, কয়েকশো বছর আগে এখানে এক পারস্যরাজা আগমন করেছিলেন। জায়গাটা তার পছন্দ হয়ে গেলে তিনি এখানে এই দুর্গটা নির্মাণ করেন এবং তার অভ্যন্তরে একটি মনোরম প্রাসাদ তৈরি করেন। কিন্তু প্রাসাদে বসবাস করার জন্য তার কোনো স্ত্রী ছিল না। খুঁজে-পেতে এক রাখালকন্যাকে তিনি পছন্দ করলেন। কিন্তু মেয়েটা ছিল অন্য এক যুবকের বাগদত্তা। দুজনের মধ্যে ছিল গভীর ভালবাসা।

রাজা মেয়েটার পিতামাতাকে অগাধ সম্পদ দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে এলেন। যুবক বাদশার নিকট এসে বলল, মহারাজ, শখ করে মহল নির্মাণ করেছেন আর আমার বাগদত্তা প্রেমিকাকে ছিনিয়ে এনেছেন! কিন্তু এই দুর্গে বাস করা আপনার কপালে জুটবে না; আপনি এখানে থাকতে পারবেন না।

যুবকের কথায় বাদশা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে দুর্গে নিয়ে হত্যা করে ফেললেন এবং লাশটা নিকটেই একস্থানে পুঁতে রাখলেন। অপরদিকে মেয়েটা বাদশাকে বলল, আপনি আমার দেহটা ক্রয় করেছেন; কিন্তু আমার হৃদয়টা কখনই আপনি দখল করতে পারবেন না।

বাদশাহ রাখালকন্যাকে রাজকীয় সাজে সাজিয়ে প্রথম দিনের মতো মহলে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মহলের মেঝে ধসে গেল এবং ছাদ ও দেওয়াল মাথার উপর ভেঙে পড়ল। মহলের ছাদ ও দেওয়ালে চাপা পড়ে দুজনই মারা গেল।

বাদশাহর সেনাদল ছুটে এসে মহলের ধ্বংসাবশেষ সরাতে শুরু করল। এসময় ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে দুটি নাগ বেরিয়ে এল। সেনারা তাদের বর্শা.

www.pathagar.com

তির-ধনুক ও তরবারি দ্বারা হত্যা করার চেষ্টা করল। কিন্তু নাগ দুটার গায়ে না লাগল বর্শা, না বিদ্ধ হলো তির, না আঘাত হানল তরবারি। বাদশার সেনাদল ভয়ে পালিয়ে গেল।

একথাও প্রসিদ্ধ ছিল যে, এখনও রাতের বেলা দুর্গের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে রাখালের পোশাক পরিহিতা একটা মেয়েকে ভেড়া চড়াতে দেখা যায়। মাঝে-মধ্যে একটা যুবকও মানুষের চোখে পড়ে।

এক কথায়, সবাই বিশ্বাস করত, দুর্গটা জিন-পরীর আবাস।

সুলতান আইউবি যে-সময়টায় খলীফা ও আমিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, ঠিক তখন দামেশ্‌কে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, সর্পকেল্লায় এক বুজুর্গ আত্মপ্রকাশ করেছেন, যিনি দু'আ করলে মানুষের সব রোগ ভালো হয়ে যায় এবং তিনি ভবিষ্যতের সংবাদ বলে দিতে পারেন। কে একজন শহরে সংবাদটা বলামাত্র মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। অনেকে তাকে 'মাহদি' আখ্যা দিতে ভুল করেনি। মানুষ সেখানে যেতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আবার এই ভয়ে পিছিয়েও যায় যে, ওটা রাখালের কন্যা এবং তার বাগদত্তার কিংবা পারস্যের রাজার প্রেতাত্মা কিনা! নাকি জিন-ভুতের কারসাজি। অনেকে দূরে দাঁড়িয়ে দুর্গের দিকে তাকাল যে, কিছু দেখা যায় কিনা। তিন-চারজন লোক দাবি করেছে, তারা কালো দাড়ি ও শাদা চোগাপরিহিত এক ব্যক্তিকে দুর্গের বাইরে আসতে এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভিতরে ঢুকে যেতে দেখেছে।

মানুষ বুযুর্গের কারামত নিয়ে বলাবলি করছে। কিন্তু এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, যে বলবে, আমি দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করেছি এবং বুযুর্গ লোকটি আমার জন্য দু'আ করেছেন।

একদিনের ঘটনা। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির রক্ষীবাহিনীর এক সিপাই ডিউটি পালন শেষে বাইরে ঘোরাফেরা করছিল। লোকটির সুদর্শন চেহারা, সুঠাম দেহ। তাগড়া যুবক। হঠাৎ সম্মুখ থেকে নুরানি চেহারার এক ব্যক্তি এগিয়ে এল। মুখে কালো দাড়ি, পরনে শাদা চোগা, মাথায় অতীব আকর্ষণীয় পাগড়ি, হাতে তসবিহ। লোকটি সিপাইর সামনে এসেই দাঁড়িয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে চিবুক ধরে সামান্য উপরে তুলে আবার ছেড়ে দিল। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলল– 'আমি কখনও ভুল করি না; তোমার বাড়ি কোথায় দোস্ত?'

'বাগদাদ' – সিপাই মিষ্টি ভাষায় জবাব দিল – ' আমাকে চেচেন নাকি?'

'হ্যাঁ, দোস্ত! আমি তোমাকে চিনি' – আগন্তুক জবাব দিল – 'তবে বোধহয় তুমি নিজেকে চেন না।'

লোকটি যে ধারায় কথা বলল, তাতে সিপাই প্রভাবিত হয়ে পড়ল। বস্তুত তার নুরানি চেহারা, আকর্ষণীয় দাড়ি, সাদা পোশাক ও পাগড়ি যেকোনো মানুষকে প্রভাবিত না করে পারে না। এসব না থাকলে হয়ত সিপাই তাকে মাতাল বলে এড়িয়ে যেত। কিন্তু লোকটার ভাবভঙ্গি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও কথার ধরণ সুলতান আইউবির সৈনিককে কাবু করে ফেলল।

www.pathagar.com

'আচ্ছা, তুকি কি তোমার পূর্বপুরুষকে জান, তারা কারা ছিলেন এবং কী ছিলেন?' লোকটি সিপাইকে জিজ্ঞেস করল।

'না!' সিপাই জবাব দিল।

'দাদার কথা জান না?'

'না।'

'তোমার পিতা বেঁচে আছেন?'

'না।' – সিপাই জবাব দিল – 'আমি যখন দুধের শিশু, তখনই তিনি মারা যান।'

'তোমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি রাজা ছিলেন?' – আগন্তুক জিজ্ঞেস কর – 'পরদাদা?'

'কেউ নয়' – সিপাই জবাব দিল – 'আমি কোনো রাজবংশের সন্তান নই। আমি সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবির রক্ষীবাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক। আপনি বোধহয় ভুল করছেন। আমার গঠন-আকৃতির সঙ্গে আপনার পুরনো কোনো বন্ধুর মিল আছে হয়ত। আপনি আমাকে অন্য কেউ মনে করেছেন।'

লোকটি এমন ভাব দেখাল, যেন সে সিপাইর কথাটা শোনেইনি। তার হাত ধরে ডান হাতের তালুর রেখাগুলো গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষা করতে শুরু করল। তারপর তার কাঁধে হাত রেখে মাথাটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে ঝুঁকে তার মুখমণ্ডলের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে মধুর ভাষায় ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বলল– 'তা হলে এই সিংহাসনে আমি কাকে দেখতে পাচ্ছি? এই মুকুটটির মালিক কে? তোমাকে কে বলল, তুমি রাজবংশের সন্তান নও? আমার বিদ্যা আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না। আমার চোখ ভুল দেখে না। আচ্ছা, তুমি কি বিয়ে করেছ?'

'না' – সিপাই ভয়ার্তকণ্ঠে জবাব দিল – 'বংশের একটা মেয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে আছে।'

'হবে না' – লোকটি বলল – 'এই বিয়ে হবে না।'

'কেন?' সিপাই চকিত হয়ে প্রশ্ন করল।

'তোমার জুড়ি অন্য কোথাও' – লোকটি বলল – 'কিন্তু মেয়েটি অন্যত্র আটকা পড়ে আছে। শোনো বন্ধু! তুমি মজলুম, তুমি প্রতরাণার শিকার। তুমি বিভ্রান্ত। তোমার ধনভাণ্ডারের উপর সাপ বসে আছে। একজন রাজকন্যা তোমার পথপানে তাকিয়ে আছে। কেউ যদি তোমাকে তথ্য দেয়, মেয়েটি কোথায় আছে, তা হলে কি তুমি জীবনের বাজি রেখে তাকে উদ্ধার করবে?'

লোকটি যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হাঁটা দিল।

সিপাই ছুটে গিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়াল – 'আমার হাত ও চোখে আপনি কী দেখেছেন? আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? আপনি আমাকে কেন বিভ্রান্ত ও অস্থির করে চলে যাচ্ছেন?'

www.pathagar.com

'আমি কিছুই নই' – লোকটি জবাব দিল – 'আমার আল্লাহর সত্তা-ই সবকিছু। গোটা তিন-চারেক মহান পবিত্র আত্মা আমার হাতে আছে। এরা আল্লাহপাকের সেই প্রিয়জনদের আত্মা, যাঁরা অতীত ও ভবিষ্যতকে সমানভাবে জানতেন। আমি কিছু অজিফা পালন করি। একরাতে আমি নির্দেশ পাই, তুমি সর্পকেল্লায় চলে যাও; এক ব্যক্তি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ব্যাকুল হয়ে আছে। আমি ওখানে যেতে ভয় পেতাম। কিন্তু এটা খোদার নির্দেশ। কাজেই এখন আর ভয় কিসের।

আমি সর্পকেল্লায় চলে গেলাম। প্রথম রাতেই অজিফা যপকালে আত্মাগুলো পেয়ে যাই। তারা আমাকে এমন শক্তি দান করল যে, আমি মানুষের চেহারা ও চোখের প্রতি তাকালে তাদের দাদা ও পরদাদার ছবি দেখতে পাই। কিন্তু এই অবস্থা সবসময় থাকে না। মাঝে-মধ্যে দেখা যায়।

'তোমাকে দেখামাত্র আমার কানে একটি আত্মার কণ্ঠ ভেসে এল, "এই যুবকটাকে দেখো! ছেলেটা রাজপুত্র। কিন্তু সে তার ভাগ্যলিপি সম্পর্কে অনবহিত। রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও সে সিপাইর বেশ ধারণ করে অন্যের সুরক্ষার জন্য পাহারাদারি করছে।" এখন আমার সেই অস্বাভাবিক অবস্থা চলে গেছে। এখন তোমাকে আমি একজন সিপাইরূপেই দেখছি।

'আমি জ্যোতিষী নই। গায়েবও জানি না। আমি একজন দরবেশ মাত্র। আল্লাহ-বিল্লাহ করে দিন কাটাই। কিন্তু তারপরও আবদার যখন করেছ, কিছু জানার চেষ্টা করব এবং আমি যেখানকার কথা বলি, তোমাকে সেখানে যেতে হবে। পারবে বেটা?'

'হ্যাঁ, পারব! আপনি যথায় বলেন, তথায় গিয়ে আমি হাজির হব।'

'সর্পকেল্লায় এসে পড়ো।'

'ঠিক আছে আসব, অবশ্যই আসব।'

'পাক-সাফ হয়ে মন-মস্তিষ্ককে দুনিয়ার ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত করে এসো। খবরদার, কাউকে বোলো না, আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল এবং রাতে তুমি কোথাও যাচ্ছ। একদম চুপি-চুপি এসে পড়ো।' লোকটি বলল।

◆◆◆

ধনভাণ্ডার, রাজকন্যা ও সিংহাসনের লোভে না পড়লে সুলতান আইউবির এই সৈনিক যত সাহসী-ই হোক রাত্রিকালে স্বর্পকেল্লায় যেত না। রাতের শেষ প্রহরে সুলতান আইউবির বাসগৃহের পিছন-দরজায় তার পাহারা ছিল। তার আগ পর্যন্ত পুরো রাত তার ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ আছে। রাত খানিকটা গভীর হলে সিপাই চুপি-চুপি স্বর্পকেল্লা-অভিমুখে হাঁটা দিল। কেল্লার দ্বার পর্যন্ত পৌঁছামাত্র ভয়ে তার গা ছমছম করে উঠল। দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে হাঁক দিল– 'আমি এসে পড়েছি; আপনি কোথায়?'

তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কোথা থেকে একটা মশাল বেরিয়ে এল এবং তার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল। তার ভয় আরও বেড়ে

www.pathagar.com

গেল। সারাটা শরীর তার কাঁটা দিয়ে উঠল। মশালটা একজন মানুষের হাতে। লোকটা নিকটে এসে সিপাইকে জিজ্ঞেস করল– 'আমাদের হযরত আজ পথে কোথাও কাকে যেন দেখেছিলেন; তুমি-ই কি সেই লোক?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই লোক।'

মশালধারী লোকটা বলল– 'আমার পেছনে-পেছনে আসো।'

'তুমি কি মানুষ?' সিপাই ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি চোখে যা দেখছ, আমি তা-ই। মন থেকে ভয়-ভীতি দূর করে ফেলো। মাথা থেকে সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলো। চুপচাপ আমার পিছনে-পিছনে আসো' – মশালধারী লোকটা সামনের দিকে হাঁটছে আর কথা বলছে – 'তুমি হযরতকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করো না। তিনি যা আদেশ করবেন, তা-ই পালন করো।'

ঘোর অন্ধকার। ছাদঢাকা আঁকা-বাঁকা সরুপথ। ডান-বাম করে কয়েকটা রাস্তা অতিক্রম করে মশালধারী লোকটা একটা দরজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলল– 'হযরত, অনুমতি হলে তাকে নিয়ে আসি।'

ভিতর থেকে জবাব এল– 'আসো'। মশালবাহী একদিকে সরে গেল এবং সিপাইকে ইঙ্গিতে বলল– 'যাও, ভেতরে ঢুকে পড়ো।'

সিপাই ভিতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু কী আশ্চর্য, এই জনমানবহীন ভয়ানক স্থানে মহামূল্যবান আকর্ষণীয় জিনিসপত্রে সাজানো মনোরম একটা কক্ষ! যুগপৎ বিস্ময় ও ভীতি চেপে ধরল সিপাইকে। একধারে অদৃশ্যপূর্ব কারুকার্যখচিত চোখধাঁধানো একটা পালঙ্ক। তাতে ততোধিক মনোহরি জাজিম বিছানো। তার উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে গুরুগম্ভীর মুখে বসে আছে সেই ব্যক্তি। চোখ বন্ধ করে তসবিহ জপছে লোকটি। সে ইঙ্গিতে সিপাইকে বসতে বলল। সিপাই বসে পড়ল। মনমাতানো সুগন্ধিতে মউ-মউ করছে কক্ষটা।

হযরত চোখ খুলেই সিপাইর প্রতি তাকালেন এবং হাতের তসবিহটি ছুড়ে দিয়ে বললেন– 'গলায় পরে নাও'।

সিপাই তসবিহটি হাতে নিয়ে চুমো খেল। তারপর গলায় পরিধান করে নিল। কক্ষে মিটমিট করে একটা প্রদীপ জ্বলছে।

হযরত হাততালি দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে পাশের আরেকটা কক্ষের দরজা খুলে গেল। একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। অপরূপ সুন্দরী এক যুবতী। মাথার চুলগুলো খোলা। সোনার তারের মতো ঝিকমিক করছে। চুলগুলো ছড়িয়ে আছে দু-কাঁধের উপর। এমন রূপসী মেয়ে এর আগে কখনও দেখেনি সিপাই। মেয়েটার হাতে সুদর্শন একটা পেয়ালা। পেয়ালাটা সিপাইর হাতে দিল। হযরত বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং অন্য কক্ষে চলে গেলেন। সিপাই পেয়ালাটা হাতে নিয়ে একবার মেয়েটার প্রতি, একবার পেয়ালার প্রতি তাকাতে শুরু করল। এবার মেয়েটা মুখ খুলল– 'হযরতের আসতে একটু দেরি হবে। তুমি এগুলো পান করো।' মেয়েটার ঠোঁটে ভুবনমোহিনী অকৃত্রিম হাসি। সিপাই পেয়ালাটা ঠোঁটের সঙ্গে লাগাল এবং এক ঢোক পান করেই মেয়েটার প্রতি তাকাল।

www.pathagar.com

'তোমার মতো সুশ্রী যুবক আমি মাঝে-মধ্যে দেখি' – সিপাইর কাঁধে হাত রেখে মেয়েটা বলল – 'পান করো! এই শরবত আমি তোমার জন্য মনের মাধুরি মিশিয়ে তৈরি করেছি। হযরত আমাকে বলেছিলেন, "আজ রাতে তোমার পছন্দের এক যুবক আসবে; কিন্তু আমি ছেলেটার পরিচয় জানি না।"

সিপাই প্রথমে থেমে-থেমে দু-তিন চুমুক পান করল। তারপর ঢকঢক করে গিলতে শুরু করল। পেয়ালাটা শূন্য হয়ে গেল। মেয়েটা ধীরে-ধীরে সিপাইর একেবারে গা ঘেঁষে বসল। সিপাই অনুভব করল, মেয়েটা তার তেলেসমাতি রূপ আর জাদুকরী দেহটা নিয়ে শরবতের মতো তার কণ্ঠনালি অতিক্রম করে শিরায়-শিরায় মিশে গেছে।

হযরত ফিরে এসেছেন। তার হাতে কাচের একটা বল; আকারে যেন একটা নাশপাতি। তিনি বলটা সিপাইর হাতে দিয়ে বললেন, এটি চোখের সামনে ধরো। এর ভেতর দিয়ে প্রদীপের শিখার দিকে তাকাও এবং তাকিয়ে থাকো।

সিপাই কাচের বলের মধ্য দিয়ে প্রদীপের দিকে তাকাল। তাতে চোখের সামনে শিখার মধ্যে কয়েকটা রং দেখতে পেল। মেয়েটার রেশমি এলোচুল তার গণ্ড স্পর্শ করছে এবং তাকে বাহুবন্ধনে এমনভাবে আগলে রেখেছে যে, সিপাই তার দেহের উষ্ণতা ও সুবাস অনুভব করছে। এবার তার কানে জাদুকরী এক সুরেলা কণ্ঠ ভেসে আসতে শুরু করল– 'আমি সুলায়মানের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি। আমি সুলায়মানের সিংহাসন দেখতি পাচ্ছি।'

কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে অনুভব করল কণ্ঠটা হযরতের। কিন্তু পরক্ষণেই সেটি তার নিজের কণ্ঠে পরিণত হয়ে গেল। সিপাই এখন সেই জগতের বাসিন্দা, যা সে কাচের বলের মধ্য দিয়ে দেখছিল। সিপাই সুলায়মানের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছে। নুরানি চেহারার এক বাদশাহ তার উপর বসে আছেন। তার ডানে-বাঁয় ও পিছনে চার-পাঁচটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েগুলো এতই রূপসী যে, তাদের হুর-পরী বলে মনে হচ্ছে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ' – সিপাই বলে উঠল – 'আমি সুলায়মানের সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি।'

মেয়েটার বিক্ষিপ্ত চুলগুলো তার বুকে-পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। সে কাচের মধ্যে দেখছে, সুলায়মানি সিংহাসনের নিকটে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি বলছে– 'এই রাজা তোমার দাদা, যিনি সাত রাজ্যের সম্রাট। সুলায়মান বাদশাহর জিন-পরীরা তার দরবারে সিজদা করে। তুমি তোমার দাদাকে চিনে নাও। এই সিংহাসন তোমার উত্তরাধিকার সম্পদ।'

সিংহাসনটা সিপাইর চোখের সম্মুখ থেকে সরে যেতে শুরু করল। সিপাই চিৎকার করে উঠল– 'উনি সিংহাসন নিয়ে যাচ্ছেন। ওরা দৈত্য। অনেক বড়-বড়। ওরা সিংহাসনটা তুলে নিয়ে যাচ্ছে।'

এখন কাচের বলের মধ্যে কয়েক বর্ণের কতগুলো শিখা রয়ে গেছে শুধু। শিখাগুলো তির-তির করে কাঁপছে, যেন উদ্বেলিত হয়ে নাচছে। সিপাই অনুভব

www.pathagar.com

করল, যেন কোনো বস্তু তার নাকের সঙ্গে লেপটে আছে। কাচের বলটা তার চোখের সামনে থেকে আপনা-আপনি সরে গেল। সিপাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

সিপাইর তন্দ্রাভাব কেটে গেল। এখন সে প্রকৃতিস্থ। মেয়েটা তার মাথায় হাত বোলাচ্ছে। চোখ খুলে দেখতে পেল, সে জাজিমের উপর বসে আছে। মেয়েটার একটা বাহু তার মাথার নিচে। মেয়েটা আধাশোওয়া, আধাবসা। সিপাই উঠে বসল। রাজ্যের বিস্ময় তার মাথায়। বেজায় অস্থির। তার মুখ থেকে প্রথম কথাটি বের হয়– 'তিনি বলছিলেন, এটি তোমার দাদার সিংহাসন। এটি তোমার পৈত্রিক সম্পদ।'

'হযরতও একথাই বলেছেন।' মেয়েটা অত্যন্ত কোমল ও আন্তরিক কণ্ঠে বলল।

'হযরত কোথায়?' সিপাই জিজ্ঞেস করল।

'তিনি আজ আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন না।' মেয়েটা জবাব দিল।

'তুমি বলেছিলে রাতের শেষ প্রহরে তোমার ডিউটি আছে। সেজন্য আমি তোমাকে জাগিয়ে দিলাম। এখন মধ্যরাত। তুমি এবার চলে যাও।'

সিপাই ওখান থেকে উঠতে চাচ্ছে না। সে মেয়েটার কাছে জানতে চায়– 'আমি স্বপ্ন দেখলাম, নাকি বাস্তব।'

মেয়েটা বলল– 'না, তুমি স্বপ্ন দেখনি। এটা হযরতের বিশেষ কারামত। তার প্রতি নির্দেশ আছে, তিনি কোনো ভেদ নিজের কাছে রাখতে পারবেন না। যার ভেদ তার নিকট পৌঁছিয়ে দেবেন। কিন্তু এই হালত তার মাঝে-মধ্যে আসে, সব সময় থাকে না। আবার কখন দেখা দেবে বলতে পারব না।'

সিপাই মেয়েটার কাছে অনুনয়-বিনয় শুরু করল। মেয়েটা বলল– 'তুমি আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছ। আমার আত্মাটা আমি তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। প্রয়োজন হলে তোমার জন্য আমি নিজের জীবনটাও উৎসর্গ করে দেব। আমি তোমাকে কোনোদিন যেতে দেব না। কিন্তু তোমার কর্তব্য পালন করাও তো জরুরি। এখন চলে যাও। আগামী রাতে আবার এসো। আমি হযরতকে বলব, যেন তিনি তোমার ভেদ তোমাকে দিয়ে দেন।'

সিপাই দুর্গ থেকে বের হলো। তার পা উঠছে না। তার মস্তিষ্কে দাদার তখতে সুলায়মানি জেঁকে বসেছে। হৃদয়টা দখল করে আছে মেয়েটা। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। কিন্তু দুর্গের ধ্বংসস্তূপটা তার কাছে রাজমহলের মতো হৃদয়কাড়া মনে হচ্ছে। আনন্দের ঢেউ খেলছে তার মনে। এখন মনে তার কোনো ভীতি নেই, কোনো অস্থিরতা নেই।

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির পূর্ণ দৃষ্টি সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধপরিকল্পনায় নিবদ্ধ। নিজের ও উর্ধ্বতন সেনাকর্মকর্তাদের আরামকে তিনি হারাম করে রেখেছেন। ইন্টেলিজেন্স ইনচার্জ হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ শত কর্মব্যস্ততার মধ্যে এ-চিন্তাটাও মাথায় রেখেছেন যে, সুলতান আইউবি নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে

www.pathagar.com

সব সময় উদাসীন থাকেন। তাঁর দেহরক্ষী কমান্ডার একাধিকবার হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর নিকট অভিযোগ করেছে, সুলতান অনেক সময় তাকে কিছু না জানিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যান এবং তিনি ভিতরে আছেন মনে করে আমরা শূন্যকক্ষ পাহারা দেই। কমান্ডার সুলতান আইউবির সঙ্গে দু-চারজন গার্ড ছায়ার মতো জড়িয়ে রাখতে চায়। কমান্ডারকে সতর্ক করা হয়েছিল, ফেদায়ী ঘাতকদল পূর্ণ প্রস্তুতিসহকারে সুলতান আইউবিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে দামেশ্‌কে ঢুকেছে। এই সংবাদ কমান্ডারকে আরও বেশি বিচলিত করে তুলেছে। কিন্তু সুলতান আইউবি নিজে এতই বেপরোয়া যে, হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ যখন তাকে বললেন– 'মহামান্য সুলতান, আপনি কখনও গার্ড ছাড়া বের হবেন না।' তখন সুলতান মুখে মুচকি হাসি টেনে তার পিঠ চাপড়ে বললেন– 'আমাদের প্রত্যেকের জীবন আল্লাহর হাতে। রক্ষীদের উপস্থিতিতে হত্যার উদ্দেশ্যে আমার উপর চারবার হামলা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল, আমি আরও কদিন বেঁচে থাকব। আমি আল্লাহর পথে চলছি। তিনি যদি ভিন্ন কিছু কামনা করেন, তা হলে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারব না। মোহাফেজরা আমার মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

'কিন্তু তারপরও মোহতারাম সুলতান!' – হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ বললেন– 'আমার ও রক্ষীবাহিনীর কর্তব্য তো এমন যে, আমরা আপনার বিশ্বাস ও আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারি না। আমি ফেদায়ীদের সম্পর্কে যে-তথ্য পেয়েছি, তাতে রাতেও আমাকে আপনার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত।'

'আমি তোমার ও তোমার রক্ষীবহিনীর কর্তব্যবোধকে শ্রদ্ধা করি' – সুলতান আইউবি বললেন – 'কিন্তু আমি যখন রক্ষীবেষ্টিত হয়ে বাইরে বের হই, তখন আমার নিকট মনে হয় যেন জনগণের উপর আমার কোনো আস্থা নেই। নৈতিক ও দেশপ্রেমের অভাব থাকলেই কেবল শাসকগোষ্ঠী জনসাধারণকে ভয় করে।'

'ভয় জনগণের নয় মাননীয় সুলতান!' – হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ বললেন– 'আমি ফেদায়ীদের কথা বলছি।'

'ঠিক আছে; আমি সাবধান থাকব।' সুলতান আইউবি হেসে বললেন।

সর্পকেল্লা থেকে ফিরে এসে রক্ষী সিপাই তার ডিউটিতে চলে গেল। দিনটা সে এমন এক মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটায় যে, কল্পনায় তখ্‌তে সুলায়মানি ও মেয়েটাকে দেখতে থাকল। সন্ধ্যা গভীর হওয়ামাত্র আবার সে দুর্গ-অভিমুখে হাঁটা দিল। এবার তার মনে কোনো ভয় নেই। দুর্গের ফটক অতিক্রম করে অন্ধকারে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বলল– 'আমি এসে পড়েছি; অগ্রসর হতে পারি কি?'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। সে মশালের আলো দেখতে পেল। মশালটা তার থেকে খানিক দূরে এসে থেমে গেল। মশালধারী বলল– 'কক্ষে ঢুকে অবশ্যই হযরতের পায়ে সিজদা করবে। আজ তিনি কাউকে সাক্ষাৎ দিতে রাজী নন। তুমি যখন এসে পড়েছ, তখন তোমার জন্য ব্যবস্থা করা হবে।'

www.pathagar.com

গত রাতের মতো আজও আঁকা-বাঁকা গলিপথ অতিক্রম করে সিপাই মশলবাহী লোকটার পিছনে-পিছনে হযরতের কক্ষের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। হযরত তাকে ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। সিপাই কক্ষে ঢুকে তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল এবং নিবেদন করল– 'হযরত! আমাকে কী দেখাবেন বলেছিলেন, দেখিয়ে দিন।'

হযরত হাততালি দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে গত রাতের মেয়েটা পাশের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল। সিপাইকে দেখে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি দিল। সিপাই মেয়েটাকে নিজের কাছে বসানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠল। হযরত মেয়েটার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন– 'লোকটা আজও এসে পড়েছে; এখানে আমি তামাশা দেখাতে বসেছি নাকি!'

'আপনি এই গুনাহগারকে ক্ষমা করে দিন' – মেয়েটা বলল – 'লোকটা মনে বড় আশা নিয়ে অনেক দূর থেকে এসেছে।'

কিছুক্ষণ পর। কাচের ছোট্ট গোলকটি এখন সিপাইর হাতে। তার আগে মেয়েটা তাকে শরবত পান করিয়েছে। এখন তার পিছনে বসে পিঠটা নিজের বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বাহু দ্বারা তাকে জড়িয়ে রেখেছে, যেন মা তার শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসে আছে।

সিপাই হযরতের সুরেলা কণ্ঠ শুনতে পেল– 'আমি সুলায়মান বাদশাহর রাজপ্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। আমি সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি।'

আওয়াজটা ধীরে-ধীরে ক্ষীণ হতে থাকল, যেন বক্তা আস্তে-আস্তে দূরান্তে চলে যাচ্ছে।

'উহ!' – হতচকিত হয়ে সিপাই বলল – 'এমন প্রাসাদ ইহজগতের কোনো রাজা-বাদশাহর হতে পারে না।'

'আমি এই প্রাসাদে জন্মলাভ করেছিলাম' – সিপাই কারও কণ্ঠ শুনতে পেল – 'আমি এই প্রাসাদেই জন্মলাভ করেছিলাম।'

পরক্ষণে এটি তার নিজের কণ্ঠে পরিণত হয়ে গেল। তারপর সে অনুভব করল, যেন তারই অস্তিত্বের মধ্যে এই আওয়াজটি সঞ্চারিত হচ্ছে – 'আমি এই প্রাসাদে জন্মলাভ করেছিলাম।'

কিন্তু পরক্ষণেই এখন আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। সিপাই এখন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। এখন তার চোখের সামনে একটা প্রাসাদ ভাসছে এবং নিজে তার বাইরে একটা বাগানের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। এখন আর কাচের মধ্য দিয়ে নয় – এসব সে বাস্তবেই প্রত্যক্ষ করছে। ইচ্ছে করলে এখন সে বাগান, ফুল ইত্যাদি হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে, শুকতে পারে। এখন সে কারও সিপাই নয়। এখন সে রাজপুত্র।

হঠাৎ প্রাসাদটা সিপাইর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। এখন আর সে বিস্ময়কর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তাকিয়ে দেখল, সে মেয়েটার কোলে বসে আছে। মেয়েটাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল। মেয়েটা বলল– 'হযরত বলে

www.pathagar.com

গেছেন, এই লোকটা (অর্থাৎ তুমি) রাজপুত্র ছিল। এখনও সে রাজপুত্র হতে পারে। তিনি জানতে চেষ্টা করছেন, তোমার সিংহাসন কে দখল করে আছেন। তিনি বলে গেছেন, তুমি যদি সাত-আটদিন এখানে থাক, তা হলে সবকিছু জানতে পারবে এবং তোমাকে সবকিছু দেখানো হবে।'

◆◆◆

পরের রাত। সিপাই স্বর্পকেল্লার উক্ত কক্ষে উপবিষ্ট। এবার সে চার দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। মেয়েটা আগের পেয়ালাটায় করে তাকে শরবত পান করাল এবং কাচের বলটা তার হাতে দিল। কারও কিছু বলার অপেক্ষা না করেই সে বলটা চোখের সামনে ধরে তার মধ্য দিয়ে দীপশিখা দেখতে থাকল। সিপাই শিখার মধ্যে রং-বেরঙের আলোর খেলা দেখতে পেল।

হযরত তার জাদুকরী ধারায় কিছু বলতে শুরু করলেন। ইতিপূর্বে সে কয়েকবার এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমে সে কাচের বলের মধ্যে তখ্‌তে সুলায়মানি এবং দ্বিতীয়বার শাহে সুলায়মানি দেখেছিল। কিন্তু পরক্ষণে আর তার হাতে বলটা থাকত না। বলের মধ্য দিয়ে যখন সে কিছু দেখতে শুরু করত, তখনই হযরত কিংবা মেয়েটা সিপাইর হাত থেকে বলটা নিয়ে যেত।

আজ তৃতীয় রাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। কালো দাড়িওয়ালা হযরত তার সামনে বসে তার চোখে চোখ রেখে জাদুকরী ভাষায় ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে– 'এটি ফুল, এটি বাগিচা। আমি বাগানে আছি।'

দেখাদেখি সিপাইও একই কথা উচ্চারণ করছে। মেয়েটা সিপাইর গা ঘেঁষে বসে তার চুলে বিলি কাটছে।

সিপাই একটা বাগিচা দেখতে পেল। বাগানটা উঁচু-নিচু। সর্বত্র ফুলের সমাহার। যেদিকেই চোখ পড়ে শুধু ফুল আর ফল। মনমাতানো সৌরভ মউ-মউ করছে। সিপাই দেখতে পেল, বাগিচার মধ্যে একটা মেয়ে পায়চারি করছে। মেয়েটা অত্যন্ত রূপসী। তার গায়ে এক রংয়ের পোশাক। কিন্তু সেটি দুনিয়ার কোনো রং নয়। সিপাই এখন সর্পকেল্লার কক্ষে নেই। কালো দাড়িওয়ালা হযরত আর সঙ্গের মেয়েটা থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ও সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে সে। বাগিচায় অপরূপ সুন্দরী মেয়েটাকে দেখে দুর্গ থেকে বেরিয়ে তার দিকে ছুটে গেছে। মেয়েটাও তার দিকে দৌড়ে এসেছে। মেয়েটার শরীর থেকে ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে। সিপাই সুলায়মান বাদশাহর বংশের রাজপুত্র। মেয়েটার সঙ্গে তাকে মানিয়েছে বেশ। দুজন বাগিচার এক কোণে চলে গেছে। ওখানে গুহাসম একটা জায়গা আছে। গুহাটাও ফুল দিয়ে সাজানো। মেঝেতে ঘাসের মতো মখমল বিছানো।

ফুলসজ্জিত গুহার এককোণ থেকে মেয়েটা সুন্দর একটা কলসি বের করে আনল। তার থেকে কী যেন ঢেলে পেয়ালায় নিয়ে সিপাইর হাতে দিল। মদ। মেয়েটার রূপ আর ভালবাসার নেশা সিপাইকে আগে থেকেই মাতাল করে

www.pathagar.com

রেখেছে। এবার মদের নেশা তাকে আরো পাগল করে তুলেছে। মেয়েটা বলল– 'তুমি থাকো; আমি এক্ষুনি আসছি।' বলেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

মুহূর্ত পর সিপাই মেয়েটার আর্তচিৎকার শুনতে পেল। সিপাই বাইরের দিকে ছুটে গেল। এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু মেয়েটা নেই কোথাও। সে চিৎকারের শব্দ অনুসরণ করে দৌড়াতে থাকল। মেয়েটার হৃদয়বিদারক চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সিপাই ক্ষুব্ধ হয়ে তরবারি হাতে নিয়ে মেয়েটাকে খুঁজতে থাকল। পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে সে। অবশেষে খুঁজতে-খুঁজতে সিপাই এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেল। বৃদ্ধা তাকে জানাল, তুমি যাকে খুঁজছ, তাকে আর পাওয়া যাবে না। যে-ব্যক্তি তোমার প্রেয়সীকে নিয়ে গেছে, সে তোমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। তাকে কোথাও খুঁজে পাবে না। তাকে যে নিয়ে গেছে, সে এখন সেই সিংহাসনে আরোহণ করবে, যেখানে তোমার বসবার কথা ছিল। ছোটাছুটি করে লাভ নেই। বেঁচে থাকো, সময় সুযোগমতো তাকে খুন করে তোমার প্রিয়াকে উদ্ধার করে এনো। মেয়েটা তোমার বিরহে নিঃশেষ হয়ে যাবে।'

'আমার প্রিয়াকে যে ছিনিয়ে নিয়েছে, সেই লোকটা কে?' সর্পকেল্লার মহলের কক্ষে ফিরে এসে সিপাই জিজ্ঞেস করল – 'আর আমি এসব কী দেখলাম?'

'তুমি তোমার অতীত জীবন দেখেছ' – হযরত বললেন – 'আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনেছি।'

'না, আমি ওখান থেকে ফিরে আসতে চাই না' – অস্থির ও ব্যাকুল কণ্ঠে সিপাই বলল – 'আমাকে ওখানেই পাঠিয়ে দিন।'

'ওখানে গিয়ে তুমি কী করবে?'– হযরত জিজ্ঞেস করলেন – 'যার জন্য যাওয়া, তাকে অন্য কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সে তো এখন অন্যের দখলে। তুমি যতক্ষণ-না তাকে হত্যা করবে, ততক্ষণ ওকে ফিরে পাবে না। আমি চাই না তুমি কাউকে হত্যা কর। আর তুমি তাকে হত্যা করতে পারবেও না।'

'হযরত!' – সিপাই গর্জে উঠল – 'কাউকে খুন করে যদি আমি পৈত্রিক সিংহাসন আর প্রেয়সীকে ফিরে পেতে পারি, তা হলে সালাহুদ্দীন আইউবির চেয়ে মর্যাদাবান ও ক্ষমতাসম্পন্ন লোককেও খুন করতে আমি প্রস্তুত আছি।'

'তারপর সেই খুনের দায় আমার ঘাড়ে চাপাবে, না দোস্ত!' হযরত বললেন।

সিপাই তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে মাথা ঠুকতে শুরু করল। 'হযরত! হযরত!' বলে ক্রন্দন করতে থাকল।

হযরত সিপাইকে আবার সেই জগতে পৌঁছিয়ে দিলেন, যেখানে তখ্‌তে সুলায়মানি ছিল, মহল ও বাগিচা ছিল। সিপাইর কানে আওয়াজ আসতে শুরু করল– 'এই তো সেই ব্যক্তি, যে তোমার দাদাকে হত্যা করেছে, তোমার পিতাকে হত্যা করেছে। তোমার সিংহাসন ও মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তোমার প্রেয়সী এরই হাতে বন্দি।'

'না না, ইনি নন' – সিপাই ভয়জড়িত কণ্ঠে বলল – 'ইনি তো সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি।'

www.pathagar.com

'আরে, ইনিই তো তোমার ভাগ্যের হন্তারক' – সিপাইর কানে আওয়াজ আসতে শুরু করল – 'ইনি তোমার সুলতান হতে পারেন না। ইনি কুর্দি আর তুমি আরব। তুমি বলো, সালাহুদ্দীন আইউবি আমার দাদার ঘাতক, আমার পিতার ঘাতক, আমার সিংহাসন ও রাজমুকুট ছিনতাইকারী। ভেদ বেরিয়ে এসেছে, রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। তুমি প্রতিশোধ নাও। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকে।'

সিপাই এই জাদুময় পরিবেশে চক্কর কাটছে আর জপ করছে– 'সালাহুদ্দীন আইউবি আমার দাদার হন্তারক, আমার পিতার ঘাতক, আমার সিংহাসন ও রাজমুকুট ছিনতাইকারী, আমার প্রেমের সংহারক, আমার ভাগ্যের খুনী।'

এখন তার দৃষ্টির সামনে শুধুই সালাহুদ্দীন আইউবি। সালাহুদ্দীন আইউবি তার চোখের সামনে হাঁটছেন, চলাফেরা করছেন। সিপাই হাতে খঞ্জর তুলে নিয়ে তার পিছনে-পিছনে হাঁটছে; কিন্তু খুন করার মওকা পাচ্ছে না।

হঠাৎ প্রেয়সী মেয়েটা চোখে পড়ল সিপাইর। মেয়েটা পিঞ্জিরায় আবদ্ধ। সালাহুদ্দীন আইউবি যেন পিঞ্জিরার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছেন। মেয়েটা সিপাইর প্রতি করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। সুলতান আইউবির চেহারাটা ধীরে-ধীরে হিংস্র হয়ে উঠছে। সিপাই কথা বলা বন্ধ করে দিল। এবার তার কানে শূন্য থেকে আওয়াজ ভেসে এল– 'সালাহুদ্দীন আইউবি আমার দাদার ঘাতক, আইউবি আমার পিতার হন্তারক...।'

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি নিজকক্ষে তাঁর উপদেষ্টাবৃন্দ ও ঊর্ধ্বতন সেনাকর্মকর্তাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে কথা বলছেন। নতুন গোয়েন্দা-তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করছেন তিনি। সর্পকেল্লায় গিয়ে আসা মোহাফেজ সিপাই এই মুহূর্তে সুলতানের প্রহরায় বাইরে দণ্ডায়মান। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর উপদেষ্টা প্রমুখ কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। সুলতান আইউবি একাকি কক্ষে থেকে যান। সিপাই হনহন করে কক্ষে ঢুকে পড়ল এবং সুলতানের মাথার উপর তরবারি উঁচিয়ে বলে উঠল– 'তুমি আমার দাদার ঘাতক, তুমি আমার পিতার ঘাতক' – সুলতান চকিতে তার দিকে ফিরে তাকালেন – 'ওকে মুক্ত করে দাও, ও আমার স্ত্রী।' সঙ্গে-সঙ্গে অতিশয় ক্ষোভের সাথে সিপাই সুলতান আইউবির উপর তরবারির আঘাত হানল। সুলতানের হাতে কিছু নেই। তিনি কৌশলে আঘাত প্রতিহত করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে রক্ষী কমান্ডারকে ডাক দিলেন এবং উঠে ছুটে গিয়ে নিজের তরবারিটা হাতে তুলে নিলেন। সিপাই আরও অধিক ক্ষুব্ধ হয়ে পুনরায় আঘাত হানল। তার টার্গেট যদি সুলতান আইউবি না হতেন, তা হলে তার মতো অভিজ্ঞ সৈনিকের একটা আঘাতও ব্যর্থ হতো না। সুলতান আইউবি শুধু তার আক্রমণ প্রতিহত করলেন। নিজে একটা আঘাতও করলেন না। ডাক শুনে কমান্ডার ছুটে এলে সুলতান তাকে বললেন, ওকে আঘাত করো না; অক্ষত ধরে ফেলো।

www.pathagar.com

সিপাই চক্কর কেটে কমান্ডারের উপর আঘাত হানল। ইতিমধ্যে তিন-চারজন বডিগার্ড কক্ষে ঢুকে পড়েছে। সিপাই এতই ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত যে, সে একের-পর-এক আঘাত হেনে কাউকেই তার কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। তার লক্ষ্য সুলতান আইউবিকে হত্যা করা। তাই তাকে উদ্দেশ করে গর্জন করে বলছে– 'তুমি আমার দাদার ঘাতক, আমার পিতার ঘাতক, তুমি আমার সিংহাসন ও রাজমুকুট কেড়ে নিয়েছ।'

অবশেষে তাকে পাকড়াও করা হলো। তার তরবারিটা ছিনিয়ে নেওয়া হলো।

'ধন্যবাদ আমার মোহাফেজ!' – সুলতান আইউবি ক্ষোভ প্রকাশ করার পরিবর্তে সিপাইর প্রশংসা করে বললেন – 'সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য তোমার মতো দক্ষ অসিবাজের প্রয়োজন রয়েছে।'

রক্ষী কমান্ডার ও অন্যান্য সিপাইরা বিস্ময়ে হতবাক্ যে, ঘটনাটা কী ঘটল! সুলতান আইউবি কমান্ডারকে বললেন– 'ডাক্তার ও হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে এক্ষুনি নিয়ে আসো।'

চারজন বডিগার্ড সিপাইকে ঝাঁপটে ধরে রেখেছে। সিপাই চিৎকার করছে– 'ইনি আমার ভালবাসার ঘাতক। ইনি আমার ভাগ্যের হন্তারক।'

এক বডিগার্ড হাত দ্বারা সিপাইর মুখটা চেপে ধরল। কিন্তু সুলতান বললেন– 'ওকে বলতে দাও, মুখ থেকে হাত সরিয়ে নাও।' তিনি সিপাইকে উদ্দেশ করে বললেন– 'বলতে থাকো দোস্ত! বলো, তুমি কেন আমাকে খুন করতে চেয়েছিলে?'

'ওকে মুক্ত করে দিন' – সিপাই চিৎকার করে বলল – 'আপনি ওকে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। হয়রত আমাকে বলেছেন, আমি নাকি আপনাকে খুন করতে পারব না। আসুন, আমার মোকাবেলা করুন, আপনি নিজেকে বাঁচাতে কাপুরুষের মতো এতগুলো লোক জড়ো করেছেন। তরবারি বের করুন। আমার তরবারিটা আমাকে দিয়ে দিন। আপনি ময়দানে আসুন।'

সুলতান আইউবি পলকহীন তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সিপাইর প্রতি তাকিয়ে আছেন। বডিগার্ড সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। হামলাকারী সিপাইকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। তার অপরাধ লঘু নয়। হত্যার উদ্দেশ্যে সুলতান আইউবির উপর হামলা করেছে। সুলতান যদি উদাসীন থাকতেন কিংবা কক্ষে সিপাইর প্রবেশ দেখে না ফেলতেন, তা হলে তাঁর খুন হয়ে যাওয়া নিশ্চিত ছিল। কিন্তু আইউবি তাকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন না।

সিপাই বকে যাচ্ছে উন্মাদের মতো। এমন সময়ে ডাক্তার এসে পৌঁছলেন। তার খানিক পর হাসান ইবনে আব্দুল্লাহও এসে পড়লেন। ভিতরের পরিস্থিতি দেখে তিনি হতবাক্ হয়ে গেলেন।

'একে নিয়ে যান' – সুলতান আইউবি ডাক্তারকে বললেন – 'লোকটা বোধ হয় হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে।'

www.pathagar.com

'লোকটা চার দিন ছুটি কাটিয়ে এসেছে' – রক্ষীকমান্ডার বলল – 'আসার পর থেকে লোকটা কোনো কথা বলছে না।'

সিপাইকে টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তারও সঙ্গে চলে গেলেন। সুলতান আইউবি হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে অবহিত করলেন– 'এই সিপাহী হত্যার উদ্দেশ্যে আমার উপর হামলা করেছে।'

হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সন্দেহ ব্যক্ত করলেন, 'লোকটা ফেদায়ী হতে পারে।' সুলতান বললেন– 'যে-কারণেই হোক, লোকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তথ্য নাও।'

দীর্ঘক্ষণ পর ডাক্তার সুলতান আইউবির নিকট ফিরে এসে তথ্য দিলেন, আপনার এই সিপাইকে লাগাতার কয়েকদিন পর্যন্ত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে এবং তার উপর 'হেপটানিজম' প্রয়োগ করা হয়েছে। ডাক্তার তার নিঃশ্বাস শুঁকে বুঝতে পারলেন, লোকটাকে নেশাকর দ্রব্য খাওয়ানো বা পান করানো হয়েছে। তিনি সুলতান আইউবিকে জানালেন, 'হেপটানিজম' চিকিৎসা শাস্ত্রে বিস্ময়কর কোনো বিষয় নয়। এর উদ্ভাবক হাসান ইবনে সাব্বাহ। আপনার হয়ত জানা আছে, হাসান ইবনে সাব্বাহ এক প্রকার নেশাকর শরবত আবিষ্কার করেছে। যে-ই তা পান করে, তার চোখের সামনে অত্যন্ত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য ভেসে ওঠে। সেই অবস্থায় যে-কথাই তার কানে দেওয়া হোক, তা তার সামনে বাস্তব সত্যরূপে ফুটে ওঠে। হাসান ইবনে সাব্বাহ এই নেশা আর হেপটানিজমেরই ভিত্তিতে একটা জান্নাত তৈরি করে রেখেছে, যাতে কেউ একবার প্রবেশ করলে আর বের হতে চায় না। সে মাটির চাকা আর কংকর মুখে দিয়ে মনে করে, অতি সুস্বাদু খাবার খাচ্ছে। কাঁটার উপর দিয়ে হেঁটে মনে করে, গালিচার উপর দিয়ে চলছে।

হাসান ইবনে সাব্বাহ দুনিয়া থেকে চলে গেছে ঠিক; কিন্তু তার এই শরবত আর প্রক্রিয়া দুনিয়াতে রেখে গেছে। তার অনুসারীরা 'ঘাতকচক্র' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এরা কার্যসিদ্ধির জন্য সুন্দরী নারী আর 'শরবত' ব্যবহার করে। আমি যতটুকু বুঝেছি, এই সিপাই আপনাকে হত্যা করার লক্ষ্যে এই হেপটানিজম প্রক্রিয়ার শিকার।'

ডাক্তার সিপাইকে ঔষধ খাওয়ালেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ঔষধ ক্রিয়া শুরু করল। সিপাই শান্ত হয়ে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ল।

হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ জানতে পারলেন, সিপাই ইতিমধ্যে চার দিনের ছুটিতে গিয়েছিল। কিন্তু ছুটিটা কোথায় কাটিয়ে এসেছে, তা কেউ জানে না। সর্পকেল্লা সম্পর্কে শহরে যে-গুজব ছড়িয়েছে, হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ গোয়েন্দা-মারফত সেই সংবাদ পেয়ে গেছেন। মানুষ বলাবলি করছে, সর্পকেল্লায় এক বুযুর্গ আত্মপ্রকাশ করেছেন, যিনি অদৃশ্যের খবর জানেন এবং মানুষের মনোবাসনা পূরণ করে দেন। তাঁর এক গুপ্তচর রিপোর্ট করেছে, আমি কালো দাড়িওয়ালা এক বুযুর্গকে দুবার দুর্গে ঢুকতে দেখেছি। কিন্তু তিনি বিষয়টাকে

www.pathagar.com

গুরুত্ব দেননি। তিনি মনে করেছেন, এ-ধরনের পীর-বুযুর্গদের উৎপাত-আনাগোনা তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অনেক সময় মানুষ উন্মাদ-দেওয়ানাকে বুযুর্গ মনে করে তাদের পিছনে ছুটতে শুরু করে।

দুর্গের আশপাশে চলাচলকারী লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাদের একজন জানাল– 'হ্যাঁ, আমি কালো দাড়িওয়ালা ও শাদা চোগাপরিহিত এক ব্যক্তিকে দুর্গে আসা-যাওয়া করতে দেখেছি।' এরূপ একাধিক সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সেদিনই সূর্যাস্তের কিছু আগে একটি সেনাদল প্রেরণ করে কেল্লায় হানা দিলেন। সৈন্যরা মশাল নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। দুর্গের অভ্যন্তরে আঁকা-বাঁকা পথ। বিধ্বস্ত দেওয়াল ও ছাদের ধ্বংসাবশেষ। কয়েকটা কক্ষ এখনও অক্ষত আছে। সৈন্যরা দুর্গের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ এককোণ থেকে শোরগোল ভেসে এল। কয়েকজন সিপাই সেদিকে দৌড়ে গেল। ওখানে দুজন সিপাই মাটিতে পড়ে তড়পাচ্ছে। তাদের বুকে তির বিদ্ধ হয়ে আছে। ইতিমধ্যে আরও তিন-চারটা তির ছুটে এল। পড়ে গেল আরও তিন-চারজন সিপাই। কয়েকজন সিপাই এই ভয়ে পিছনে সরে গেল যে, এরা মানুষ নয় – ভূত-প্রেত হবে নিশ্চয়ই।

হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ বাস্তববাদী মানুষ। তিনি সিপাইদের উৎসাহ দিয়ে বললেন, এই তির মানুষই ছুড়ছে। তিনি অবরোধের বিন্যাস পরিবর্তন করে ঘেরাও সংকীর্ণ করতে শুরু করলেন। কিন্তু তারা কোথাও কোনো মানুষ দেখতে পেলেন না। কেবল অজ্ঞাত স্থান থেকে দু-চারটা তির ছুটে আসছে আর তাতে দু-চারজন সিপাই জখম হচ্ছে।

হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ আরেকদল সৈন্য তলব করলেন। রাত গভীর হয়ে গেছে। তিনি অনেকগুলো মশালেরও ব্যবস্থা করলেন। সিপাই যে-কক্ষে যাওয়া-আসা করেছিল, এক কমান্ডার সেই পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এই ভীতিকর ধ্বংস্তূপের মধ্যে এমন সাজানো-গোছানো মনোরম একটা কক্ষ দেখে কমান্ডার ভয় পেয়ে গেল। জিন-ভূতের আবাস কিনা কে বলবে। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে তলব করা হলো। তিনি এসে ভিতরে প্রবেশ করে সামানপত্র দেখতে শুরু করলেন। আস্তে-আস্তে রহস্য উন্মোচিত হতে লাগল।

ইতিমধ্যে কয়েকজন সিপাই কালো দাড়িওয়ালা লোকটাকে কোথাও থেকে ধরে নিয়ে এল। তার সঙ্গে অতিশয় রূপসী একটা মেয়ে। তার পরক্ষণেই ধরা পড়ল অন্য একজায়গায় লুকিয়ে থাকা আরও ছয়জন। তাদের হাতে তির-ধনুক। কালো দাড়িওয়ালা নিজেকে দুনিয়াত্যাগী নির্জনবাসী বুযুর্গ দাবি করে সাধু সাজতে চেষ্টা করল। কিন্তু সঙ্গের রূপসী যুবতী ও তির-ধনুকসজ্জিত সেনাবাহিনী তাকে মিথ্যুক বলে প্রমাণ করল। হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ মালামাল ও অস্ত্রশস্ত্রসহ তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে এলেন।

কক্ষে পাওয়া গেছে তিন-চারটা সোরাহি ও পানপাত্র। বস্তুগুলো রাতেই ডাক্তারের হাতে তুলে দেওয়া হলো। ডাক্তার সেগুলো নাকে শুঁকেই বলে দিলেন,

www.pathagar.com

আমি হাসান ইবনে সাব্বাহর যে-শরবতের কথা বলেছিলাম, এগুলো থেকে তারই ঘ্রাণ পাচ্ছি।

মেয়েটাসহ গ্রেফতারকৃত সবাইকে কয়েদখানায় বন্দি করে রাখা হলো।

পরদিন ভোরবেলা। এখনও সূর্য উদিত হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদের প্রথম ধাপেই মেয়েটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে দিল যে, 'লোকগুলো ফেদায়ী ঘাতক।' কালো দাড়িওয়ালা লোকটা নতুন শপথ নিয়ে এসেছে, হয়ত সুলতান আইউবিকে হত্যা করে ফিরবে, অন্যথায় নিজে জীবন দিবে।

মেয়েটা জানাল, কালো দাড়িওয়ালা লোকটি এই সিপাইকে ফাঁদে ফেলেছে এবং নেশা পান করিয়ে তার উপর হেপটানিজম প্রয়োগ করেছে। সেই নেশা আর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে এমন ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে সুলতানকে হত্যা করতে ছুটে এসেছে। আশা ছিল, সুলতান আইউবি এই সিপাইর হাতে নিহত হবেন। সেজন্য তিনি নিশ্চিন্তে দুর্গে বসে থাকলেন। একপর্যায়ে তিনি গুপ্তচরবৃত্তির জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু কোনো তথ্য নিতে পারেননি। সিপাইকেও কোথাও দেখতে পাননি। আর সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ফৌজ হানা দিয়ে বসল।

কালো দাড়িওয়ালা লোকটা বড় কঠিনহৃদয়ের মানুষ প্রমাণিত হলো। সে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, মেয়েটার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তার সঙ্গীরাও প্রথম-প্রথম অস্বীকার করল। কিন্তু হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ যখন তাদের পাতাল কক্ষে নিয়ে নির্যাতন শুরু করলেন, তখন এক-এক করে সমস্ত অপরাধের কথা স্বীকার করল। কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তিকে যখন তাদের সামনে উপস্থিত করা হলো, তখন আর তার অস্বীকার করার কোনো উপায় থাকল না। সঙ্গীদের করুণ দৃশ্য দেখামাত্র তার হৃদকম্পন শুরু হয়ে গেল। তাকে বলা হলো, সব ঘটনা খুলে বললে তোমাকে সসম্মানে রাখা হবে। অন্যথায় তুমি বাঁচবেও না, মরবেও না। দেহের হাড়-গোশত একাকার হওয়ার আগে সত্য-সত্য বলে দাও।

লোকটা কক্ষে নির্যাতনের উপকরণ ও পন্থা-পদ্ধতি দেখে সব কথা বলে দিতে সম্মত হয়ে গেল।

তার স্বীকারোক্তি অনুসারে সে ফেদায়ী ঘাতকদলের সদস্য এবং ফেদায়ীদের পৃষ্ঠপোষক শেখ সান্নানের বিশেষ অনুরক্ত। কিন্তু সে নিজহাতে হত্যা করে না। হাসান ইবনে সাব্বাহর আবিষ্কৃত বিশেষ পন্থায় অন্যকে দিয়ে খুন করায়। সকল ঐতিহাসিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আল্লাহ হাসান ইবনে সাব্বাহকে অস্বাভাবিক মেধা দান করেছিলেন, যাকে সে শয়তানি কাজে ব্যবহার করেছে।

কালো দাড়িওয়ালা জানাল, সুলতান আইউবিকে হত্যার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে চারবার হামলা করা হয়েছিল। তার প্রতিটি হামলা ব্যর্থ হওয়ার পর আমাকে আবার বিশেষ পন্থা প্রয়োগ করতে পাঠানো হয়েছে।

সে জানাল, সুলতান আইউবির উপর যে-কটা হামলা হয়েছে, সবগুলোই হয়েছে সরাসরি। তাতে প্রমাণিত হয়েছে, তাকে সোজাপথে খুন করা যাবে না।

www.pathagar.com

সে তার দলের ছয়জন অভিজ্ঞ লোক ও একটা মেয়েকে নিয়ে দামেশ্‌ক এসেছে এবং সর্পকেল্লায় আস্তানা গড়েছে। এই চক্রটা রাতের অন্ধকারে তাতে প্রবেশ করেছে। তাদেরই দলের লোকেরা শহরে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে, দুর্গে একজন দরবেশ আত্মপ্রকাশ করেছেন, যার হাতে গায়েবি শক্তি আছে এবং তিনি ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারেন। এই গুজবের উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ দুর্গে আসুক এবং লোকটিকে অস্বাভাবিক শক্তিধর পীর-বুযুর্গ বলে বিশ্বাস করুক। তিনি প্রভাব বিস্তার করে এক বা একাধিক লোককে হাত করে নিয়ে তাদের দ্বারা সুলতান আইউবিকে হত্যা করাবেন।

কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি – একজন মানুষও দুর্গে এল না। কারণ, মানুষ জানত, এই দুর্গে এমন দুটি নাগ-নাগিনী বাস করে, যাদের বয়স হাজার বছর অতিক্রম করেছে। এখন তারা মানুষের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং যাকে পাচ্ছে তাকেই গিলে ফেলছে।

এই চক্রের প্রধান কালো দাড়িওয়ালা লোকটা একজন অভিজ্ঞ ঘাতক। তার মাথায় পরিকল্পনা এল, লক্ষ্য অর্জনে সুলতান আইউবির বাহিনীর কোনো সিপাহীকে ব্যবহার করতে হবে। সে কয়েকদিন পর্যন্ত খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করল, আইউবির রক্ষীবাহিনীর সিপাইরা কোথায় থাকে এবং তাদের ডিউটি কোন দিন পড়ে। কিন্তু সে সুলতান আইউবির দফতর ও বাসগৃহ পর্যন্ত পৌঁছতে ব্যর্থ হলো। কারণ, এ-দুটো এলাকা জনসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ। কোনো নাগরিক কিংবা সাধারণ কোনো সৈনিক সেই এলাকায় ঢুকতে পারে না।

একপর্যায়ে লোকটা এই সিপাইর সন্ধা পেল এবং কোনো প্রকারে জানতে পারল, সে সুলতান আইউবির দফতরের রক্ষীসেনা। অর্থাৎ– এই লোক অনায়াসে সুলতানের দফতর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

দলনেতা এই সিপাইর উপর নজর রাখতে শুরু করল। তখন তার বেশভূষা ছিল অন্যরকম। একদিন এই সিপাই বাইরে বের হলো। ঘাতকনেতা তাকে দেখতে পেল। সে পথেই তার গতিরোধ করল এবং এমনভাবে ও এমন ধারার কথা বলল, যাতে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষও প্রভাবিত না হয়ে পারে না। লোকটা ঘাতকনেতার জাদুকরী জালে আটকে গেল এবং রাতে দুর্গে চলে গেল।

দুর্গের একটা মনোরম কক্ষে যে-আয়োজন রাখা হয়েছিল, তা পাথরকেও মোমে পরিণত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। এক তো ছিল কক্ষের সাজগোজ, পারিপাট্য ও মহামূল্যবান জাজিম; তার উপর জাদুকরী রূপ-যৌবন ও সুডৌল-সুঠাম দেহের অধিকারী অর্ধনগ্না একটা মেয়ে। মেয়েটার উন্মুক্ত রেশমি চুলে জাদুর আকর্ষণ, যা কিনা একজন দুনিয়াত্যাগী আবেদের মধ্যেও পাশবিকতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। আসল বস্তু হলো 'শরবত', যা পান করিয়ে নেশা সৃষ্টি করা হয়। কাচের গোলকটা ব্যবহার করা হয় দৃষ্টিতে ভেল্‌কিবাজি সৃষ্টির জন্যে। সিপাইর মস্তিষ্কে এই ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো যে, সে রাজবংশের সন্তান এবং তার বংশ তখ্‌তে সুলায়মানির উত্তরাধিকারী।

www.pathagar.com

এই সিপাই যখন উক্ত কক্ষে প্রবেশ করল, তখন কক্ষের সাজসজ্জা ও মূল্যবান জিনিসপত্র তাকে প্রভাবিত করে ফেলল। কালো দাড়িওয়ালা ঘাতকনেতা তখন ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। তারও একটা ক্রিয়া ছিল। উপরন্তু পাশে একটা রূপসী মেয়েকে পেয়ে সে রীতিমত কাবু হয়ে গেল। মেয়েটা তাকে যে-শরবত পান করাল, তাতেও নেশা ছিল। সেই নেশার ক্রিয়া এমন ছিল যে, তাতে মানুষ বাস্তব জগত থকে সম্পর্কহীন হয়ে মনভোলানো সুদৃশ্য এক কল্পনার জগতে চলে যায়। আর সেই অবস্থায়ই তাকে হেপটানাইজ করা হয় এবং তার মস্তিষ্কে কাঙ্ক্ষিত কল্পনা ঢেলে দেওয়া হয়। কাচের যে-গোলকটা তার হাতে দেওয়া হলো, তার মধ্য দিয়ে দীপশিখার কয়েকটা রং দেখা গেল, যা মূলত ভেল্‌কি ছাড়া কিছু নয়। কাচের গঠনই এমন যে, তার মধ্য দিয়ে অতিক্রমকারী আলো সাতটা বর্ণে প্রতিভাত হলো, যা মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে ফেলল। পরক্ষণে একটা রূপসী মেয়ে সিপাইর পার্শ্বে বসে গেল এবং কথায়-কথায় প্রকাশ করল, সে তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। কালো দাড়িওয়ালা লোকটা জাদুকরী সুরেলা কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল। তার উচ্চারিত শব্দমালা সিপাইর কানে পৌঁছে তার মস্তিষ্কে কাঙ্ক্ষিত কল্পনা সাজিয়ে তুলল। কালো দাড়িওয়ালা আন্দাজ করে নিল, সিপাই এখন প্রকৃতিস্থ নেই। সেই অবস্থায় তার হাত থেকে কাচের গোলকটা নিয়ে তার চোখে চোখ রাখল এবং তাকে হেপটানাইজ করল।

সিপাই যাকে নিজের আওয়াজ মনে করেছিল, তা মূলত কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তিরই কণ্ঠস্বর। তারপর সে এমন একটা স্তরে গিয়ে উপনীত হলো, যেখানে সে নিজের কল্পনাকে বাস্তব মনে করে তাতে একাকার হয়ে গেল। এবার দুর্বলমনা সিপাই সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়ে পড়ল। কালো দাড়িওয়ালা ব্যক্তি তাকে বাস্তব জগতে নিয়ে এসে নিজে অন্য কক্ষে চলে গেল এবং মেয়েটা একাকি সিপাইর সঙ্গে রয়ে গেল। সে সিপাইর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মন-মস্তিষ্কে জেঁকে বসল। এই উদ্দেশ্য সাধনে সে এমন আচরণ ও এমন কথা বলল, যার ক্রিয়া থেকে অন্তত এই সিপাই রক্ষা পেতে পারে না। সিপাইকে শুধু 'তখ্‌তে সুলায়মানি' প্রদর্শন করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং ধারণা দেওয়া হলো, ভেদ এখনও অবশিষ্ট আছে। সিপাই সম্পূর্ণরূপে তার জালে ফেঁসে গেল। এবার সে কাকুতি-মিনতি শুরু করল, অবশিষ্ট ভেদও আমাকে বলে দাও। তাকে বলা হলো, ঠিক আছে; আরও কয়েকটা দিন তুমি আমার কাছে থাকো। সিপাই কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে পুনরায় দুর্গে চলে গেল।

সিপাই টানা চার দিন চার রাত সর্পকেল্লার কক্ষে অবস্থান করল। এ-সময়টায় তাকে লাগাতার নেশা ও হেপটানিজমের ক্রিয়াধীন রাখা হলো এবং তার নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির কল্পনা সৃষ্টি করে এই বক্তব্য ঢেলে দেওয়া হলো যে, সালাহুদ্দীন আইউবি সিপাইর পিতা ও দাদার ঘাতক এবং তিনি তাদের সিংহাসন দখল করে আছেন। সিপাইকে একটা রূপসী মেয়ে

www.pathagar.com

দেখানো হলো যে, সুলতান আইউবি মেয়েটাকে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। চার দিন পর তাকে সেই অবস্থায়ই দুর্গ থেকে বের করে দেওয়া হলো। সে ডিউটিতে চলে গেল আর সুযোগ পাওয়ামাত্র সুলতান আইউবির উপর হামলা করে বসল।

♦♦♦

সিপাই অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। ডাক্তার তার মস্তিষ্ক থেকে নেশার ক্রিয়া দূর করার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করলেন। লোকটা বাস্তবতা ও কল্পনার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। ডাক্তার তাকে স্বাভাবিক করে তুলতে একাধিক পন্থা অবলম্বন করলেন।

দুদিন পর সিপাই চোখ খুলল। সে এমনভাবে উঠে বসল, যেন এতক্ষণ গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিল এবং স্বপ্ন দেখছিল। উঠে বসেই বিস্মিত চোখে চার দিক তাকাতে শুরু করল। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? সে জবাব দিল, ঘুমিয়ে ছিলাম।

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে তার অনেক সময় কেটে গেল। কিন্তু তেমন কিছু বলতে পারল না। সে বলল, চোগাপরিহিত কালো দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তি আমাকে সর্পকেল্লায় নিয়ে গিয়েছিল। সেখানকার কিছু ঘটনাও সে শোনাল। কিন্তু তখ্‌তে সুলায়মানি ইত্যাদি যে দেখেছিল, সেসব তার মনে নেই। এখন তার একথাও স্মরণ নেই যে, সে সুলতান আইউবির উপর হামলা করেছিল।

সিপাই অসত্য বলে ধোঁকা দিচ্ছে কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে সুলতান আইউবির নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। সে একজন সৈনিকের মতো সুলতানকে সালাম করল। সুলতান তার সঙ্গে স্নেহসুলভ কথা বললেন। কিন্তু সিপাইর মনে রাজ্যের বিস্ময় যে, এদের কী হয়ে গেল; এরা আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছে কেন!

শেষ পর্যন্ত তাকে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা হলো। শুনে সে চিৎকার করে উঠল– 'মিথ্যা কথা; আমি আমার সুলতানের উপর হামলা করতে পারি না!

সুলতান আইউবি বললেন– 'আমার এই সিপাই নিরপরাধ। এ কী কাজ করেছে, তা তাকে স্মরণ করানোরও প্রয়োজন নেই।'

www.pathagar.com

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি জরুরি বৈঠক তলব করেছেন। বৈঠকে অন্যদের সঙ্গে দামেশ্‌কের আমির এবং সেনাকর্মকর্তাগণও উপস্থিত। কারুরই মন-মেজাজ ভালো নয়। শত্রুরা সুলতান আইউবির নিবেদিতপ্রাণ একজন রক্ষীসেনাকে দিয়ে তাঁর উপর সংহারী আক্রমণ চালিয়েছে ভেবে আইউবির সামরিক কর্মকর্তাগণ হতবাক্। আল্লাহর মেহেরবানি যে, সুলতান এবারও রক্ষা পেয়ে গেছেন!

বৈঠকে উপস্থিত সবাই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আস-সালিহ ও আমির-উজিরদের থেকে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। তাদের ধারণা, সুলতান তাদেরকে হামলা সম্পর্কে আলোচনা করতে ডেকেছেন।

সুলতান আইউবির বক্তব্য শেষ হলো। সঙ্গে-সঙ্গে শ্রোতারা গর্জে উঠল। তারা শত্রু থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষে কথা বলতে শুরু করলেন। কিন্তু সুলতান আইউবি ঠাণ্ডা মাথায় মুখে মুচকি হাসির রেখা টেনে বললেন–

'উত্তেজনা, ক্রোধ, আবেগ পরিহার করো। দুশমন তোমাদের উত্তেজিত করে তোমাদের দ্বারা এমন কাজ করাতে চায়, যা তোমাদের জন্য অমঙ্গল ডেকে আনবে। আমার গোটা পরিকল্পনা-ই এক ধরনের প্রতিশোধমূলক তৎপরতা। কিন্তু এই প্রতিশোধ ব্যক্তির জন্য নয় – দীনের জন্য। তোমাদের ও আমার ব্যক্তিসত্তার গুরুত্ব এর বেশি নয় যে, আমরা ইসলামি দুনিয়ার মোহাফেজ। ইসলামের ও ইসলামি ভূখণ্ডের জন্য আমাদেরকে জীবন কুরবান করতে হবে। আমরা যুদ্ধের ময়দানে মারা যেতে পারি। প্রতারিত হয়ে শত্রুর হাতেও প্রাণ হারাতে পারি। শাসক আর মুজাহিদের মধ্যে এ-ই পার্থক্য। শাসক হেফাজত করে নিজেকে আর ক্ষমতাকে। কিন্তু মুজাহিদ দেশ, জাতি ও দীনের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়। আস-সালিহ ও তার আমির-উজিরগণ তাদের রাজত্বের হেফাজত করছে। তাদের পরাজয় অবধারিত।'

সুলতান আইউবি গোয়েন্দা উপপ্রধান হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে বললেন– 'দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মালিকানাবিহীন যেসব পরিত্যক্ত প্রাসাদ আছে, সেগুলো গুড়িয়ে দাও।' তিনি আরো নির্দেশ জারি করলেন– 'দেশের মসজিদগুলোর ইমামদের বলে দাও, তারা যেন এই মর্মে বয়ান করেন যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের মালিক আল্লাহ এবং গায়েবের অবস্থা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না। আল্লাহর কোনো বান্দা আল্লাহর ও বান্দার মাঝে যোগাযোগের

www.pathagar.com

মাধ্যম হতে পারে না। আল্লাহ সরাসরি যে-কারও কথা শোনেন। কোনো মানুষের সামনে সেজদাবনত হওয়া অনেক বড় পাপ। তোমরা দেশবাসীকে ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও কল্পনাবিলাস থেকে রক্ষা করো।'

সুলতান আরও বললেন– 'তোমরা সৈনিকদের বোঝাও, যুদ্ধের ময়দানে যেমন তোমরা আপন দেহকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে থাক, তেমনি বিশ্বাস এবং মনন-মানসকেও দুশমনের হামলা থেকে রক্ষা করে চলো। আর এই আক্রমণ তরবারির নয় – মুখের আক্রমণ। দেহের জখম একদিন ভালো হয়ে যায়, দেহ আহত হয়েও লড়াই করে থাকে। কিন্তু মানুষের বিশ্বাস, মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তাধারা আহত হয়ে পড়লে দেহ বেকার হয়ে যায়। তোমরা নেশার ক্রিয়া তো দেখেছ। নেশাগ্রস্ত হয়ে আমার একজন দেহরক্ষী আমারই উপর হামলা করে বসেছে! কিন্তু পরে যখন তার মস্তিষ্ক থেকে নেশা দূর হয়ে গেল, তখন আর সে স্বীকারই করল না যে, সে আমার উপর হামলা করেছে। এই নেশার মধ্যে এক রূপসী নারীর নেশাও ছিল। তোমরা মানুষের মধ্যে দায়িত্বশীলতা এবং ইসলাম ও মুসলমানের মর্যাদার অনুভূতি জাগিয়ে তোলো। তাদের মধ্যে নাগরিক কর্তব্যবোধ ও জাতীয় মর্যাদার নেশা সৃষ্টি করো। দেশ ও জাতির মর্যাদার অনুভূতি এবং এই মর্যাদার সংরক্ষণ তাদের ঈমানের অংশে পরিণত করো। তা হলে অন্য কোন নেশা তাদের ঘায়েল করতে পারবে না।'

সুলতান আইউবি আক্রমণের যে-পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন, তাতে দুর্গের-পর-দুর্গ জয় করে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। হেম্‌স, হামাত ও হাল্‌বের দুর্গ সবচেয়ে শক্ত ও প্রসিদ্ধ। হাল্‌বের নিরাপত্তাব্যবস্থাও অত্যন্ত শক্তিশালী। হাল্‌ব দুর্গ এই শহর থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত।

এগুলো ছাড়াও আরও কয়েকটা দুর্গ আছে, যেগুলোর অধিকাংশ পাহাড়ি ও দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। প্রধান সমস্যাটি হচ্ছে ওইসব এলাকার আবহাওয়া শীতল। শীতের সঙ্গে বরফপাত যোগ হয়ে এক অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে। এ-কারণে ওইসব এলাকায় শীত মওসুমে কখনও যুদ্ধ হয়নি। তাই বিরুদ্ধবাদীরা তাদের বাহিনীকে দুর্গে ঢুকিয়ে রেখেছে। এই সময়ে কেউ হামলা করতে পারে, তা তাদের কল্পনারও অতীত। তাদের খ্রিস্টান উপদেষ্টারাও তাদের এ-পরামর্শই দিয়েছে। অপর দিকে সুলতান আইউবি এই শীতের মওসুমেই লড়াই করার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। গোয়েন্দারা তাঁকে একের-পর-এক সংবাদ পৌঁছাচ্ছে।

সুলতান আইউবি গোয়েন্দা-মারফত অবগত হলেন, হাল্‌বের মসজিদগুলোর ইমাম ও খতীবরা জনগণকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, সালাহুদ্দীন আইউবি একজন পাপিষ্ট মানুষ। তিনি রাজত্বের লোভে ও সামরিক শক্তির দাপটে খুতবা থেকে খলীফার নাম তুলে দিয়েছেন। তারা সুলতান আইউবিকে বিলাসপ্রিয় ও চরিত্রহীন মানুষ হিসেবে অভিহিত করছেন। তারা বলছেন, জুমার খুতবায় খলীফার নাম উল্লেখ করা না হলে খুতবা পরিপূর্ণ হয় না। আর অসম্পূর্ণ খুতবায়

www.pathagar.com

গুনাহ হয়। সরাইখানা, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাটেও মানুষ বলাবলি করছে, আইউবি একজন চরিত্রহীন মানুষ এবং নামের মুসলমান। সেই সঙ্গে জনসাধারণকে আইউবির বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্যও উত্তেজিত করা হচ্ছে।

আস-সালিহ'র সৈন্য কম। তার অর্ধেক সৈন্য সেনাপতি তাওফীক জাওয়াদের নেতৃত্বে সুলতান আইউবির সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তাই তার স্বার্থপুজারিমুসলিম আমির ও শাসকমণ্ডলি এভাবে জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছে। খ্রিস্টানরা তাদের মদদ জোগাচ্ছে।

গোয়েন্দারা সুলতান আইউবিকে তথ্য প্রদান দিয়েছে, হাল্‌বে জনসাধারণ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। সব মানুষ যুদ্ধের জন্য উন্মাদ ও উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে। তবে প্রবীণ মুসলমানরা খুবই অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে এবং বলছে, এটা কেয়ামতের লক্ষণ যে, মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ হবে। কিন্তু তাদের আওয়াজ আইউবি-বিরোধী লোকদের ধ্বনি ও অপবাদ প্রচারণার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রবীণদের এই আওয়াজ ছিল খ্রিস্টানদের বিপক্ষে। তারা তাকে স্তব্ধ করে দিতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বস্তুত আইউবি-বিরোধী মুসলমানদের পুরো কার্যক্রমই খ্রিস্টানদের পরিকল্পনা। যেসব ইমাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে প্রস্তুত নন, তাদের অপসারণ করে অন্য ইমাম নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

উপযুক্ত বিনিময় হাতে নিয়ে ত্রিপোলির খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ড তার কয়েকজন সামরিক কমান্ডারকে উপদেষ্টা হিসেবে হাল্‌ব পাঠিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে একজন বিশেষ গোয়েন্দা কর্মকর্তাও ছিলেন, যিনি নাশকতায় খুবই দক্ষ।

পদচ্যুৎ খলীফা আল-সালিহ বিলম্ব না করে তাকে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে দিলেন। সৈন্যরা বিভিন্ন দুর্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। মসুলের গভর্নর সাইফুদ্দীন, গভর্নর পদমর্যাদায় ভূষিত গোমস্তগিন নামক এক কেল্লাদার, সুলতান আস- মালিকুস সালিহ ও ইয্‌যুদ্দীন বাহিনীর কমান্ডারদের অন্যতম। রেমন্ড তাদের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মিসর থেকে সালাহুদ্দীন আইউবি এবং যে-রসদ ও ফোর্স আসবে, তাদের তিনি প্রতিহত করবেন এবং আইউবি যেখানেই অবরোধ আরোপ করবেন, সেখানেই খ্রিস্টান বাহিনী বাইরে থেকে হামলা করে অবরোধ ভেঙে ফেলবে।

◆◆◆

দামেশ্‌কে সুলতান আইউবি দু-তিন দিন পরপর কমান্ডারদের নিয়ে বৈঠক করছেন। সামরিক প্রশিক্ষণ নিজেও পর্যবেক্ষণ করছেন এবং কমান্ডারদের থেকেও রিপোর্ট গ্রহণ করছেন। রাতের বেলা উদোম শরীরে প্রশিক্ষণ দিয়ে তিনি তাঁর বাহিনীকে হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছেন। আশপাশে অনেক টিলা আছে। তিনি মরুভূমিতে চলাচলে অভ্যস্ত ঘোড়াগুলোকে টিলায়-পাহাড়ে উঠানামা করার অভ্যাস গড়ে তুলেছেন।

www.pathagar.com

ওদিকে হাল্‌বেও দু-তিনটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেখানকার কমান্ডাররা সংবাদ পেয়েছে, সুলতান আইউবি রাতের বেলা তার বাহিনীকে সামরিক মহড়া করাচ্ছেন। কিন্তু এ-বিষয়টিকে তারা কোনো গুরুত্ব দেয়নি। বলছে, আইউবির মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের মুখোমুখি হলে সে আক্রমণের স্বাদ বুঝতে পারবে।

সেই কমান্ডারদের একজনও ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে অভিজ্ঞ নয়। খ্রিস্টানরা দামেশ্‌কে তাদের গোয়েন্দা পাঠিয়ে রেখেছিল। শেখ সান্নানের ঘাতক ও নাশকতাকারী দলটিও তাদের। খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ডও তার একজন বিশেষ দূত প্রেরণ করেছেন দামেশ্‌কে। সুলতান আইউবি কেন রাতের বেলা সামরিক মহড়া করাচ্ছেন, তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে আত্মনিয়োগ করে রেমন্ডের বিশেষ গোয়েন্দা। হাল্‌বে কমান্ডারদের কনফারেন্সে বিষয়টি এখনও উত্থাপন করেনি সে। ঘটনার রহস্য এখনও তার জানা হয়নি।

সুলতান আইউবি হাল্‌ব ও মসুল ইত্যাদি এলাকায় গোয়েন্দাজাল বিছিয়ে রেখেছেন। তাঁর গোয়েন্দা-তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত হয় হাল্‌ব থেকে। দলনেতা একজন বিজ্ঞ আলেমের বেশে হাল্‌বে অবস্থান করছেন এবং গোয়েন্দাদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দামেশ্‌ক পৌঁছাবার ব্যবস্থা করছেন।

তিনি তার গোয়েন্দাদের নিরাপত্তাবিধান এবং বিপদ দেখা দিলে তাদের লুকিয়ে ফেলার বন্দোবস্তও করে রেখেছেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সমালোচনা ও গাল-মন্দে তিনি সকলের বাড়া। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আমির-উজির এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন।

তার গোয়েন্দা সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ সব কটি স্থানেই অবস্থান নিয়ে আছে। আল-মালিকুস সালিহ'র মহলের বডিগার্ডের মধ্যেও তার গোয়েন্দা রয়েছে। দুজন গোয়েন্দা বিশেষ প্রহরীর পদ নিয়ে খলীফার কেন্দ্রীয় কমান্ডের সেই প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, যেখানে তাদের যুদ্ধবিষয়ে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টান গোয়েন্দাদের কমান্ডার এসেই সর্বপ্রথম দামেশ্‌কে তাদের গোয়েন্দাব্যবস্থাকে সংহত ও কার্যকর করা এবং হাল্‌বে সুলতান আইউবির যেসব গোয়েন্দা রয়েছে, তাদের সন্ধান বের করার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

◆◆◆

সুলতান আইউবি যে-দুজন গুপ্তচর হাল্‌বে হাইকমান্ডের প্রহরীদের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, তাদের একজনের নাম খলীল।

একটা ভবনের কতগুলো কক্ষ। আছে একটা হলরুম। এখানে ভোজসভা, নাচ-গানের আসর ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত সাজানো-গোছানে একটা কক্ষ। হাল্‌বের আমির-উজিরদের খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের পর এখন কক্ষটা আরও পরিপাটি, আরও সুসজ্জিত। অপরূপ সুন্দরী ও অভিজ্ঞ যুবতী মেয়েরা এখানে নাচ-গান করে। ইদানীং কয়েকটা খ্রিস্টান মেয়েও এসে যোগ

www.pathagar.com

দিয়েছে এখানে। এরা সুশিক্ষিত পেশাদার মেয়ে। খলীফা আস-সালিহ'র আমির-উজিরগণ এদের আঙুলের ইশারায় ওঠ্-বস করে। এদের আসল কর্তব্য আস-সালিহ'র বিশিষ্ট দরবারি আমির ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কমান্ডারদের উপর নজর রাখা এবং অনুধাবন করা যে, তাদের মধ্যে সুলতান আইউবির অনুগত কেউ আছে কিনা। তা ছাড়া খলীফার পদস্থ কর্মকর্তাদের মনে খ্রিস্টানপ্রীতি ও ক্রুশের আনুগত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানোও তাদের দায়িত্ব।

মাঝে-মধ্যে ভোজের আয়োজন হয় হলটিতে। তখন নাচ-গানের আসরও বসানো হয়। উজাড় হয় হাঁড়ি-হাঁড়ি মদ। সবশেষে অপকর্মের চূড়ান্তে পৌঁছে যায় মজলিস। কখনও-কখনও সামরিক বিষয়ে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এখানে।

রক্ষীবাহিনীর দুজন প্রহরী কোমরে তরবারি ও হাতে বর্শা নিয়ে প্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে সব সময়। তিন-চার ঘন্টা পরপর প্রহরী বদল হয়।

খলীল সুলতান আইউবির গুপ্তচর। আইউবির আরেক গোয়েন্দা তার সহকর্মী। দুজনের ডিউটি পড়ে একসঙ্গে। তারা এখান থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছে। বেশকিছু তথ্য দামেশ্‌কে পৌঁছিয়েও দিয়েছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা। নতুন এক নর্তকীর আগমন ঘটে হলে। আজ ভোজসভার আয়োজন আছে। মেহমানরাও আসছেন। নর্তকী-গায়িকা এবং অন্যান্য মেয়েরাও আসছে। খলীল ও তার সঙ্গী তাদের সবাইকে চেনে। দূর-দূরান্তের কেল্লাদারগণও এসেছেন। এক ব্যক্তি এসেছে নতুন। এ রেমন্ডের প্রেরিত গোয়েন্দাদের কমান্ডার। খলীল তার পরিচয়টা জেনে নিল। এবার লোকটার তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করতে হবে খলীলকে।

তাকে ছাড়া খলীল আরও একখানা নতুন মুখ দেখতে পেল। এই মুখ একটা মেয়ের। খলীল মেয়েটাকে আজ তিন-চার দিন ধরে দেখছে।

একদিন ডিউটি শেষ করে সঙ্গীসহ কর্মস্থল ত্যাগ করছে খলীল। হঠাৎ মেয়েটা এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। খলীল উঠে থমকে দাঁড়াল। অপলক জিজ্ঞাসু চোখে তার প্রতি তাকাল। মেয়েটাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে খলীলের। কে এই মেয়েটা? খলীলের মনে কৌতূহল। আবার ভাবে, না পরিচিতা কেউ নয়। মানুষের চেহারায়-চেহারায় মিল থাকে। খলীল দৃষ্টি সরিয়ে নিল। কিন্তু মেয়েটা তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল এবং তাকাতে-তাকাতে সামনের দিকে চলে গেল। খলীল ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটার প্রতি তাকাল। মেয়েটাও তার প্রতি তাকাল।

পরদিনও একই ঘটনা ঘটল। তার আগেই খলীল মেয়েটার ব্যাপারে খোঁজখবর নিল। জানতে পারল, মেয়েটা নর্তকী।

মেয়েটা দেখতে যেন রাজকন্যা। খলীল একজন সাধারণ সিপাই। এমন একটা মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক জমতে পারে না। রাজকন্যারূপী নর্তকীরা তো আমিরদের সম্পদ। কিন্তু এই মেয়েটাকে দেখে খলীলের অন্য একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে গেছে, যে কিনা দেখতে ঠিক এরই মতো।

www.pathagar.com

◆◆◆

এগারো-বারো বছর আগের কথা। খলীল তখন আঠারো বছরের যুবক। দামেশ্‌কের সামান্য দূরে এক গ্রামে বাস করত এবং পিতার সঙ্গে ক্ষেতে-খামারে কাজ করত। হাসি-খুশী উচ্ছল প্রাণের মানুষ খলীল। উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন মেধাবী ছেলে। পাড়ার শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের প্রিয় পাত্র।

তখন হিজরতের পালা চলছিল। খ্রিস্টানদের দখলকৃত এলাকাগুলো থেকে মুসলমান পরিবারগুলো খ্রিস্টানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলিম-শাসিত এলাকায় চলে যাচ্ছিল। স্থানীয় লোকেরা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করত এবং তাদের বসবাস করার সুযোগ করে দিত।

এমনই একটি পরিবার কোথা থেকে হিজরত করে খলীলদের গ্রামে এল। সেই পরিবারের একটি মেয়ের নাম হুমায়রা। তখন তার বয়স ছিলো এগারো কি বারো বছর। অত্যন্ত সুন্দরী ও ফুটফুটে একটি মেয়ে।

গ্রামবাসীরা এই পরিবারটিকে সাদরে বরণ করে নিল এবং মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়ে চাষাবাদ করে কোনো রকমে জীবিকা নির্বাহের জন্য জমি-জিরাত দান করল। হুমায়রার ভাই-বোনরা সবাই ছোট। সংসারে কর্মক্ষম ব্যক্তি একমাত্র পিতা।

খলীল এই অসহায় পরিবারটির প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। তার কথাবার্তা বেশ ভালো লাগে হুমায়রার। হুমায়রাকেও ভালো লাগে তার। হুমায়রা খলীলের ঘরে আসা-যাওয়া শুরু করল। সুযোগ পেলেই খলীলের কাছে গল্প শোনে হুমায়রা। হুমায়রাকে শোনানোর জন্য মজার-মজার গল্প বানিয়ে নিয়েছে খলীল। ভালবাসা গড়ে ওঠে দুজনের মাঝে।

এভাবে মাসচারেক সময় কেটে গেল। ক্ষেত-খামারে কাজ করা এখন আর ভালো লাগছে না হুমায়রার পিতার। দামেশ্‌ক শহরটা সেখান থেকে নিকটে। হুমায়রার পিতা সকালে শহরে চলে যান এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসেন। এভাবে কেটে যায় একটা বছর। হুমায়রার পিতাকে কিছু করতে দেখছে না কেউ। কিন্তু সংসার চলছে বেশ স্বাচ্ছন্দেই।

খলীলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে হুমায়রা। তাকে ছাড়া একদণ্ডও ভালো লাগে না মেয়েটার। সব সময় খলীলের সঙ্গে-সঙ্গে থাকতে চায়। খলীল ক্ষেতে গেলে হুমায়রাও চলে যায় সেখানে।

হুমায়রার বয়স এখন তেরো বছর। মেয়েটা ভালো-মন্দ বুঝতে শুরু করেছে। প্রেম-ভালবাসা, মন দেওয়া-নেওয়া এসব এখন হুমায়রার অবোধ্য নয়।

একদিন খলীল হুমায়রাকে জিজ্ঞেস করল– 'আচ্ছা, তোমার আব্বা এখন কী কাজ করেন?'

হুমায়রা উত্তর দিল– 'আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি, আমার বাবা ভালো মানুষ নন। তিনি যখন শহর থেকে আসেন, তখন নেশাগ্রস্ত থাকেন।'

www.pathagar.com

হুমায়রা খলীলকে আরও নতুন একটি তথ্য দিল– 'ইনি আমার পিতা নন। আমার মা-বাপ দুজনই মারা গেছেন। আমার বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছর, তখন ইনি আমার ভার নেন এবং আমাকে তার ঘরে নিয়ে লালন-পালন করেন। পরে আমি তাকেই পিতা ডাকতে শুরু করি। আমাকে তিনি আপন মেয়ের মতো আদর করেন এবং নিজের মেয়ের মতোই আচরণ করেন। কিন্তু মানুষটা তিনি ভালো নন।'

এভাবে কেটে গেছে দুটি বছর। খলীলের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে হুমায়রা। হুমায়রা এখন পরিপূর্ণ যুবতী। হৃদয়কাড়া সুশ্রী মুখাবয়ব। যৌবনরসে টইটম্বুর ও নজরকাড়া দেহ।

একদিন খলীলের নিকট গিয়ে হাজির হলো হুমায়রা। মুখে অস্থিরতা ও মলিনতার ছাপ। কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে কথা বলল খলীলের সঙ্গে– 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, বাবা বিয়ের নামে আমাকে এক অপরিচিত ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে চাচ্ছেন। তার সঙ্গে একজন লোক এসেছিল। তিনি লোকটাকে অনেক খাতির-যত্ন করলেন এবং কিছুক্ষণ পর আমাকে ডেকে তার কাছে নিয়ে বসালেন। লোকটা আমাকে খুব নিরীক্ষা করে দেখল। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে কেন ডাকলেন বাবা? জবাবে তিনি আমতা-আমতা করে যা বলতে চাইলেন, তাতেই আমার মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হলো।'

হুমায়রা বলল– 'কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাই না।'

খলীল বলল– 'ঠিক আছে, আমি আমার আব্বা-আম্মার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।'

হুমায়রা যে-লোকটাকে পিতা বলে ডাকে, সে তার পিতা নয়। কাজেই হুমায়রার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার কোনো ভাবনা নেই।

সে-যুগে মেয়েদের কোনো মর্যাদা ছিল না। অর্থের বিনিময়ে মেয়েদের অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচলন ছিল। শাসক ও ধনবান লোকেরা হেরেম বানিয়ে রেখেছিল। তারা নিত্যনতুন সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ক্রয় করত। হুমায়রাকে যদি তার পিতা বিক্রি করার পরিকল্পনা করেও থাকে, তো সে-সমাজের রীতি অনুযায়ী তা অপরাধ ছিল না।

খলীল ধনবান পিতামাতার সন্তান নয়। হুমায়রাকে নিয়ে পালিয়ে কোথাও আত্মগোপন করা ব্যতীত আর কোনো পথ নেই তার। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কী করবে খলীল? সে ভাবনায় পড়ে গেল। হুমায়রার প্রতি ভালবাসা তার এতই গভীর যে, বিষয়টা সে উপেক্ষাও করতে পারছে না।

ভাবতে-ভাবতে খলীলের দুদিন কেটে গেল। তৃতীয় দিনও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারল না সে।

খলীল ক্ষেতে গিয়ে কাজে লেগে গেল। এমন সময় একদিক থেকে নারীকণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল তার কানে। একটা মেয়ে যেন তাকেই ডাকতে-ডাকতে দৌড়ে আসছে এদিকে। খলীল হঠাৎ চমকে উঠে মাথা তুলে তাকাল।

www.pathagar.com

হুমায়রা। হুমায়রা-ই তাকে ডাকতে-ডাকতে তার দিকে পাগলিনীর মতো ছুটে আসছে। পিছন-পিছন দৌড়াচ্ছে তিনজন লোক। তাদের একজন হুমায়রার পিতা। অপর দুজন অপরিচিত।

হুমায়রার চিৎকার শুনে পাড়ার অনেক মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। কিন্তু তারা শুধুই তামাশা দেখছে। তারা এই ভেবে হুমায়রার সাহায্যে এগিয়ে আসছে না যে, পিছনের লোকগুলোর মধ্যে হুমায়রার পিতাও আছেন।

খলীল হুমায়রার দিকে এগিয়ে গেল। হুমায়রা কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানাল, এরা আমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। বাবা আমাকে এদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।

হুমায়রার পিতা হুমায়রাকে খলীলের সম্মুখ থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। খলীল তাকে ধমক দিল– 'খবরদার! এর গায়ে হাত দেবেন না। আগে আমার সঙ্গে কথা বলুন।'

'এ আমার কন্যা' – হুমায়রার পিতা বলল – 'তুমি কে আমাকে ঠেকাবার?'

'এ আপনার কন্যা নয়' – খলীল বলল – 'আমি সব জানি।'

অপর দুই ব্যক্তি হুমায়রার দিকে এগিয়ে এল। একজন হাতে তরবারি তুলে নিল। খলীলের হাতে কোদাল। সেটি দ্বারা লোকটার মাথায় আঘাত হানল সে। লোকটার হাত থেকে তরবারিটা পড়ে গেল। পরক্ষণেই রক্তাক্ত মাথায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। খলীল তরবারিটা হাতে তুলে নিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতেও তরবারি। খলীল তরবারিচালনা ও তরবারির আঘাত প্রতিহত করার কলা-কৌশল জানে না। তারপরও লোকটার দু-একটা আঘাত প্রতিহত করল। কিন্তু বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। ভারী কি একটা বস্তু আঘাত হানল তার মাথায়। হঠাৎ তার দু-চোখের সামনের সব অন্ধকার হয়ে গেল।

খলীল মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

যখন খলীলের সংজ্ঞা ফিরল, তখন সে নিজের ঘরে শায়িত। হঠাৎ ধড়মড় করে শোওয়া থেকে উঠে বসল। চোখে-মুখে প্রচণ্ড ক্রোধ। তার পিতা ও দু-তিনজন লোক এগিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলে শান্ত করার চেষ্টা করে– 'তুমি অনেকক্ষণ যাবত অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলে। এইমাত্র তোমার জ্ঞান ফিরেছে। এখন শুয়ে থাকো। হুমায়রা এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। তাকে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কোনোই প্রয়োজন নেই।'

খলীল চিৎকার করে উঠল– 'লোকটা মেয়েটাকে বিক্রি করে ফেলেছে! আহ, আমি বুঝি হুমায়রাকে হারিয়ে ফেললাম!

খলীলকে বোঝানো হলো, হুমায়রাকে যথারীতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়েই বিদায় করা হয়েছে।'

খলীলের মাথার অবস্থা ভালো নয়। বসার চেষ্টা করলেই মাথাটা চক্কর দিয়ে ওঠে। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। বড়রা তাকে উপদেশ দিলেন, হুমায়রাকে নিয়ে ভাবা তোমার পক্ষে ঠিক হবে না। ও এখন অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী।

www.pathagar.com

খলীল সুস্থ্য হয়ে যখন বাইরে বের হলো, ততক্ষণে হুমায়রার পিতা পরিবারসহ এলাকা ত্যাগ করে বহুদূর চলে গেছে।

◆◆◆

হুমায়রাকে হারিয়ে পাগলের মতো হয়ে গেছে খলীল। মেয়েটার ভালবাসা আর তার মুখডাকা পিতার প্রতিশোধস্পৃহা অস্থির করে তুলেছে তাকে। কাজ-কর্মে মন বসছে না। মাঝে-মধ্যে দামেশ্‌ক গিয়ে হুমায়রার পিতাকে খুঁজে বেড়ায়। পিতামাতা তাকে অনেক ভালো-ভালো মেয়ে দেখালেন; কিন্তু কাউকেই তার পছন্দ হচ্ছে না। তার মন-মস্তিষ্কে জেঁকে বসে আছে শুধুই হুমায়রা।

এক-দেড় বছর পর্যন্ত এভাবেই সময় কাটে খলীলের। একদিন দামেশ্‌কে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে জানতে পারল, সেনাবাহিনীতে লোক নেওয়া হচ্ছে। খলীল সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে গেল।

খলীলকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো। সে অশ্বচালনা, তিরন্দাজি ও অন্যান্য অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করল। খলীল একটা ব্যস্ততা পেয়ে গেল। এবার হুমায়রার ভাবনা ধীরে-ধীরে তার মাথা থেকে কেটে যেতে শুরু করেছে। খলীল স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেল।

খলীল পুনরায় একজন কর্মতৎপর যুবকে পরিণত হয়।

এ সেই সময়কার কথা, তখনও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। মানুষ তখনও শুধু নুরুদ্দীন জঙ্গিকেই চেনে। সুলতান আইউবি এ-পর্যন্ত মাত্র একবার রণাঙ্গনে হাজির হয়ে বীরত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছেন।

সেটি ছিল এক রক্ষক্ষয়ী লড়াই। তিনি এই প্রথমবার দুশমনকে চোখে দেখেছেন। খ্রিস্টানদের নির্যাতনের শিকার একটি লুণ্ঠিত পরিবারের করুণ দৃশ্য দেখলেন তিনি। জানতে পারলেন, খ্রিস্টানরা বহু মুসলিম যুবতী মেয়েকে তাদের হাতে কব্জা করে রেখেছে। এসব দেখে ও শুনে তার ভিতরে জাতীয় চেতনা ও ইসলামি মূল্যবোধ জেগে উঠল। সেই চেতনা ও বোধ-বিশ্বাস তাঁকে সেই সৈনিকদের সারিতে নিয়ে দাঁড় করাল, যারা বেতন-ভাতা ও গনিমতের জন্য নয় – আল্লাহর জন্য লড়াই করে।

তিন-চার বছর পর সালাহুদ্দীন আইউবিকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করে কায়রো পাঠানো হলো। খ্রিস্টানরা সুদানিদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে সমুদ্রের দিক থেকে মিসরের উপর হামলা চালালে সুলতান আইউবি নুরুদ্দীন জঙ্গির নিকট সাহায্যের আবেদন জানালেন। নুরুদ্দীন জঙ্গি তাঁর একটি বিশেষ বাহিনীকে কায়রো পাঠিয়ে দিলেন। খলীল ছিল সেই বাহিনীর একজন সদস্য। খলীল সেই বিচক্ষণ সৈনিকদের একজন, যারা তরবারির পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তাকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে জানে। তাকে পঞ্চাশ সদস্যের একটি বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়।

মিসর আগমনের পর তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা পুরোপুরি সজাগ হয়ে ওঠে। গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ান সুলতান আইউবির পরামর্শে খলীলকে

www.pathagar.com

তাঁর যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। তাকে একাধিকবার কমান্ডো ও গেরিলা অভিযানে পাঠানো হলো। কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তাকে কখনও দেশের বাইরে পাঠানো হয়নি। তাকে দেশের অভ্যন্তরে শত্রুচরদের তথ্য সংগ্রহ, পশ্চাদ্ধাবন ও গ্রেফতার করার কাজে নিয়োজিত করা হলো। এ-কাজে অতিশয় দক্ষ খলীল।

এখন ১১৭৪ সাল। নুরুদ্দীন জঙ্গির ওফাতের পর যখন সুলতান আইউবি সাতশো অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে দামেশ্ক দখল ও আল-মালিকুস সালিহকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে রওনা হন, তখন তিনি তার গোয়েন্দাদলকে আগেই দামেশ্ক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা নানাবেশে দামেশ্ক প্রবেশ করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান আইউবি যখন দামেশ্ক দখল করে ফেললেন এবং খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমির-উজির-দেহরক্ষীরা দামেশ্ক ছেড়ে পালিয়ে গেল, তখন আলী বিন সুফিয়ানের নায়েব হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ – যিনি গোয়েন্দাদের সঙ্গে দামেশ্ক ঢুকে গিয়েছিলেন – কয়েকজন গোয়েন্দাকে সেদিকে পাঠিয়ে দিলেন, যেদিকে আস-সালিহ ও তার দেহরক্ষীরা পলায়ন করেছিল। এই গোয়েন্দাদের কতগুলো বিশেষ নির্দেশনা ও বিভিন্ন মিশন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খলীল ছিল তাদের একজন। তার একসঙ্গীও ছিল সেই দলে।

এই গোয়েন্দা দলটি যখন হাল্‌ব পৌঁছল, তখন সেখানে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। আস-সালিহ'র সাঙ্গপাঙ্গদের এই মুহূর্তে সৈন্যের প্রয়োজন। তাদের মনে প্রবল আশঙ্কা, সুলতান আইউবি তাদের ধাওয়া করবেন এবং হামলা চালাবেন। ফলে তারা সেই অস্থির পরিস্থিতিতে যাকেই পেয়েছে, সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নিয়েছে। খলীল ও তার সঙ্গী নিজেদের দামেশ্ক থেকে পালিয়ে-আসা-সৈনিক পরিচয় দিয়ে বাহিনীতে ঢুকে পড়ল।

সুলতান আইউবির এই গোয়েন্দারা কয়েকটি আস্তানা তৈরি করে নিল।

খলীল অত্যন্ত সুশ্রী ও শক্তিশালী যুবক। অত্যন্ত বাক্‌পটুও। এই সুবাদে সে রাজপ্রাসাদের প্রহরী নিযুক্ত হয়ে গেল। কৌশলে সঙ্গীকেও সাথে রাখল।

♦♦♦

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সুরক্ষা ও দীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে আত্মনিয়োগ করে খলীল ভুলে গেছে হুমায়রাকে। একটা দিনও-একটাবারও তার মনে পড়ছে না ভালবাসার মানুষটির কথা। এখন এসব ভাবনার সুযোগই পাচ্ছে না খলীল। কিন্তু নতুন এই মেয়েটা খলীলকে স্মরণ করিয়ে দিল হুমায়রার মুখাবয়ব।

খলীল হুমায়রাকে হারিয়েছে সাত-আট বছর হয়ে গেছে। তখন মেয়েটির বয়স ছিল ষোলো বছর। এই মেয়েটা অত্যন্ত রূপসী। কিন্তু তার মুখাবয়বে হুমায়রার সেই নিষ্পাপতা ও সরলতা অনুপস্থিত। দুজনের মুখোমুখি হওয়ার সময় তার পরনে ছিল সংক্ষিপ্ত পোশাক। বলা চলে অর্ধনগ্না। কাজেই অশালীন এই মেয়েটা হুমায়রা হতে পারে না। মেয়েটা তৃতীয়বার যখন খলীলের মুখোমুখি

www.pathagar.com

হলো, তখন খলীল আরও নিরীক্ষা করে দেখল। মেয়েটাও তাকিয়ে থাকল খলীলের প্রতি। এবার কথা বলল মেয়েটা– 'তোমার নাম কী?'

খলীল নিজের ছদ্মনাম বলল, যে নাম এখানে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সময় লিখিয়েছিল। তারপর প্রশ্ন করল– 'তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'তুমি আমাকে বারবার দেখছ। তাই নামটা জিজ্ঞেস করলাম।' – মেয়েটা এমন ধারায় জবাব দিল, যেন তার মধ্যে সভ্যতার লেশমাত্র নেই – 'তুমি একজন সাধারণ সৈনিক। নিজের কাজ করো; ওসব ভেবে লাভ নেই।'

আজ রাতেই ভোজসভা। রেমন্ডের গোয়েন্দা-বাহিনীর কমান্ডার দিনচারেক আগে এখানে এসে পৌঁছেছে। তার নাম উইন্ডসর। তারই সম্মানে এই ভোজসভার আয়োজন। উইন্ডসর একজন অভিজ্ঞ গুপ্তচর। হাল্‌বের গোয়েন্দা-ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যেই তার আগমন।

সূর্য ডুবে গেছে। সাঁঝের আঁধারে ছেয়ে গেছে চারদিক। মেহমানরা আসছেন। আয়োজন চলছে। চলছে মদ্যপানের ধারা। প্রধান অতিথি উইন্ডসর এখনও আসেননি। খলীল ও তার সঙ্গীর ডিউটি হলরুমের দরজায়।

কিছুক্ষণ পর উইন্ডসর এসে পৌঁছল। হলরুমের দরজা পর্যন্ত এসেই সে থমকে দাঁড়াল। গভীর দৃষ্টিতে তাকাল প্রহরীদ্বয়ের প্রতি। তারপর খলীলের চেহারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

'তুমি খলীফার রক্ষীবাহিনীতে কবে ঢুকেছ?' উইন্ডসর খলীলকে জিজ্ঞেস করল। তার কণ্ঠে গাম্ভীর্য।

'এখানে আসার পরই আমাকে রক্ষীবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে' – খলীল জবাব দিল – 'তার আগে আমি দামেশ্‌কের সেনাবাহিনীতে ছিলাম।'

'তুমি কি মিসর গিয়েছিলে?' উইন্ডসর জিজ্ঞেস করল।

'না।' খলীল জবাব দিল।

উইন্ডসর খলীলকে অপর প্রহরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল– 'একে তুমি কখন থেকে জান?'

'আমরা দুজন দামেশ্‌কের বাহিনীতে একসঙ্গে ছিলাম' – খলীল জবাব দিল– 'আমরা উভয়ে উভয়কে ভালোভাবেই জানি।'

'আর আমিও সম্ভবত তোমাদের দুজনকেই ভালোভাবে চিনি' – উইন্ডসর মুচকি হেসে বলল – 'একটু আমার সঙ্গে এস।'

উইন্ডসর খলীল ও তার সঙ্গীকে প্রহরা থেকে সরিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। লোকটা অত্যন্ত ঘাঘু ও বিচক্ষণ গোয়েন্দা। এখানে এসে পৌঁছেই গোপনে-গোপনে দেহরক্ষীদের বিশ্বস্ততা যাচাই-বাছাই শুরু করে দিল। খলীলকে দেখামাত্র তার কিছু একটা মনে পড়ে গেল। তার মনে সন্দেহ জেগে উঠল। পরক্ষণে খলীলের সঙ্গীকে দেখার পর তার সন্দেহ পোক্ত হয়ে গেল।

উইন্ডসের সন্দেহ অমূলক নয়। খলীল ও তার সঙ্গী তিন-চার বছর যাবত সুলতান আইউবির গোয়েন্দা বিভাগে একসঙ্গে কাজ করেছিল।

www.pathagar.com

উইন্ডসর খলীল ও তার সঙ্গীকে নিজকক্ষে নিয়ে গেল। এই ভবনেরই বড় রুমের সামান্য দূরের রুমটিই উইন্ডসরের কক্ষ। কক্ষে প্রবেশ করে সে রাতের আলোতে তাদের পুনরায় গভীরভাবে পরখ করে দেখল।

'আমাকে যদি প্রমাণ দিতে পার যে, তোমরা এখানকার অনুগত এবং সালাহুদ্দীন আইউবি তোমাদের দুশমন, তা হলে আমি তোমাদের শুধু ছেড়েই দেব না; বরং এমন পদে চাকুরি দেব যে, তোমাদের ভাগ্য বদলে যাবে' – উইন্ডসর বলল – 'কিন্তু মিথ্যা বললে পরে অনুতাপ করতে হবে।'

'আমরা এখানকারই অনুগত স্যার।' খলীল জবাব দিল।

'তোমরা আনুগত্য কখন থেকে পরিবর্তন করেছ?' – উইন্ডসর জিজ্ঞেস করল – 'এবং কেন করেছ?'

'আল্লাহ ও রাসূলের পরই খলীফার মর্যাদা' – খলীল বলল – 'সালাহুদ্দীন আইউবির কোনো মর্যাদা নেই। তিনি খলীফা নন।'

'মিসর থেকে কবে এসেছ?' – উইন্ডসর জিজ্ঞেস করল এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল – 'তোমরা বোধ হয় আমাকে চেন না। আমি তোমাদেরই মতো একজন গুপ্তচর। আমি যাকে একবার দেখি, তার নাম ভুলে যেতে পারি; কিন্তু চেহারা ভুলি না। আলী বিন সুফিয়ান কোথায়? মিসরে, না দামেশ্‌কে?'

'আপনি কার কথা বলছেন? আমরা তো এই নামের কাউকে চিনি না' – খলীলের সঙ্গী বলল – 'আমরা সাধারণ সিপাইমাত্র।'

উইন্ডসর বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একজন চাকরকে ডাক দিল। চাকর এলে একটা মেয়ের নাম উল্লেখ করে তাকে ডেকে আনতে বলল।

মেয়েটা পাশেরই একটা কক্ষে ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অতিশয় রূপসী একটা মেয়ে এসে কক্ষে প্রবেশ করল। খলীল জানে, এই মেয়েটা খ্রিস্টান। তার সঙ্গে সেই নর্তকীও এল, যাকে দেখলে খলীলের হুমায়রার কথা মনে পড়ে যায়।

উইন্ডসর খ্রিস্টান মেয়েটার সঙ্গে আরবিতে কথা বলল। তাকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, বাইজীটাকে সঙ্গে এনেছ কেন?

মেয়েটা জবাব দিল– 'না, মানে ও প্রস্তুত হয়ে আমার কক্ষে এসে গিয়েছিল আর আমিও প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এর মধ্যে আপনার ডাক পেয়ে মনে করলাম, ভোজসভায় আপনার সঙ্গে যেতে হবে তাই ডাকছেন। তাই একেও সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।'

'ঠিক আছে; অসুবিধা নেই' – উইন্ডসর বলল – 'এসেছে যখন তামাশা দেখতে পাবে।'

উইন্ডসর খ্রিস্টান মেয়েটাকে বলল– 'আমি তোমাকে অন্য একটা কাজের জন্য ডেকেছি' – সে প্রহরীদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে মেয়েটাকে বলল – 'এদের প্রতি ভালোভাবে তাকাও; দেখো তো কিছু মনে পড়ে কিনা?'

www.pathagar.com

মেয়েটা খলীল ও তার সঙ্গীর প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করল। মাথা তুলে আবার দুজনের মুখাবয়বে চোখ বোলাল। এবার তার ঠোঁটে মুচকি হাসির আভা ফুটে উঠল। খলীল ও তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের জ্ঞান ফিরেছিল কখন?'

খলীল ও তার সঙ্গী পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মেয়েটার পানে দৃষ্টিপাত করল। খলীল উপস্থিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষ। সে বুঝে ফেলল, এরা আমাদের চিনে ফেলেছে। কীভাবে বাঁচা যায় পন্থা খুঁজতে শুরু করল। এরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয় হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে।

মুহূর্তের মধ্যে হাবা বনে গেল খলীল, যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। বলল, 'আমাদের বুঝে আসছে না, আপনারা পাহারাদারি থেকে সরিয়ে এনে আমাদের সঙ্গে কেন মশকারা করছেন। কমান্ডার দেখে ফেললে তো আমাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

'তোমরা প্রহরী নও' – উইন্ডসর বলল – 'তোমাদের দুজনকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রাখার চেয়ে বরং ভালো ওখানে কেউ না দাঁড়াক। ওখানে তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।'

উইন্ডসর খলীলের কাঁধে হাত রেখে বলল– 'এখানে এসে বেশ-ভূষা পরিবর্তন করে নিলে না কেন? সালাহুদ্দীন আইউবি ও আলী বিন সুফিয়ান চরবৃত্তিতে দক্ষ বটে; কিন্তু আমরাও আনাড়ি নই। নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দিও না। ভালোয়-ভালোয় বলে ফেলো, আমরা মিসর-থেকে-আসা গুপ্তচর। তোমাদের সঙ্গে আমার ও এই মেয়েটির সাক্ষাৎ আগেও হয়েছিল। তোমরা আমাকে চিনতে পারনি। কারণ, আমি তখন ছদ্মবেশে ছিলাম। কিন্তু আমি তোমাদের চিনে ফেলেছি। কেননা, এখনও তোমরা সেই বেশেই আছ, যে বেশে আড়াই বছর আগে ওখানে ছিলে। একটু চিন্তা করো; স্মরণ এসে যাবে। তোমরা দুজন মিসরের উত্তরে একটা কাফেলায় ঢুকে গিয়েছিলে। কাফেলার উপর তোমাদের সন্দেহ ছিল। সেই কাফেলার সঙ্গে তোমরা একটা রাতও কাটিয়েছিলে। কিন্তু তোমাদের দুর্ভাগ্য, যখন তোমরা চোখ খুললে, তখন মরুভূমিতে সংজ্ঞাহীন পড়ে ছিলে। কাফেলা ততক্ষণে বহুদূরে চলে গিয়েছিল।'

উইন্ডসর খলীল ও তার সঙ্গীকে পরিচয়ের সূত্রটা স্মরণ করিয়ে দিল।

◆◆◆

আড়াই থেকে তিন বছর আগের কথা। খলীল ও তার সঙ্গী তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল। সুদানিরা সুলতান আইউবির হাতে পরাজয়বরণ করেছিল ঠিক; কিন্তু খ্রিস্টানদের সহযোগিতায় তারা মিসর আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়ে পড়েছিল। মিসরের অভ্যন্তরে খ্রিস্টান গুপ্তচর ও নাশকতাকারীরা তৎপর। তাদেরই খুঁজে বের করতে আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগ কাজ করছিল। সীমান্তে টহলবাহিনী নিয়োজিত ছিল। মিসরের গোয়েন্দারা পথচারী ইত্যাদির বেশে সীমান্ত এলাকাগুলোতে ঘোরাফেরা করছিল।

www.pathagar.com

একদিন খলীল ও তার এই সঙ্গী মিসরের উত্তরাঞ্চলীয় এক এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। দুজনই উটের উপর সওয়ার। দীনহীন মরু মুসাফিরের বেশ তাদের। এমন সময়ে তারা একটা কাফেলা দেখতে পেল, যাতে অনেকগুলো উট ও দুটা ঘোড়া ছিল। কাফেলায় যুবক-বৃদ্ধ-নারী-শিশু সব বয়সের লোকই ছিল।

খলীল ও তার সঙ্গী গোয়েন্দা। তারা কাফেলা থামিয়ে তদন্ত করতে পারে না। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা গমনাগমনকারী কাফেলার প্রতি নজর রাখবে এবং সামান্যতম সন্দেহ হলে নিকটবর্তী চৌকিতে সংবাদ দেবে। বাহিনী সামরিক শক্তির বলে এ-কাজ আঞ্জাম দেবে। এত বিপুলসংখ্যক লোকের কাফেলার গতিরোধ করে অনুসন্ধান চালানো দুজন গোয়েন্দার পক্ষে সম্ভব নয়।

খলীল ও তার সঙ্গী কাফেলার সঙ্গে গিয়ে ভিড়ে গেল। পরিচয় দিল, আমরা মুসাফির এবং সামনে যাব। কাফেলার লোকেরা খলীল ও তার সঙ্গীকে তাদের দলে নিয়ে নিল।

খলীল ও তার সঙ্গী গল্প-গুজব ও কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জানার চেষ্টা করল, কাফেলা কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় যাচ্ছে। সামনের সীমান্ত চৌকিটা কোথায়, তা তাদের জানা আছে। কিন্তু তারা দেখতে পেল, কাফেলা সেই পথ এড়িয়ে এমন এক পথ ধরেছে, যে-পথে কোনো চৌকি নেই। অঞ্চলটাই এমন যে, সেনাচৌকি এড়িয়ে পথচলা সম্ভব। কাফেলার উটপালের পিঠে যে মালামাল বোঝাই করা আছে, তাও সন্দেহজনক মনে হলো। এই বিশাল-বিশাল মটকা ও প্যাঁচিয়ে-রাখা-তাঁবুর মধ্যে কী আছে কে জানে। মালামালও অনেক।

খলীল ও তার সঙ্গী মরু-যাযাবর সেজে তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করছে। কাফেলায় চারটা যুবতী মেয়েও আছে। পোশাক-পরিচ্ছদে তারা যাযাবরই নয় – রীতিমত বেদুঈনের মতো। মাথার চুলের ধরণ-কাটিংও প্রমাণ করছে, সভ্যতা-ভদ্রতার ছোঁয়া তাদের গা স্পর্শ করেনি। কিন্তু তাদের মুখাবয়ব, চোখের চাহনি ও শারীরিক গঠন-আকৃতি প্রমাণ করছে, আসলে ব্যাপার অন্যকিছু এবং এটা তাদের ছদ্মবেশ।

কাফেলায় একজন বৃদ্ধ লোক আছে। তার গায়ের রং গৌর। মুখে বসন্তের দাগ। কিন্তু দাঁত বলছে, তার বয়স এত বেশি নয়, যতটা চেহারায় মনে হচ্ছে।

বৃদ্ধ খলীল ও তার সঙ্গীকে নিজের সঙ্গে নিয়ে নিল এবং অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, তোমরা কোথা থেকে এসেছ এবং কোথায় যাচ্ছ?

খলীল নিজের আসল পরিচয় না দিয়ে উলটো জানতে চাচ্ছে, কাফেলা কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাচ্ছে এবং এই মালপত্রগুলো কী?

বৃদ্ধ এত হৃদয়গ্রাহী ও মজার-মজার কথা বলতে শুরু করল যে, খলীল ও তার সঙ্গী তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পেল না।

www.pathagar.com

চলতে-চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তারপর গভীর রাত। কাফেলা এগোতে থাকল। খলীল বৃদ্ধকে কাফেলার গতিপথ পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়ে বলল, এই পথে চলুন; তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছা যাবে। সে চেষ্টা করছে কাফেলাটা সেনাচৌকির নিকট দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। খলীল স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কাফেলা সেনাচৌকি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে।

খলীলের সন্দেহ পাকাপোক্ত হতে চলেছে। আরও একটু সামনে অগ্রসর হওয়ার পর ছাউনি স্থাপনের উপযোগী জায়গা পাওয়া গেল। কাফেলা থেমে গেল এবং রাতযাপনের জন্য তাঁবু খাটাল।

খলীল ও তার সঙ্গী কাফেলা থেকে খানিক দূরে সরে গিয়ে একস্থানে বসে পরামর্শ করল কী করা যায়। দুটি পন্থা অবলম্বন করা যায়। প্রথমত, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে কাফেলার মালপত্রের তল্লাশ নেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, দুজনের একজন চুপিচুপি এখান থেকে বেরিয়ে যাবে এবং নিকটবর্তী চৌকিতে গিয়ে সংবাদ দেবে। কিন্তু দ্বিতীয় পন্থায় আশঙ্কা আছে। তাতে কাফেলার লোকদের মনে সন্দেহ জাগবে এবং অপরজনকে হত্যা কিংবা অপহরণ করে দ্রুতগতিতে স্থান ত্যাগ করে কেটে পড়বে।

তারা না ঘুমিয়ে জাগ্রত থাকার সিদ্ধান্ত নিল। কাফেলার লোকেরা আহরাদি সেরে শুয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে কাফেলার দুটা মেয়ে চুপিচুপি তাদের কাছে এমনভাবে চলে এল, যেন তারা সঙ্গীদের ফাঁকি দিয়ে এসেছে। তারা এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। তারা খলীল ও তার সঙ্গীকে বলল– 'আমরা যদি তোমাদের একটি রহস্য জানিয়ে দিই, তা হলে কি তোমরা আমাদের সাহায্য করবে?'

'রহস্য' শব্দটা সুলতান আইউবির গুপ্তচরদের চমকে দিল। তাদের কাজই তো রহস্য উদ্‌ঘাটন করা। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো এবং বিশেষ করে এই কাফেলায় যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যই তো রহস্য জানা।

মেয়েরা বলল– 'কাফেলার লোকগুলো অপহরণকারী। আমরা যে চারটা মেয়ে আছি, আমাদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোথায় নিচ্ছে, আমরা জানি না।'

মেয়েরা আরও বলল– 'আমরা মুসলমান এবং এদের থেকে মুক্ত হতে চাই।'

কথায়-কথায় একমেয়ে খলীলকে একধারে সরিয়ে নিয়ে গেল। মেয়েটার কথাবার্তায় সরলতাও আছে, আকর্ষণও আছে। সে খলীলকে বলল– 'তুমি যদি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও, তা হলে আমি তোমাকে বিয়ে করব এবং সারা জীবন তোমার সেবা করব।'

মেয়েটা আরও এমন কিছু কথা বলল, যার ফলে খলীল তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ল। মেয়েটা খলীলের প্রতি তার ভালবাসা ও নিজের অসহায়ত্বের কথা এমনভাবে ব্যক্ত করল যে, খলীল তার ও অন্যান্য মেয়েদের কীভাবে মুক্ত করা যায় ভাবতে শুরু করল।

www.pathagar.com

অপর মেয়ে খলীলের সহকর্মীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাদা বসে আছে এবং এ-ধারায়ই কথা বলছে। একজন নারীর স্রেফ নারী হওয়াই একটা শক্তি। সেই নারী যখন হয় রূপসী-যুবতী ও বিপন্না, তখন একজন পুরুষ না গলে পারে না। সেই অবস্থায়ই হয়েছে খলীল ও তার সঙ্গীর। দুজনই যৌবনদীপ্ত যুবক। তা ছাড়া একজন নারী – সে যে-ই হোক – বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা তাদের সামরিক নীতিরও অংশ।

মেয়েরা আলাদাভাবে দুই মিসরি গুপ্তচরকে খুশি করতে অত্যন্ত সুস্বাদু কী যেন একটা বস্তু খেতে দিল। একমেয়ে উঠে পা টিপে-টিপে তাঁবুতে গিয়ে ক্ষুদ্র একটা মশক হাতে নিয়ে ফিরে এল। মশক থেকে শরবত ধরনের পানীয় ঢেলে দুজনকে খাওয়াল। অত্যন্ত সুস্বাদু শরবত। খলীল ও তার সঙ্গী তৃপ্তিসহকারে তা পান করল।

অল্পক্ষণ পরই দুজনের চোখের পাতা বুজে এল। তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন যখন তাদের চোখ খুলল, তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবি-ডুবি করছে। তারা সারা রাত ও সারাটা দিন ঘুমিয়ে থাকল। মরুভূমির বালুকাময় প্রান্তরের ঝলসানো রোদও তাদের জাগাতে পারেনি। সন্ধ্যাবেলা যখন তারা চোখ মেলে তাকাল, তখন কাফেলাও নেই, তাদের উটও নেই। আর তারাও সেই জায়গায় নেই, যেখানে ঘুমিয়েছিল। এ অন্য একটা জায়গা, যার আশপাশে মাটি ও বালির টিলা।

খলীল ও তার সঙ্গী ধড়মড় করে উঠে একটা উঁচু টিলার উপর চড়ে এদিক-ওদিক তাকাল। তারা চারদিকে সারি-সারি টিলার চূড়া আর দূরদিগন্তে মরুভূমির বালু ছাড়া আর কিছুই দেখছে না।

◆◆◆

'সেই বৃদ্ধ লোকটি আমি ছিলাম, সফরে তুমি যার সঙ্গে কথা বলেছিলে' – রেমন্ডের গোয়েন্দা-কমান্ডার বলল – 'আমি তোমার কথাবার্তায় বুঝে ফেলেছিলাম, তুমি গোয়েন্দা এবং জানতে চাচ্ছ আমরা কারা এবং কোথায় যাচ্ছি।'

'না, সেই লোকটি তুমি নও' – খলীল বলল – 'সে তো বৃদ্ধ ছিল।'

'ওটা ছিল আমার ছদ্মবেশ' – উইন্ডসর বলল – 'যা হোক আমি খুশি হলাম যে, তুমি মেনে নিয়েছ, তোমরা গুপ্তচর ছিলে এবং এখনও তা-ই আছ। আরও শোনো, যে-দুটি মেয়ে তোমাদের অজ্ঞান করেছিল, এ হলো তাদের একজন।'

'এখন আমরা গুপ্তচর নই' – খলীল বলল – 'আমরা এখন খলীফার অনুগত সৈনিক।'

'তুমি মিথ্যা বলছ' – উইন্ডসর বলল – 'আমি সব সময় আলী বিন সুফিয়ানের প্রশংসা করে থাকি। কিন্তু তোমাদের প্রশিক্ষণ অসম্পূর্ণ। তোমরা এখনও পরিচয় গোপন করা ও গঠন-আকৃতি পরিবর্তন করা শেখনি।

www.pathagar.com

উইন্ডসর খলীল ও তার সঙ্গীকে জানাল– 'আমরা সামরিক সরঞ্জাম ও প্রচুর নগদ অর্থ নিয়ে সিরিয়া যাচ্ছিলাম। কাফেলার যাযাবরবেশী লোকগুলো ছিল সামরিক উপদেষ্টা। তারা ছিল খ্রিস্টান। সুদান যাচ্ছিল। তারাই সুদানি ফৌজ গঠন করেছিল এবং সালাহুদ্দীন আইউবির ভাই তকিউদ্দীনকে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল যে, সে অর্ধেক ফৌজ সুদান ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সালাহুদ্দীন আইউবি যদি বিচক্ষণতার পরিচয় না দিতেন, তা হলে তকিউদ্দীনের অবশিষ্ট ফৌজও সুদান থেকে বেরিয়ে যেতে পারত না। ওই মেয়েগুলোও সেই যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।'

উইন্ডসর আরও জানাল, সেদিন মিসরের উত্তরাঞ্চলে যখন খলীলদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেদিন ছাউনিতে অবস্থান করার সময় তাদের একজন লোকও ঘুমায়নি। তাদের আলাপচারিতা ও নারীদেহের ফাঁদে ফেলে অজ্ঞান করার জন্য মেয়েদুটোকে পাঠানো হয়েছিল। তাদের কৌশল সফল হয়েছে এবং খলীল ও তার সঙ্গীকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে কাফেলা রওনা হয়ে গেছে।

ঘটনাটা খলীলের ভালোভাবেই মনে আছে এবং অন্তরে কাঁটার মতো বিদ্ধ হয়ে আছে। এমন একটা ভয়ংকর গোয়েন্দাদলের কাফেলা তার হাত থেকে ছুটে গেল! তার গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাসে এমন ঘটনা দ্বিতীয় আরেকটা ঘটেনি। খলীল তার হেডকোয়ার্টারে এ-ঘটনার রিপোর্টই করেনি। কারণ, প্রতিপক্ষের গোয়েন্দারা তাকে ধোঁকা দিয়ে কাবু করে ফেলেছিল। এটা তার ও তার সঙ্গীর এমন একটা অপমান ও পরাজয়, যা কাউকে বলা যায় না।

এখন সেই কাফেলার একজন পুরুষ ও একটা মেয়ে তার সামনে দণ্ডায়মান। খলীল ও তার সঙ্গী তাদের কয়েদি। তবে খলীল অস্ত্রত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। হয়ত তাকে এখান থেকে পালাতে হবে কিংবা জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হবে।

'তোমরা আমার একটা প্রস্তাব মেনে নাও' – উইন্ডসর বলল – 'আমি তোমাদের উপর এমন অনুগ্রহ করব, যেমনটি পূর্বে কখনও কারও উপর করিনি। তোমরা উভয়ে আমার দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। বেতন-ভাতা যা চাইবে, তা-ই দেব। বললে দামেশ্‌কে পাঠিয়ে দেব। যদি কায়রো পাঠাতে বল, তাতেও আপত্তি করব না। সেখানে গিয়ে তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবির লোক হয়ে থাকবে; কিন্তু কাজ করবে আমাদের। তোমাদের দায়িত্ব হবে, ওখানে আমাদের যেসব গোয়েন্দা কাজ করছে, তাদের সাহায্য করা। ধরা পড়ার উপক্রম হলে তোমরা সময়ের আগে তাদের সতর্ক করে ঠিকানা থেকে সরিয়ে দেবে।'

উইন্ডসর বলে যাচ্ছে আর খলীল ও তার সঙ্গী চুপচাপ শুনছে। তার ধারণা ছিল, এরা তার প্রস্তাব মেনে নেবে। বলল, 'তবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নেওয়ার আগে একটি কাজ করতে হবে। তা হলো, এখানে তোমাদের যত গোয়েন্দা আছে, তাদের ধরিয়ে দেবে এবং বলে দেবে, তারা কে কোথায় আছে।'

'আপনার প্রস্তাবে আমার কোনো আগ্রহ নেই' – খলীল বলল – 'আর এখানে কারও গোয়েন্দা আছে কিনা, তাও আমার জানা নেই।'

www.pathagar.com

'তোমরা সম্ভবত বুঝতে পারছ না, আমি তোমাদের কী দশা ঘটাব' – উইন্ডসর বলল – 'তোমরা যদি এই আশা করে থাক যে, আমি হুট করে তোমাদের খুন করে ফেলব, তা হলে তোমাদের সেই বাসনা পূরণ হবে না। যে-জাহান্নামে আমি তোমাদের নিক্ষেপ করব, সেখান থেকে অত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে না।'

উইন্ডসর মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলল– 'তোমরা কি আশা কর যে, আমি মেনে নেব তোমরা গোয়েন্দা নও? তোমরা কি ভাবছ, আমি এখনও দ্বিধার মধ্যে আছি। তোমাদের অত জ্ঞান নেই যে, তোমরা আমাকে ধোঁকা দিতে পারবে। তা-ই যদি হতো, তা হলে দুটি মেয়ের হাতে তোমরা বোকা সাজতে না। তারা তাদের যৌবন ও রূপের জালে তোমাদের আটকে ফেলেছিল।'

'শোনো আমার খ্রিস্টান বন্ধু' – কণ্ঠস্বর দৃঢ় ও কঠিন রূপ ধারণ করল খলীলের – 'আমরা দুজন গোয়েন্দা বটে। তবে এই ধারণা ভুল যে, আমি কিংবা আমার এই বন্ধু সেদিন তোমার মেয়েদের রূপের ফাঁদে ফেঁসে গিয়েছিলাম। আমি পাথর। কিন্তু আমার মধ্যে একটা দুর্বলতা আছে। বেশ কবছর আগে পনেরো-ষোলো বছর বয়সের একটা মেয়ে আমার চোখের সামনে বিক্রি হয়েছিল। আমি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম। একজনের হাত থেকে তরবারি ছিনিয়ে নিয়েছিলাম। একজনকে জখমও করেছিলাম। তারা ছিল তিনজন আর আমি একা। তারা আমাকে কাবু করে ফেলেছিল। সেদিন যদি আমি সংজ্ঞা না হারাতাম, তা হলে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারতাম। তারা মেয়েটাকে নিয়ে গেল। মানুষ আমাকে অচেতন অবস্থায় তুলে আমার ঘরে পৌঁছেয়ে দিল।

'তোমার বাড়ি কোথায়?' উইন্ডসরই জিজ্ঞেস করল।

'আমি কিছুই গোপন করব না। দামেশ্‌কের সন্নিকটে একটা গ্রাম আছে। আমি সেখানকার বাসিন্দা। আর আমার এই বন্ধুর বাড়ি বাগদাদ। এসব কথা এত খোলামেলাভাবে আমি তোমার ভয়ে বলছি না। তুমি আমাকে এত সহজে পাকড়াও করতে পারবে না। সাহস থাকে তো আমার হাত থেকে বর্শাগুলো কেড়ে নাও। তুমি যে নরকের কথা উল্লেখ করেছ, সেখানে নিক্ষিপ্ত হলে আমার লাশ নিক্ষিপ্ত হবে।'

খলীলের বক্তব্য শুনে উইন্ডসর অবজ্ঞার হাসি হাসল। পার্শ্ব থেকে খ্রিস্টান মেয়েটাও হেসে বলল– 'এই আত্মবিশ্বাসই তোমাদের জীবনের অবসান ঘটাবে।'

নতুন নর্তকী খলীলের মুখপানে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'আমি বলছিলাম, আমি ওই মেয়েটাকে রক্ষা করতে পারিনি। তার স্মৃতি কাঁটা হয়ে আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়ে আছে। সেই রাতে যখন আমরা দুজন তোমাদের কাফেলার সঙ্গে ছিলাম, তখন তোমার মেয়েদুটো আমাকে বলেছিল, তাদের অপহরণ করে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তখন আমার

www.pathagar.com

চোখের সামনে সেই মেয়েটির মুখাবয়ব ভেসে উঠেছিল, আমি যাকে রক্ষা করতে পারিনি। আমি তোমার মেয়েদুটোর চেহারায় সেই মেয়েটির নিষ্পাপ মুখাবয়ব দেখতে পেয়েছি। আমার হৃদয়ে বিদ্ধ-হয়ে-থাকা-কাঁটা আমার বিবেকের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছিল। তখন যদি আমার সেই মেয়েটির কথা মনে না পড়ত, তা হলে তোমার মেয়েরা কিছুতেই আমাকে বোকা ঠাওরাতে পারত না।'

নতুন নর্তকীর দেহটা সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। একটু পিছনে সরে গিয়ে সে পালঙ্কের উপর ধপাস্ করে বসে পড়ল। তার চেহারাটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

'আর এখন তো মৃত্যুও আমাকে বোকা বানাতে পারবে না' – খলীল বলল – 'তোমার কোনো প্রলোভনই আমাকে আমার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হবে না।'

ভোজসভার হলরুমে আগত মেহমানরা উইন্ডসরের অপেক্ষা করছে। তাদের অধীর অপেক্ষা নতুন নর্তকীর জন্য। হলরুমের দরজার বাইরে যে-দুজন সান্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল, তারা এখন কোথায় সে-খবর কেউ জানে না।

বর্শা ও তরবারি এখনও খলীল ও তার সঙ্গীর হাতেই আছে। উইন্ডসর যখন দেখলেন, আসামীরা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা ঈমান ও কর্তব্যবোধে অটল, তখন সে বলল– 'ঠিক আছে, তোমাদের অস্ত্রগুলো আমার হাতে দিয়ে দাও।'

খলীল ও তার বন্ধু তাও স্পষ্টভাবে অস্বীকার করল। উইন্ডসর জোরপূর্বক অস্ত্রগুলো ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সম্ভবত সে তার দেহরক্ষীদের ডাকতে যাচ্ছিল। খলীল দ্রুত ছুটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল এবং বর্শার আগাটা উইন্ডসরের দিকে তাক করে কঠোর ভাষায় বলে উঠল– 'যেখানে আছ, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো; একচুলও নড়বে না বলে দিলাম।'

খলীল আরও সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে বর্শার আগাটা উইন্ডসরের ধমনির উপর স্থাপন করল। খলীলের সঙ্গীও তৎপর হয়ে উঠল। সেও তার বর্শার আগা উইন্ডসরের ধমনিতে স্থাপন করল।

উইন্ডসরের ডেকে-আনা-মেয়েটা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পিছনে সরতে-সরতে দেওয়ালের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল। খলীল ও তার সঙ্গী তাদের ওখানেই কাবু করে ফেলল। খলীল নতুন নর্তকীকে উদ্দেশ করে বলল– 'তুমিও ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাও। চিৎকার করলে শেষ করে ফেলব।'

'তুমি যদি খলীল হয়ে থাক, তা হলে আমি হুমায়রা' – নতুন নর্তকী বলল – 'আমি তোমাকে প্রথম দিনই চিনেছিলাম। আর তুমি আমাকে চিনতে চেষ্টা করছিলে।'

খানিক আগে খলীল তার নাম ব্যতীত আর সব লক্ষণই বলে দিয়েছিল। হুমায়রা এখানে এসে অবধি খলীলকে অবলোকন করছিল। কিন্তু খলীলের মতো সে-ও সন্দেহে নিপতিত ছিল। সেও ভাবছিল, মানুষে-মানুষে চেহারায় মিল থাকে, আমার ধারণা সঠিক নাও হতে পারে।

www.pathagar.com

'তুমিও কি গুপ্তচর?' – খলীল জিজ্ঞেস করল।

'না' – হুমায়রা উত্তর দিল – 'আমি শুধু নর্তকী। আমাকে সন্দেহ করো না খলীল। আমি তোমার সঙ্গে আছি এবং তোমারই সঙ্গে থাকব। যদি জীবন দিতে হয় তোমারই সঙ্গে দেব।'

◆◆◆

ক্ষমতাচ্যুত খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ভোজসভায় এসে পৌছান। এসে উপস্থিত হন তার সকল আমির-উজির ও আমন্ত্রিত অতিথিগণও। উপদেষ্টা হিসেবে আগত খ্রিস্টান সেনা-অফিসারগণও আছেন মেহমানদের মাঝে। তাদের চলন-বলনের ধরন রাজা-বাদশার মতো। তাদের একজন রেমন্ডের সামরিক প্রতিনিধি। তারা সকলে উইন্ডসরকে তালাশ করছে। উইন্ডসর এখনও এসে পৌছায়নি। এখানকার সকল খ্রিস্টান মেয়ে হলে এসে পৌছেছে। আসেনি শুধু একজন। নর্তকীরাও সবাই এসেছে। আসেনি কেবল নতুনজন। আস-সালিহ এসে পৌছানোর পর সকলের অস্থিরতা বেড়ে গেছে। আর বিলম্ব সইছে না কারও। এক চাকরকে বলা হলো, তুমি উইন্ডসর ও মেয়ে দুজনকে গিয়ে বলো, সবাই এসে গেছেন; সবাই আপনাদের অপেক্ষা করছেন।

'চলো, হাত-পা বেঁধে এদেরকে এখানেই ফেলে রেখে আমরা পালিয়ে যাই।' খলীলের বন্ধু বলল।

'তুমি কি একটা বিষাক্ত সাপকে জীবিত রাখতে চাও?' বলেই খলীল পূর্ব থেকে উইন্ডসরের ধমনি স্পর্শ করে রাখা বর্শাটা পূর্ণ শক্তিতে সেঁধিয়ে দিল। উইন্ডসরের মাথাটা দেওয়ালের সঙ্গে লাগা ছিল। বর্শার আগা তার ধমনি অতিক্রম করে পেছন দিকে বেরিয়ে গেল। উইন্ডসরের মুখ থেকে সামান্য একটু গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। পরক্ষণেই অনুরূপ একটা গড়গড় শব্দ বেরিয়ে এল খ্রিস্টান গোয়েন্দা মেয়েটার মুখ থেকেও। খলীলের বন্ধুও একই কায়দায় মেয়েটাকেও কাবু করে ফেলল।

তারা বর্শাদুটো টেনে বের করে আনল। উইন্ডসর ও মেয়েটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে থাকল। এবার খলীল ও তার সঙ্গী তাদের হৃদপিণ্ডের উপর বর্শা রেখে উপর থেকে সজোরে চাপ দিল। দুজনই ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খলীল লাশ দুটা পালঙ্কের নিচে ঠেলে দিল।

কক্ষটা উইন্ডসরের। দেওয়ালের সঙ্গে হেঙ্গারে তার চোগাটা ঝুলছিল। মাথা ঢাকার অংশটাও আছে সঙ্গে। হুমায়রা টান দিয়ে চোগাটা নিয়ে পরে ফেলল এবং মাথাটা ঢেকে নিল। নিজের পোশাক খুলে দেহের নিম্নাংশে পুরুষের পোশাক পরিধান করল। পায়ের মোজাজোড়া পরিবর্তন করে ফেলল এবং মুখটা ঢেকে নিল। এখন একনজরে কারও বুঝবার উপায় নেই, সে একজন মহিলা।

খলীল দরজা খুলে বাইরে তাকাল। বারান্দায় চাকর-বাকরদের আসা-যাওয়া ও দৌড়-ঝাঁপ চলছে।

www.pathagar.com

তারা তিনজন বাইরে বেরিয়ে পড়ল। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে একদিকে হাঁটা দিল। মুহূর্তের মধ্যে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

খলীল ও তার সঙ্গীর জানা আছে তাদের কোথায় যেতে হবে। বুযুর্গ আলেমের বেশে তাদের কমান্ডার যেখানে অবস্থান করছেন, সেখানে লুকোবার জায়গাও আছে। ওখান থেকে পালাবার ব্যবস্থাও আছে। এ-সময়ে শহর থেকে বের হওয়া নিরাপদ নয়। সঙ্গে ঘোড়াও নেই। হাল্‌ব থেকে পালিয়ে তাদের দামেশকে পৌঁছতে হবে। খুনের ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর শহরে কী তোলপাড় শুরু হবে সেই আন্দাজও তাদের আছে।

উইন্ডসরের খুনের ঘটনা ফাঁস হতে বেশি বিলম্ব হলো না। একব্যক্তি উইন্ডসরের কক্ষের দরজা খুলেই চিৎকার করে উঠল। পালঙ্কের নিচ থেকে রক্ত বেয়ে-বেয়ে দরজা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রাসাদময় হুলস্থূল শুরু হয়ে গেল। একটা নয় – দুটা লাশ! জখম দুজনের একই ধরনের!

কর্মকর্তারা ছুটে এলেন। সঙ্গে-সঙ্গে প্রহরীদের কথা মনে পড়ে গেল। তাদের উপস্থিতিতে একসঙ্গে দুটি খুন কীভাবে হতে পারে? কর্তব্যরত সান্ত্রীদের তলব করা হলো। কিন্তু দুজনই উধাও। এই ভবনে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। শাসক কিংবা গণ্যমান্য নাগরিক ছাড়া কেউ এখানে ঢুকতে পারে না। তাদেরও চেক করে ঢুকতে দেওয়া হয়। রক্ষীকমান্ডারের উপর বিপদ নেমে এল। এই দুর্ঘটনার জন্য তাকেই জবাবদিহি করতে হবে।

এই হত্যাকাণ্ড কাদের কাজ? পেশাদার ঘাতকদের, নাকি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গুপ্তচরদের? ফেদায়ী ঘাতকদেরও হতে পারে। এই ভাড়াটিয়া ঘাতকরা অর্থের বিনিময়ে যে-কাউকে খুন করতে পারে।

কর্তব্যরত প্রহরীদের খুঁজে না পাওয়ায় সন্দেহ আরও গাঢ় হলো, এটা আইউবিরই কাজ এবং পলাতক প্রহরীরা তারই লোক। গভীর রাত অবধি খলীল ও তার সঙ্গীকে না পেয়ে শহরে তাদের খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেল। নতুন নর্তকী যে নেই, সে-তথ্য ফাঁস হলো অনেক পরে। শহর সীল করে দেওয়া হলো।

খলীল, তার সঙ্গী ও হুমায়রা ঠিকানায় পৌঁছে গেছে। তারা কমান্ডারকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করল। কমান্ডার তাদের লুকিয়ে ফেললেন এবং বলে দিলেন, বাইরের পরিস্থিতি অনুযায়ী তোমাদের জানানো হবে, তোমরা কবে ও কখন এখান থেকে বেরিয়ে পড়বে।

এই কমান্ডারের উপর কারও সন্দেহ জাগবে না। কারণ, মানুষ তাকে একজন বিজ্ঞ আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তি বলেই জানে। যে-দুজন শিষ্যকে তিনি সঙ্গে রেখেছেন, তারাও গোয়েন্দা। হাল্‌বের তথ্যাদি দামেশ্‌কে এরাই পৌঁছিয়ে থাকে। তিনি বাইরের পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে তাদের নির্দেশ দেন।

হুমায়রা কমান্ডারের সম্মুখে খলীলকে তার কাহিনী শোনাল–

'তুমি যখন আমাকে আমার পিতা ও লোক দুজন থেকে রক্ষার জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলে, তখন আমার পিতা তোমার মাথায় কোদাল দ্বারা আঘাত

www.pathagar.com

করেছিলেন। আঘাতের ফলে সঙ্গে-সঙ্গে তুমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলে। তারা তিনজন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে একজন মৌলভী ডেকে আনল। মৌলভী সাহেব আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস না করে বিবাহ পড়িয়ে দিলেন। তারপর তারা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। তারা আমাকে এক রাত দামেশ্‌কে রাখল। তারপর এমন এক এলাকায় নিয়ে গেল, যেখানে খ্রিস্টানদের শাসন চলছে। তারা আমাকে নাচ-গানের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করল। আমি প্রথম-প্রথম অমত পোষণ করি। ফলে আমার উপর এমন নির্যাতন চালানো হলো যে, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। শুরুর দিকে আমাকে উন্নতমানের খাবার দেওয়া হতো এবং একপ্রকার সুস্বাদু শরবত পান করানো হতো, যার ক্রিয়ায় আমি হাসতে ও নাচতে শুরু করতাম।'

তাঁরা নির্যাতনের মুখে এবং নেশার ঘোরে আমাকে নর্তকী বানিয়ে নিল। আমি উঁচুমানের লোকদের ভোগের বস্তুতে পরিণত হলাম। আমাকে জেরুজালেম নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওখানে দুজন লোক আমাকে দেখে আমার মালিককে বলল, মূল্য যা চাইবে, তা-ই দেব, মেয়েটাকে আমাদেরকে দিয়ে যাও। কিন্তু মালিক প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বললেন, আমরা একে গুপ্তচরবৃত্তি ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করে থাকি। আমাকে বেশ কয়েকবার অপহরণ করারও চেষ্টা করা হয়েছে, যা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। এখন আমাকে এক আমিরের ফরমায়েশে হাল্‌বে তলব করা হয়েছে।

হুমায়রা আরও জানাল, প্রথম দিন যখন আমি তোমাকে দেখি, তখন আমি নিশ্চিতই বুঝেছিলাম, তুমি খলীল। কিন্তু পরক্ষণে মনে এই সন্দেহও জাগল যে, মানুষে-মানুষে চেহারায় মিল থাকে। হয়ত তুমি দেখতে খলীলের মতো অন্য কেউ। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি তোমাকে নিরীক্ষা করে দেখতে থাকি। তারপর তো নিশ্চিত হলাম, তুমি খলীল ছাড়া আর কেউ নও।

হুমায়রা আর বলল, আমি নোংরা জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার চেতনা মরে গিয়েছিল। আমি একটা পাথরখণ্ডের মতো এদিক-ওদিক নড়াচড়া করতে থাকি। কিন্তু তোমাকে দেখার পর আমার চেতনা জীবিত হয়ে উঠেছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম না, তুমি খলীল। কিন্তু তোমার গঠন-আকৃতি আমাকে সেই সময়টার কথা স্মরণ করিয়ে দিল, যখন আমার হৃদয়ে তোমার ভালবাসা ছিল এবং আমি তোমার সন্তানের মা হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম, সুযোগমতো একসময় তোমাকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি খলীল? তুমি খলীল প্রমাণিত হলে তোমাকে বলব, চলো আমরা পালিয়ে যাই এবং যাযাবরের জীবন যাপন করি।

হুমায়রা খলীলকে পেয়ে গেছে এবং তার সঙ্গে পালিয়েও এসেছে। কিন্তু তাদের হাল্‌ব থেকে নিরাপদে বের হওয়া; সে তো সহজ কথা নয়!

www.pathagar.com

◆◆◆

খলীফার ভোজসভা ও নাচ-গানের আসর ভণ্ডুল হয়ে গেছে। ওখানে অপেক্ষা চলছিল উইন্ডসরের; কিন্তু পৌঁছল তার লাশ। খ্রিস্টান সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন যে-অফিসার সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হলো রেমন্ডের প্রতিনিধি।

উইন্ডসর অত্যন্ত চৌকস অফিসার ছিল। রেমন্ডের প্রতিনিধি আল-মালিকুস সালিহ্, তার আমিরগণ ও সেনাকমান্ডারদের বকতে শুরু করল। তার সম্মুখে নতশিরে চুপসে আছে সবাই। তাদের অন্তরে সালাহুদ্দীন আইউবির শত্রুতা ও ঘৃণা এত প্রবল যে, তারা খ্রিস্টান অফিসারদের ফেরেশতা মনে করেন। তাদেরই সাহায্য-সহযোগিতায় তারা আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কাজেই তাদের তোষামোদ করা আবশ্যক। রেমন্ডের প্রতিনিধি যা-ই বলছে, তার সামনে তারা মাথানত করছে এবং জ্বি স্যার, জি স্যার করছে। প্রতিনিধি বলল–

'ঘাতকরা রাতারাতি শহর ত্যাগ করতে পারবে না। কাজেই ভোর থেকেই হাল্‌বের প্রতিটি ঘরে অনুসন্ধান চালাও। এলাকার সমস্ত ফৌজকে এ-কাজে লাগিয়ে দাও। মানুষ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার আগেই ফৌজ ঘরে-ঘরে ঢুকে যাক। এখানকার অধিবাসীদের অস্থির করে তুলতে হবে, যাতে তারা নিজেরাই ঘাতকদের আমাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়।'

'তা-ই হবে' – এক মুসলমান আমির বললেন – 'আমরা ফৌজকে এখনই নির্দেশ দিচ্ছি, যেন তারা রাতের আঁধারেই শহরে ছড়িয়ে পড়ে।'

'না; এটা হতে পারে না' – এক মুসলমান কেল্লাদারের কণ্ঠ। তিনি হুংকার ছেড়ে বললেন – 'না; এমনটা হতে পারে না। অনুসন্ধান শুধু সেই ঘরেই নেওয়া হবে, যে-ঘরে ঘাতকরা লুকিয়েছে বলে প্রবল সন্দেহ হবে এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকবে।'

কেল্লাদারের এই হুংকারে উত্তপ্ত মজলিস হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হলরুমে পিনপতন নীরবতা নেমে এল। হঠাৎ চুপসে গেল প্রতাপান্বিত এতগুলো পদস্থ শাসক-কর্মকর্তা। এমন একটি জ্বলন্ত সত্যভাষণ শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ-ই। রেমন্ডের সামরিক প্রতিনিধির নির্দেশকে কোনো মুসলমান এত বীরত্বের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তা সকলেরই কল্পনার অতীত। তারা মাথা উঁচু করে, চোখ বড় করে এবং কপালে ভাঁজ তুলে দেখার চেষ্টা করল, লোকটা কে।

লোকটা হামাতের দুর্গপতি। নাম জুরদিক। ইতিহাসে তার নাম জুরদিকই উল্লেখ করা হয়েছে। পুরো নাম পাওয়া যায় না। ইতিহাস তার সম্পর্কে এটুকুই বলছে যে, লোকটা সালাহুদ্দীন আইউবির বন্ধু ছিলেন। কিন্তু এই ঘটনা পর্যন্ত তিনি আইউবি-বিরোধী শিবিরেরই লোক ছিলেন এবং আল-মালিকুস সালিহ'র অফাদার ছিলেন। তার প্রমাণ, তিনি এই ভোজসভায় শুধু উপস্থিত-ই ছিলেন না;

www.pathagar.com

বরং আইউবি-বিরোধীদের সামরিক কর্মকাণ্ডগুলোতেও হাজির থাকতেন। সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যেসব যুদ্ধপরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছিল, তিনি তাতেও উপস্থিত ছিলেন।

জুরদিক যখন একজন খ্রিস্টানের মুখ থেকে শুনলেন, হাল্‌বের প্রতিটি ঘরে অনুসন্ধান চালানো হবে, তখন তার মধ্যে ইসলামি মর্যাদাবোধ জেগে উঠল। তিনি প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন। বললেন– 'এখানকার প্রতিটি পরিবার মুসলমান। তাদের মধ্যে পর্দানশীল সম্ভ্রান্ত মহিলারাও রয়েছেন। আমি তাদের অবমাননা মেনে নিতে পারি না। সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোতে সৈন্য ঢুকতে পারবে না।'

'উইন্ডসরের ঘাতক এই নগরীরই মানুষ' – এক খ্রিস্টান অফিসার বলল – 'আমরা সকল নাগরিক থেকে এর প্রতিশোধ নেব। উইন্ডসরের মতো একজন সুদক্ষ অফিসার খুন হয়েছে। আমরা কারও ইজ্জত, কারও পর্দার পারোয়া করি না।'

'তোমাদের একজন অফিসার খুন হয়েছে, তাতে আমাদের কিছুই যায়-আসে না।' ক্ষুব্ধ জুরদিক কম্পিত কণ্ঠে বললেন।

'চুপ করো জুরদিক!' – অনভিজ্ঞ বালক সুলতান আদেশের ভঙ্গিতে বললেন – 'এরা এত দূর থেকে আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছেন! এরা আমাদের সম্মানিত মেহমান। তুমি কি মেহমানদারির আদব-কায়দা ভুলে গেছ? নিমকহারামি করো না জুরদিক! যে করেই হোক, খুনীকে আমাদের ধরতেই হবে।'

খলীফার সমর্থনে আরও কয়েকটা কণ্ঠ ভেসে উঠল– 'ঠিক, ঠিক।'

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবির বিরোধী হতে পারি এবং আমি তার বিরোধী-ই' – জুরদিক বললেন – 'কিন্তু আমি আমার স্বজাতির বিরোধী নই। মুহতারাম খলীফা, আপনি যদি জনসাধারণকে বিরক্ত করেন, তা হলে তারা আপনার বিরোধী হয়ে যাবে। আপনি সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে যে রণপ্রস্তুতি নিচ্ছেন, তা দুর্বল হয়ে পড়বে।'

'আমরা জনগণের পরোয়া কখনও করি না' – রেমন্ডের প্রতিনিধি বলল – 'উইন্ডসরের ঘাতকদের আমরা খুঁজে বের করবই। শহরের যেখানেই পালিয়ে থাকুক, তাদের আমরা ধরবই। এই হত্যাকাণ্ড যে সালাহুদ্দীন আইউবি-ই করিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই।'

'দোস্ত!' – জুরদিক বললেন – 'তোমাদের একজন অফিসারের খুন হওয়া উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা নয়। তোমরা সালাহুদ্দীন আইউবিকে খুন করার জন্য কতবার চেষ্টা করেছ! পারনি সে ভিন্ন কথা। আমি একথা বলছি না যে, আইউবিকে খুন করার চেষ্টা করে তোমরা অন্যায় করেছ। দুশমন একে-অপরকে বৈধ-অবৈধ যেকোন পন্থায়ই ঘায়েল করার চেষ্টা করে। তোমাদের উইন্ডসরকে যদি আইউবি-ই খুন করিয়ে থাকেন, তা হলে পার্থক্য শুধু এটুকু যে, তার

www.pathagar.com

হত্যাপ্রচেষ্টায় তোমরা সফল হওনি; কিন্তু তিনি সফল হয়েছেন। তোমরাও তো তার কয়েকজন অফিসারকে খুন করিয়েছ। তারপরও তো তিনি জনসাধারণকে বিরক্ত করেননি।'

সমস্ত মুসলিম আমির ও কর্মকর্তা জুরদিকের বিপক্ষে কথা বলতে শুরু করলেন। তারা খ্রিস্টানদের রুষ্ট করতে রাজী নন। কিন্তু জুরদিক একা-ই সকলের মোকাবেলা করলেন এবং নিজ অভিমতের উপর অটল থাকলেন যে, নগরীর ঘরে-ঘরে নির্বিচারে অনুসন্ধান চালানো যাবে না।

'তাহলে কি আমরা ধরে নেব, তুমিও এই খুনের ঘটনায় জড়িত?' এক খ্রিস্টান উপদেষ্টা বলল – 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবির অনুগত।'

'যদি হাল্‌বের মুসলিম পরিবারগুলোকে অন্যায়ভাবে হয়রানি করা হয়, তা হলে আমি যে-কারও হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারি' – জুরদিক বললেন – 'আর আইউবির বন্ধুও হয়ে যেতে পারি।'

'আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে আছি, আমাদেরই নির্দেশ চলবে।' খ্রিস্টান প্রতিনিধি বলল।

'এখানে তোমরা ভাড়ায় এসেছ' – জুরদিক বললেন – 'এদেশে আমাদেরই শাসন চলবে। আমরা মুসলমান। দুর্ভাগ্যবশত পরিস্থিতি আমাদের আপসে যুদ্ধ করাচ্ছে। মুসলিম-অমুসলিমে কখনও সখ্য হতে পারে না। যদি বল, তোমরা পারিশ্রমিক ছাড়া এসেছ, তা হলে আমি তোমাদের সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি। দুর্গ-অধিপতির পদ থেকেও আমি অব্যাহতি গ্রহণ করছি। আমি তোমাদের সকলকে জানিয়ে দিতে চাই, আমার জাতির একটি নিরপরাধ লোককেও যদি কষ্ট দেওয়া হয়, আমি তার প্রতিশোধ নেব।'

কার যেন ইঙ্গিতে দুজন লোক জুরদিককে বাইরে নিয়ে গেল। তার অনুপস্থিতিতে খ্রিস্টান প্রতিনিধি সভাসদদের উদ্দেশ করে বলল– 'পরিস্থিতি এমন যে, দুর্গ অধিপতিকে ক্ষেপানো যাবে না। লোকটা যেভাবে সাহসিকতার সঙ্গে কথা বলছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, তার দুর্গে যেসব সৈন্য আছে, তারা তার অনুগত। ঘটনা যদি তা-ই হয়, তা হলে পরিস্থিতি ভালো নয়।

আপসে শলা-পরামর্শ করে জুরদিককে ভিতরে ফিরিয়ে নেওয়া হলো। তাকে আশ্বস্ত করা হলো, নিরীহ জনসাধারণকে হয়রানি করা হবে না। কিন্তু ঘাতকদের খুঁজে বের করতেই হবে।

জুরদিক বললেন– 'ঠিক আছে, আমি তিন-চার দিন এখানে অবস্থান করে দেখব, তোমরা কী কর।'

চারদিন পর জুরদিক হাল্‌ব থেকে রওনা হলেন। গন্তব্য তার হামাতের দুর্গ। তার উপস্থিতিতে খুনীদের অনুসন্ধান ও গোয়েন্দা-তৎপরতা চলল। তিনি পরিস্থিতির উপর কড়া দৃষ্টি রাখলেন। তার দাবি অনুযায়ী কারও বাড়ি-ঘরে হানা

www.pathagar.com

দেওয়া হয়নি। তিনি নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছেন। কিন্তু খ্রিস্টানরা তার ব্যাপারে আশ্বস্ত নয়। সঙ্গে দশ-বারোজন রক্ষীসেনা। তিনিসহ সবাই অশ্বারোহী।

জুরদিক এগিয়ে চলছেন। একটু পরপর পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করতে হচ্ছে। দু-তিনটা পাহাড়ি এলাকা অতিক্রম করার পর আরও একটা পাহাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়লেন। পথের দুপাশে উঁচু-নিচু অনেকগুলো টিলা। হঠাৎ কোনো একদিক থেকে একসঙ্গে দুটা তির ছুটে এল তার দিকে। দুটা-ই জুরদিকের ঘোড়ার মাথায় এসে বিদ্ধ হলো। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ঘোড়াটা দিগ্বিদিক ছুটতে শুরু করল। খানিক পর শাঁ করে ধেয়ে এল আরও দুটা তির। এগুলোও বিদ্ধ হলো ঘোড়ার গায়ে।

জুরদিক দক্ষ ঘোড়সওয়ার। তিনি লাফিয়ে ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার রক্ষীসেনারা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গিয়ে তির নিক্ষেপকারীদের খুঁজতে শুরু করল।

এলাকাটা এমন যে, কাউকে গ্রেফতার করা কঠিন ব্যাপার। জুরদিক বুঝে ফেললেন, এরা ভাড়াটিয়া ঘাতক। সাম্প্রতিক ঘটনার প্রেক্ষিতে খ্রিস্টানরা তাকে খুন করতে এদের নিয়োগ করেছে। খ্রিস্টানদের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে, জুরদিক সুলতান আইউবির সমর্থক।

জুরদিক সুদক্ষ যোদ্ধা। তিনি পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে উপরে উঠে এলেন। চারদিকে টিলা আর টিলা। তার রক্ষীসেনারা তিরন্দাজদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'এদিকে আস!' – এক রক্ষী চিৎকার করে বলল – 'জলদি এদিকে আস; ধরে ফেলেছি।'

সবাই ওদিকে ছুটে গেল। তারা তিনজন মানুষকে ঘিরে ফেলল। তিনজনই মুখোশপরিহিত। কিন্তু তাদের নিকট ধনুকও নেই, তূনীরও নেই। শুধু ঘোড়া আছে। তাদের এমন অবস্থায় পাকড়াও করা হয়েছে, যখন তারা ঘোড়ায় আরোহণ করছিল। সবারই মুখমণ্ডল আবৃত। শুধু চোখদুটো খোলা। রক্ষীরা তাদের ধরে জুরদিকের কাছে নিয়ে গেল।

'তোমাদের ধনুক-তূনীর কোথায়?' জুরদিক ধৃতদের জিজ্ঞেস করলেন।

'আমাদের কাছে তরবারি ছাড়া আর কিছুই নেই।' একজন উত্তর দিল।

'শোনো ভাইয়েরা!' – জুরদিক শান্ত কণ্ঠে বললেন – 'তোমাদের চারটা তিরই লক্ষভ্রষ্ট হয়েছে। তোমরা আমাকে খুন করতে ব্যর্থ হয়েছ। এবার ধরাও পড়েছ। কাজেই মিথ্যা বলে লাভ নেই।'

'কিসের তির?' – বিস্ময়ভরা কণ্ঠে একজন বলল – 'আমরা তো কোনো তির ছুড়িনি! আমরা পথচারী। খানিক বিশ্রাম নিতে বসেছিলাম। যখন রওনা হতে উদ্যত হলাম, এরা আমাদের ধরে নিয়ে এল!'

জুরদিক হাসলেন এবং মুখোশপরিহিত উত্তরদানকারী লোকটাকে উদ্দেশ করে বললেন– 'তোমাদের আমি আমার শত্রু মনে করি না। তা-ই যদি হতো, তা

www.pathagar.com

হলে এতক্ষণে তোমাদের সব কটার মস্তক উড়িয়ে দিতাম। আমি জানি, তোমরা ভাড়াটিয়া খুনী। তোমরা শুধু এটুকু স্বীকার করো, আমাকে হত্যা করতে তোমাদের কে পাঠিয়েছে? সত্য বলো; আমি তোমাদের ছেড়ে দেব।' কিন্তু ধৃতদের মুখে একই কথা, এ-ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।

দুজন মুখোশধারী শপথ করে বলল– 'আমরা কোনো তির ছুড়িনি।'

তৃতীয়জন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

'দেখো; অযথা নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দিও না' – জুরদিক বললেন – 'পরের জন্য নিজের জীবনটা নষ্ট করো না। আমি তোমাদের শাস্তি দেব না – এক্ষুনি ছেড়ে দেব।'

'এদের মুখোশগুলো খুলে ফেলো' – জুরদিক তাঁর রক্ষীদের নির্দেশ দিলেন – 'এদের হাত থেকে তরবারিগুলো নিয়ে নাও।'

দুই মুখোশধারী খাপ থেকে তরবারি খুলে হাতে নিল এবং লাফ মেরে পিছনে সরে গেল। তৃতীয়জন তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তার সঙ্গে তরবারি নেই।

জুরদিক অট্টহাসি হেসে বললেন– 'তোমরা কি এতগুলো রক্ষীসেনার মোকাবেলা করতে পারবে? অথচ তোমাদের তিনজনের একজনের হাতে অস্ত্র নেই! আমি তোমাদের পুনরায় সুযোগ দিলাম। তোমাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ কিন্তু আমি এখনও দেইনি।'

রক্ষীরা অস্ত্র তাক করে চারদিক থেকে লোকগুলোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল।

'আর আমি আপনাকে শেষবারের মতো বলছি, আমরা কেউ তির ছুড়িনি।' এক মুখোশধারী বলল।

রক্ষীসেনাদের কমান্ডার ধৃত তিন ব্যক্তির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তার মনে বিশেষ একটা সন্দেহ জাগল। তৃতীয় যে-লোকটির হাতে অস্ত্র নেই, টান মেরে তার মুখোশটা খুলে ফেলল। তার মুখোশহীন উন্মুক্ত মুখাবয়ব দেখে সবাই থ খেয়ে গেল। এ যে একজন রূপসী যুবতী!

জুরদিক বললেন, ওকে আমার কাছে নিয়ে আস।

অপর দুজন হঠাৎ লাফ মেরে পিছনে মোড় ঘুরিয়ে মেয়েটাকে পাকড়াওকারী রক্ষীর বুকে তরবারি তাক করে ধরল।

একজন চিৎকার করে বলে উঠল– 'যতক্ষণ-না তোমরা আমাদেরকে তোমাদের পুরো ঘটনা খুলে বলবে এবং আমাদের ইতিবৃত্ত না শুনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটার গা স্পর্শ করবে না বলে দিচ্ছি। আমরা জানি, তোমাদের হাতে আমাদেরকে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু তোমাদের অন্তত অর্ধেক রক্ষীসেনাকে না মেরে আমরা মরছি না। মেয়েটাকে তোমরা জীবিত নিতে পারবে না।'

জুরদিক ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। তিনি রক্ষীদের পিছনে সরিয়ে দিয়ে মুখোশধারীদের বললেন– 'তোমরা আমার কাছে আর কী কথা শুনতে চাও বলো। কথা তো এটুকুই যে, তোমরা ভাড়াটিয়া খুনী আর এই মেয়েটাকে পুরস্কার হিসেবে লাভ করেছ।'

www.pathagar.com

'তোমরা ভুল করছ' – এক মুখোশধারী বলল – 'খ্রিস্টান অফিসার ও একটা মেয়েকে হত্যা করে আমরা অপরাধ করিনি। পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছি, সে আমাদের দুর্ভাগ্য। তারপরও আমরা আনন্দিত যে, আমরা কর্তব্য পালন করেছি। এই মেয়েটা মুসলমান ও নিপীড়িত। আমরা একে খ্রিস্টানদের পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করে এনেছি। আর যাচ্ছি দামেশ্‌কে।'

'আচ্ছা! উইন্ডসর ও খ্রিস্টান মেয়েটাকে তা হলে তোমরা খুন করেছ!' হঠাৎ চমকে ওঠে জিজ্ঞেস করলেন জুরদিক।

'হ্যাঁ' – এক মুখোশধারী জবাব দিল– 'আমরাই তাদের হত্যা করেছি।'

'আর আমার উপর তোমরা এজন্য তির ছুড়েছ যে, আমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির দুশমন; তাই না?' জুরদিক বললেন।

'দেখুন, আমরা ভালোভাবেই জানি, আপনার নাম জুরদিক এবং আপনি হামাত দুর্গের অধিপতি' – এক মুখোশধারী বলল – 'আমরা এও জানি, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবির শত্রু। কিন্তু আপনাকে হত্যা করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতিশীঘ্র আমরা তোমাদের নিরস্ত্র করব। সকল সৈন্যসহ তোমাদের কয়েদি বানাব। সুলতান আইউবি হাসান ইবনে সাব্বাহ কিংবা শেখ সান্নান নন। তিনি ঘোষণা দিয়ে যুদ্ধ করেন – চোরের মতো কাউকে খুন করান না। উইন্ডসর ও খ্রিস্টান মেয়েটার হত্যাকাণ্ড আমাদের ব্যক্তিগত কাজ। কাজটা আমরা নিরুপায় হয়ে করেছি। পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করেছিল। এতে সুলতান আইউবির কোনো হাত নেই।'

জুরদিকের ঘোড়াটা মৃত পড়ে আছে। তারা সেদিকে তাকাল। দুটা তির ঘোড়াটার কপালে আর দুটা পাঁজরে বিদ্ধ হয়েছে। বলল– 'আপনি সুদক্ষ দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসুন। আমাদের একজনকে তির-ধনুক দিন। আপনি ঘোড়া হাঁকান। অশ্বচালনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন। আমরা যেকোনো একজন ঘোড়ার পিঠে বসে তির ছুড়ব। যদি প্রথম তিরটা লক্ষভ্রষ্ট হয়, তা হলে আমাদের গর্দান উড়িয়ে দেবেন। যে-চারটা তির আপনার বদলে ঘোড়ার গায়ে বিদ্ধ হয়েছে, এগুলো আমরা ছুড়িনি। আমাদের নিশানা কখনও ব্যর্থ যায় না।'

'তোমাকে তো সাধারণ সৈনিক বলে মনে হয় না!' – জুরদিক বললেন – 'তুমি কি সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজের লোক?'

'আর আপনি কে?' – মুখোশধারী জিজ্ঞেস করল – 'আপনি কি আইউবির লোক নন? আপনি কি ইসলামের সৈনিক নন? আপনি কি নিজের পরিচয় ভুলে গেছেন? কেল্লাদারির পদমর্যাদা আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিয়েছে। আপনি আরও উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়েছেন।'

'আপনি ভেঙে-যাওয়া সেই বৃক্ষডালের মতো, যার ভাগ্যে শুকিয়ে পরে টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়া লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।' – অপর মুখোশধারী বলল – 'আপনি এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নন যে, সালাহুদ্দীন আইউবির আপনাকে হত্যা

www.pathagar.com

করাবার গরজ পড়েছে। নিজের কৃতকর্মের সাজা ভোগ করতে আপনার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। আপনি খুন হবেন তো খ্রিস্টানদের হাতেই হবেন।'

'আপনি হাল্‌বে মদ্যপান আর আয়েশ করতে গিয়েছিলেন' – প্রথম মুখোশধারী বলল – 'আপনি এই মেয়েটার নাচ উপভোগ করতে গিয়েছিলেন।'

'আমি মুসলমান' – মেয়েটি বলে উঠল – 'আমাকে খ্রিস্টানদের আসরে-আসরে নাচানো হয়েছে। খ্রিস্টানরা আমার দেহ নিয়ে খেলা করেছে। আপনি কিছুক্ষণের জন্য কল্পনা করুন, আমি আপনার কন্যা। আমি ওখানে মুসলিম মেয়েদের উলঙ্গ শরীরে নাচতে দেখেছি। আপনারা এত আত্মমর্যাদাহীন হয়ে গেছেন যে, আপন বোন-কন্যাদের শ্লীলতাহানিও আপনাদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে পারে না। আমি খ্রিস্টানদের মাঝে সাত-আট বছর কাটিয়ে এসেছি। আমি সেই খ্রিস্টান সম্রাট-শাসকদের সঙ্গেও সময় অতিবাহিত করেছি, যাদের আপনারা বন্ধু বানিয়ে আপনাদের মাতৃভূমিতে ডেকে এনেছেন। আমি তাদের কথাবার্তা শুনেছি। তারা বন্ধুত্বের ফাঁদ পেতে মুসলমানদের আপসে যুদ্ধ করাচ্ছে।'

জুরদিক নীরব-নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে অপলক নেত্রে একনাগাড়ে মেয়েটির মুখপানে তাকিয়ে আছেন। তার রক্ষীরা হতভম্ব যে, এমন প্রতাপশালী ও দুঃসাহসী দুর্গ-অধিপতি কীভাবে এসব বরদাশত করছেন!

গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেছেন জুরদিক। কিছুক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কোমল কণ্ঠে মুখোশধারীদের উদ্দেশ করে বললেন– 'আমি তোমাদের কেল্লায় নিয়ে যেতে চাই।'

'কয়েদি বানিয়ে?' এক মুখোশধারী প্রশ্ন করল।

'না' – সবাইকে অবাক্ করে জুরদিক বললেন – 'মেহমান বানিয়ে। আমার উপর আস্থা রাখো। তরবারিগুলো তোমাদের সঙ্গেই থাকুক।'

সকলে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। জুরদিকের ঘোড়া মারা গেছে। তিনি এক রক্ষীর ঘোড়ায় উঠে বসলেন।

কাফেলা রওনা হয়ে গেল।

◆◆◆

কাফেলা পার্বত্যাঞ্চল ত্যাগ করে সমতল ভূমিতে বেরিয়ে এল বলে। ঠিক এমন সময় তারা একাধিক ধাবমান ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পেল। তারা ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল। দেখল, দুজন অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে হাল্‌বের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের ধনুক-তূনীর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তারা এখান থেকেই পালিয়েছে বলে কাফেলা নিশ্চিত হলো।

'সম্ভবত এরাই আপনার ঘাতক।' বলেই এক মুখোশধারী ঘোড়ার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। অপর মুখোশধারীও তার ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল। উভয়ে হাতে তরবারি তুলে নিল।

www.pathagar.com

পলায়মান ঘোড়াদুটাকে ধাওয়া করছে কাফেলা। দুই মুখোশধারীর ঘোড়ার গতিই সবচেয়ে বেশি। সামনে বালির টিলা ও পার্বত্য এলাকা। পলায়মান আরোহীদ্বয় ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দিল। মুখোশধারী দুজন অভিজ্ঞ অশ্বারোহী। তারাও ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দূরত্ব কমিয়ে ফেলল।

পলায়নকারীরা কাঁধের ধনুক হাতে নিয়ে তাতে তির সংযোজন করল। হঠাৎ ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে মোকাবেলার পজিশনে ধাওয়াকারীদের প্রতি তির ছুড়ল। কিন্তু তাদের আক্রমণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। মুখোশধারী দুজন আরও নিকটে চলে এল। এখন উভয়ই তির ছোড়ার চেষ্টা করছে। একজন এক পলায়নকারীর ঘোড়ার পিছন দিকে তরবারির আঘাত হানল। ঘোড়াটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। অপর পলায়নকারীর উপরও আঘাত করা হলো। তার একটা বাহু কেটে গেল। তার ঘোড়াটাও আহত হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। কাফেলার রক্ষীরা পলায়নকারী অশ্বারোহীদের ধরে ফেলল।

ধৃতদের জুরদিকের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হলো। এবার ঘটনার আসল চেহারা খুলে গেল।

মুখোশধারীরা তাদের আপন-আপন মুখোশ খুলে ফেলে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল, তারা সুলতান আইউবির গুপ্তচর। তাদের একজন খলীল। অপরজন তার সঙ্গী।

পলায়নরত অবস্থায় যে-দু-অশ্বরোহীকে ধরা হলো, তারাও মুসলমান। কিন্তু এখানে এসেছিল তারা জুরদিককে হত্যা করতে। খ্রিস্টানদের নিকট ঈমান-বিক্রি-করা বিভ্রান্ত মুসলমান তারা।

তাদের যে-লোকটার বাহু কেটে গেছে, তাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে খানিক দূরে ফেলে দেওয়া হলো। অপরজনকে বলা হলো, তুমি যদি জীবিত ফিরে যেতে চাও, তা হলে বলো, তোমাদের কে পাঠিয়েছে? অন্যথায় তোমাকেও সঙ্গীর পরিণতি বরণ করতে হবে।

অশ্বরোহী এবার মুখ খুলল–

'পাঠিয়েছে রেমন্ডের সামরিক প্রতিনিধি। তিনি হাল্‌বের ভোজসভায় মুসলিম আমিরদের উপস্থিতিতে বলেছিলেন, অমুক দিন অমুক সময় জুরদিক পার্বত্য এলাকা অতিক্রম করবে। তিনি আমাদের বিপুল অর্থ দিয়েছেন। আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে, তোমরা পাহাড়ের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকবে আর জুরদিককে সময়মতো তিরের নিশানা বানিয়ে ফিরে আসবে।'

আমরা দুজন নির্দিষ্ট সময়ে এই এলাকায় পৌঁছি এবং পথের দিকে দৃষ্টি রেখে একটা উঁচু পাথরের উপর লুকিয়ে বসে থাকি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আপনার কাফেলা এসে পড়ে। আমরা আপনাকে লক্ষ্য করে তির ছুড়ি। কিন্তু তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পুনরায় তির ছুড়লে সেটিও ব্যর্থ হয়ে ঘোড়ার গায়ে বিদ্ধ হয়।'

অক্ষত তিরন্দাজকে নিয়ে জুরদিক হামাতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অপরজন কর্তিত বাহুর রক্তক্ষরণের ফলে মারা গেল।

www.pathagar.com

পথে খলীল জুরদিককে হুমায়রার কাহিনী শোনাল। উইন্ডসরকে কীভাবে হত্যা করেছিল, তারও বিবরণ দিল। জুরদিক বিস্ময় প্রকাশ করলেন, এমন ঝুঁকিপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটিয়ে তোমর হাল্‌ব থেকে কীভাবে বেরিয়ে এলে!

খলীল জুরদিককে আরও জানাল–

'হাল্‌বে আমাদের একজন কমান্ডার আছেন। কিন্তু আমি তার নাম ও গঠন-আকৃতি আপনাকে বলব না। তিনি কাপড় ইত্যাদি বস্তু প্যাঁচিয়ে নবজাতক শিশুর সমান একটা প্রতিকৃতি তৈরি করে তার উপর কাফন পরিয়ে দিলেন। আমাদের চার-পাঁচজন গোয়েন্দা আশপাশে সংবাদ ছড়িয়ে দিল, এখানে অমুকের একটি সন্তান মারা গেছে। কমান্ডার কাফনপ্যাঁচানো প্রতিকৃতিটা দুহাতে তুলে কবরস্তানের দিকে হাঁটা দেন। আমি, আমার সঙ্গী, হুমায়রা (পুরুষের পোশাকে) এবং আরও চার-পাঁচ ব্যক্তি শবযাত্রার মতো তার পিছন-পিছন এগিয়ে আসি। কবরস্তানটি শহরের বাইরে। ওখানে তিনটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে ছিল। হাল্‌বের ফৌজে কর্মরত আমাদের এক গোয়েন্দা ঘোড়াগুলো সংগ্রহ করে ওখানে নিয়ে রেখেছিল। জানাযা হাল্‌বের ডিউটিরত সেনাসদস্যদের সম্মুখ দিয়েই কবরস্তানে গিয়ে পৌঁছল। আমরা ওখানে একটা কবর খনন করলাম। লাশ দাফন করে আমি, আমার সঙ্গী ও হুমায়রা ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে এলাম।'

জুরদিকের কাফেলা যখন দুর্গে গিয়ে পৌঁছল, ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। জুরদিক খলীল ও তার সঙ্গীদের সম্মানিত মেহমানের মতো থাকতে দিলেন। তিনি খলীলকে বললেন– 'এবার আমাকে তোমার বন্ধু মনে করতে পার। বলো, সালাহুদ্দীন আইউবি কী করছেন? তোমার অবশ্যই জানা আছে, আইউবি আস-সালিহকে ধাওয়া করে ধরলেন না কেন? বলো তো কারণটা কী?'

'আমি সুলতান আইউবির পরিকল্পনা যদিও জানি, কিন্তু আপনাকে বলব না' – খলীল বলল – 'আর হাল্‌ব থেকে আমি কী-কী তথ্য নিয়ে এসেছি, তাও আপনাকে জানাব না।'

'সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল' – জুরদিক বললেন – 'পরে এই শত্রুতা আদর্শিক দ্বন্দ্বের রূপ ধারণ করেছে। তার কারণ যা-ই থাকুক; আমি ভুলের উপর ছিলাম। কিন্তু দুশমন আমাকে ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি খ্রিস্টানদের মতলব বুঝে ফেলেছি। তারা একদিকে আমার ফৌজ ও দুর্গকে ব্যবহার করতে চায়, অন্যদিকে আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছে। আমার মরহুম নুরুদ্দীন জঙ্গি ও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির কথা মনে পড়ে। তাদের মতে এই যুদ্ধ চাঁদ-তারা ও ক্রুশের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ কোনো মুসলিম রাজার সঙ্গে কোনো খ্রিস্টান রাজার যুদ্ধ নয়। সুলতান আইউবি বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে একজন মুসলমানও জীবিত থাকবে, খ্রিস্টানরা তাকে নির্মূলকরণের চেষ্টায় রত থাকবে। অমুসলিম যে-ধর্মেরই হোক মুসলমানের আপন হতে পারে না। অমুসলিম মুসলমানের প্রতি বন্ধুত্বের নামে যে-হাতটা প্রসারিত করে, তাতে শত্রুতার বিষ মেশানো থাকে। নুরুদ্দীন জঙ্গিও এই

www.pathagar.com

নীতিরই অনুসারী ছিলেন। তিনি সব সময় বলতেন, যেদিন মুসলমান কোনো অমুসলিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়বে, সেদিন থেকে ইসলামের পতন শুরু হয়ে যাবে।'

'তবে কি আপনি সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে যোগ দেবেন?' – খলীল জিজ্ঞেস করল – 'আমি একজন সামান্য মানুষ – সাধারণ একজন সৈনিকমাত্র। আমার এই দুঃসাহস না দেখানোই উচিত যে, একজন দুর্গপতিকে জিজ্ঞেস করব, আপনি কী ভাবছেন এবং আপনার উদ্দেশ্য কী? কিন্তু মুসলমান হিসেবে আমার অধিকার আছে, একজন পথভ্রষ্ট মুসলমানকে আমি বলব, তুমি গোমরাহ হয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ' – জুরদিক বললেন – 'এই অধিকার তোমার আছে। আমি তোমাকে একটি বার্তা শোনাতে চাই। বার্তাটি তুমি সুলতান আইউবির কানে পৌঁছিয়ে দিয়ো। আমি লিখিত পয়গাম পাঠাতে চাই না। আপাতত দূত প্রেরণ করাও সমীচিন মনে করছি না। তুমি আইউবিকে বলবে, তিনি যেন হামাতের দুর্গকে তাঁরই দুর্গ মনে করেন। কিন্তু সাবধান! কোনো বিশ্বস্ত সালারকেও যেন বুঝতে না দেন, আমি এই প্রস্তাব কয়েছি। বিষয়টা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তাঁকে বলবে, খ্রিস্টানরা বন্ধুত্বের আড়ালে আমাদের ভূখণ্ডে ঝেঁকে বসেছে। তোমরা সম্ভবত শীতের পর হামলা করবে। কিন্তু সাবধান! এদিক থেকে তোমাদের উপর আগেই হামলা হতে পারে। তোমরা যদি অগ্রসর হও, তা হলে হামাতের পথে এসো। আমি ইনশাআল্লাহ তোমাদের পুরাতন বন্ধুত্বের হক কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করব।'

জুরদিক পরদিনই খলীল, তার সঙ্গী ও হুমায়রাকে বিদায় করে দিলেন।

◆◆◆

খ্রিস্টান ইন্টেলিজেন্স কমান্ডার উইন্ডসরের হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে একটি আকস্মিক ঘটনা। তিনি সুলতান আইউবির দুই গোয়েন্দার সামনে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছিলেন, যার ফলে তাকে খুন করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কাজটি ছিল অবশ্যই দুঃসাহসিক। উইন্ডসর-হত্যাকাণ্ডে সুলতান আইউবির একটি উপকার এই হয়েছিল যে, তাঁর শত্রুপক্ষের গোয়েন্দা বিভাগ – যেটি কিনা পূর্ব থেকেই দুর্বল ছিল – সংগঠিত হতে ব্যর্থ হলো। অপর দিকে সুলতান আইউবির গোয়েন্দাব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত ও বিচক্ষণ। তার গোয়েন্দারা কেবল গোয়েন্দাই নয় যে, ধরা পড়ে গেলে কিছু-ই করতে পারবে না। আপন গোয়েন্দাদের তিনি কঠিন-থেকে-কঠিনতর কমান্ডোট্রেনিং দিয়ে রেখেছেন, যাতে ধরা পড়ে গেলেও প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করে বেরিয়ে আসতে পারে এবং প্রয়োজন হলে কাউকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। তাদের দেহ-মন এতই পাষাণ যে, নির্যাতন যত কঠিনই হোক, তারা সহ্য করে নেবে। তীব্র-থেকে-তীব্রতর ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও চরম ক্লান্তি তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।

খলীল ও তার সহকর্মীদের মাঝেও এসব গুণাবলি বিদ্যমান। তারা কেবল একজন গুরুত্বপূর্ণ খ্রিস্টান অফিসারকে হত্যা করেই দুশমনকে বোকা বানায়নি;

www.pathagar.com

জুরদিকের মতো কঠিনমনা দুর্গপতিকে কথার মাধ্যমে এমনভাবে প্রভাবিত করে ফেলল যে, তাকে সুলতান আইউবির পক্ষে ফিরিয়ে আনল।

খলীল যখন সুলতান আইউবিকে জুরদিকের বার্তা শোনাল, তখন সুলতান এমন স্বস্তি অনুভব করলেন, যেন উত্তপ্ত মরুভূমিতে হঠাৎ শীতল বায়ুর একটা ঝাপটা এসে তাঁর গায়ে লেগেছে। সুলতান চারদিকে কেবল শত্রুই দেখতে পাচ্ছিলেন। আপনও শত্রু, পরও শত্রু।

তবে জুরদিকের পয়গাম তাঁকে স্বস্তি দিল বটে; কিন্তু তিনি আপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হলেন না। বিষয়টা প্রতারণাও হতে পারে বিধায় তিনি আক্রমণ-পরিকল্পনায় কোনো রদবদল করলেন না। শুধু এতটুকু চিন্তা মাথায় রাখলেন যে, হামাত থেকে সাহায্য পেতে পারি।

দুশমনের আস্তানা হাল্‌ব থেকে যেসব সংবাদ আসছে, তাতে নতুন কোনো তথ্য নেই। ওখানে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ওখানকার উপদেষ্টা ও কমান্ডারদের দৃঢ় বিশ্বাস, শীতের মওসুমে যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। একটি সংবাদই পাওয়া গেছে যে, খ্রিস্টানরা বাহ্যত ওখানকার সকলের বন্ধুর রূপ ধারণ করেছে ঠিক; কিন্তু আমিরদের একজনের বিরুদ্ধে অপরজনকে তারা উত্তেজিত করে তুলছে। আস-সালিহ'র আশপাশের লোকেরা একে অপরের দুশমন, সে তো সুলতান আইউবির জানা বিষয়। তারা সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে শুধু এজন্যে সমবেত হয়েছে যে, সুলতান তাদের সকলের প্রতিপক্ষ। আর এই শত্রুতার কারণ, সুলতান আইউবি তাদের বিলাসিতা ও স্বাধীন জীবন-যাপনের অনুমতি দেন না।

সুলতান আইউবির এই মিশনটিও তাদের ভালো লাগে না যে, সালতানাতে ইসলামিয়ার সম্প্রসারণ ও সুরক্ষাকে ঈমানি দায়িত্ব ভাবতে হবে। তিনি সেই রাষ্ট্রনায়কদের মতো নন, যারা শান্তিতে রাষ্ট্রপরিচালনা ও ভোগ-বিলাসিতার জন্য শত্রুকে বন্ধুরূপে বরণ করে নেয়। যুদ্ধের যত প্রকার বিদ্যা ও কলাকৌশল রপ্ত করা আবশ্যক, তার সবই সুলতান আইউবি অর্জন করেছেন। তাঁর বাহিনী হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এখন রাতের প্রশিক্ষণে কোনো সৈনিক অসুস্থ হচ্ছে না।

১১৭৪ সালের ডিসেম্বর মাস। সুলতান আইউবি তাঁর সেনাকমান্ডারদের সর্বশেষ বৈঠক তলব করলেন। কেন্দ্রীয় কমান্ডের সকল অফিসার ও সব কজন ইউনিট-কমান্ডার বৈঠকে উপস্থিত হলে তিনি তাদের সর্বপ্রথম নির্দেশটি এই দিলেন যে, এই মুহূর্ত থেকে বাহিনীর গতিবিধি-সংক্রান্ত কোনো তথ্য কোনোক্রমেই বাইরের কাউকে বলবে না। এমনকি আপন স্ত্রী-সন্তানদেরও নয়। ফৌজ অভিযানে রওনা হওয়ার সময় এসে গেছে। কিন্তু বোঝাতে হবে, নিত্যদিনের মতো ফৌজ মহড়া ও প্রশিক্ষণে যাচ্ছে।

এসব দিঙ্‌নির্দেশনার পর সুলতান বললেন– 'আমাদের বিলাসপূজারি ও ঈমান বিক্রয়কারী ভাইয়েরা ইসলামের ইতিহাসকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে

www.pathagar.com

এসেছে যে, আজ তোমাদের উপর তোমাদেরই আপনজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কি কখনও কল্পনা করেছে, আমি আমার পীর ও মুরশিদ নুরুদ্দীন জঙ্গির পুত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করব? কিন্তু পরিস্থিতি এমনই রূপ ধারণ করেছে যে, জঙ্গির এই ছেলেটির মা আমাকে অভিসম্পাৎ করছে, আমি কেন তার মুরতাদ পুত্রকে হত্যা করছি না! আমার বন্ধুগণ, তোমরা যে-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাচ্ছ, তাতে তোমাদের চাচাত ভাই আছে, মামাত ভাই আছে, খালাত ভাই আছে। আমি এমন দুই সহোদর সম্পর্কেও জানি, যাদের একজন আমার বাহিনীতে আর অপরজন দুশনের বাহিনীতে। তোমরা যদি রক্তসম্পর্ক ও আত্মীয়তাকে হৃদয়ে স্থান দাও, তা হলে ইসলামের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। যাত্রার আগে এখানেই তোমাদের ওয়াদা করতে হবে, প্রতিপক্ষ মানুষটা কে তা তোমরা দেখবে না। তোমাদের দৃষ্টি থাকবে নিজেদের পতাকার উপর। তোমরা হৃদয়ে এই সত্যটাকে বসিয়ে নাও, তোমাদের সম্মুখের প্রতিপক্ষ লোকটা তোমাদেরই মতো কালেমাগো মুসলমান ঠিক; কিন্তু তার পিছনের লোকগুলো খ্রিস্টান। আমি সেই ভাইকে ভাই মনে করি না, যে স্বজাতি ও নিজধর্মের শত্রুকে বন্ধু মনে করে।

এক ঐতিহাসিকের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায়, এই ভাষণের মাঝখানে একপর্যায়ে সালাহুদ্দীন আইউবির কণ্ঠ থেমে যায়। তিনি কিছুক্ষণ মাথাটা নত করে চুপচাপ বসে থাকেন। তাঁর দুচোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করে। নীরব-নিস্তব্ধ গোটা সভাকক্ষ। কারও মুখে রা নেই।

পরে তিনি মাথা তুলে হাতদুটো ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আকাশের পানে তাকিয়ে করুণ সুরে মুনাজাত শুরু করলেন–

'আমার মহান আল্লাহ! আমি তোমার খাতিরে, তোমার রাসূল ও তোমার দীনের খাতিরে আমার ভাইদের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করছি। এটা যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে, তা হলে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আমার আল্লাহ! আমাকে তোমার দিঙ্‌নির্দেশনা প্রয়োজন। আমি পাপী, আমি গুনাহগার। তুমি আমাকে পথ দেখাও।'

সুলতান আইউবি আবারো মাথাটা নত করে ফেললেন। মাথায় নতুন কোনো বুদ্ধি এল, নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মনে জাগল জানি না, তিনি উচ্চ কণ্ঠে বললেন–

'আমাকে প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করতে হবে। বাইতুল মুকাদ্দাস তোমাদের ডাকছে। আমার তরবারির নিচে যদি আমার পিতাও আসেন, আমি তাকেও হত্যা করব। আমার সন্তানও যদি আমার মিশনের প্রতিবন্ধক হয়, তাকেও আমি খুন করে ফেলব।'

সুলতান আইউবির চেহারাটা জ্বলজ্বল করে উঠল। তাঁর আবেগ দমে গেছে। এখন তিনি সেই সালাহুদ্দীন, যিনি শুধু বাস্তবানুগ সংক্ষিপ্ত কথা বলেন। কমান্ডারদের উদ্দেশে তিনি বললেন, দুদিন পর রাতে রওনা হতে হবে।

www.pathagar.com

পরিকল্পনা অনুসারে বাহিনীকে যেভাবে বিভক্ত করেছেন, তা সবাইকে জানিয়ে দিলেন এবং প্রতিটি গ্রুপের কমান্ডারদের রওনা হওয়ার সময় বলে দিলেন। অগ্রগামী ইউনিটের কমান্ডারদের জরুরি নির্দেশনা প্রদান করলেন। কমান্ডো-বাহিনীকে উপদেশ দিলেন। পার্শ্ববাহিনীগুলোর কমান্ডারদের রওনার সময়, ধরন ও পথের নির্দেশনা দিলেন। তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন, তোমাদের হেডকোয়ার্টার ভ্রাম্যমান থাকবে। তিনি আগেই মিসরের পথে টহলবাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং পথচারী ও যাযাবরের বেশে সেসব এলাকায় অসংখ্য গুপ্তচর পাঠিয়ে রেখেছেন, যেপথে রেমন্ডের বাহিনীর আসবার সম্ভাবনা আছে।

রসদের ব্যাপারে সুলতান আইউবির কোনো অস্থিরতা নেই। অন্তত এক বছর মিসর থেকে রসদ ও রিজার্ভ ফোর্স তলব করার প্রয়োজন হবে না। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও পশু তিনি দামেশ্‌কে মজুদ করে রেখেছেন। তিনি মিসরের রাস্তার আশপাশে এই নির্দেশনাসহ অশ্বারোহী কমান্ডো প্রেরণ করে রেখেছেন যে, রেমন্ডের বাহিনী যদি এগিয়ে আসে, তাদের উপর গেরিলা হামলা চালাবে এবং প্রয়োজন মনে করলে তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাঠাবে; আমরা খ্রিস্টানদের ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করব।

◆◆◆

১১৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখ রাতে অগ্রগামী বাহিনী দামেশ্‌ক থেকে রওনা হলো। সে-রাতে শীতের প্রকোপ খুব বেশি ছিল। তীব্র শীত গায়ে সুচের মতো বিদ্ধ হচ্ছিল। তবে সুলতান আইউবির সৈন্য ও ঘোড়া এই শীত সহ্য করতে অভ্যস্ত। অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডারকে বলে দেওয়া হলো, তত্ত্বাবধানকারী বাহিনী আগেই রওনা হয়ে গেছে। সেই বাহিনীর সৈন্যরা সামরিক পোশাকে নয় – গেছে মুসাফিরের বেশে। সুলতান আইউবি তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন, যেন দ্রুতগামী দূত পিছনে এসে অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডারকে সম্মুখের খবরাখবর পৌঁছাতে থাকে। অগ্রগামী বাহিনী যাবে হামাত পর্যন্ত। কমান্ডারকে সুলতান আইউবি বলে দিয়েছেন, হামাতের দুর্গ যুদ্ধ ছাড়া জয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু প্রতারণা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। তিনি যেন দুর্গ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেমে যান এবং দুর্গের অধিবাসীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেন। জুরদিক যদি সন্ধি করতে চায়, তা হলে তাকে দুর্গের বাইরে ডেকে আনবে এবং সুলতানের এসে পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

শক্ত দেওয়াল ভাঙতে সক্ষম এমন অভিজ্ঞ একদল লোক সুলতান আইউবি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। অগ্রগামী বাহিনীর রওনা হওয়ার তিন-চার ঘন্টা পর আরও দুটি ইউনিটকে এমনভাবে রওনা করিয়েছেন যে, তাদের একটা ইউনিট অগ্রগামী বাহিনীর ডানে আর অপরটা বাঁয়ে অবস্থান নিয়ে চলবে। তাদের জন্য নির্দেশনা ছিল, অগ্রগামী বাহিনী যদি হামাত দুর্গ থেকে সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়, তা হলে তারা দুদিক থেকে এগিয়ে গিয়ে দুর্গ অবরোধ করে ফেলবে এবং দুর্গের

www.pathagar.com

উপর এমনভাবে তির বর্ষণ করবে, যেন দেওয়াল ভাঙার দলটি দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।

সুলতান আইউবি এই দুই বাহিনীর মাঝে অগ্রসর হচ্ছেন। অগ্রগামী বাহিনী ও দুই পার্শ্ববাহিনীর সৈন্যসংখ্যা আইউবির মোট বাহিনীর চার ভাগের একভাগ। অন্য সমস্ত সৈন্যকে তিনি পিছনে রেখে এসেছেন। তিনি যত কমসংখ্যক সৈন্য দিয়ে সম্ভব দুশমনকে ঘায়েল করতে চান। সেই পরিকল্পনা তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছেন। শত্রুবাহিনীর রসদের প্রতি নজর রাখতে তিনি কমান্ডো ছড়িয়ে রেখেছেন। হামাত থেকে অনেক সম্মুখেও এরূপ বেশ কটি ছোট-ছোট দল পাঠিয়ে দিয়েছেন, যাতে হামাত থেকে কোনো দূত হাল্‌ব যেতে না পারে এবং কোনো দিক থেকে শত্রুর সাহায্যে সৈন্য এসে পড়লে কমান্ডো হামলা চালিয়ে তাদের অস্থির করে রাখে এবং তাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে।

পরবর্তী দিনটাও অতিবাহিত হয়ে গেছে। রাত এখন গভীর। অগ্রগামী বাহিনীর হামাত পৌঁছতে আর দু-তিন মাইল পথ বাকি।

১১৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর। রাতের শেষ প্রহর। হামাত দুর্গের ফটকে দণ্ডায়মান সান্ত্রী আবছা আলো-আঁধারিতে ছায়ার মতো কিছু একটা দেখতে পেল। মনে হলো, ওরা বিপুলসংখ্যক মানুষ ও ঘোড়া। হয়ত কোনো কাফেলা এগিয়ে আসছে।

ভোর হয়েছে। দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। অন্ধকার পুরোপুরি কেটে গেছে। সান্ত্রীরা এবার দেখতে পেল, ওরা সৈন্য। কিন্তু তাদের দুর্গের ডানে-বাঁয়ে যে ফৌজ আছে, তা এখনও তারা টের পায়নি। রণদামামা বাজিয়ে দেওয়া হলো। এক কমান্ডার দৌড়ে উপরে উঠে গেল। ফৌজ দেখে ছুটে গিয়ে সে দুর্গপতি জুরদিককে সংবাদ জানাল।

'ভয় পেও না' – জুরদিক কমান্ডারকে বললেন – 'এরা আক্রমণকারী ফৌজ নয়। খ্রিস্টানরা আমাকে খুন করতে পারেনি। তারা অন্য কোনো ষড়যন্ত্র করে থাকবে হয়ত। তারা হয়ত আস-সালিহ'র নিকট থেকে এই অনুমোদন নিয়েছে যে, আমার থেকে দুর্গ ছিনিয়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে দেবে। তোমরা বাইরে গিয়ে দেখো বাহিনীটা কার এবং তারা কী চায়।'

কমান্ডার ঘোড়া হাঁকাল। দুর্গ থেকে বেরিয়ে সুলতান আইউবির অগ্রগামী বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেল এবং পতাকা দেখেই চিনে ফেলল, এ তো সুলতান সালাউদ্দীন আইউবির বাহিনী! কমান্ডার খানিক দূরে থাকতেই থেমে গেল। আইউবির অগ্রবাহিনীর কমান্ডার তার নিকট এগিয়ে গেলেন। তারা একে অপরকে চিনে ফেলল। দুজন নুরুদ্দীন জঙ্গির বাহিনীতে একসঙ্গে কাজ করেছে।

'আহ! এমন একটা সময়ও প্রত্যক্ষ করতে হলো যে, আমাদের দুজনকে পরস্পর লড়াই করতে হবে' – আইউবির কমান্ডার দুর্গের কমান্ডারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল – 'সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি যখন জীবিত ছিলেন,

www.pathagar.com

আমরা তখন পরস্পর বন্ধু ছিলাম। তিনি মারা গেছেন, তো আমরা একজন অপরজনের শত্রু হয়ে গেলাম।'

'তোমরা কেন এসেছ?' দুর্গের কমান্ডার জিজ্ঞেস করল।

'তোমরা দুর্গ রক্ষা করতে পারবে না' – সুলতান আইউবির কমান্ডার বললেন – 'তোমার প্রতি আমার পরামর্শ, দুর্গের অধিপতিকে বলো, যেন তিনি দুর্গটা আমাদের হাতে তুলে দেন এবং রক্ত ঝরতে না দেন। তোমাদের আমরা বেশি সময় দিতে পারব না। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুর্গ অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। আমরা তোমাদের সাহায্য-সহযোগিতার সব পথ বন্ধ করে এসেছি। তোমরা অস্ত্রত্যাগ করো।'

দুর্গের কমান্ডার কোনো উত্তর না দিয়েই ফিরে গেল। গিয়ে জুরদিককে জানাল, সালাহুদ্দীন আইউবি হামলা করেছেন। তিনি আমাদের অস্ত্রত্যাগ করতে বলছেন। এই বাহিনী তাঁরই।

জুরদিক চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'দুর্গ থেকে পতাকা নামিয়ে ফেলো। শান্তির শাদা পতাকা উড়িয়ে দাও। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি এসেছেন।'

জুরদিক দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ থেকে সুলতান আইউবির অগ্রগামী বাহিনীর কমান্ডারের নিকট চলে গেলেন। সুলতান আইউবি অনেক পিছনে অবস্থান করছেন। তিনি একজন রাহবার ও আপন দেহরক্ষীদের নিয়ে সুলতান আইউবির হেডকোয়ার্টারের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

◆◆◆

সুলতান আইউবি জুরদিককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। জুরদিক সুলতানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেগময় কিছু কথা বললেন এবং সৈন্যদেরসহ দুর্গটা সুলতান আইউবির হাতে তুলে দিলেন। সুলতান আইউবি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করলেন এবং শাদা পতাকার জায়গায় নিজের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

জুরদিক দুর্গে অবস্থানরত তার বড়-ছোট সব কমান্ডারকে সুলতান আইউবির সম্মুখে উপস্থিত করে বললেন– 'তোমাদের পরাজিত করা হয়নি। তোমরা যার-যার ইউনিটের সৈন্যদেরও বলে দাও, তারা যেন নিজেদের পরাজিত মনে না করে। আমরা সবাই মুসলমান। এখন আমরা খ্রিস্টান ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।'

সম্মুখে হেম্‌স দুর্গ। সুলতান আইউবি রওনার জন্য এমন একটা সময় নির্ধারণ করলেন, যেন হেম্‌স পৌঁছতে রাত হয়ে যায়। তিনি এই অগ্রগামী বাহিনীটিকেই সম্মুখে রওনা করিয়ে দিলেন। এবার তিনি সেনাবিন্যাসে কিছু রদবদল করলেন। কারণ, হেম্‌স দুর্গ যুদ্ধ ছাড়া জয় হবে এমন আশা তাঁর নেই। আগাম তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি দলকে আগেই রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। ফিরে এসে তারা সুলতানকে দুর্গের অবস্থান ও আশপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করল। যেসব দিক থেকে শত্রুপক্ষের সাহায্য আসার সম্ভাবনা

www.pathagar.com

রয়েছে, সেসব দিকেও তিনি বাহিনী পাঠিয়ে রেখেছেন। নিজের রসদপাতি হামাত দুর্গে জড়ো করলেন এবং রসদ সরবরাহের পথকে টহলবাহিনী ও কমান্ডারদের দ্বারা নিরাপদ করে রাখলেন। তাদের সঙ্গে হামাতের একটি ইউনিটও রয়েছে। সুলতান আইউবির প্রচেষ্টা ছিল, এই অভিযানের সংবাদ যাতে হাল্‌ব পর্যন্ত না পৌঁছয়। তা হলে তিনি দুশমনকে তাদের অজ্ঞাতেই ঝাপটে ধরতে সক্ষম হবেন।

অভিযানের ব্যবস্থাপনাটা তিনি এভাবেই করে নিয়েছেন। তিনি হাল্‌বের পথে নিজের লোক ছড়িয়ে রেখেছেন, যাদের প্রতি নির্দেশ হলো, সৈনিক বা সাধারণ কাউকে পালাতে দেখলে আক্রমণ করে হলেও তাকে প্রতিহত করবে।

রাত গভীর হয়ে গেছে। হেম্‌স দুর্গের অধিপতি ও তার কমান্ডারগণ সুপরিসর একটা কক্ষে সুরাপানে মত্ত। সঙ্গে আছে দুজন নর্তকী। কক্ষে বাদ্য-বাজনা ও নাচ-গান চলছে। সাধারণ সৈনিকরা অচেতনের মতো ঘুমোচ্ছে। প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত সৈনিকরাও কনকনে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে আড়ালে-আবডালে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। কমান্ডার সবাইকে জানিয়ে রেখেছে, শীতের মওসুমে যুদ্ধের কোনো আশঙ্কা নেই।

'আমরা এ-কারণেই নুরুদ্দীন জঙ্গির মৃত্যু কামনা করতাম যে, দুনিয়াতেই আমরা জান্নাতের সুখ উপভোগ করব' – দুর্গের অধিপতি মদের পেয়ালা মুখে দিতে-দিতে বলল – 'এখন সালাহুদ্দীন আইউবি এসেছেন। আল্লাহ তাকেও জলদি তুলে নেবেন।'

'না; তাকে আমরা তুলে আনব' – এক কমান্ডার বলল – 'ঋতুটা একটু বদলাক।'

দুর্গের পাঁচিলের উপর দণ্ডায়মান এক সান্ত্রী হঠাৎ তার সঙ্গীকে বলল– 'এই, দেখো, দেখো, আগুন জ্বলছে।'

'জ্বলতে দাও' – সঙ্গী বলল – 'কোনো কাফেলা হবে বোধহয়।'

বলতে-না-বলতে আগুনের তিন-চারটা গোলা উপরে উঠে ধেয়ে এসে সান্ত্রীদের মাথার উপর দিয়ে অতিক্রম করে দুর্গের ভিতরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হলো। পরক্ষণেই আরও একটা গোলা ধেয়ে এল। তারপর আরও কয়েকটা।

সব কটা গোলা-ই দুর্গের সামান-পত্রের উপর গিয়ে নিক্ষিপ্ত হলো এবং তাতে আগুন ধরে গেল। দুর্গে বিপদঘন্টা বেজে উঠল। দুর্গ-অধিপতির আসর ভেঙে গেল। সবাই জান্নাতের সুখ ত্যাগ করে দৌড়ে ফটকের দিকে ছুটে এল।

এবার তাদের উপর তিরবর্ষণ শুরু হলো। ফটকের সান্ত্রীরা চিৎকার ও হই-হুল্লোড় শুরু করে দিল– 'ফটক পুড়ে যাচ্ছে'।

সুলতান আইউবির আক্রমণকারী সৈন্যরা ফটকের উপর দাহ্যপদার্থ ছুড়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। সান্ত্রীরা চিৎকার করে দুর্গের সৈন্যদের জাগিয়ে তুলল। দুর্গের ভিতর থেকেও প্রতিরোধ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু বাইরে থেকে এত অধিক তির আসতে থাকল যে, কারও পক্ষে মাথা জাগানো সম্ভব হচ্ছে না।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবির মিনজানিকগুলো দুর্গটাকে জাহান্নামে পরিণত করে তুলল। দুর্গের কমান্ডার চিৎকার করে-করে তার সৈন্যদের মনোবল বাড়াবার চেষ্টা করছে। সৈন্যরা এলোপাতাড়ি তির ছুড়ছে।

'অস্ত্রসমর্পণ করো' – সুলতান আইউবির দিক থেকে একজন উচ্চ কণ্ঠে বলতে শুরু করল – 'তোমরা অস্ত্রত্যাগ করো। তোমরা কোনো দিক থেকে সাহায্য পাবে না। নিজেদের রক্ষা করো। তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির হাতে আত্মসমর্পণ করো। আমরা কাউকে যুদ্ধবন্দি বানাব না। তোমরা সুলতানের আনুগত্য বরণ করে নাও। আমাদের ফৌজে শামিল হয়ে যাও।'

রাতভর এই ঘোষণা চলতে থাকল এবং উভয় পক্ষে তিরবিনিময় অব্যাহত থাকল। পরদিন ভোরের আলো ফুটলে দুর্গপতি বাইরের দৃশ্য ও দুর্গের ফটকে তার সৈনিকদের লাশ দেখে শাদা পতাকা উড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিল।

সুলতান আইউবি এই দুর্গটাও দখল করে নিলেন। দুর্গপতি ও তার কমান্ডারগণ অস্ত্রত্যাগ করল। সুলতান দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে দুর্গপতি ও কমান্ডারদের উদ্দেশ করে শুধু বললেন– 'আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন।' তিনি নির্দেশ দিলেন, সিপাইদেরসহ এদের দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দাও। সুলতান তদের আপন ফৌজে শামিল করে নিতে পারবেন না। কারণ, তাদের অফাদারি এখনও সংশয়যুক্ত।

এই দুর্গে অস্ত্র ও রসদের বিপুল সমাহার। আছে মদ আর নর্তকী।

মদের পাত্রগুলো বাইরে ঢেলে দেওয়া হলো। নর্তকীদের তাদের লোকদের সঙ্গে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সুলতান আইউবি হেম্‌সের দুর্গকে তার দ্বিতীয় ঘাঁটিতে পরিণত করলেন।

সামনে হাল্‌বের দুর্গ। হাল্‌ব নগরী থেকে সামান্য দূরে এর অবস্থান। এখানেও হেম্‌সের মতো একই ঘটনা ঘটল। সুলতান আইউবির হামলা ছিল আকস্মিক। তিনি এই দুর্গের লোকদেরও সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গেলেন। পরপর দুটা দুর্গ জয় করার পর তাঁর বাহিনীর মনোবল এখন অনেক চাঙ্গা। তারা হাল্‌বের দুর্গও জয় করে নিল এবং কমান্ডারদেরসহ সেখানকার সৈনিকদের দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু এ-পর্যন্ত এসে সুলতানের গোপনীয়তা শেষ হয়ে গেল। অস্ত্রসমর্পণকারী সিপাইদের কেউ পালিয়ে গিয়ে কিংবা অন্য কেউ হাল্‌ব গিয়ে তথ্য ফাঁস করে দিল, সুলতান আইউবি হামাত, হেম্‌স ও হাল্‌ব দুর্গ জয় করে এখন হাল্‌ব শহরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

কিন্তু এই তথ্য সুলতান জানতেন না। তিনি অগ্রযাত্রার গতিও কমিয়ে দিলেন। কারণ, যে-বাহিনী হামাত, হেম্‌স ও হাল্‌ব দুর্গকে অবরোধ করে রাতের বেলা লড়াই করেছে, তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন এবং আগে প্রেরণের জন্য তাদের স্থলে নতুন বাহিনী আবশ্যক। এখন পরিবর্তিত বিন্যাসে সৈন্যদের সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। কেননা, হাল্‌ব শহরের লড়াই দুর্গ অবরোধ থেকে

www.pathagar.com

ভিন্ন। নতুন বিন্যাসে কিছু সময় ব্যয় হয়ে গেল। সুলতান আইউবি অত্যন্ত সতর্ক মানুষ। তিনি জানেন, আসল লড়াই সামনে রয়ে গেছে। তা ছাড়া খ্রিস্টান বাহিনীর এসে পড়ার আশঙ্কাও বিদ্যমান।

♦♦♦

হাল্‌বে সংবাদ পৌঁছে গেছে। খ্রিস্টান উপদেষ্টাগণ সেখানে উপস্থিত। তারা প্রথমে বিস্ময় প্রকাশ করল যে, সুলতান আইউবি এই শীতের মধ্যে হামলা করলেন! পরে তারা এই ভেবে সন্তোষও ব্যক্ত করল যে, সুলতানের ফৌজ মরুযুদ্ধে অভ্যস্ত। তারা পার্বত্য এলাকায় লড়াই করে জিততে পারবে না। আবার তাদের এই অনুভূতিও আছে যে, হাল্‌বের সৈন্যও এ-অঞ্চলে লড়তে পারবে না। তারা দুটি পন্থা নিয়ে ভাবল। এক. সুলতান আইউবিকে তাদেরই মনঃপুত জায়গায় নিয়ে যুদ্ধ করাতে হবে। দুই. এখানে খ্রিস্টানদের সেই বাহিনীটিকে নিয়ে আসতে হবে, যারা ইউরোপ থেকে এসেছে। এদের অধিকাংশ সৈন্যই রেমন্ডের বাহিনীতে কর্মরত।

সিদ্ধান্ত অনুসারে দ্রুতগামী দূতের মাধ্যমে রেমন্ডকে সংবাদ পৌঁছানো হলো, সুলতান আইউবি হাল্‌বের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন; তুমি তাকে পিছন থেকে ঘিরে ফেলো।

রেমন্ড যাতে সময় থাকতে এসে পৌঁছতে পারে, সেজন্য তারা কালক্ষেপণের পন্থা অবলম্বন করল যে, সুলতান আইউবিকে হাল্‌ব অবরোধে দীর্ঘ সময় আটকে রাখতে হবে। খ্রিস্টান উপদেষ্টাগণ গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিল। তারা জানে, শহরে সুলতান আইউবির গুপ্তচর রয়েছে। তাই তারা শহরটা সম্পূর্ণ সীল করে দিল। তারা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দিল, যদি কেউ শহর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে, তাকে সাবধান না করেই তির ছুড়বে। সঙ্গে-সঙ্গে মসজিদে-মসজিদেও ঘোষণা করে দেওয়া হলো, সুলতান আইউবি সামরিক শক্তি ও রাজত্বের নেশায় হাল্‌ব আক্রমণ করেছেন।

খ্রিস্টানরা নাশকতা ও বিভ্রান্তি ছড়ানোয় ওস্তাদ। তারা নতুন-নতুন পন্থায় প্রোপাগান্ডা চালাতে শুরু করল। ঘরে-ঘরে, গলিতে-গলিতে, মসজিদে-মসজিদে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হলো, সুলতান আইউবির ফৌজ যে-শহর জয় করে, তারা সেখানকার যুবতী মেয়েদের সম্ভ্রম ছিনিয়ে নেয়। মানুষের সহায়-সম্পদ লুট করে এবং শহরে আগুন ধরিয়ে দেয়। একথাটিও প্রচার করা হলো যে, সুলতান আইউবি নবুওতের দাবি করেছেন এবং একটা নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছেন, যা সম্পূর্ণ কুফরি।

হাল্‌বের সর্বত্র এমন বহু গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হলো। এমনিতেই সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির তৎপরতা বিগত ছয় মাস যাবত চলে আসছে। জনমনে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-উন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বশেষ এসব তাজা প্রোপাগান্ডা জনগণকে অগ্নিশর্মা করে তুলল। তারা জীবন দিতে, জীবন নিতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

শহর সীল হওয়ার কারণে সুলতান আইউবির গোয়েন্দারা বেকার হয়ে পড়ল। তারা শহরের অধিবাসীদের মাঝে আইউবি-বিরোধী রোষ ও ক্রোধ প্রত্যক্ষ করল। এক গোয়েন্দা শহর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করে প্রাণ হারিয়েছে। সে সুলতান আইউবিকে সংবাদ পৌঁছাতে চেয়েছিল, শহরের পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল নয় এবং তিনি যেন আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হয়ে না আসেন। লোকটি শহর থেকে বের হওয়ার জন্য ঘোড়া হাঁকাল। কিন্তু দুটা তির তাকে কাবু করে ফেলল।

আইউবির গোয়েন্দাদের কমান্ডার নাগরিকদের মধ্যে খ্রিস্টীয় প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিলেন বটে; কিন্তু তার লোকেরা কোথাও মুখ খুলতে সক্ষম হয়নি।

আস-সালিহ খ্রিস্টান উপদেষ্টাদের পরামর্শে মসুলের গভর্নর সাইফুদ্দীনের নিকটও সাহায্যের আবেদন জানালেন। হাসান ইবনে সাব্বাহ'র ফেদায়ীদের গুরু শেখ সান্নানের নিকট সংবাদ পাঠানো হলো, দাবি অনুপাতে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে; আপনি সালাহুদ্দীন আইউবিকে যেভাবে হোক খুন করে দিন। শেখ সান্নানের আইউবিহত্যার একটা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। সুলতান আইউবির একজন দেহরক্ষীকে নেশা খাইয়ে সেই প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। এবার সে তার এমন ফেদায়ীদের তলব করল, যারা জীবন ও মৃত্যুকে কোনো পরোয়া-ই করে না। তারা নামমাত্র মানুষ। নিজের জীবন দেওয়া ও অন্যের জীবন নেওয়া তাদের পক্ষে ডাল-ভাত। অনেক পলাতক খুনীও আছে তাদের মাঝে। শেখ সান্নান বলল, পারিশ্রমিক যা চাও দেব; সুলতান আইউবিকে হত্যা করে আসো।

নজন ফেদায়ী এ-কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

আস-সালিহ'র সমর্থকদের মাঝে সবচেয়ে হিংসুক ও শয়তান প্রকৃতির মানুষটা হলো গোমস্তগিন। একজন গভর্নরের সমান মর্যাদা লোকটার। বাহ্যত সুলতান আইউবির বিরোধী বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বন্ধু তার কেউ-ই নয়। আস-সালিহকে খুশি রাখতে তাকে সহযোগিতা করে এবং খ্রিস্টানদের বন্ধুত্ব এভাবে প্রকাশ করল যে, তার দুর্গে অনেক খ্রিস্টান সৈন্য বন্দি ছিল; তাদের সকলকে সে মুক্ত করে দিয়েছে। এখন সুলতান আইউবি দ্বারা হাল্‌ব আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পেয়ে সে বাহিনী পাঠাল এবং নিজেও যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করল।

সুলতান আইউবির জন্য এ এক মহাবিপদ। অল্প কজন সৈন্য দিয়ে এত বিশাল শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা তিনি কীভাবে করবেন! তদুপরি বর্তমানে তাঁর গোয়েন্দারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার ফলে তিনি জানতেই পারছেন না, হাল্‌বে দুশমনের ক্যাম্পে কী হচ্ছে। এখন তিনি এই আত্মপ্রচঞ্চনায় লিপ্ত যে, হাল্‌বকেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে দখল করে নেবেন। কিন্তু আশার কথা হলো, সুলতান আনাড়ি যোদ্ধা নন। তিনি বাহিনীর পিছন ও দুই পার্শ্ব রক্ষা করার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তদারককারী দল সামনে এগিয়ে গেছে। সম্মুখের এলাকা টিলাময়, পাথুরে ও উঁচু-নিচু। পথে মাঝারি আকারের একটা নদী।

www.pathagar.com

◆◆◆

১১৭৫ সাল শুরু হয়ে গেছে। এখন জানুয়ারি মাস। শীতের তীব্রতা বেড়ে গেছে আরও। যুদ্ধের জন্য সুলতান আইউবি তাঁর মোট বাহিনীর চার ভাগের এক ভাগ ময়দানে এনেছেন। অধিকাংশ সৈন্যকে তিনি রিজার্ভ রেখে এসেছেন। তিনি যখন হাল্‌বের উদ্দেশ্যে রওনা হন, তখন গোয়েন্দারা তাঁকে সংবাদ জানাল, নদীর ওপারে বিস্তৃত একমাঠে শত্রুবাহিনী প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছে। সুলতান আইউবিকে এ-পথেই নদী পার হতে হবে। শীত মওসুমের কারণে নদীতে পানি কম। এ-জায়গাটায় আরও কম। মানুষ ও ঘোড়া পানি ভেঙে অনায়াসে নদীটা পার হতে পারবে। দুশমন এ-জায়গাটায়ই তাদের সেনাদের ছড়িয়ে রেখেছে। গোয়েন্দারা সুলতান আইউবিকে তথ্য জানাল, রাতে শত্রুবাহিনীর কয়েকজন সান্ত্রী জেগে পাহারা দেয় আর দিনে টহলবাহিনী চারদিক ঘুরে বেড়ায়।

এ-সংবাদে সুলতান আইউবির মনে সন্দেহ জাগল, তা হলে কি হাল্‌বের অধিবাসীরা আমার আগমন-সংবাদ জেনে ফেলেছে! তবে তো তাদের অজ্ঞাতসারে হাল্‌ব জয় করা সম্ভব হবে না! তিনি অন্য কোনো জায়গা দিয়ে নদী পার হওয়া যায় কিনা তথ্য নিতে আবার গোয়েন্দা পাঠালেন। পাশাপাশি সিদ্ধান্ত নিলেন, ওপারের শত্রুবাহিনীকে ধোঁকা দিতে হবে, আমার আক্রমণ ও অগ্রযাত্রা এ-পথেই হবে। তিনি সে-রাতেই কমান্ডোবাহিনী রওনা করিয়ে দিলেন। তাঁর নিজের হেডকোয়ার্টার সেখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে। নদীর তীরে দুশমনের যে-ফৌজ অবস্থান করছে, তারাও এই আত্মপ্রচঞ্চনায় লিপ্ত যে, এত তীব্র শীতের রাতে কেউ হামলা করবে না।

তখন মধ্যরাত। হাল্‌বের সৈন্যরা নিজ-নিজ তাঁবুতে জবুথবু পড়ে আছে। কমান্ডার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। জেগে আছে শুধু কয়েকজন প্রহরী। এক প্রহরী দাঁড়িয়ে শীতে ঠক্‌ঠক করে কাঁপছে। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন তার ঘাড়টা ঝাপটে ধরল। অন্য একজন এসে দুজনে মিলে লোকটাকে তুলে নিয়ে গেল।

তারা সুলতান আইউবির কমান্ডো। প্রহরীকে তুলে নিয়ে তারা জিজ্ঞেস করল, তোমাদের ঘোড়ার পাল কোথায়? কমান্ডোরা প্রহরীর বুকে দুটা তরবারির আগা ঠেকিয়ে রেখেছে। প্রহরী বুঝে ফেলেছে, এরা সুলতান আইউবির সৈনিক। সে বিনীত কণ্ঠে বলল, আমি তোমাদের মুসলমান ভাই। যুদ্ধটা হচ্ছে রাজ-বাদশাহদের বিবাদ। আমরা কেন পরস্পরের রক্ত ঝরাব?

প্রহরী জানাল, ঘোড়াগুলো এক জায়গায় বাঁধা নেই। ফৌজ প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। সে-কারণে সৈন্যদের তাঁবুর সঙ্গে দু-তিনটা করে ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে।

কমান্ডোরা প্রহরীকে তাদের ক্যাম্পের নিকট নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, কমান্ডাররা কে কোথায় আছে বলো। প্রহরী অনুমানের ভিত্তিতে কমান্ডারদের তাঁবুর অবস্থান দেখিয়ে দিল।

www.pathagar.com

প্রহরীকে পিছনে সরিয়ে আনা হলো এবং বলা হলো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তামাশা দেখো।

সেখানে ছোট আকারের একটা মিনজানিক ছিল। কমান্ডোরা তাতে একটা পাতিল বসিয়ে দিল। চারজন লোক পাতিলটা একটু পিছনে টেনে নিয়ে ছেড়ে দিল। পাতিলটা গুলির মতো উড়ে গেল। আরেকটা পাতিল অন্য আরেক দিকে ছোড়া হলো। তারপর আরও দুটা। সবগুলো গিয়ে দুশমনের ক্যাম্পে নিক্ষিপ্ত হলো। প্রহরীরা 'কে? কে?' বলে চিৎকার জুড়ে দিল। কোনদিক থেকে যেন মাথায় সলিতাগাঁথা তির এসে মাটিতে পড়ল। পাতিলগুলো এখানেই এসে পড়ে ভেঙেছিল। ভাঙা পাতিলের ভিতর থেকে একধরনের তরল পদার্থ বের হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এগুলো দাহ্যপদার্থ। তিরের সলিতাগুলো তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। দুটা তাঁবুতেও আগুন ধরে গেল। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ক্যাম্পে শোরগোল, ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। ঘোড়াগুলো রশি ছিঁড়ে পালাতে থাকল। সৈন্যরা এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করলে কমান্ডোরা তির ছুড়তে শুরু করল। দৈর্ঘ-প্রস্থে এক মাইলেরও অধিক জায়গা জুড়ে তাঁবু। কমান্ডার জবাবি অভিযান শুরু করতে-না-করতে সুলতান আইউবির কমান্ডোরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে উধাও হয়ে গেল।

একটা শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে ক্যাম্পের অবস্থা। বিপুল ক্ষতিসাধণ করেছে আগুন। তার উপর কমান্ডোদের তিরের আঘাতে আর ভীত-সন্ত্রস্ত অশ্বপালের পদতলে পিষ্ট হয়ে হতাহত হয়েছে অসংখ্য সৈনিক। অবস্থা সামলাতে-সামলাতে তাদের ভোর হয়ে গেল।

হঠাৎ একদিক থেকে একব্যক্তি চিৎকার করে উঠল– 'সাবধান! সাবধান!' আবারও প্রলয় শুরু হয়ে গেল। এবার কমান্ডো নয় – হামলা করেছে সুলতান আইউবির বাহিনীর একটি ইউনিট। দুশমন এখানে প্রতিমুহূর্ত প্রস্তুত থাকে। কিন্তু রাতের কমান্ডোরা তাদের অবস্থা এমনই শোচনীয় করে এসেছে যে, তাদের সব প্রস্তুতি লন্ডভণ্ড হয়ে গেছে। তারা পুনঃসংগঠিত হয়ে লড়াই করার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু আর স্থির হতে পারেনি তারা। সুলতান আইউবি তাদের শক্তি-সাহস আগেই শেষ করে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও উভয় পক্ষের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছে। শত্রুবাহিনী পিছু হটতে শুরু করেছে। কমান্ডাররা তাদের উজ্জীবিত করার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। সুলতান আইউবির কমান্ডোরা তাদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলতে থাকল– 'তোমরা কাফেরদের বন্ধু। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা নিজেদের পরিণতি দেখো। তোমাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হচ্ছে।'

সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিকের মাথায়ও এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর কাফেরদের বন্ধুরা মুরতাদ। তার বিপরীতে খলীফার বাহিনীর কাছে এরূপ কোনো লক্ষ্য বা কোনো স্লোগান ছিল না।

www.pathagar.com

শত্রুবাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। অনেকে পিছপা হয়ে নদী পার হয়ে পালিয়ে গেছে। অনেকে এদিক-ওদিক গিয়ে লুকিয়ে গেছে। সুলতান আইউবি তাঁর আক্রমণকারী বাহিনীর কমান্ডারকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, দুশমন যদি পিছনে সরে যায় যায়, তা হলে তোমার বাহিনী বা কোনো সৈন্য যেন নদী পার না হয়। তিনি এই ক্যাম্পের উপর হামলা করে মূলত শত্রুকে ধোঁকা দিয়েছেন। তিনি শত্রুদের ধাওয়া করতে চাচ্ছেন না। সামনের বিস্তারিত তথ্য না নিয়ে তিনি আর অগ্রসর হবেন না। দূরের অন্য কোনো স্থান দিয়ে তিনি নদী পার হতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু দুশমন যখন এখান দিয়েই তাঁকে সুযোগ দিয়ে দিল, তখন তিনি এ-পথেই নদী অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি নিজে সম্মুখে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সৈনিকরা এদিক-ওদিক লুকিয়ে-থাকা-শত্রুসেনাদের খুঁজে খতম করছে। অস্ত্রসমর্পণকারীদের সংখ্যাও অনেক। সুলতান একটা উঁচু টিলার উপর চড়ে রণাঙ্গনের দৃশ্য অবলোকন করছেন। আনন্দের পরিবর্তে তাঁর মুখমণ্ডল বিষাদে ছেয়ে গেছে।

'এই দৃশ্য অবলোকন করে হয়ত আল্লাহও কাঁদছেন' – পার্শ্বে দণ্ডায়মান নায়েবদের উদ্দেশে সুলতান বললেন – 'উভয় পক্ষে এ কাদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে? এ হলো ইসলামের পতনের আলামত। মুসলমান যদি মুসলমান না হয়, তা হলে কাফেররা যুদ্ধ করিয়ে-করিয়ে এভাবেই তাদের শেষ করে ফেলবে। আমার বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে নিশ্চিত করো, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নই। তখন আমি আমার তরবারিটা আস্-সালিহ'র পায়ের উপর ফেলে দেব।'

'আপনি অবশ্যই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মুহতারাম সুলতান' – এক নায়েব বললেন – 'আমরাও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আপনি মন থেকে সব সংশয়-সন্দেহ দূর করে ফেলুন।'

সুলতান আইউবির বাহিনী নদী পার হয়ে গেছে। সম্মুখে হাল্‌ব নগরী দেখা যাচ্ছে। সুলতান নগরীর প্রতি তাকালেন। তার বিস্তৃতি, গঠনপ্রণালী ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দেখে চিন্তা করলেন, সরাসরি হামলা করে শহরের অভ্যন্তরে ঢুকে লড়াই করব, নাকি অবরোধ করব। শহরের অভ্যন্তরীণ অবস্থাটা আসলে কী, তা এখনও তাঁর অজানা। হাল্‌বের সাধারণ মানুষগুলো তাঁর বিপক্ষে এক একটা আগুনের ফুল্‌কি হয়ে আছে, তা তিনি জানেন না। তাঁর আশা ছিল, যেহেতু তারা মুসলমান; তাই জনগণ যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। সম্ভবত এই আশাবাদই তাঁকে দিয়ে এমন কিছু কাজ করাল, যা তাঁকে অস্থির করে তুলল।

তিনি আধা অবরোধের বিন্যাসে তাঁর বাহিনীকে সম্মুখে এগিয়ে নিলেন। যুদ্ধের সূচনা হলো তিরবিনিময়ের মাধ্যমে। কিন্তু খানিক পরই তিনি অনুভব করলেন, তাঁর বাহিনী পিছনে সরে আসছে। হাল্‌বের নিরাপত্তাবিধানে একদিক

www.pathagar.com

থেকে অন্তত দুশো ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এসেছে। তারা সুলতান আইউবির এক পদাতিক ইউনিটের এক পার্শ্বর উপর অত্যন্ত তীব্র ও দুঃসাহসী আক্রমণ চালাল।

সুলতান আইউবির অশ্বারোহী বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করে তাদের পদাতিক বাহিনীকে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হয়ে নিজেদেরই সৈন্যরা মারা গেল। তারপর পরিস্থিতি এই দাঁড়াল যে, শহর থেকে পদাতিক কিংবা অশ্বারোহী এক-একটি সেনাদল বেরিয়ে আসছে আর তাদের পিছনে-পিছনে শহরের উঁচু-উঁচু স্থান থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে তির ছুটে আসছে। এই তিরবৃষ্টির আড়ালে আক্রমণকারী সেনারা সুলতান আইউবির বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে।

হাল্‌বের এই যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী।

এই অবস্থায় সুলতান আইউবির দু-তিনজন গোয়েন্দা শহর থেকে বেরিয়ে সুলতানের কাছে পৌঁছে গেল। হাল্‌বের জনসাধারণকে কীভাবে উত্তেজিত করা হয়েছে, তারা সুলতানকে তার বিবরণ প্রদান করল।

তারা জানাল, নগরীর প্রতিরক্ষায় যত-না সৈন্য যুদ্ধ করছে, তার চেয়ে বেশি করছে সাধারণ নাগরিক। এই মুহূর্তে আপনার মোকাবেলায় সৈন্যের চেয়ে জনসাধারণের সংখ্যা বেশি।

সুলতানের শুধু এটুকু জানা ছিল যে, হাল্‌বের অধিবাসীদের তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু তারা যে তাঁর বিরুদ্ধে এমন উন্মাদনার সঙ্গে লড়াই করবে, সেই ধারণা তাঁর ছিল না। সুলতান তাদের বীরত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে আক্ষেপের সুরে বললেন– 'এ হলো মুসলমানের শান! এ হলো মুসলমানদের সামরিক চেতনা! কিন্তু কাফেররা তাদের এই চেতনাকে তাদেরই দীন-ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে; অথচ তারা তা বুঝছে না।'

সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীকে পিছনে সরিয়ে নিলেন। এক নায়েব তাঁকে পরামর্শ দিলেন, শহরের উপর মিনজানিক দ্বারা অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করা হোক। কিন্তু সুলতান তাঁর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বললেন– 'তা করা হলে সাধারণ মানুষদের বাড়ি-ঘর পুড়ে যাবে। নারী ও শিশুরা মারা যাবে। নগরীটা যদি খ্রিস্টানদের হতো, তা হলে এতক্ষণে নগরীর সর্বত্র দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলত এবং সেটি আমার কমান্ডোদের আয়ত্তে চলে আসত। যেসব মুসলমান ময়দানে এসে যুদ্ধ করে ও জীবন দেয়, আমি তাদের ঠেকাতে পারি না আর যারা ঘরে বসে আছে, তাদের হত্যা করতে পারি না।'

সুলতান আইউবি আরও কয়েকটি ইউনিটকে সামনে ডেকে এনে নগরীটা পুরোপুরি অবরোধ করে ফেললেন এবং নির্দেশ জারি করলেন, আপাতত আমরা আত্মরক্ষামূলক লড়াই করব। আমাদের উপর যদি হামলা হয়, তা হলে তা প্রতিহত করব এবং অবরোধ শক্তভাবে ধরে রাখব। সুলতান আইউবির সেনাসংখ্যাও কম আবার নগরীটা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাও তাঁর লক্ষ্য।

www.pathagar.com

১১৭৫ সালের জানুয়ারি পুরোটা মাস অবরোধ বহাল থাকল। হাল্‌বের ফৌজ ও জনসাধারণ অবরোধ ভাঙার জন্য হামলা চালাল। কিন্তু তারা সফল হতে পারছে না।

১লা ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা সুলতান আইউবি সংবাদ পেলেন, ত্রিপোলির খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ড হামাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি রেমন্ডের সেনাসংখ্যা সম্পর্কেও অবহিত হলেন। এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, সে ব্যাপারে সুলতান আইউবির আগে থেকেই ধারণা ছিল। তার মোকাবেলার প্রস্তুতিও তিনি নিয়ে রেখেছেন। তার জন্য তিনি দুই ইউনিট সৈন্য রিজার্ভ রেখে দিয়েছেন এবং এমন জায়গায় রেখেছেন, যেখান থেকে রেমন্ডকে স্বাগত জানাতে তাদের সময়মতো পৌঁছানো সম্ভব।

সংবাদটা পাওয়ামাত্র সুলতান তাদের নিকট দূত পাঠালেন– 'যত দ্রুত সম্ভব তোমরা আলরিস্তান পৌঁছে গিয়ে তিরন্দাজদের উঁচুতে বসিয়ে দাও। অশ্বারোহী বাহিনীকে পিছনে রাখো। আমি আসছি। খ্রিস্টান-বাহিনী যদি আমার আগে পৌঁছে যায়, তা হলে তোমরা মুখোমুখি যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ো না। ততক্ষণ পর্যন্ত ওঁৎ পেতে গেরিলা হামলা চালিয়ে যাও।'

আলরিস্তান একটা পর্বতশ্রেণীর নাম। রেমন্ডকে এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। তার পরিকল্পনা অনুপাতে এই পথ তার জন্য খুবই উপযোগী। হামাত এসে সুলতান আইউবির বাহিনীর পিছন অংশ ও রসদ ইত্যাদির পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে, এ হলো তার পরিকল্পনা। তাতে সফল হলে সুলতান আইউবি হাল্‌বের ফৌজ ও রেমন্ডের বাহিনীর মধ্যখানে আটকা পড়ে যাবেন। কিন্তু সুলতান আইউবি হাল্‌ব অবরোধ প্রত্যাহার করে বাহিনীকে অন্য একদিকে পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে আলরিস্তানের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

আলরিস্তানের পাহাড়ের চূড়াগুলো বরফে ঢাকা। রেমন্ড আনন্দিত যে, এই মওসুমে সুলতান আইউবির মরুসৈনিকরা তার ইউরোপিয়ান ও অন্য অঞ্চলের খ্রিস্টান সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠবে না। কিন্তু এই ভাবনা ভাবতে-ভাবতে যখন তিনি একটু সামনে অগ্রসর হলেন, তো বরফঢাকা পর্বতমালার চূড়া থেকে তার বাহিনীর উপর তিরবৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। ঘটনাটা তার কাছে নিতান্তই আকস্মিক ও অভাবিতপূর্ব মনে হলো।

রেমন্ড কোনো যুদ্ধ ছাড়াই তার বাহিনীকে পিছনে সরিয়ে নিলেন। সর্বত্রই তার আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। সুলতান আইউবির যুদ্ধকৌশল তার ভালোভাবেই জানা। তিনি পিছনে অনেক দূর সরে গিয়ে ছাউনি ফেললেন। এবার কোন পথে এগোবেন ভাবতে শুরু করেন।

ঋতু পালটে গেছে। বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। সাত-আট দিনে ঘোড়ার শুকনা ঘাস শেষ হয়ে গেছে। রসদ-পাতিরও অভাব দেখা দিয়েছে। রেমন্ড রসদের

www.pathagar.com

ব্যবস্থাটা ভালোই করে রেখেছিলেন। ওখান থেকে নিয়মিত রসদ আসছিল। কিন্তু দিনকয়েক হলো, এখন আর আসছে না। আসছে না কোন সংবাদও। ব্যাপারটা কী? রেমন্ড দূত পাঠালেন। দূত ফিরে এসে সংবাদ জানাল, সুলতান আইউবির সৈন্যরা রসদের পথও অবরোধ করে রেখেছে। শুনে রেমন্ড বিস্মিত হয়ে পড়ল যে, সুলতান আইউবি এত দ্রুত এ-পর্যন্ত এলেন কীভাবে! পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি দুজন অফিসারকে পিছনে পাঠিয়ে দিলেন।

অফিসাররা তিন-চার দিন পর ফিরে এল। তারা সংবাদের সত্যতা স্বীকার করল যে, সত্যিই সুলতান আইউবি রসদের পথ বন্ধ করে রেখেছেন। তারা এই সংবাদও নিয়ে এল যে, আইউবি হাল্‌বের অবরোধ তুলে নিয়েছেন।

'তার মানে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি' – রেমন্ড অজুহাত একটা পেয়ে গেলেন – 'চলো; আমরা ত্রিপোলি ফিরে যাই।'

♦♦♦

রেমন্ড যুদ্ধ না করেই ফিরে গেছেন এ-সংবাদ শুনে সুলতান আইউবি বিস্মিত হলেন। পিছুহটার জন্য তিনি যে-পথটা অবলম্বন করেছেন, সেটি বেশ দুর্গম। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-পথে এসেছিলেন, সে-পথে যেতে রাজী নন। সুলতান আইউবির সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা-ই ত্যাগ করেছেন তিনি।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, রেমন্ড যুদ্ধ করার ইচ্ছা ত্যাগ করেছিলেন কথাটা সঠিক। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো, সুলতান আইউবি তাকে লড়াই করার পজিশনে থাকতে দেননি। রেমন্ড এই ভেবে ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, মুসলিম সৈন্যরা এই শীতের মধ্যে এত চমৎকারভাবে লড়াই করছে, যেন তারা লড়াইটা উপযুক্ত মওসুমে সমতল ময়দানে করছে। দ্বিতীয় কারণ, সুলতান আইউবি তার পিছনে এবং রসদ সরবরাহের পথে গিয়ে বসে পড়েছিলেন। তৃতীয় ও সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ভিন্ন একটি, যা পরে ফাঁস হয়। সেটি হলো, রেমন্ড মূলত আস-সালিহ'র নিকট থেকে বিপুল অর্থ-সম্পদ নিয়েছিলেন। কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল, মুসলমানদের পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া। সে-লক্ষ্য তার পূরণ হয়ে গেছে। খ্রিস্টানরা মুসলিম উম্মাহকে দু-ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং তাদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

যখন ত্রিপোলি থেকে রেমন্ডের দূত একটা বার্তা এনে আস-সালিহ'র হাতে পৌঁছাল, তখনই তার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। বার্তাটা হলো– 'আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সালাহুদ্দীন আইউবি যদি আপনাকে অবরোধ করে ফেলেন, তা হলে আমি সেই অবরোধ ভেঙে দেব। আমি যেইমাত্র সংবাদ পেলাম, সালাহুদ্দীন আইউবি হাল্‌ব আক্রমণ করেছেন, সঙ্গে-সঙ্গে আমি নিজে ফৌজ নিয়ে আপনার সাহায্যে ছুটে এসেছি। আমার আগমনের সংবাদ টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ আইউবি হাল্‌বের অবরোধ তুলে নিয়েছেন। আমি আমার ওয়াদা

www.pathagar.com

পূর্ণ করেছি। কাজেই আপনার সঙ্গে আমার যে-সামরিক চুক্তি ছিল, তা এখন আর অবশিষ্ট নেই। যে-কর্তব্য পালনের জন্য আপনি আমাকে পারিতোষিক পাঠিয়েছিলেন, তা আমি পালন করেছি। কাজেই পত্র পাওয়ামাত্র আপনি আমার সামরিক প্রতিনিধি ও উপদেষ্টাদের ফেরত পাঠিয়ে দিন।'

রেমন্ডের বার্তা পাঠ করে হাল্‌বের শাসকরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। দুজন ঐতিহাসিক লিখেছেন, রেমন্ডের মনে এই শঙ্কাও জাগতে শুরু করেছিল যে, সুলতান আইউবি তার রাজধানী ত্রিপোলি আক্রমণ করে বসতে পারেন। এই আশঙ্কার ভিত্তিতে আলরিস্তান থেকে ফিরে গিয়ে তিনি তার রাজধানীর প্রতিরক্ষা আরও শক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন শুরু।

আস-সালিহ এখনও আনাড়ি ও অনভিজ্ঞ। তাঁর এক-দুজন উপদেষ্টা তাঁকে পরামর্শ দিল, আপনি সুলতান আইউবির সঙ্গে আপস করে নিন। কিন্তু সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগিন প্রমুখ তাঁকে সাহায্যের নিশ্চয়তা দিয়ে আপস-সমঝোতার পথ থেকে সরিয়ে রাখল। তাদেরই একজন আস-সালিহকে বলল– 'সালাহুদ্দীন আইউবি দিনকয়েকের মেহমানমাত্র। নতুন ঘাতকদল এসে গেছে। তারা ধর্মীয় নেতা ও পীর-বুযুর্গের বেশে এই আবেদন নিয়ে সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে যে, আপনারা আর পরস্পর যুদ্ধ করবেন না। উভয়পক্ষ বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করে নিন। সুলতান আইউবি সম্মানার্থে তাদের নিজের পাশে বসতে দেবেন এবং নির্জনে বসে তাদের কথা শুনবেন। এই সুযোগে ঘাতক তাকে হত্যা করে নিরাপদে কেটে পড়বে।

সুলতান আইউবি আলরিস্তানের পর্বতমালায় বসে পরবর্তী হামলার পরিকল্পনা ঠিক করছেন আর হাল্‌বে বসে নজন ভাড়াটিয়া খুনী ভাবছে, আইউবিকে কোথায় কীভাবে হত্যা করা যায়।

www.pathagar.com

মিসরের যে-অঞ্চলটায় বর্তমানে আসওয়ান ড্যাম অবস্থিত, এখন থেকে আটশো বছর আগে সেখানে একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। ঐতিহাসিকগণ আইউবি-আমলের সেই যুদ্ধের কথা উল্লেখই করেননি। ইতিহাসে শুধু এতটুকু উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সুলতান আইউবির একজন সেনাপতি বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল।

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর ডায়েরিতে সেই সেনাপতির নামও লিখে রেখেছেন। নামটা হলো, আল-কানাজ বা আল-কিন্‌দ। লোকটা ছিল মিসরি মুসলমান। তার মা ছিলেন সুদানি। সম্ভবত সুদানি রক্তই তাকে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উস্‌কে দিয়েছিল। সে-যুগের ঐতিহাসিকদের প্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে তার বিদ্রোহের পটভূমি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১১৭৪ সালের শেষ এবং ১১৭৫ সালের শুরুর সময়। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি মিসরে অনুপস্থিত। নুরুদ্দীন জঙ্গির ওফাতের পর উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবেলায় তিনি এখন দামেশ্‌ক অবস্থান করছেন। ষড়যন্ত্রের শিকার অপ্রাপ্ত বয়স্ক আনাড়ি খলীফার হাত থেকে দামেশ্‌ক দখল করার পর হেম্‌স ও হামাত দুর্গও জয় করেছেন। হাল্‌ব দুর্গ অবরোধ করতে গিয়ে তিনি অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। সেই সঙ্গে ত্রিপোলির খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ডের আক্রমণের শিকার হন তিনি। সুলতান আইউবি হাল্‌বের অবরোধ প্রত্যাহার করে পিছনে সরে গিয়ে খ্রিস্টান বাহিনীকে পথেই প্রতিহত করার কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি তাঁর কৌশলে সফল হন এবং রেমন্ড লড়াই ত্যাগ করে পিছনে সরে যান। কিন্তু সেখানে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেনি; বরং মূল যুদ্ধের সেখান থেকেই সূচনা হয়।

সুলতান আইউবি আলরিস্তান পর্বতমালায় তাঁর বাহিনীকে ছড়িয়ে রেখেছেন। একই সময়ে তাঁকে তিনটা শত্রুর মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এক. আস-সালিহ ও তার সহচরগণ। দুই. খ্রিস্টান বাহিনী। তিন. ঋতু। পরিস্থিতিটা ১১৭৫ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের, যখন পাহাড়ের চূড়াগুলো শাদা বরফে আবৃত এবং জনবসতিগুলো শীতে কাঁপছে থরথর করে। আইউবি সেখানে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, যেন তিনি লোহার শিকলে বাঁধা পড়ে গেছেন।

www.pathagar.com

মিসরের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত নন সুলতান। তিনি সেখানকার সেনাকমান্ড আপন ভাই আল-আদিলের হাতে অর্পণ করে এসেছেন। পরে সেখান থেকে কিছু ফৌজ নিয়েও এসেছেন। মিসরের উপর সমুদ্রের দিক থেকে খ্রিস্টানদের এবং দক্ষিণ দিক থেকে সুদানিদের হামলার আশঙ্কা বিদ্যমান। তার চেয়েও বেশি শঙ্কা খ্রিস্টান ও সুদানিদের গোপন নাশকতামূলক তৎপরতা। মিসরে দুশমনের গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতা বহুলাংশে দমন করা হয়েছে বটে; কিন্তু তা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে বলা যায় না। এই পরিস্থিতির মোকাবেলায় সুলতান আইউবি আলী বিন সুফিয়ানকে কায়রো রেখে এসেছেন। ভাই আল-আদিলকেও এ-ব্যাপারে সতর্ক করে এসেছেন। কিন্তু আল-আদিল ও আলী বিন সুফিয়ান দুজনে মিলেও সুলতান আইউবির শূন্যস্থান পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছেন না।

মিসর ত্যাগ করার সময় মিসরের সীমান্তে ও উপকূলীয় রক্ষীবাহিনীর ব্যাপারে সুলতান তাঁর ভাই আল-আদিলকে নির্দেশ দিয়ে যান, সুদানি সীমান্তে যদি সামান্যতম গন্ডগোলও দেখা দেয়, তা হলে যেন কঠোরহাতে তার মোকাবেলা করা হয় এবং প্রয়োজন হলে সুদানের অভ্যন্তরে ঢুকে গিয়ে যুদ্ধ করা হয়।

কিন্তু অতি জরুরি একটি বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করতে ভুলে যান সুলতান। তা হলো সীমান্ত-বাহিনীর বদলি। সে-সময়ে সীমান্ত-বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ও কমান্ডার এমন ছিল যে, তারা দু-বছরের বেশি সময় ধরে সীমান্তে নিয়োজিত রয়েছে। এরা সেই বাহিনী, যারা দুশমনের সঙ্গে জানবাজি লড়াই লড়ে এসেছে। কাজেই তাদের হৃদয় দুশমনের ঘৃণায় পরিপূর্ণ। তারা সুদানিদের কিছুই মনে করে না। তাদের আগে সীমান্ত প্রহরায় যে-বাহিনী ছিল, তারা ভালো ছিল না। তাদের উপস্থিতিতেই মিসরের বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী চোরাচালান হয়ে সুদান চলে যেত। সুলতান আইউবি ফিরে এসে সেই বাহিনীকে বদলি করে ময়দান-থেকে-আনা-বাহিনীকে সীমান্তে নিয়োজিত করেন। তারা সীমান্তে পৌঁছেই ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যে সত্যিকার অর্থেই তারা মিসরের সীমান্তকে সুরক্ষিত করে তোলে।

এটি দু-আড়াই বছর আগের ঘটনা। শুরুতে তাদের মনে জোশ ও জযবা ছিল। তবে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসার পর তারা ধীরে-ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই বেকারত্ব তাদের চেতনাকে উঁই পোকার মতো খেয়ে ফেলতে শুরু করে।

সুলতান আইউবি ছিলেন একজন দূরদর্শী মানুষ। তিনি প্রতিটি দিক, প্রতিটি কোণ ও প্রতিটি ক্ষেত্রের উপর সমানভাবে দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু সীমান্ত-বাহিনীর বদলির মতো গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টির প্রতি ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। সীমান্ত-বাহিনীর বিভাগ ছিল আলাদা, যার কমান্ডার ছিলেন সেনাপতি পদমর্যাদার এক ব্যক্তি, যার নাম আল-কিন্দ। বছরে তিনবার না-

www.pathagar.com

হোক, অন্তত দুবার সেনাবদলি ছিল তার দায়িত্ব। কিন্তু তিনি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি করলেন না। ফলে এই অবহেলার অশুভ পরিণতি ধীরে-ধীরে প্রকাশ পেতে শুরু করল।

একই পরিবেশ, একই আবহাওয়া ও একই ভূখণ্ডে অবস্থান করে এবং দীর্ঘদিন প্রহরার দায়িত্ব পালন করে-করে এই সৈন্যরা এখন বিরক্তি অনুভব করছে। সুদান নিশ্চুপ। চোরাচালান বন্ধ। বেকারত্ব ও অলসতা সৈন্যদের মন-মানসিকতার উপর ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া ফেলতে শুরু করেছে। তাদের হাতে এখন না আছে কোনো কাজ, না আছে বিনোদনের কোনো উপায়-উপকরণ। ঋতুতেও কোনো পরিবর্তন নেই। বালির সমুদ্র, বালির টিলা ছয়মাস আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। আকাশের বর্ণেও কোনো পরিবর্তন নেই।

এই পরিস্থিতি এবং সৈন্যদের বিরক্তির প্রথম ক্রিয়া এই দেখা দিল যে, টহলরত অবস্থায় কোনো পথিককে পেলে তুমি কে, কোথায় যাচ্ছ, তোমার সঙ্গে কী? এসব প্রশ্ন করার পরিবর্তে থামিয়ে তারা তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিচ্ছে এবং এটা-ওটা বলে চিত্তরঞ্জন করছে। যেসব চৌকির সন্নিকটে জনবসতি আছে, তারা গ্রামে ঢুকে পড়ে জনতার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে এবং গল্প-গুজব করছে।

একটি দেশের সীমান্ত-প্রহরীদের এই আচরণ দেশের জন্য ছিল বিপজ্জনক। কিন্তু তারা দায়িত্ব পালনে অতিষ্ঠ সৈনিক। কোনো-না-কোনো উপায়ে, কোনো-না-কোনো স্থানে গিয়ে মনোরঞ্জন করা এখন তাদের মানবিকতার দাবি। তাদের কমান্ডারও তাদেরই মতো মানুষ। তিনিও সময় কাটানো ও বিনোদনের উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত।

◆◆◆

সুলতান আইউবি যখন দামেশ্‌ক রওনা হন, তখন তিনি এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, সীমান্ত-বিষয়ে সকল প্রকার নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও তাঁর মাথায় আসেনি, সীমান্তের পুরাতন বাহিনীর বদলির আদেশ দিয়ে যেতে হবে। সম্ভবত তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁর কমান্ডার আল-কিন্‌দ সব দায়িত্বই পালন করে থাকবে। তাঁর চলে যাওয়ার পর যখন আল-আদিল সিপাহসালারের দায়িত্ব বুঝে নিলেন, তখন তিনি আল-কিন্‌দকে জিজ্ঞেস করলেন, সীমান্তে যে-বাহিনীটি আছে, ওখানে তারা কতদিন যাবত দায়িত্ব পালন করছে?

আল-কিন্‌দ জবাব দিলেন, বহুদিন।

'সীমান্তে আরও সৈন্য প্রেরণের প্রয়োজন আছে কি?' – আল-আদিল জিজ্ঞেস করলেন – 'আর পুরাতন বাহিনীকে প্রত্যাহার করে সেখানে নতুন বাহিনী পাঠানোর আবশ্যকতা আছে কি?'

'না' – আল-কিন্‌দ জবাব দিলেন – 'এরা সেই বাহিনী, যারা দেশ থেকে তরি-তরকারি, খাদ্যদ্রব্য, পশু ও অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বিদেশে চোরাচালান হওয়াকে প্রতিহত করেছে। তারা এখন সীমান্ত ও আশপাশের এলাকায় থাকতে অভ্যস্ত।

www.pathagar.com

তারা দূর থেকেই সন্দেহভাজন লোকের ঘ্রাণ শুকেই তাকে গ্রেফতার করে ফেলতে সক্ষম। তাদের স্থলে নতুন সৈন্য প্রেরণ করলে নতুনদের অভিজ্ঞতা অর্জন করতেই অন্তত এক বছর সময় লেগে যাবে। এমন ঝুঁকি মাথায় তুলে নেওয়া আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না।'

আল-কিন্দের জবাবে আল-আদিল নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁকে একথাটা বলবার মতো কেউ ছিল না যে, এই আল-কিন্দ রাতে নিজঘরে বসে বলছিলেন– 'আমার এই সীমান্ত বাহিনীটা অকর্মা হয়ে পড়েছে। আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে যে, আমি তাদের বদলি হতে দিইনি। তারা সীমান্ত এলাকার লোকদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিয়েছে। তাদের বর্তমান অবস্থা হলো, তাদের পেট সব সময় ভরা থাকে – খাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনো অভিযোগ নেই। আমি তাদের জন্য প্রয়োজনের চেয়েও বেশি খাদ্য সরবরাহ করি। কিন্তু তারা প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির হয়ে আছে। কোনো কাফেলা পথ অতিক্রম করতে দেখলে তারা কাফেলার মহিলাদের মুখ উদোম করে তাকিয়ে থাকে। এবার আমি আমার কাজ করতে পারি।

আল-কিন্দ যার সঙ্গে কথা বলছিলেন, সে একজন সুদানি। মেহমানের বেশে আল-কিন্দের ঘরে এসেছে সে। সুদান থেকে তার জন্য উপঢৌকন নিয়ে এসেছে। সঙ্গে একটি বার্তা।

লোকটা আল-কিন্দকে জানাল, সুদানিরা প্রস্তুত। কিন্তু সেনাসংখ্যা এখনও তত বেশি সংগৃহীত হয়নি। লোকটা জানতে চাইল, সুদানি সৈন্যরা কীভাবে মিসরে প্রবেশ করবে? সীমান্ত অতিক্রম করা তার দৃষ্টিতে একটা কঠিন কাজ। তারই জবাবে আল-কিন্দ উপর্যুক্ত তথ্যগুলো পরিবেশন করল।

আল-কিন্দ সেই সালারদের একজন, যাদের উপর সুলতান আইউবির পূর্ণ আস্থা আছে। তিনিও কারও মনে এই সন্দেহ জাগতে দেননি যে, তিনি মিসরের অনুগত নন। আলী বিন সুফিয়ানকে পর্যন্ত তিনি ধোঁকায় ফেলে রেখেছেন। দু-আড়াই বছর আগে তিনি যে সীমান্ত পথে চোরাচালান রোধ করেছিলেন এবং সীমান্তকে সম্পূর্ণরূপে সীল করে দিয়েছিলেন, সেই ইমেজই তাকে বেশ কাজ দিচ্ছে। তিনি যে দেশের একজন গাদ্দারে পরিণত হয়েছেন, তা কেউ টেরই পায়নি।

সুলতান আইউবির চলে যাওয়ার পর আল-কিন্দ আল-আদিলকে নিশ্চয়তা দিলেন, আপনি সুদানের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন। সুদানের একটা পাখিও মিসরে প্রবেশ করতে পারবে না। আলী বিন সুফিয়ানকেও তিনি একই বুঝ দিতে থাকলেন।

অথচ সুদানে হাবশিদের একদল সৈন্য মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের পরিকল্পনা হলো, তারা ছোট-ছোট দলে মিসরে ঢুকে চুপিচুপি কায়রোর নিকটে পৌঁছে যাবে এবং রাতের বেলা হামলা করে রাতেই মিসরের ক্ষমতা দখল করে নেবে।

www.pathagar.com

♦♦♦

সুদানের গা ঘেঁষে মিসরের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে নীলনদ। কিছুটা অগ্রসর হয়ে মিসরীয় এলাকায় প্রশস্ত একটা ঝিলের রূপ ধারণ করেছে নদীটা। আরও সামনে গিয়ে ঢুকে পড়েছে পার্বত্য এলাকার অভ্যন্তরে। তারপর সম্মুখের দিকে এগিয়ে গেছে সরু নালার রূপ ধরে। তারই নিকটে অবস্থিত আসওয়ান ড্যাম।

সুলতান আইউবির আমলে আসওয়ান ড্যামের চার পাশের ভৌগোলিক অবস্থা ছিল ভিন্ন রকম। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টিলা আর পাহাড়। ফেরাউনদের বিশেষ সুদৃষ্টির প্রমাণ বহন করছে এই টিলা ও পর্বতমালা। তারা পাহাড় কেটে-কেটে তৈরি করেছিল বিশাল-বিশাল মূর্তি। সবচেয়ে বড় মূর্তিটার নাম 'আবুসম্বল'। কোনো-কোনো পর্বতের চূড়া কেটে-কেটে উপাসনালয়ের গম্বুজ কিংবা কোনো এক ফেরাউনের মুখের আকৃতি তৈরি করা হয়েছে। পর্বতমালার পাদদেশে তৈরি করা হয়েছে গুহা, যার অভ্যন্তর অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তৃত। কোনো গুহা এমনও তৈরি করা হয়েছে, যার ভিতরে অনেকগুলো কক্ষ ও রাস্তা-ঘাট বিদ্যমান।

ফেরাউনরা এই রহস্যময় জগতটা কেন আবাদ করেছিল, সেকথা বলা মুশকিল। পাহাড় কেটে-কেটে এই মূর্তি নির্মাণ ও গুহা ইত্যাদি তৈরি করতে অতীত হয়েছে তিন-তিনটি বংশধারা। ফেরাউনরা ছিল সে-যুগের খোদা। জনসাধারণের কাজ ছিল ফেরাউনদের সেজদা করা এবং তাদের যেকোনো আদেশ-নিষেধ মান্য করে চলা। সেই নির্যাতিত ও ক্ষুধাপীড়িত প্রজাদের দ্বারাই খোদাই করা হয়েছে এই পাহাড়-পর্বত। আজ সেখানে কোনো মূর্তি নেই। নেই কোনো গুহা বা পাহাড়। বর্তমানে সেখানে বিরাজ করছে মাইলের-পর-মাইল বিস্তৃত আসওয়ান ড্যাম। এই ড্যাম তৈরির আগে পাহাড়ের মতো বৃহৎ-বৃহৎ মূর্তিগুলোকে মেশিনের সাহায্যে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পাহাড়গুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফেরাউনরা যদি মানুষের হাতে এসব পাহাড়-পর্বতকে এভাবে উড়ে যেতে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে দেখত, তা হলে তারা খোদা হওয়ার দাবি থেকে হাত গুটিয়ে নিত।

সুলতান আইউবির আমলে এই পার্বত্য এলাকার চিত্র ছিল অন্য রকম। সে-যুগে এই পর্বতমালার উপত্যকা ও গুহায় পৃথিবীর সকল সৈন্য লুকিয়ে থাকতে পারত। সীমান্তের যে-জায়গাটা দিয়ে নীল দরিয়া মিসর প্রবেশ করেছে, সেই এলাকাটার প্রতি সুলতান আইউবির বিশেষ মনোযোগ ছিল। সুদানিরা নৌকায় করে এ-স্থান দিয়ে মিসর ঢুকে যেতে পারত। এই নদীপথটির উপর দৃষ্টি রাখার জন্য নদী থেকে বেশ দূরে সুলতান আইউবি একটি সেনাচৌকি বসিয়েছিলেন। চৌকি থেকে নদী দেখা যেত; কিন্তু নদী থেকে চৌকি দেখা যেত না। সুলতান আইউবি পরিকল্পিতভাবেই এই দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন, যাতে

www.pathagar.com

অনুপ্রবেশকারীরা আত্মপ্রবঞ্চণায় লিপ্ত থাকে যে, তাদের দেখার ও ধরার মতো কেউ নেই। গোপন প্রহরার মাধ্যমে নদীতে চলাচলকারী নৌযানের উপর নজর রাখা হতো। দুজন অশ্বারোহী প্রতিক্ষণ টহল দিয়ে ফিরত।

সুলতান আইউবির মিসরে অনুপস্থিতির সময়কার ঘটনা। একদিন দিনের বেলা সীমান্তচৌকির দুই অশ্বারোহী ডিউটিতে বের হলো এবং প্রতিদিনকার মতো দূরে চলে গেল। নদীর কূলে একস্থানে কতটুকু সবুজ-শ্যামল এলাকা। বড়-বড় ছায়াদার বৃক্ষ আছে সেখানে। জায়গাটা খুবই মনোরম। টহলসেনারা সুযোগ পেলে এখানে এসে বিশ্রাম নেয় এবং সময় কাটায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা কোনো সুদানিকে নদী পার হয়ে এপার আসতে দেখেনি। প্রথম দিকে তারা অনেক লোককে গ্রেফতার করেছে। তাদের অনেকে ছিল নাশকতাকারী ও গুপ্তচর। তারপর থেকে এই নদীপথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সান্ত্রীরা আসে শুধু ডিউটি পালন করার জন্য। তারা চৌকির দৃষ্টির বাইরে চলে এসে কোথাও বসে আরামে সময় কাটায়।

এই দুই অশ্বারোহীর নিয়মও একই ছিল। এখন তারা বিরক্ত ও অতিষ্ঠ। নদীকূলের এমন সবুজ-শ্যামল জায়গাও এখন তাদের কাছে ভালো লাগে না। প্রতিদিন নদী দেখে-দেখে তারা তার সৌন্দর্যের প্রতি নির্মোহ হয়ে পড়েছে। বহিঃজগতের কোনো বস্তু এখানে চোখে পড়ে থাকলে সে হলো মরুশিয়াল। ওরা নদীতে পানি পান করতে আসে আর সান্ত্রীদের দেখে পালিয়ে যায়। আর দেখা মেলে দু-চারজন মৎস্যশিকারীর। সুলতান আইউবির সান্ত্রীরা তাদের জিজ্ঞেস করত, তোমরা কোথাকার লোক। পরে তারা এই প্রশ্ন করাও ছেড়ে দিয়েছে আর একসময় ওরাও আসা বন্ধ করে দিয়েছে।

সেদিন সান্ত্রীরা টহল-এলাকায় পৌঁছে বলাবলি শুরু করল– 'আমাদের সঙ্গীরা কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য শহরে বসে আয়েশ করছে আর আমরা এই জঙ্গল-বিয়াবানে পড়ে রয়েছি।' তাদের কণ্ঠে ক্ষোভ ও অস্থিরতার আভাস।

সান্ত্রীরা দূর থেকেই দেখতে পেল, সবুজ এলাকায় চার-পাঁচটা উট বাঁধা রয়েছে। পাশে একস্থানে উপবিষ্ট আট-দশজন লোক। চারজন মানুষ নদীতে গোসল করছে। তারা একটু সামনে অগ্রসর হয়ে থমকে দাঁড়াল। গোসলরত প্রাণীগুলো সম্ভবত মানুষ নয়। তারা পরী। গায়ে হাল্কা কাপড়। কোমরসমান পানিতে দাঁড়িয়ে গোসল করছে তারা। তাদের গায়ের রং মিসরি নারীদের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়। তারা গোসল করছে আর হাসাহাসি করছে।

সান্ত্রীদ্বয় এই ভেবে ঘাবড়ে গেল যে, ওরা কি জলপরী, আকাশপরী, নাকি ফেরাউনদের রাজকন্যাদের প্রেতাত্মা! সান্ত্রীদ্বয় দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। তারা আর সামনে অগ্রসর না হয়ে সেখান থেকেই ফিরে যাবে বলে মনস্থ করল। কিন্তু এমন সময় উটের পাশে উপবিষ্ট লোকগুলোর দুজন উঠে তাদের দিকে এগিয়ে এল। মেয়েরাও তাদের দেখে ফেলল।

www.pathagar.com

তারা নদী থেকে উঠে কূলবর্তী ডাঙায় একস্থানে লুকিয়ে গেল। সাম্রীদের ভয় কিছুটা কেটে গেল। তারা অগ্রসরমান ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা? এখানে তোমরা কী করছ? তারা মাথা ঝুঁকিয়ে সাম্রীদের সালাম করল। লোকগুলো মরুবাসীর পোশাক পরিহিত। তারা বলল, আমরা কায়রোর ব্যবসায়ী। সীমান্তবর্তী এলাকায় মাল বিক্রি করে ফিরে যাচ্ছি।

'কায়রোর পথ তো এটা নয়।' এক সাম্রী বলল।

'আমাদের সঙ্গে কয়েকটা মেয়ে আছে। তাদের শখ হয়েছে, তারা নদীর কূলে-কূলে যাবে' – একজন উত্তর দিল – 'আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন আর কোনো তাড়া নেই। দু-তিনদিন এখানেই অবস্থান করব। আপনাদের যদি সন্দেহ লাগে, তা হলে আসুন; আমাদের মালপত্র পরীক্ষা করে দেখুন। আমাদের কাছে প্রচুর অর্থ আছে। তাও দেখুন। তাতেই আপনারা নিশ্চিত হবেন, আমরা সত্যিই মিসরি ব্যবসায়ী।'

অশ্বারোহী সাম্রীদ্বয় লোকগুলোর সঙ্গে তাদের তাঁবুতে চলে গেল। দেখে অন্য সবাই ওঠে দাঁড়িয়ে তাদের সম্মান দেখাল। সবাই মাথানত করে সালাম জানিয়ে তাদের সঙ্গে করমর্দন করল। একজন সরল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আমাদের মালপত্র খুলে দেখবেন কি? সাম্রীদ্বয় পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল এবং বলল, না; দেখার প্রয়োজন নেই। একজন সুলতান আইউবির ফৌজের প্রশংসা করতে শুরু করল। তারপর তারা সাম্রীদের যৌবন, বীরত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার তারিফ করল। তারা মুখে এমন একটা শব্দও উচ্চারণ করল না, যার ফলে তাদের ব্যাপারে সাম্রীদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

ইত্যবসরে মেয়েগুলো পোশাক বদল করে এবং মাথার চুল ঝেড়ে তাঁবুতে এসে পৌঁছল। কিন্তু তারা সরাসরি সামনে না এসে লাজুকমুখে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল। সাম্রীরা এই বিরানভূমিতে দু-আড়াই বছরে এই প্রথম কয়েকজন মানুষের মজমা দেখতে পেল এবং এই দীর্ঘ সময়ে এ-ই প্রথমবারের মতো নারীর মুখ দেখল। তারা মেয়েগুলোর মাঝে নারীর সব রূপ-ই দেখতে পেল। মা, বোন, স্ত্রী এবং সেই নারী, যে না বোন, না মা, না স্ত্রী। সাম্রীদের চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে গেছে যেন মেয়েগুলো। মেয়েগুলো তাদের প্রতি তাকিয়ে-তাকিয়ে লজ্জা প্রকাশ করছে এবং মুখ লুকিয়ে হাসছে। তাদের লাজ-শরম প্রমাণ করছে, তারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাধ্বী কন্যা।

লোকগুলোর সহজ-সরল কথামালা আর মেয়েগুলোর রূপের জাদুতে ফেঁসে গেল সুলতান আইউবির দুই সীমান্তপ্রহরী। তারা কর্তব্যের কথা ভুলে গেল। দীর্ঘ দিন যাবত সীমান্ত এলাকায় পড়ে থাকা এবং কাজ-কর্ম না থাকার প্রতিক্রিয়ায় এই ভয়াবহ যৌনক্ষুধা তাদের ঘায়েল করে ফেলছে।

একজন নদীর কূলে দাঁড়িয়ে বড়শি দ্বারা মাছ ধরছিল। লোকটা অনেকগুলো মাছ শিকার করেছে। একজন মেয়েদের বলল, যাও; মাছগুলো রান্না করো। নির্দেশ পেয়েই তারা ছুটে গেল। তারা মাছগুলো কেটে-কুটে রান্না করে ফেলল।

www.pathagar.com

◆◆◆

অশ্বারোহী সীমান্ত-প্রহরীদ্বয় তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও ত্যক্ত-বিরক্ত। তাদের উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয় বটে; কিন্তু প্রতিদিন একই খাবার খেয়ে-খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। নীলনদের কূলে যখন তাদের সামনে ভুনা মাছ আর রান্নাকরা শুকনো গোশ্ত পরিবেশন করা হলো, দেখামাত্র তাদের জিহ্বায় পানি এসে গেল। তার উপর যখন সবাই একসঙ্গে খাওয়া শুরু করল, তখন খাবার আরও সুস্বাদু হয়ে উঠল। আহারের মাঝে তারা দেখল, একমেয়ে তাদের একটা ঘোড়ার গলা ও শিং-এ হাত বোলাচ্ছে এবং ঘোড়াটাকে আদর করছে। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে খেতে বসেনি। এই ঘোড়াটা যে-সাম্ত্রীর, সে মেয়েটার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখল। মেয়েটাও তার উপর চোখ পড়ামাত্র মুচকি একটা হাসি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। এত রূপসী মেয়ে সাম্ত্রীরা এর আগে কখনও দেখেনি।

এক বৃদ্ধ বলল– 'আমাদের এই মেয়েরা কখনও ঘোড়ায় চড়েনি। যে-মেয়েটা ঘোড়ার নিকট দাঁড়িয়ে আছে, ওর ঘোড়ায় চড়ার বড় শখ; কিন্তু কখনোই সুযোগ হয়ে ওঠেনি।'

'আমরা চারজনেরই শখ পূরণ করব।' এক সাম্ত্রী প্রবল আগ্রহের সঙ্গে বলল।

আহারশেষে সাম্ত্রী উঠে তার ঘোড়ার নিকট চলে গেল। মেয়েটা মাথানত করে লাজুক মুখে একদিকে সরে দাঁড়াল। সাম্ত্রী তাকে বলল– 'আস, আমি তোমাদের ঘোড়ায় চড়ার শখ পূরণ করব; একজন-একজন করে সবাইকে ঘোড়ার পিঠে চড়াব।'

পিছন দিক থেকে আওয়াজ ভেসে এল– 'লজ্জা করো না; এরা তোমাদের ইজ্জত ও দেশের মোহাফেজ। এরা না থাকলে খ্রিস্টান ও সুদানিরা তোমাদের কী দশা ঘটাবে, আল্লাহ-ই ভালো জানেন।'

মেয়েটা মাথার ওড়নাটা নিচের দিকে টেনে নিয়ে ঘোমটার মতো করে পা টিপে-টিপে ঘোড়ার নিকটে চলে গেল। সাম্ত্রী তার পা রেকাবে তুলে দিয়ে পাজাকোলা করে তাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিল। এমন সময় কে একজন পিছন থেকে সাম্ত্রীকে ডাক দিয়ে কী যেন বলতে শুরু করল। সাম্ত্রী সেদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করল। হঠাৎ ঘোড়াটা একদিকে ছুটতে শুরু করল। মেয়েটা চিৎকার জুড়ে দিল। সাম্ত্রী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঘোড়া দ্রুতগতিতে দৌড়াচ্ছে এবং পিঠে-বসা-মেয়েটা এদিক-ওদিক দুলে পড়ছে আর সামলে বসে থাকার চেষ্টা করছে।

সবাই হই-হুল্লোড় জুড়ে দিল যে, ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে – মেয়েটা পড়ে মরে যাবে। সাম্ত্রীর নিকটেই তার সঙ্গীর ঘোড়াটা দাঁড়ানো ছিল। সে একলাফে তাতে চড়ে বসে চাবুক মেরে ছুটে চলল। মেয়েকে বহনকারী ঘোড়া

www.pathagar.com

চোখের আড়ালে চলে গেছে। সাম্রী তার ঘোড়ার গতি যতটুকু সম্ভব বাড়িয়ে দিল। তার জানামতে এতক্ষণে মেয়েটা ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেছে, তার পাদুটো রেকাবের সঙ্গে আটকে গেছে, হাড়-গোড় ভেঙে গুড়ো-গুড়ো হয়ে গেছে এবং ঘোড়া তাকে টেনে-হেঁচড়ে হাড়-মাংস আলাদা করে ফেলছে।

সাম্রী ছুটে চলছে। এখন তার সম্মুখে খোলা মাঠ। কিন্তু-না, মেয়েটার তো কিছুই হয়নি! ওই তো ঘোড়াটা তাকে নিয়ে ছুটে চলছে!

কতটুকু অগ্রসর হয়ে তার ঘোড়া একদিকে মোড় নিয়েই আবারও আড়ালে চলে গেল। সাম্রী মেয়েটার চিৎকার ও ঘোড়ার পদশব্দ শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু ঘোড়াটা দেখা যাচ্ছে না।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সেও একদিকে মোড় ঘোরাল। কিন্তু এখন না ঘোড়াটা দেখা যাচ্ছে, না মেয়েটার চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সাম্রী ভাবল, সম্ভবত ঘোড়াটা কোনো একটা গর্তে পড়ে গেছে। সে ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল এবং আরও সম্মুখে এগিয়ে গেল। এবার মেয়েটার ডাক-চিৎকার তার কানে এল– 'এদিকে আসো; জলদি আমার কাছে আসো।'

সাম্রী সেদিক তাকাল। অবস্থা দেখে সে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। এ কী! ঘোড়াটা বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে আছে আর মেয়েটা দিব্যি তার পিঠে বসা! তার চেহারায় ভয়-ভীতির কোনোই ছাপ নেই; বরং তার দু-ঠোঁটে মুচকি হাসি! সাম্রী একবার ভাবল, ঘোড়া হাঁকিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাই। সে নিশ্চিত, মেয়েটা মানুষ নয় – অবশ্যই ওটা জিন-পরী বা অন্য কিছু ; ফাঁকি দিয়ে তাকে এই নির্জন জায়গায় নিয়ে এসেছে আর এখন তার রক্ত পান করবে। কিন্তু মেয়েটার মুখের মনকাড়া হাসি আর দেহের পাগলকরা রূপে এতই শক্তি যে, সিপাইকে ঘোড়াসহ কাছে টেনে নিয়ে গেল।

'তুমি সৈনিক, তুমি পুরুষ' – মেয়েটা বলল – 'আমাকে তুমি ভয় করছ?'

মেয়েটা সাম্রীর হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে বলল– 'আমার ঘোড়া বেলাগাম হয়নি। আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছি আর চিৎকার করে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, ঘোড়া বেলাগাম হয়ে গেছে এবং আমি পড়ে যাচ্ছি। আমার জানা ছিল, তুমি আমার পিছনে-পিছনে ছুটে আসবে। আমি আনাড়ি নই। আমি দক্ষ একজন ঘোড়সওয়ার।'

'আমাকে এই ধোঁকাটা কেন দিয়েছ?' সাম্রী জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে তোমার সাহায্যের প্রয়োজন' – মেয়েটা বলল – 'কথাটা সকলের সামনে বলা সম্ভব ছিল না। ওই লোকগুলোর মধ্যে তুমি একজন বৃদ্ধকে দেখেছ। তিনি আমার স্বামী। তুমি তার বয়স দেখো আর আমার যৌবনও দেখো। লোকটা আমাকে খুশী রাখতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

'অন্য মেয়েগুলো কারা?' সাম্রী জিজ্ঞেস করল।

www.pathagar.com

'ওরা দুজনই বিবাহিতা। ওদের স্বামীরা যুবক। বিনোদনের জন্য তারা ওদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি আমাকে সাহায্য করো।'

'লোকটা যদি তোমাকে অপহরণ করে নিয়ে আসত, তা হলে আমি তাকে ধরে চৌকিতে নিয়ে যেতাম' – সাম্ত্রী উত্তর দিল – 'কিন্তু তুমি তো তার স্ত্রী।'

'আমি তাকে স্বামী বলে স্বীকার করি না। তা ছাড়া তোমাকে দেখার পর তার প্রতি আমার ঘৃণা আরও বেড়ে গেছে' – আবেগাপ্লুত কণ্ঠে মেয়েটা বলল – 'তোমাকে প্রথমবার দেখামাত্র আমার অন্তর থেকে আওয়াজ উঠে এল, এই যুবকই তোমার স্বামী; আল্লাহ তোমাকে এই সুদর্শন যুবকটির জন্যই সৃষ্টি করেছেন।'

'আমি অত সুশ্রী নই, যতটা তুমি বলছ' – সাম্ত্রী বলল – 'তুমি কেন আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ? তোমার মনে কী আছে খুলে বলো।'

'আল্লাহ জানেন আমার অন্তরে কী আছে' – দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ কণ্ঠে মেয়েটা বলল – 'তিনিই হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করেন। তুমি যদি আমার হৃদয়ের আওয়াজকে প্রতারণা মনে করেও থাক, তারপরও আমি আর বুড়োটার কাছে ফিরে যাব না। ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘোড়াসহ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আল্লাহর নিকট গিয়ে বলব, তুমি আমাকে হত্যা করেছ।'

সাম্ত্রী সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি, আলী বিন সুফিয়ান কিংবা আল-আদিলের মতো ব্যক্তিত্ব নয় – একজন ত্যক্ত-বিরক্ত সাধারণ সৈনিকমাত্র। তদুপরি টগবগে যুবক। মেয়েটার রূপ-যৌবন ও চলন-বলন তাকে মোমে পরিণত করে ফেলেছে। তবে তার এতটুকু অনুভূতি অবশিষ্ট আছে যে, আমি একজন সাধারণ সৈনিক আর তুমি রাজকন্যার সমান। কোমল গালিচা থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে এই বালুকাময় প্রান্তর আর পাহাড়-উপত্যকায় তুমি টিকতে পারবে না।'

'নরম গালিচা আর বিপুল দৌলত যদি আমার লক্ষ্য হতো, তা হলে ওই বৃদ্ধ অপেক্ষা ভালো স্বামী আর হতে পারে না' – মেয়েটা বলল – 'লোকটা তো তার সমুদয় ঐশ্বর্য আমার পায়ের উপর ফেলেই রেখেছে। আমার একান্ত বাসনা, আমি একজন সৈনিকের স্ত্রী হব। আমার পিতাও সৈনিক। বড় দুই ভাইও সৈনিক। তারা সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে দামেশ্ক ও সিরিয়ার ময়দানে যুদ্ধ করছেন। আমার মা আমাকে এই বৃদ্ধের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমরা গরিব মানুষ। আমার রূপ-সৌন্দর্যই আমাকে এই দুর্ভাগ্যের পথে ঠেলে দিয়েছে। আমি একজন দক্ষ অশ্বারোহী। কিন্তু আমার স্বামী বিষয়টা জানেন না। বহুবার আমার মনে বাসনা জেগেছে, আমি সুলতান আইউবির বাহিনীতে যোগ দেব। যদি তা সম্ভব না হয়, তা হলে অন্তত একজন সৈনিকের স্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করব। তুমি আমাকে বালুকাময় প্রান্তর আর পাহাড়-উপত্যকার ভয় দেখিও না। মরুভূমিতে আমার জন্ম। মরুভূমির উত্তপ্ত বালি যখন আমার রক্ত চুষে নেবে, তখনই কেবল আমার আত্মা নিশ্চিন্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।'

www.pathagar.com

'আমি কীভাবে তোমার সাহায্য করতে পারি বলো।' সাম্ত্রীর পরাজিত কণ্ঠ।

'ওঠো, আমরা ধীরে-ধীরে ফিরে যাই। ওরা আমাদের পিছনে-পিছনে এসে থাকবে হয়ত। পথে তোমাকে বলব, আমি কী ভাবনা ভেবে রেখেছি।' মেয়েটা বলল।

সাম্ত্রী ও মেয়েটা যার-যার ঘোড়ায় চড়ে ধীরগতিতে পাশাপাশি চলছে। মেয়েটা বলছে– 'আমি তোমাকে বলব না, তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। এটা আইনত অপরাধ হবে। আমার স্বামী আদালতে মামলা করবে আর আমরা উভয়ে শাস্তি ভোগ করব। আমাকে আগে স্বামীটা থেকে মুক্ত হতে হবে। তার পন্থা হলো, তাকে এমনভাবে হত্যা করতে হবে, যা মূলত হত্যা বলে মনে হবে না। তুমি না পারলে কাজটা আমি করব। একটা পদ্ধতি এই হতে পারে যে, মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাকে পান করাব আর রাতের বেলা নদীর কিনারে নিয়ে ধাক্কা মেরে পানিতে ফেলে দেব। মানুষ মনে করবে, লোকটা নিজেই নেশা করে পানিতে পড়ে গেছে। এর জন্য দু-চারদিন অপেক্ষা করতে হবে। তার জন্য আমি তাকে এখানেই রেখে দেব।'

'তোমার সঙ্গে কি বিষ আছে?' সাম্ত্রী জিজ্ঞেস করল।

'থাকতে হবে না' – খিলখিলিয়ে হেসে উঠে মেয়েটা বলল – 'তুমি আসলে আস্ত একটা বদ্ধু সৈনিক। আমি কায়রো থেকে অনেক দূরে এক উঁচু এলাকার বাসিন্দা – এই নদীটা যেখান থেকে এসেছে, ঠিক সেখানে আমার বাস। আমাদের প্রধান খাদ্য মাছ। মাছের পিত্ত বিষে পরিপূর্ণ থাকে। তুমি দেখেছ, আমরা এখানেও মাছ শিকার করে থাকি। রান্না করার সময় আমি মাছের একটা পিত্ত লুকিয়ে রাখব আর তার কয়েক ফোঁটা বিষ নিয়ে মদের সঙ্গে মিশিয়ে বুড়োকে খাইয়ে দেব। তারপর ভ্রমণের নাম করে নদীর কূলে নিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে বেটাকে নদীতে ফেলে দেব।'

'তারপর আমি তোমাকে কীভাবে নিয়ে যাব?' সাম্ত্রী পরিকল্পনাটা বুঝে নিতে জিজ্ঞেস করল।

'বৃদ্ধ মরে গেলে আমি স্বাধীন হয়ে যাব' – মেয়েটা জবাব দিল – 'আমি সবাইকে বলব, তোমরা কেউ আমার অভিভাবক নও যে, তোমরা আমার পছন্দের বিয়ে প্রতিহত করবে। তারপর আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব। তুমি আমাকে আমার বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবে। আর শোনো, মাঝে-মধ্যে আমার খোঁজখবর নেবে কিন্তু। আচ্ছা, এখন চলে গেলে তুমি আবার কবে আসবে?'

'আমি শুধু টহলের সময়টায় আসতে পারব' – সাম্ত্রী জবাব দিল – 'চৌকি এখান থেকে অনেক দূরে। টহলের ডিউটি ছাড়া ঘোড়া ব্যবহার করা যায় না। আগামী কাল দুপুরে এই সঙ্গীর সাথেই এখানে আমার ডিউটি পড়বে। তখন আসব।'

www.pathagar.com

'এখান থেকে একটু দূরে থেকো' – মেয়েটা বলল – 'আমি পথে তোমার সঙ্গে দেখা করব। তারপর কোথাও লুকিয়ে বসে কথা বলব।'

মেয়েটা সান্ত্রীর একটা হাত মুঠোয় নিয়ে নিল। সান্ত্রী তার প্রতি তাকিয়ে থাকল। মেয়েটাও তার চোখে চোখ রাখল। সান্ত্রীর সব সংশয় দূর হয়ে গেল। সে মেয়েটার ডান হাতটা টেনে নিয়ে নিজের বুকে লাগিয়ে চেপে ধরে রাখল।

♦♦♦

মেয়েটা যেখান থেকে পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছিল, সান্ত্রী ও মেয়েটা সেখানে গিয়ে পৌঁছল। কাফেলার মানুষগুলো তাদের চোখে পড়ল। তারা সবাই এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে। সান্ত্রী ও মেয়েটা সেদিকে ছুটে গেল। তারা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গেল। মেয়েটার বৃদ্ধ স্বামী উঠে এগিয়ে এসে সান্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল। তার মুখ দিয়ে কথা সরছে না। ওষ্ঠাধর কাঁপছে। অন্যরাও আপ্লুত কণ্ঠে সান্ত্রীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। মেয়েটা তাদের মিথ্যা কাহিনী শোনাল– 'এই সান্ত্রী নিজেকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে আমাকে উদ্ধার করে এনেছে। অন্যথায় ঘোড়া আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করে মেরেই ফেলেছিল।'

নাটকের প্রথম পর্ব এখানেই শেষ হলো। সান্ত্রীদ্বয় চৌকির অভিমুখে ফেরত রওনা হলো। পথে এই সান্ত্রী তার সঙ্গীকে ঘটনাটা অবহিত করল। সঙ্গীও জানাল, তুমি চলে যাওয়ার পর অন্য একটা মেয়ে আমাকে প্রেমনিবেদন করল। মেয়েটা প্রথমে আমার প্রতি এক বিস্ময়কর ভঙ্গিমায় তাকিয়ে থাকল। কাফেলার পুরুষ লোকগুলো অন্যমনস্ক হয়ে কথা বলছে। আমি তোমার সন্ধানে উঠে কিছুদূর অগ্রসর হই। কিন্তু পায়ে হেঁটে গিয়ে তোমাকে ধরা সম্ভব ছিল না বলে বেশিদূর এগোয়নি। দুটা মেয়ে আমার পিছনে-পিছনে এগিয়ে এল। একজন আমার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। কথায়-কথায় মেয়েটা আমার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করল এবং আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এদিকে আবার কবে আসবে? তোমার সঙ্গে আমার আবার কোন দিন দেখা হবে? আমি বললাম, আগামী কাল দুপুরে এখানে আমাদের ডিউটি থাকবে। মেয়েটা বলল, আমার স্বামী একজন বৃদ্ধ লোক। আমি তাকে ছেড়ে পালাতে চাই।'

দুই সৈনিকের একই কাহিনী। তারা ভাবতে শুরু করল মেয়েদুটাকে কীভাবে সঙ্গে করে নেওয়া যায়। তারা ভাবছে, মেয়েরা যদি তাদের স্বামীকে খুন করতে না পারে, তা হলে আমরাই তাদের খুন করব। সুদর্শন এক কল্পনার জাল বুনতে-বুনতে সুলতান আইউবির দুই সিপাই চৌকিতে ফিরে গেল।

তারা চৌকির কমান্ডারকে রিপোর্ট করল– 'অমুক জায়গায় কায়রোর একটা বণিক কাফেলা অবস্থান নিয়ে আছে। আমরা তাদের তল্লাশ নিয়েছি। তাদের কাছে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।'

সিপাইরা কমান্ডারকে মেয়েদের সম্পর্কেও অবহিত করল। কমান্ডার রিপোর্টের প্রথম অংশটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ না করলেও তিনটা রূপসী

www.pathagar.com

যুবতী মেয়ের উল্লেখে চমকিত হয়ে উঠল। মেয়েগুলোর সংখ্যা, বয়স, গঠন-আকৃতি, উচ্চতা, রং-রূপ ইত্যাদি সবকিছু খুটিয়ে-খুটিয়ে জেনে নিল।

চৌকিতে অন্য আরেক চৌকির এক সৈনিক অবস্থান করছিল। সেই চৌকিটা এখান থেকে আট-দশ মাইল দূরে অবস্থিত। তার কমান্ডার এই সৈনিককে একটি বার্তা দিয়ে এখানে পাঠিয়েছে– 'আজ সন্ধ্যার পর আমার চৌকিতে আসবে; জরুরি কাজ আছে।' একসঙ্গে যাওয়ার জন্য কমান্ডার বার্তাবাহক সৈনিককে বসিয়ে রেখেছে।

সূর্যাস্তের পর কমান্ডার সিপাইর সঙ্গে রওনা হয়ে গেল। আট-দশ মাইল পথ অতিক্রম করে তারা যখন অপর চৌকিতে পৌঁছল, তখন অনেক রাত।

চৌকিটা সবুজ-শ্যামল মনোরম এক এলাকায় অবস্থিত। আজ অতিরিক্ত আরও কিছু জাঁকজমক চলছে। চৌকির সকল সৈনিক – যাদের এখন ডিউট নেই – চৌকির বাইরে গোল হয়ে বসে আছে। স্থানে-স্থানে বাতি জ্বলছে। কমান্ডার এখানে নেই। মেহমান কমান্ডার তার তাঁবুতে গেল। তাঁবুতে কমান্ডারের সঙ্গে উপবিষ্ট দুটা মেয়ে ও তিনজন মরুবাসী পুরুষ। তাদের সন্নিকটে পড়ে আছে বাদ্যযন্ত্র।

মেহমান কমান্ডারের তাঁবুতে প্রবেশ করল। অল্প সময়ের মধ্যে ভোজের আয়োজন করা হলো। সবাই খানা খেল। আহারশেষে কমান্ডারের নির্দেশে বাদক পুরুষ ও মেয়েরা বেরিয়ে গেল। মেহমান কমান্ডার জিজ্ঞেস করল, এরা কারা? বাইরে কী হচ্ছে?

'মেয়েগুলো নর্তকী' – কমান্ডার জবাব দিলেন – 'সঙ্গের পুরুষরা বাদক। তারা এ-পথ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। পানি পানের জন্য অবতরণ করলে আমি ডেকে এনে বসাই এবং কথা বলি। মেয়েগুলোকে আমার ভালো লেগেছে। এই রাত তাদের এখানেই রাখব। ওরা বড় ভালো মানুষ।'

'এই ধারা আমার পছন্দ হয় না' – মেহমান কমান্ডার বলল – 'এই বিলাসিতা সৈনিকদের নষ্ট করে ফেলবে।'

'এসব ছাড়া সৈনিকরা নষ্ট হচ্ছে আরও বেশি' – মেজবান কমান্ডার বলল – 'আমাদের সহকর্মীরা শহরে-নগরে আয়েশ করছে আর আমরা এখানে দেউলিয়ার মতো ঘুরে মরছি। এই বিড়ম্বনা থেকে কবেনাগাদ নিস্তার পাব জানি না। এভাবে জীবন কাটানো যায় না। তোমার সৈনিকরা কি তোমাকে কখনও বলেনি, আমাদের বদলি করা হোক? আমার সৈনিকরা তো আমাকে অস্থির করে তুলছে।'

'তা বটে। আমার চৌকিতে তো এ নিয়ে দুই সৈনিকের মধ্যে মারামারিও হয়ে গেছে' – মেহমান কমান্ডার বলল – 'এখন তো সৈনিকরা সামান্য ব্যাপারেও রেগে যায়। তাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে।'

www.pathagar.com

'আমি আমার সালার আল-কিন্‌দের নিকট আবেদন পাঠিয়েছি, এবার আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং আমাদের প্রত্যাহার করে নিন' – মেজবান কমান্ডার বলল – 'কিন্তু তিনি কোনো জবাব দেননি। আমি বলেছি, আমাদের সেই ময়দানে পাঠিয়ে দিন, যেখানে ঘোরতর লড়াই চলছে। যেখানে কোনো কাজ নেই, সেখান থেকে আমাদের সরিয়ে নিন। এখানে কাজ যা ছিল, তা আমরা সম্পন্ন করেছি। এখানে অন্য বাহিনী পাঠানো হোক।'

অপর চৌকি থেকে আসা কমান্ডারের ভাবনাও একই। উভয় কমান্ডার ও তাদের অধীন সৈনিকরা একই পরিস্থিতির শিকার। উপরের সামান্য অবহেলা ভয়ংকর এক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে দেশটাকে। দুশমনের উপর বিদ্যুতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত অকুতোভয় যে-ফৌজ, তারা আজ চরম মানসিক বিপর্যয়, নৈতিক অধঃপতন ও বিশৃঙ্খলার শিকার। তারা আজ বিনোদনের উপায় খুঁজে ফিরছে এবং কর্তব্যপালনের পরিবর্তে নাচ-গান ও বাদ্য-বাজনা দ্বারা মন ভোলানোর চেষ্টা করছে।

♦♦♦

রাত কেটে যাচ্ছে। মেয়েরা পালাক্রমে নাচছে ও গাইছে। তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে এবার বাদকরা গানের সুর ধরল। সৈনিকরা চিৎকার ও করতালি দিয়ে তাদের প্রশংসা করছে, উৎসাহ জোগাচ্ছে। তিন-চারজন সৈনিক মেয়েদের দিকে পয়সা ছুড়ে মারল। কিন্তু মেয়েরা এই বলে সেগুলো ফিরিয়ে দিল যে, আমরা দেশের সুরক্ষায় নিয়োজিত সৈনিকদের থেকে পয়সা নিই না। আমরা বিনিময় নেব না। আমাদের নাচ-গানে যদি আপনারা আনন্দ পেয়ে থাকেন, তা হলে আবার তলব করবেন। যখনই বলবেন, আমরা এসে পড়ব। কোনো বিনিময় ছাড়া-ই আমরা আপনাদের আনন্দ দিয়ে যাব।

দর্শনার্থীদের দুজন কমান্ডার। পদমর্যাদায় উচ্চ না হলেও দায়িত্বশীল লোক তো বটে। কিন্তু তারা তাদের দায়িত্বের কথা ভুলে গেছে। এই গায়ক-নর্তকীরা কোথা থেকে এল, কোথায় যাবে এবং নিজেদের যে-পরিচয় দিয়েছে, তা সঠিক কিনা, তাও তারা জানবার চেষ্টা করল না। তারা এ-ও দেখল না যে, আসরে শ্রোতা-দর্শনার্থীদের মাঝে মিসরের মরুবাসীর পোশাকে যে-কজন অপরিচিত লোক এসে বসেছে, তারা কারা এবং কোথা থেকে এল। তারা এও লক্ষ্য করল না, চৌকির চারজন সৈনিক টহলপ্রহরা থেকে আগে-ভাগে ফিরে এসেছে এবং তাদের পরিবর্তে অন্য সৈনিক পাঠানো হয়নি।

চৌকি থেকে দূরবর্তী একটা জায়গা। অমাবশ্যার রাতের মতো কালো চেহারার অন্তত পঞ্চাশজন লোক একজন অপরজনের পিছনে দল বেঁধে সুদানের দিক থেকে এদিকে আসছে। কাফেলার অনেক সম্মুখে অবস্থান করছে আরও দুজন লোক। কাফেলা সামান্য পথ অগ্রসর হয়ে থেমে যাচ্ছে। সম্মুখের লোক দুজন এদিক-ওদিক দেখে কাফেলাকে পথনির্দেশ করছে। কখন কোন দিকে

www.pathagar.com

যাবে, কোন পথে চলবে, স্থির করে তারা শকুনের মতো শব্দ করছে আর তাদের সংকেত অনুসারে পিছনের কাফেলা অগ্রসর হচ্ছে। কাফেলাকে থামাতে হলে তারা শেয়ালের মতো রা করছে।

চৌকির বাদ্য-বাজনার সুউচ্চ শব্দমালা মিসর-সীমান্তের নীরব পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

সম্মুখে পার্বত্য এলাকা। কাফেলার কালো মানুষগুলো ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বতমালার ফাঁকে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বর্শা, তির-ধনুক, তরবারি ও খঞ্জর। তাদের স্বাগত জানাতে সেখানে অবস্থান করছে জনাচারেক মানুষ। তাদের একজন আগত কাফেলার সরদারকে অভিবাদন জানিয়ে হাসিমুখে বলল– 'মেয়েরা কাজ করে ফেলেছে স্যার।'

'হ্যাঁ, খবর পেয়েছি' – সরদার বলল – 'আমরা বাদ্যের সুর শুনতে এসেছি। দশ-বারোজন লোককে আমরা আগেই সেখানে পাঠিয়ে রেখেছিলাম। তাদের একজন এসে সংবাদ দিয়ে গেল, আসর তুঙ্গে উঠে গেছে এবং রাস্তা পরিষ্কার। টহলদার সিপাইরাও আসরে চলে এসেছে।'

'নীলনদ থেকেও ভালো সংবাদ এসেছে' – অভ্যর্থনাকারীদের একজন বলল – 'তারা মেয়েদের দ্বারা ঠিক-ঠিক কাজ নিয়েছে। আগামী কাল রাতে ওখানে যে-দুজন সিপাইর ডিউটি থাকবে, তাদের ফাঁদে আটকে ফেলা হয়েছে। আমি সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছি। আগামী কাল রাত পর্যন্ত কমপক্ষে তিনটা বড় নৌকা এসে পড়বে।'

তারা সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। সম্মুখে সারি-সারি পাহাড়। দলনেতা দাঁড়িয়ে গেল এবং কাফেলার সবাইকে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল। সে অভ্যর্থনাকারীদের সঙ্গে কানে-কানে বলল– 'একথা ভুলে যেও না, এরা সবাই হাবশি। তাদের ধর্ম অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি তোমাদের অবাক্ করে ফেলবে। তোমাদের সাবধান থাকতে হবে। তারা যদি চরম হাস্যকর কোনো আচরণও করে ফেলে, তবু তাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে চলতে হবে। আমরা তাদের ধর্মের নামে নিয়ে এসেছি। তাদের প্রলোভন দেখিয়েছি, তোমাদের যেখানে নিয়ে যাব, সেখানে খোদা অবস্থান করে থাকেন – সেই খোদা, যিনি বালুকারাশিকে পিপাসু রাখেন, সূর্যকে আগুন দান করেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তোমরা একটা সমস্যার সম্মুখীন হবে। তা হলো, এরা মানুষ বলি দিতে চাইবে। এরা মানুষ বলিদানে অভ্যস্ত।'

বলি পুরুষের হবে নাকি নারীর, নাকি একজন পুরুষ ও একজন নারীর হবে, তা তাদের সরদার বলে দেবে। আমরা যদি তাদের এই রীতি পালন করার সুযোগ করে দিই, তা হলে যুদ্ধের ময়দানে দেখবে, তারা কীভাবে মিসরের ইট-পাথরগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনী তাদের মোকাবেলায় একদিনের বেশি টিকতে পারবে না।'

www.pathagar.com

সরদার সবাইকে বলল– 'তোমরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ো; তোমরা খোদার ঘরে এসে পড়েছ।'

সবাই সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারপর সরদারের নির্দেশে উঠে দাঁড়াল এবং সরদারের পিছনে-পিছনে হাঁটা দিল।

এরা সুদানি হাবশি, যাদের সুদান থেকে এনে মিসরে ঢোকানো হচ্ছে। তাদের লুকিয়ে রাখার জন্য এই পার্বত্য ভূখণ্ডটি বেছে নেওয়া হয়েছে। ফেরাউনি আমলের গুহাসমূহ – যা মূলত পাতালপ্রাসাদ – এখানে উট-ঘোড়াসহ বিশাল সেনাবাহিনীকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব।

সুদানে রক্তখোর হাবশিদের ধর্ম ও কুসংস্কারের নামে ঐক্যবদ্ধ করে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল। তারা যুদ্ধে অতিশয় পারদর্শী। গোত্রে-গোত্রে লড়াই চলে তাদের। তিরন্দাজি ও অব্যর্থ বর্শাবাজিতে তারা পারঙ্গম। সুদানের শাসকরা খ্রিস্টানদের সঙ্গে চুক্তি করে অনেক খ্রিস্টান সেনা-অফিসারকে ডেকে এনেছিল। তারাই এই হাবশিদের সুসংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক কমান্ডের অধীনে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

ইতিপূর্বে সুদানি বাহিনী দুবার পরাজিত হয়েছিল। তৃতীয় যুদ্ধটা সে-সময়ে সংগঠিত হয়, যখন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির ভাই তকিউদ্দীন সুদান হামলা করেছিলেন। এই হামলাকে ব্যর্থ করে সুদানিরা তকিউদ্দীনের বাহিনীকে তছনছ করে দিয়েছিল। তকিউদ্দীন সুলতান আইউবির সহায়তায় তার অবশিষ্ট সৈন্যকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেই যুদ্ধে সুদানিদের ব্যর্থতা এই ছিল যে, তারা তকিউদ্দীনকে ধাওয়া করেনি এবং মিসর আক্রমণ করেনি। যদি তখন সুদানিরা সাহস করে তকিউদ্দীনের বাহিনীকে ধাওয়া করত এবং মিসর আক্রমণ করে বসত, তা হলে তকিউদ্দীনের বাহিনী এতই পরিশ্রান্ত ছিল যে, তারা সুদানিদের হাত থেকে মিসরকে রক্ষা করতে সক্ষম হতো না।

এসব ব্যর্থতাকে সামনে রেখে খ্রিস্টানরা সুলতান আইউবির যুদ্ধকৌশল পরীক্ষা করে দেখার পরিকল্পনা হাতে নিল। তারা প্রত্যক্ষ করছিল, সুলতান আইউবি স্বল্প-থেকে-স্বল্পতর সৈন্য দ্বারা অধিক-থেকে-অধিকরতর সৈন্যের উপর গেরিলা হামলা চালান এবং একজায়গায় স্থির হয়ে লড়াই করার পরিবর্তে বিক্ষিপ্ত হয়ে লড়াই করেন এবং বিশাল-বিশাল বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে পর্যুদস্ত করে ফেলেন। তাদের জানা আছে, এ-জাতীয় আক্রমণ পরিচালনার জন্য কঠোর প্রশিক্ষণ ও বিশেষ প্রকৃতির সৈন্যের প্রয়োজন। সাধারণ সৈন্যরা জানে শুধু হুজুগের মাঝে যুদ্ধ লড়তে। এ-পেক্ষাপটেই তারা হাবশি কাবায়েলিদের মাঝে যুদ্ধ-উন্মাদনা সৃষ্টি করে ক্ষুদ্র একটি বাহিনী গঠন করে নিয়েছে এবং তাদের গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছে। তারা কায়রোবাসীকে রাতের আঁধারে ঝাঁপটে ধরতে চাচ্ছে। সুলতান আইউবি এখন মিসরে অনুপস্থিত। তাদের বিশ্বাস, এই সুযোগে তারা ময়দান বাজিমাত করে ফেলতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

এই আক্রমণের কমান্ডের জন্য তাদের এমন একজন সেনা-অধিনায়কের প্রয়োজন, যিনি হবেন মিসরি ফৌজের লোক, যাতে সময় ও শক্তি ব্যয় হবে কম এবং আঘাতও হানবে ঠিকানামতো। সুলতান আইউবির সালার আল-কিন্দ তাদের এই প্রয়োজনটা পূরণ করে দিলেন। সুদানের হাবশি সৈন্যদের লুকোনোর ব্যবস্থা আল-কিন্দ-ই করে দিয়েছিলেন। তিনি মিসরি ফৌজের চার-পাঁচজন কমান্ডারকেও সঙ্গে ভিড়িয়ে নিয়েছেন। তিনি গোয়েন্দা-মারফত সুদানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। সেই বাহিনী-ই এখন মিসরে অনুপ্রবেশ করছে।

◆◆◆

চৌকিতে গভীর রাত পর্যন্ত নাচ-গান চলতে থাকল। অপর চৌকির কমান্ডার বিদায় নেওয়ার সময় মেজবান কমান্ডারকে বলল, ওদের বলো, আগামী রাত যেন আমার চৌকিতে আসে।

বাদকদল আনন্দচিত্তে কমান্ডারের আবদার মেনে নিল। তারা আর যাবেইবা কোথায়। তারা তো সুদানি তথা আল-কিন্দের প্রেরিত লোক। তারা যে বলেছিল, কারও আমন্ত্রণে একটা গ্রামে গান গাইতে যাচ্ছিল, সেকথা মিথ্যা। তাদের কর্তব্যই ছিল, পানি পান করার নামে এই চৌকিদুটিতে অবতরণ করবে এবং কথা দ্বারা কমান্ডারদের ফাঁদে আটকে ফেলবে। নর্তকী মেয়েরা ছিল অতিশয় চিত্তাকর্ষক। কমান্ডার তাদের জালে আটকে গেল। বেজায় আবেগতাড়িত হয়ে সে অপর চৌকির কমান্ডারকেও ডেকে পাঠাল। এই সুযোগে পঞ্চাশজন হাবশি সীমান্ত পার হয়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পরবর্তী রাত বাদক ও নর্তকীদল অপর চৌকিতে গিয়ে পৌঁছল। সেখানেও জাঁকালো আসর জমে গেল।

মধ্য রাতে নদীর কূলে টহলদানকারী দুই সৈনিক ফিরে আসে। তাদের স্থানে অপর দুজন রওনা হতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাদের সঙ্গীরা বাধা দিয়ে বলল, পাগল হয়েছ? এই আমোদ ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ?

কমান্ডার তখন মেয়েদের নাচ-গানের আসরে মত্ত হয়ে আছেন। কিন্তু সৈনিকদ্বয় সঙ্গীদের আবদার উপেক্ষা করে বলল, না, যেতে হবে; ওটা আমাদের কর্তব্য।

এরা সেই দুই সৈনিক, দুটা মেয়ে যাদের প্রেমনিবেদন করেছিল। দায়িত্বের প্রতি তাদের অতটুকু গুরুত্ব নেই, যতটুকু আগ্রহ মেয়েদের সাক্ষাত লাভের প্রতি। মেয়েরা বলেছিল, পরে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

ইতিপূর্বে তারা ডিউটিতে যেত ধীর পায়ে, থেমে-থেমে, অসর্তকতার সঙ্গে। কিন্তু আজ রাত চৌকি থেকে বেরিয়ে সামান্য দূরে গিয়েই ঘোড়া থেকে নেমে কিছুক্ষণ ধীরে-ধীরে একসঙ্গে হেঁটে দুজন দু-দিকে আলাদা হয়ে গেল। মেয়েদুটো পৃথক দু-জায়গায় তাদের অপেক্ষা করছে।

www.pathagar.com

মেয়েদের সঙ্গে সুলতান আইউবির সৈনিকদের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। মেয়েরা তাদেরকে নদী থেকে দূরবর্তী একটা পার্বত্য এলাকায় নিয়ে গেল। উভয় মেয়ে সৈনিকদের উপর তাদের রূপ-যৌবন ও ভালবাসার জাদু প্রয়োগ করল এবং স্বামীদের হত্যার পরিকল্পনা আঁটতে থাকল। তারা সৈনিকদের জানাল, আমরা স্বামীদের মদের সঙ্গে নিদ্রাজনক পাউডার মিশিয়ে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। সৈনিকদের একজন তার ভালবাসার পাত্রীকে নিয়ে টিলার একদিকে এবং অপরজন তার বিপরীত দিকে অবস্থান করছে। শুধু কর্তব্যই নয় – আশপাশ ও জগতের সব কিছুই ভুলে গেছে তারা।

সুলতান আইউবির এই সৈনিকদ্বয় যে-স্থানে মিসরি বণিক পরিচয়দানকারী লোকদের অবস্থান করতে দেখেছিল, সেখান থেকে সামান্য দূরে নদীর কূলে চারটা ছায়া এদিক-ওদিক নড়াচড়া করছে। নদীতে হাল্কা তরঙ্গ বইছে। লোকগুলো অন্ধকারের মধ্যে নদীর দিকে দূরপানে তাকিয়ে-তাকিয়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে। ধীরে-ধীরে অস্থির হয়ে উঠছে তারা। একজন বলল– 'তাদের তো এতক্ষণে এসে পড়ার কথা!' আরেকজন বলল– 'সংবাদ তো তাদের পৌঁছানো হয়েছে! বুঝলাম না, এখনও এসে পৌঁছল না কেন।' একজন কিছুক্ষণ একনাগাড়ে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, পাল দেখা যাচ্ছে মনে হয়!' বলেই বাতি জ্বালিয়ে ডানে-বাঁয়ে নাড়াতে শুরু করল। পরক্ষণেই দূরনদীতে দুটা বাতি জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল।

কিছুক্ষণ পর একটা পালতোলা নৌকা নদীর কূলে এসে ভিড়ল। কূলে দণ্ডায়মান একব্যক্তি বলল– 'কোনো শব্দ যেন না হয়। পূর্ণ নীরবতার সঙ্গে কৃষ্ণকায় হাবশি লোকগুলো নৌকা থেকে তীরে নেমে আসতে শুরু করল। মুহূর্ত পর আরেকটা নৌকা তার পাশে এসে ভিড়ল। তার মধ্য থেকেও হাবশি লোক নেমে এল। দুটো নৌকাই বিশাল। দুই নৌকা থেকে কমপক্ষে দুশো লোক মিসরের ভূখণ্ডে অবতরণ করল। তারপর ভিতর থেকে মালামাল নামাতে শুরু করল। সবই সামরিক সরঞ্জাম।

মালামাল খালাস হওয়ামাত্র মাঝিদের নির্দেশ দেওয়া হলো, বিলম্ব না করে তোমরা এখনই ফিরে যাও। মাঝিরা পাল নামিয়ে গতি বদল করে নোঙর তুলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাবশিদের এই চালানটাও পার্বত্য এলাকায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুলতান আইউবির এই সৈনিকদ্বয় যখন ফিরে এল, তখন চৌকির নাচ-গানের আসর ভেঙে গেছে এবং সৈনিকরা আসর থেকে উঠে যার-যার তাঁবুতে ফিরছে। কমান্ডার নর্তকীদের জন্য আলাদা একটা তাঁবু স্থাপন করে দিয়েছে। একটা মেয়েকে তার খুবই ভালো লাগল। নিষ্পাপ মিষ্টি-মিষ্টি মুখ মেয়েটার। কমান্ডারের দৃষ্টিতে তারা পেশাদার মেয়ে। তিনি বাদকদের বললেন, তোমরা অমুক মেয়েটাকে আমার তাঁবুতে পাঠিয়ে দাও।

www.pathagar.com

লোকগুলো মূলত শত্রুর গোয়েন্দা ও নাশকতাকারী। তাদের মিশনই হলো, সুলতান আইউবির এই দুটি সেনাচৌকিকে ফাঁদে আটকিয়ে রাখা এবং কমান্ডারদের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে রাখা, যাতে এই সুযোগে সুদানের হাবশি সৈন্যরা মিসরে ঢুকে যেতে পারে। এমতাবস্থায় এই চৌকির কমান্ডার যখন তাদের একটা মেয়ের সঙ্গ লাভের ইচ্ছা পোষণ করল, সাথে-সাথে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়ে গেল। নর্তকী কমান্ডারের সঙ্গে তার তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

কমান্ডার মধ্যবয়সী পুরুষ আর মেয়েটা তাগড়া যুবতী। কিন্তু তাঁবুতে ঢুকেই মেয়েটা গম্ভীর হয়ে গেল। বাইরের আলো-প্রদীপ নিভে গেছে। তাঁবুর মধ্যে টিম-টিম করে একটা বাতি জ্বলছে। কমান্ডার মেয়েটার প্রতি মুখ করে বসে গভীর দৃষ্টিতে তাকে দেখতে শুরু করল।

'আমি কোনোদিনও মদ্যপান করিনি।' কমান্ডার বলল।

'আমার পিতাও কখনও মদ্যপান করেননি' – মেয়েটা বলল – 'কিন্তু আপনি মদের উল্লেখ কেন করলেন? আমি তো বলিনি মদ্যপান করব? আপনি সম্ভবত ভেবেছেন, আমাদের সঙ্গে মদ আছে আর আমি এনে আপনাকে পান করাব?'

'কথায় বলে-না, মদ ছাড়া নারী আর নারী ছাড়া মদ জমে না' – কমান্ডার মুচকি হেসে বলল – 'আমি মদের স্বাদ সম্পর্কেও অবহিত নই, পরনারীর সুখ কেমন তা-ও জানি না।'

'তবে তো তুমি একটা নতুন পাপী' – মেয়েটা অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল – 'তোমার থেকে আমি কোনো নগদ বিনিময় নেব না। তুমি আমার একটা দাবি মেনে নাও। তা হলে আমি সারাটা রাত তোমার সঙ্গে কাটিয়ে দেওয়াকেই বিনিময় মনে করব। কথা হলো, পাপ করার মধ্যে সেই স্বাদ নেই, যে-স্বাদ আছে পাপ না-করার মাঝে। তুমি পুরুষ। এই নির্জন পরিবেশে আমার মতো একটা যুবতী মেয়ে তোমার সম্মুখে উপস্থিত থাকা অবস্থায় আমার কথাগুলো তোমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকবে। তুমি আমার কথা মানবে না। একটু ভাবো, তোমার চেহারা বলছে, তুমি এই আজই প্রথমবার পাপ করার মনস্থ করেছ। এমন শীতের রাতে আমি তোমার কপালে ঘামের ফোঁটা লক্ষ্য করছি।'

'তুমি ঠিকই বলছ' – কমান্ডার বলল – 'সামরিক প্রশিক্ষণে আমাদের পাপ থেকে বেঁচে থাকার সবক শেখানো হয়েছিল। সামরিক ও দৈহিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আমাদের আত্মিক এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। এ-কারণেই সুলতান আইউবির একশো সৈনিকের কাছে খ্রিস্টান বাহিনীর এক হাজার সৈনিকও হার মানতে বাধ্য হয়।'

'কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা অবলা মেয়ে তোমাকে নিরস্ত্র করে ফেলেছে!' – নর্তকী বলল – 'তোমার আত্মিক ও চারিত্রিক শক্তি কেড়ে নিয়ে গেছে!'

www.pathagar.com

মেয়েটার কথায় কমান্ডার হতভম্ব হয়ে গেল। অগত্যা বলে উঠল– 'আমার বিলকুল ধারণা ছিল না, এখানে এসে তুমি এ-ধরনের কথা বলবে! আমি মনে করেছিলাম, নির্জনে এসে তুমি আমাকে প্রেম-ভালবাসা দিয়ে মাতিয়ে তুলবে। তোমার ঠোঁটের সেই হাসি কোথায়, যা আমাকে বাধ্য করেছিল, তোমার লোকদের থেকে তোমাকে ভিক্ষা চাইতে? আমি বিনিময় হিসেবে তোমাকে দুটা আরবি ঘোড়া দিতে প্রস্তুত আছি।'

'আর তোমার তরবারিটাও দেবে?' – মেয়েটা বলল – 'বর্শা, ঢাল, খঞ্জরটাও।'

'হ্যাঁ' – কিন্তু কমান্ডার নিশ্চুপ হয়ে গেল। পরক্ষণেই অস্থির কণ্ঠে বলল– 'না, সৈনিক কখনও অস্ত্রমুক্ত হয় না।'

কমান্ডার বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে কিছুক্ষণ পায়চারি করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে রাগত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল– 'একটা নর্তকীর মুখে এসব কথা আমার ভালো লাগছে না। তুমি কি আমার থেকে রক্ষা পেতে চাও? তুমি কি ভাবছ, আমি তোমার গায়ে হাত লাগাব না?'

'হ্যাঁ' – নর্তকী বলল – 'আমি তোমার থেকে আমার দেহটাকে রক্ষা করতে চাই।'

'কেন, নিজেকে পবিত্র মনে করছ নাকি?'

'না' – নর্তকী বলল – 'আমার দেহটাকে আমি অপবিত্রই মনে করি। তবে তোমার পবিত্র দেহটাকে আমি অপবিত্র করতে চাই না।'

মেয়েটার বক্তব্য কমান্ডারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি। সে বোকার মতো হা করে নর্তকীর পানে তাকিয়ে থাকল। নর্তকী বলল– 'কোনো কন্যা তার পিতার দেহকে নাপাক করতে চায় না।'

'উহ্!' – কমান্ডার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন – 'আমি বৃদ্ধ আর তুমি যুবতী।'

কমান্ডার বসে পড়ল এবং মাথাটা নত করে ফেলল।

নর্তকী একটু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কমান্ডারের চিবুক ধরে মাথাটা উপরের দিকে ধরে তুলে বলল, এত হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি পালাব না, তোমাকে ধোঁকাও দেব না। তুমি যদি একজন 'পুরুষ' পরিচয় ধারণ করেই থাকতে চাও, তা হলে আমিও নর্তকী-বেশ্যা হয়েই থাকব। তারপর বলল, আমি তোমাকে পিতার রূপে দেখছি। তুমি আমার দু-একটা কথা শুনে নাও। তারপর যা ইচ্ছে হয় করো, আমি পাথর হয়ে যাব আর তুমি তাকে নিয়ে খেলা করতে থাকো। আচ্ছা, তোমার কি কোনো মেয়ে আছে?'

'একটা আছে।' কমান্ডার জবাব দিল।

'তার বয়স কত?'

'বারো বছর।'

www.pathagar.com

'আচ্ছা, তুমি যদি মৃত্যুবরণ কর আর তোমার স্ত্রী অভাবের জ্বালায় বাধ্য হয়ে তোমার মেয়েটাকে গায়ক-নর্তকীদের কাছে বিক্রি করে দেয়, তা হলে তোমার আত্মার কী দশা হবে? তোমার আত্মা কি তখন এসব মরু-বিয়াবানে আর পাহাড়ে-জঙ্গলে চিৎকার করে ফিরবে না?

কমান্ডার মেয়েটার প্রতি আড়চোখে তাকাতে শুরু করল। তার কপালের উপর আরও কয়েক ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠল।

'তুমি একটু কল্পনা করো' – মেয়েটা বলল – 'মনে করো, তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং তোমার কন্যা এক পাপিষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে তাঁবুতে বসে আছে আর লোকটা তাকে বলছে, মদ আনো; 'মদ ছাড়া নারী আর নারী ছাড়া মদ জমে না।'

কমান্ডারের ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল। হঠাৎ গর্জে উঠে বলল, বেরিয়ে যাও তুমি এখানে থেকে। কুলটা, বেশ্যা!

মেয়েটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– 'আমার পিতা যদি আমাকে ও তোমাকে দুজনকেই খুন করে ফেলতেন!'

মেয়েটার দুচোখ থেকে অশ্রু নেমে এল। কমান্ডার বসা থেকে উঠে তাঁবুর মধ্যে পায়চারি শুরু করল। মেয়েটা তার মানসিক অবস্থা ও ক্ষোভ উপেক্ষা করে বলল– 'বৃদ্ধ বলে আমি তোমাকে ঘৃণা করছি না। আমি এমন-এমন বৃদ্ধদেরও তাঁবুতে রাতযাপন করেছি, বার্ধক্য যাদের ভেতর থেকে ফোক্‌লা করে ফেলেছে। তারা ঐশ্বর্যের বলে তাদের মৃতদেহে আত্মার সঞ্চালন করতে চাইত। সে তুলনায় তুমি অতটা বৃদ্ধ নও। আসল কথাটা হলো, তোমার গঠন-আকৃতি ঠিক আমার পিতার মতো। আমি তোমাকে যে-কথাগুলো বললাম, তা আগে আমার মাথায় ছিল না। আমি শুধু নাচতে আর অঙ্গুলিহেলনে নাচাতে জানতাম। তুমি নিজেই ভেবে দেখো, আমার মতো একটা বেশ্যা নর্তকীর মাথায় এমন সব কথা এল কেন, যা তোমাকে বিস্মিত করে তুলেছে?'

কমান্ডার মেয়েটার প্রতি তাকাল। তার রাগ পানি হয়ে গেছে। মেয়েটা বলল– 'আমার পিতামাতার চেহারা ও দৈহিক গঠন আমার ভালোভাবে স্মরণ আছে। তাদের দেহের ঘ্রাণও আমার মনে আছে। তোমার কন্যার বয়স বারো বছর। আমার বয়স যখন নয়-দশ বছর ছিল, তখন বাবা মারা যান। তিনি আমাকে অনেক স্নেহ করতেন। তিনি মিসর সেনাবাহিনীর সৈনিক ছিলেন। সালাহুদ্দীন আইউবির ক্ষমতাগ্রহণের আগেই তিনি মারা গেছেন। তখন আমার মা যুবতী এবং নিতান্তই অসহায়। তিনি পেটের দায়ে আমাকে অর্থের বিনিময়ে এক ব্যক্তির হাতে তুলে দিলেন। বিনিময়টা তিনি আমার চোখের সামনে গ্রহণ করেছিলেন। লোকটা যখন আমার মাকে বলেছিল, উঁচু পর্যায়ের একজন ভালো মানুষের সঙ্গে আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে দেব, তখন আমি কান্না শুরু করলে মা বললেন, কাঁদিস্‌নে মা, ইনি তোর চাচা। ইনি তোকে তোর পিতার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর আমি বারো বছর পর্যন্ত পিতাকে সন্ধান করে ফিরছি।

www.pathagar.com

আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাচ শেখানো হয়েছে যে, তোমাকে তোমার পিতার কাছে নিয়ে যাব। বয়স বাড়ার পর আমি বুঝে ফেলি, আমাকে যা কিছু বলা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে, সবই প্রতারণা। ওরা কীভাবে আমাকে আমার পিতার কাছে নিয়ে যাবে? তিনি তো মারা গেছেন! ততক্ষণে নাচ-গান আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আমাকে জীবনে কেউ প্রহার করেনি। পিতার নামে আমি নাচের প্রশিক্ষণ নিয়েছি। আমার ওস্তাদ ও মনিব আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করতেন এবং ভালো-ভালো খাবার খাওয়াতেন। তারপর একদিন আমার যৌবন এল। তখন আমি নিজের মূল্য আন্দাজ করতে সক্ষম হই। সেই মূল্য আমার সব চেতনাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। আমি একটা সুদর্শন পাথরে পরিণত হয়ে যাই। কিন্তু তোমাকে দেখার পর আমার মৃত চেতনা আবার জেগে উঠেছে।'

মেয়েটার চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এল। সে অশ্রুঝরঝর নেত্রে বলতে শুরু করল, 'এ-মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমার পিতার আত্মা এই তাঁবুটার চার পার্শ্বে ঘুরে ফিরছে। এই তাঁবুতে প্রবেশ করার আগে কখনও আমার এমনটা মনে হয়নি। মাঝে-মধ্যে মনে হতো, যেন আমার অস্তিত্বটাই আমার পিতার আত্মা, যিনি দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

'তুমি যদি একটা মূল্যবান নর্তকী-ই ছিলে, তা হলে এই পাহাড়-জঙ্গলে কী অর্জন করতে এসেছ?' কমান্ডার জিজ্ঞাসা করল।

'আমি ভাড়ায় এসেছি' – নর্তকী জবাব দিল – 'আমি ওদের চিনি না। অন্য নর্তকীদেরও আগে চিনতাম না। আমাকে বলা হয়েছিল, সীমান্ত এলাকায় যেতে হবে এবং ওখানকার সেনাচৌকিতে যদি প্রয়োজন পড়ে, বিনা পরিশ্রমে নাচতে হবে। মিসরের ইজ্জত ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী সৈনিকদের খুশি করে আমি যে আনন্দ পাচ্ছি, অন্য কিছুতে আমি ততটা আনন্দ পেতাম না। আমার অনেক সময় মনে হয়, আমার নাচে আমার মুজাহিদ পিতার আত্মাও খুশি হন। আমি একটা প্রতারণা – নিজের জন্যও, অন্যের জন্যও। কিন্তু আমি স্বদেশের মুজাহিদদের দেহকে অপবিত্র করতে পারি না। আগের চৌকির কমান্ডার আমাকে তার তাঁবুতে ডেকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু আমি তার আবেগ প্রত্যাখ্যান করেছি। তোমার কাছে শুধু এজন্য এসেছি যে, চেহারা-সুরতে তোমাকে আমার পিতার মতো মনে হয়েছিল।'

নর্তকী কমান্ডারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। কমান্ডারের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে তুলে চোখের সঙ্গে ছোঁয়াল। তারপর সেই হাতে চুম্বন করল। কমান্ডার নিজের অপর হাতটা তার মাথায় রেখে জিজ্ঞাসা করল– 'তোমার নাম কী?'

'আমার মনিব আমাকে বার্‌ক নামে ডাকেন। আব্বা ডাকতেন যোহরা নামে।' নর্তকী জবাব দিল।

'যাও যোহরা!' – কমান্ডার স্নেহমাখা কণ্ঠে বলল – 'নিজতাঁবুতে ফিরে যাও।'

'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো' – যোহরা বলল – 'আগে তুমি ঘুমোও; আমি পরে যাব।'

www.pathagar.com

♦♦♦

রাত কেটে যাচ্ছে। বাদকদলের দুজন সদস্য তাঁবুতে বসে আছে। অন্যান্য নর্তকী ও অবশিষ্ট বাদকরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে। জাগ্রতদের একজন অপরজনকে বলল, আমাদের কর্মপদ্ধতি সঠিক বলে মনে হচ্ছে না। আমরা মেয়েগুলোকে একথা বলে এনেছিলাম যে, তারা নেচে-গেয়ে সৈন্যদের মনোরঞ্জন করবে। আমাদের আসল উদ্দেশ্য কী তাদের বলে দেওয়া দরকার ছিল।'

'একটা নর্তকীকে বিশ্বাস করা যায় না' – অপরজন বলল – 'যে-মেয়েটা এখন কমান্ডারের তাঁবুতে অবস্থান করছে, সে আবেগের বশবর্তী হয়ে আলাদা পুরস্কার নিয়ে কমান্ডারকে বলে দিতে পারে, আমরা সীমান্ত-চৌকিগুলোর জন্য ধোঁকা ও প্রতারণা হয়ে এসেছি। এজন্যে কোনো নর্তকীকে আসল রহস্য বলা ঠিক হবে না। আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে বিনিময় পাওয়াই তাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা দাবি অনুপাতে তাদের পারিশ্রমিক দিয়েছি। কাজ আমাদের হয়ে গেছে।'

আমরা যদি মেয়েটাকে আমাদের উদ্দেশ্য বলে দিতাম, তা হলে সে কমান্ডারকে ভালোভাবে অন্ধ করে ফেলত। তাকে সে এমনভাবে ফেঁসে ফেলত যে, তারই সহযোগিতায় আমরা হাবশিদের ভেতরে নিয়ে আসতাম।'

ওস্তাদ আমাদের চেয়ে ভালো বোঝেন। এই মেয়েগুলো আমাদের অস্ত্র। কেউ অস্ত্রকে রহস্য জানায় না। এটা নিরাপদ নয়।

কমান্ডার এই চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন যে, মেয়েটা তাকে পাপ থেকে রক্ষা করেছে এবং তার হৃদয়ে পিতৃবোধ জাগিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা দীর্ঘ সময় তার মাথার কাছে বসে থাকল। তারপর একসময়ে ধীর পায়ে বের হয়ে নিজের তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এখন ভোরবেলা। নায়ক-নর্তকীরা যখন জাগ্রত হলো, তখন সূর্য উপরে ওঠে গেছে। মেয়েরা জানে না এখন তাদের গন্তব্য কোথায়। বাদক পুরুষরা যখন তাদের নিয়ে একদিকে রওনা হলো, কমান্ডার তখন তার তাঁবুর বাইরে দন্ডায়মান। যোহরা দৌড়ে তার নিকট এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল– 'আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।' কমান্ডার তার মাথায় হাত রাখলেন। যোহরা কমান্ডারের অপর হাতটা ধরে টেনে নিয়ে নিজের চোখের সঙ্গে লাগাল এবং আদ্রচোখে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

তারা নদীর দিকে রওনা হয়ে গেল। পথে একদিক থেকে দুটা উট এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। দুই উটের দুই আরোহী নিচে অবতরণ করে উটগুলোকে বসিয়ে নর্তকী মেয়েদুটোকে উটের পিঠে বসিয়ে রওনা হয়ে গেল। এই দুই উষ্ট্রারোহী তাদেরই দলের মানুষ। তারা নিকটেই কোথাও তাদের অপেক্ষায় লুকিয়ে ছিল।

www.pathagar.com

চারটা মেয়েসহ বণিক কাফেলা যে-স্থানে অবস্থান করেছিল, এরা সেখানে গিয়ে পৌঁছল। উভয় দল পরস্পর এমনভাবে মিলিত হলো, যেন কারও সঙ্গে কারও পরিচয় নেই। বণিক কাফেলার মেয়েরা গায়কদলের মেয়েদের পুরুষদের থেকে সরিয়ে নদীর কূলে নিয়ে গেল। তারা যোহরা ও তার সঙ্গী মেয়েকে জানাল, আমরা ওদের স্ত্রী-কন্যা; ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ওদের সঙ্গে এখানে এসেছি।

ওদিকে পুরুষদের আসরে আসল মিশন নিয়ে আলোচনা চলছে। বাদকরা তাদের দুই রাতের কারগুজারি শোনাল। বণিক কাফেলার লোকেরা জানাল, তোমাদের নাচ-গানের আসরের সুযোগে অন্তত একশো হাবশি মিসর ঢুকে পড়েছে। আর আমাদের মেয়েরা দুজন সৈনিককে ফাঁদে ফেলে ঢুকিয়েছে দুশোরও বেশি।

নিজ-নিজ দলের কারগুজারি শোনানোর পর তারা সিদ্ধান্ত নিল, এই নাচ-গান দ্বারা তেমন বেশি হাবশিকে ভেতরে ঢোকানো যাবে না। নদীর পথটাই বেশি উপযোগী। নৌকোয় করেই অধিক-থেকে-অধিকতর লোক ভেতরে ঢুকতে পারবে। তাই সিদ্ধান্ত হলো, মেয়েরা এই দুই সৈনিক ছাড়াও আরও দু-চারজন সান্ত্রীর সঙ্গে অনুরূপ খেলা খেলবে, যাতে প্রতিরাতে নৌকা আসতে পারে। এ-ও সিদ্ধান্ত হলো, যোহরা ও তার সঙ্গী নর্তকীকে এখানেই একজায়গায় রাখা হবে। কিন্তু তাদের কোনো রহস্য জানতে দেওয়া হবে না।

বৈঠক শেষ হয়ে গেছে। বাদক পুরুষরা তাদের মেয়েদের ডেকে এনে বলল, তোমাদের আপাতত কোনো কাজ নেই। এ-জায়গাটা খুবই মনোরম। তোমরা কয়েকটা দিন এখানেই অবসর কাটাও। তারা মেয়েদের এমনভাবে উৎসাহিত করল যে, তারা সম্মত হয়ে গেল। অপর দলের মেয়েরা তাদের ঘনিষ্ঠ বানিয়ে নিল। কিন্তু খানিকটা দূরে আলাদাভাবে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো।

এখন রাত। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু যোহরার চোখে ঘুম আসছে না। তার বারবার কেবল কমান্ডারের কথা মনে পড়ছে। কমান্ডারের ব্যক্তিত্ব যোহরাকে প্রভাবিত করে ফেলেছে। প্রথমত এ-কারণে যে, কমান্ডারের মধ্যে সে তার পিতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই কমান্ডারই প্রথম পুরুষ, যে তাকে খেলনা বানানোর পরিবর্তে তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়েছে। তৃতীয়ত, কমান্ডার তাকে বারক নামে নয় – যোহরা নামে ডেকেছে।

যোহরা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। পা টিপে-টিপে তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। রাস্তা তার আগে থেকেই চেনা। এবার সে দ্রুতপায়ে চৌকি-অভিমুখে হাটা দিল। যোহরা এত দ্রুত আর এত দীর্ঘ হাঁটায় অভ্যস্ত নয়। কিন্তু আজ তার আবেগ তাকে শক্তি জুগিয়ে চলেছে।

যোহরা চৌকিতে পৌঁছে গেল। কমান্ডারের তাঁবু তার আগে থেকেই চেনা। সে তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। কমান্ডার গভীর ঘুমে অচেতন। কারও আগমন টের

www.pathagar.com

পেয়ে তার চোখ খুলে গেল। যোহরা অন্ধকারে কমান্ডারের মুখে হাত রাখল। কমান্ডার চোখ খুলেই বিড়বিড় করে ওঠে হাতটা ধরে ফেলল। তুলতুলে নরম ছোট্ট একটা হাত। কমান্ডার বুঝে ফেলল, এই হাত নারীর। তিনি কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন– 'কে?'

'যোহরা।'

কমান্ডার ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

যোহরা বলল– 'তোমাকে দেখতে এসেছি। শুড়ে পড়ো; আমি চলে যাচ্ছি।'

কমান্ডার বাতিটা জ্বালিয়ে দিলেন। যোহরাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে এসেছ? তার কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময়। যোহরা তার মনের কথা খুলে বলল। কমান্ডার বাইরে বেরিয়ে এলেন। দুটা ঘোড়া প্রস্তুত করালেন এবং যোহরাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটাতে তাকে চড়ালেন, অপরটাতে নিজে চড়ে বসলেন।

ঘোড়া চলতে শুরু করল।

দুটা ঘোড়া পাশাপাশি চলছে। যোহরা আবেগের ভাষায় কথা বলছে। কমান্ডার মনোযোগসহকারে তার কথাগুলো শুনতে থাকলেন। গন্তব্য থেকে কিছু দূরে থাকতেই যোহরা কমান্ডারকে থামতে বলল এবং তাকে ফিরে যেতে বলল। কমান্ডার তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন।

যোহরা তাঁবুতে গিয়ে পৌঁছল। তার দলের এক ব্যক্তি সজাগ বসে আছে। যোহরাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, কোথায় গিয়েছিলে?

যোহরা বলল, একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম।

লোকটা যোহরাকে ধমকাতে শুরু করল। তার মনে সন্দেহ জাগল। যোহরা বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

'আমাদের অনুমতি ছাড়া তোমরা কোথাও যেতে পারবে না।' লোকটা নিষেধাজ্ঞা জারি করল।

'আমি তোমাদের কেনা দাসি নই' – যোহরা বলল – 'আমি যে-পারিশ্রমিক নিয়েছি, তার বিনিময়ে কাজ যা করার ছিল, করে ফেলেছি। এখন আর আমি কারও আদেশ-নিষেধ পালন করতে বাধ্য নই।'

'তোমরা সম্ভবত মালিকের নিকট জীবিত ফেরত যেতে চাও না' – লোকটা বলল – 'এখান থেকে আমাদের অনুমতি ছাড়া কোথাও গিয়ে তবে দেখো।'

◆◆◆

সুলতান আইউবির সৈনিকদ্বয় প্রতিদিন ডিউটিতে বেরিয়ে নদীর কূলে এসে পড়ছে আর তাদের প্রেমপ্রত্যাশী মেয়েদুটো ভালবাসার মুলা দেখিয়ে-দেখিয়ে তাদের একদিকে সরিয়ে নিচ্ছে। এই সুযোগে একটা-একটা করে সুদানি হাবশি-বোঝাই পালতোলা নৌকা এসে-এসে কূলে ভিড়ছে আর সৈন্যরা তীরে নেমে পর্বতমালার অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বণিক কাফেলার চারটা মেয়ে আরও দুজন মিসরি সৈন্যকে নিজেদের 'বৃদ্ধ স্বামীদের স্ত্রী' বানিয়ে এবং তাদের সঙ্গে চলে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে আটকে ফেলেছে।

www.pathagar.com

মিসরের এই সীমান্তবর্তী পার্বত্যাঞ্চলে এত অধিক সুদানি হাবশিসেনা এসে জড়ো হয়েছে যে, তারা ইচ্ছে করলে রাতের বেলা সীমান্ত-চৌকিগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে মিসরি সৈন্যদের অতি অনায়াসে খতম করে ফেলতে পারে। কিন্তু তাদের কমান্ডাররা ভেবে রেখেছে অন্য কিছু। সীমান্ত-চৌকিতে আক্রমণ হলে সংবাদটা কায়রো পৌঁছে যাবে। তার ফল এই দাঁড়াবে যে, কায়রো থেকে সৈন্য এসে পড়বে এবং খ্রিস্টানদের আকস্মিকভাবে কায়রো-আক্রমণের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দেবে।

নীলনদের উপকূলীয় পার্বত্য এলাকায় সুদানি হাবশিদের সৈন্যসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলছে। কায়রো-আক্রমণ পরিচালনা করা যে-খ্রিস্টান কমান্ডারদের দায়িত্ব, সুদানে খ্রিস্টান উপদেষ্টাগণ তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়েছে। তারা কিছুদিনের মধ্যে মিসরের সীমান্ত অতিক্রম করে পাহাড়ি এলাকায় অনুপ্রবেশ ও হামলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। সালার আল-কিন্দ এখনও কায়রোতে বহাল তবিয়তে তার দায়িত্ব পালন করছেন। তার কোনো আচরণে কারও মনে সন্দেহ জাগেনি যে, তিনি বড় রকমের একটা বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত। রাতে ঘরে বসেই তিনি রিপোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, গত রাতে কতজন হাবশি মিসরের সীমান্ত অতিক্রম করেছে এবং এ-যাবত তাদের সংখ্যা কতয় দাঁড়িয়েছে। আক্রমণের মূল নেতৃত্ব তাকেই দিতে হবে। তিনি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রেখেছেন।

মিসরের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় হাজার-হাজার সুদানি হাবশিসেনার সমাগম। এবার তাদের ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী বলি দেওয়ার পালা। প্রথমে তাদের পরস্পরে কানাঘুষা চলল। তাদের দাবি, মানুষবলি দিতে হবে। আল-কিন্দের লোকেরা তাদের এই দাবি প্রত্যাহার করাতে জোর প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু হাবশিদের পুরোহিত দাবিতে অটল। হাবশিরা তাকে বিরক্ত করে তুলল যে, বলুন, মানুষবলি কবে হবে? তাদের স্পষ্ট কথা, অন্যথায় আমরা ফিরে যাব। পুরোহিতদের বলা হলো, আপনারা আপনাদেরই মধ্য থেকে একজনকে ধরে বলি দিয়ে দিন। তারা জবাব দিল, না, এই বলি কবুল হয় না। বলির জন্য সেই অঞ্চলের মানুষ হতে হয়, যেখানে হামলা হবে। যারা আক্রমণ করে, তারা নিজেদের লোক বলি দেওয়ার নিয়ম নেই।

অবশেষে তাদের বলা হলো, হামলার একদিন আগে মিসরের কোনো এক ব্যক্তিকে ধরে এনে তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। হাবশিদের পুরোহিতরা বলল– 'না; আমরা মানুষ এখনই চাই। অনেকদিন পর্যন্ত তাকে বিশেষ ধরনের খাবার খাইয়ে পুষতে হবে, মোটাতাজা করতে হবে এবং তার উপর বিশেষ আচার প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি এই বলি উপলক্ষ্যে আমাদেরও পূজা-অর্চনা করতে হবে। তা ছাড়া আমাদের হিসাব করে দেখতে হবে, বলি পুরুষের দিতে হবে, না নারীর। নাকি উভয়ের।

www.pathagar.com

সে-রাতেই আল-কিন্‌দকে সংবাদ পাঠানো হলো, হাবশিরা বলির জন্য মানুষ দাবি করছে। জবাবে আল-কিন্‌দ বললেন– 'এতে ভাবনার কী আছে। একটা মানুষ ধরে নিয়ে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছ না কেন।'

'কিন্তু তারা এখনও বলেনি, বলি পুরুষের হবে, নাকি নারীর কিংবা উভয়ের।'

'তারা যা-ই দাবি করে পূরণ করে দাও' – আল-কিন্‌দ বললেন – 'কদিন পর যখন আমরা কায়রোতে হামলা চালাব, তখন কতগুলো মানুষ প্রাণ হারাবে, তার ঠিক নেই। তার আগেই যদি দু-একজনতে মেরে ফেলা হয়, তাতে ক্ষতির কী আছে!'

আল-কিন্‌দ গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন। এমন সময় এক খ্রিস্টান কমান্ডার ভিতরে প্রবেশ করল। লোকটার পরনে মিসরি পোশাক। ভিতরে প্রবেশ করেই সে মুখের কৃত্রিম দাড়ি খুলে ফেলল। সে আল-কিন্‌দকে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে অস্থির ও চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

'হাবশিরা তাদের রীতি পালন করতে চাচ্ছে' – আল-কিন্‌দ জবাব দিলেন – 'তারা বলির জন্য মানুষ চাচ্ছে।'

'তা আপনি কী ভাবছেন?'

'আমি ভাবছি, হামলার একদিন আগে একজন মানুষ তাদের হাতে তুলে দেব।'

'না' – খ্রিস্টান কমান্ডার বলল – 'তারা যদি এখনই বলি দিতে চেয়ে থাকে, তা হলে আপনি তাদের দাবি পূরণ করুন। এখনই তাদের প্রথা পালনের ব্যবস্থা করুন। আপনি সুদান যাননি। আমরা এ-পর্যন্ত তাদের ধর্মের নামে এনেছি। আপনি সম্ভবত মানুষকে কাজে লাগাতে জানেন না। সালাহুদ্দীন আইউবি আপনাকে শুধু যুদ্ধ শিখিয়েছেন। কিন্তু মানুষকে বিনাঅস্ত্রে কীভাবে খুন করা যায়, তা আপনাকে আমাদের কাছে শিখতে হবে। একজন লোককে কাজে লাগাতে হলে তার ধর্মকে ব্যবহার করুন। তাদের মাঝে তাদের ধর্মীয় উন্মাদনা উস্‌কে দিয়ে তাদের বিবেককে মুঠোয় নিয়ে আসুন। তাদের কর্ম ও প্রথা-পার্বনের বিরোধিতা না করে বরং তার অনুসরণ করুন। সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্ক ধর্ম আর কুসংস্কারে বেশি প্রভাবিত হয়। আমরা বহু মুসলমানকে হাতে এনেছি এবং তাদের সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছি। সবাইকেই ধর্ম ও কুসংস্কারের অস্ত্র দ্বারা হাত করেছি। মুসলমান ধর্মের নামে অতি তাড়াতাড়ি আমাদের জালে এসে ধরা দেয়। এই হাবশিরা তো জংলি। আমরা তাদেরকে এক বছরেরও অধিক আগে দুই সুদানিকে ধরে তাদের হাতে তুলে দিয়ে বলেছি, এরা মিসরি। তারা তাদের যবাই করে মিসরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল।

'তাদের জিজ্ঞেস করো, তারা বলির জন্য পুরুষ চায়, না নারী।' আল-কিন্‌দ বললেন।

www.pathagar.com

'এ-মুহূর্তে আপনার ওখানে যাওয়া খুবই জরুরি' – খ্রিস্টান কমান্ডার বলল – 'কিন্তু আমি আপনাকে তাদের সামনে অন্য এক পন্থায় নিয়ে যাব। ওরা অত্যন্ত জংলি ও রক্তপিপাসু যোদ্ধা। এই মুহূর্তে মিসরে তাদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। আমরা যদি তাদের উপর ধর্মের ভুত চাপিয়ে রাখি এবং তাদের এই নিশ্চয়তা প্রদান করি যে, এটা আমাদের নয় – তোমাদেরই যুদ্ধ, তা হলে তাদের মাত্র এক হাজার যোদ্ধা-ই কায়রোর সব সৈন্যকে লাশে পরিণত করতে সক্ষম হবে। আমরা তাদের একথা বলে এনেছি যে, তোমাদের আমরা তোমাদের খোদার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি এবং তোমাদের দুশমনরা তোমাদের খোদার ভূখণ্ড কব্জা করে আছে।'

'ঠিক আছে; আমি যাব।' আল-কিন্দ বললেন।

আল-কিন্দ মিসরের উপর সুদানিদের শাসন কামনা করতেন। কিছুদিন আগে তিনি একজন গাদ্দারের নিকট তার এই মনোবাসনার কথা প্রকাশ করে বসলেন। গাদ্দার তার ইচ্ছাটাকে দৃঢ়প্রত্যয়ে পরিণত করে দিল এবং খ্রিস্টানদের সঙ্গে তার যোগাযোগ করিয়ে দিল।

খ্রিস্টানরা তার সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলো যে, মিসরকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে একটা অংশ তোমাকে দিয়ে দেব আর অবশিষ্টাংশ সুদানকে দেব। ঐতিহাসিকগণ আল-কিন্দের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের কাহিনী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেননি।

সে-যুগের মহান ব্যক্তিত্ব কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় এ-বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আল-কিন্দ খ্রিস্টান ও সুদানি নেতৃবৃন্দের সহায়তায় সভ্যতা-বিবর্জিত হিংস্র হাবশিদের উপর তাদের ধর্মের ভুত সাওয়ার করে তাদের উপর যুদ্ধ-উন্মাদনা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং তিনি স্বয়ং তাদের ধর্মগুরুতে পরিণত হয়েছিলেন। হাবশিদের বলা হয়েছিল, ইনি তোমাদের খোদার সেই দূত, যিনি শত-শত বছর ধরে খোদার নিকট আসা-যাওয়া করছেন।

◆◆◆

সেই রাতটা ছিল অন্ধকার। কায়রো নগরী গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। দিনকয়েক পরই তাদের উপর কী মহাপ্রলয় ঘটতে যাচ্ছে, তা কারও জানা ছিল না। মিসরের সীমান্তরক্ষী বাহিনীও ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে শুধু কয়েকজন টহলসেনা। তারাও জেগেই আছে শুধু – কর্তব্যের প্রতি তাদের কোনোই মনোযোগ নেই।

নদীপথের আগ্রাসন রোধকল্পে নীলনদের কোলঘেঁষে যে-চৌকিটা স্থাপন করা হয়েছিল এবং তার থেকে মাইলচারেক দূরে পার্বত্যাঞ্চলকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে অপর যে-চৌকিটি বসানো হয়েছিল, সেই দুটি চৌকির দুজন করে চারজন টহলসেনা চারটা মেয়ের রূপের জালে আটকে আছে। মেয়েগুলো তাদের আলাদা-আলাদা নিয়ে যাচ্ছে। আজ তারা আরও বেশি তৎপর।

www.pathagar.com

যোহরা ও তার সঙ্গিনী নর্তকীদল থেকে কিছু দূরে একটা তাঁবুতে শুয়ে আছে। দলের বাদক পুরুষরা বাহ্যত ঘুমিয়ে থাকলেও মূলত সজাগ। তাদের বলা আছে, আজকের রাতটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তাই তোমরা জেগে থাকবে। উভয় দলের প্রতি নির্দেশ আছে, বাইরের কোনো মানুষ যেন নদীর কূলে এবং এই পার্বত্য এলাকার কাছে আসতে না পারে। কেউ এসে পড়লে তাকে যেন ধরে ভিতরে নিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ পর এক বাদক শোওয়া থেকে উঠে পড়ল। সে প্রথমে তাঁবু থেকে বের হয়ে কিছুসময় বাইরে ঘোরাফেরা করল। তারপর মেয়েদুটো যে-তাঁবুতে আছে, তার ভিতরে উঁকি দিয়ে তাকাল। কিন্তু ভিতরে কিছুই দেখা গেল না। বাদক ভিতরে ঢুকে গভীরভাবে দেখার চেষ্টা করল। তার মনে সন্দেহ জাগল। এবার দেয়াশলাই জ্বালিয়ে দেখল। যোহরা নেই! অপর মেয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। বাদক তাকে জাগাল না। তার জানা আছে, যোহরা কোথায় গিয়ে থাকতে পারে। চৌকির কমান্ডার ছাড়া আর কোথায় যাবে সে! এখন সমস্যা এই হতে পারে যে, কমান্ডার যোহরার সঙ্গে এদিকে আসবে আর তার প্রহরীদের না পেয়ে অনুসন্ধান চালাবে। এমনও হতে পারে, তিনি নদীর কূলে সেই জায়গায় পৌঁছে যাবেন, যাকে আজ রাত বাইরের জগত থেকে লুকিয়ে রাখা আবশ্যক।

বাদক তার দুজন সঙ্গীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জানাল, আমাদের একটা মেয়ে উধাও হয়ে গেছে; সম্ভবত সে চৌকিতে গেছে। তারা সিদ্ধান্ত নিল, নদী থেকে দূরে কোথাও ওঁত পাততে হবে এবং কমান্ডার যদি মেয়েটার সঙ্গে এদিকে আসে, তা হলে উভয়কে ধরে আমাদের কমান্ডারের হাতে তুলে দিতে হবে। প্রয়োজনে দুজনকে হত্যা করে লাশদুটা নদীতে ফেলে দেওয়া হবে।

এই পার্বত্য এলাকার ভিতরের জগত জেগে আছে। বিশাল-বিস্তৃত এই অঞ্চল সম্পর্কে বাইরের মানুষ সম্পূর্ণ অনবহিত। প্রথমত, ভূখণ্ডটা লোকালয় থেকে বহুদূরে এবং আশপাশ দিয়ে মানুষ চলাচলের কোনো রাস্তা নেই। দ্বিতীয়ত, জনমনে প্রসিদ্ধি আছে, পাহাড়গুলোর মধ্যে প্রেতাত্মারা লড়াই করে বেড়ায় এবং কোনো মানুষ যদি তার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে, তা হলে তার শরীরের গোশ্ত উধাও হয়ে শুধু কঙ্কালটা অবশিষ্ট থাকে। আরও কথিত আছে, এই পার্বত্যাঞ্চলের অভ্যন্তরে পাহাড় কেটে-কেটে ফেরাউনদের বিরাট-বিরাট প্রতিকৃতি নির্মাণ করা হয়েছে এবং পাহাড়গুলোকে ভিতর থেকে ফোক্‌লা করে প্রাসাদোপম ভবন তৈরি করা হয়েছে।

আজ রাতে পাতাল প্রাসাদগুলো আলোয় জ্বলমল করছে। চারদিক পাহাড়বেষ্টিত একটা মাঠ। হাজার-হাজার সুদানি হাবশি সমবেত আজ। তাদের জন্য উঁচু শব্দে কথা বলা নিষেধ। আজ তারা তাদের খোদাকে দেখবে।

হাবশিরা ভয়ে প্রকম্পিত ও আবেগে আপ্লুত। তারা এতটাই তটস্থ যে, পরস্পর কানাঘুষাও করছে না। এই পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে তারা সম্যক

www.pathagar.com

অবহিত। তারা জানে, এই মুহূর্তে তারা যে-পাহাড়টার প্রতি মুখ করে বসে আছে, তার মধ্যভাগে উঁচুতে বিশাল একটা মূর্তি বিদ্যমান। এটি আবুসম্বল মূর্তি। এই মূর্তি সম্পর্কেই হাবশিদের জানানো হয়েছিল, এটি তাদের খোদার প্রতিকৃতি এবং কোনো এক রাতে তাদের এই খোদা মানুষের রূপে তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবেন।

সুনসান নীরবতা বিরাজ করছে সমগ্র মাঠজুড়ে। হঠাৎ বিকট একটা শব্দ শোনা গেল, যেন বজ্রপাত হয়েছে। হাবশিরা পূর্ব থেকেই নীরব। এই গর্জন তাদের নিঃশ্বাসও বন্ধ করে দিল। তার পরক্ষণেই একটা শব্দ ভেসে এল– 'খোদা জাগ্রত হচ্ছেন। তোমরা সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাও – উপর দিকে দৃষ্টিপাত করো।'

বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত পর্বতমালার অভ্যন্তরে শব্দটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে কানে বাজতে থাকল। আকাশে দুটা আগুনের গোলা উড়তে দেখা গেল। শূন্যে কয়েকটা চক্কর কেটে গোলাদুটো সম্মুখের পাহাড়ের দিকে ছুটে গেল এবং পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেল। গোলাদুটো পাহাড়ের যে-অংশের সঙ্গে ধাক্কা খেল, সেখান থেকে একটা অগ্নিশিখা তৈরি হয়ে গেল।

আবুসম্বলের অবস্থান শিলাটার পিছনে এবং কিছু উপরে। শিখার কম্পমান আলো মূর্তিটার ভয়ানক চেহারায় নিপতিত হলে দেখা যাচ্ছে, যেন মূর্তিটা দু-চোখের পাতা ও মুখ খুলছে আর বন্ধ করছে। এমনও মনে হচ্ছে, যেন তার চেহারাটা ডানে-বাঁয়ে দুলছে।

সমবেত হাবশিজনতা সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। তাদের পুরোহিতরা সেজদা থেকে মাথা তুললেন। তারা হাত উপরে তুলে বাহু প্রসারিত করে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। প্রধান পুরোহিত উচ্চশব্দে বলে উঠলেন'– আগুন ও পানির খোদা, আগুন দ্বারা কাঠ ভস্মকারী খোদা, নদী-সমুদ্রকে পানি দানকারী খোদা, আমরা তোমাকে দেখে ফেলেছি। বলো, আমরা তোমার পায়ে কটা মানুষ অর্পণ করব? বলো, পুরুষ চাই, না নারী?

'একটা পুরুষ আর একটা নারী' – পর্বতমালার অভ্যন্তর থেকে আওয়াজ এল – 'তোমরা এখনও আমাকে দেখনি। আমি মানুষের রূপে তোমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করব। তোমরা যদি আমার দুশমনের রক্ত না ঝরাও, তা হলে তোমাদের প্রত্যেককে আমি এই পর্বতমালার পাথরের মতো পাষাণে পরিণত করে দেব। তারপর চিরদিন তোমরা রোদে পুড়তে থাকবে। তোমাদের কেউ যদি যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর, তা হলে উত্তপ্ত মরুভূমির বালি তাকে চুষে খেয়ে ফেলবে। তোমরা অপেক্ষা করো – তোমরা আমার অপেক্ষা করতে থাকো।'

নীরবতা আরও গভীর হয়ে গেল। শিখাটা ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করল। পাহাড়ের ভিতর থেকে হাবশিদের ধর্মীয় সঙ্গীতের সুর ভেসে আসতে

www.pathagar.com

শুরু করল। এটা তাদের সেই সঙ্গীত, যাকে তারা ধর্মীয় উৎসবগুলোতে উপাসনার সময় গেয়ে থাকে। এখন গীতটা গাওয়া হচ্ছে সম্মিলিত কণ্ঠে। সঙ্গে বাজছে সারেন্দা। মাঠে উপবিষ্ট হাজার-হাজার হাবশিজনতা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। সবাই নিশ্চিত, সঙ্গীতটা তাদের মধ্য থেকে কেউ গাইছে না। সুরটা অদৃশ্য থেকে আসছে।

♦♦♦

যোহরা চৌকির কমান্ডারের কাছে বসে আছে। আগের চেয়ে বেশি আবেগ ঝরছে তার কথা থেকে। সে কমান্ডারকে বলল– 'তোমার সঙ্গে যদি আমার সাক্ষাৎ না ঘটত, তা হলে আমি অবশিষ্ট জীবনও নাচ-গানে কাটিয়ে দিতাম। তোমাকে দেখার পর আমার মনে পড়ে গেল, আমি কারও কন্যা – আমি নর্তকী বা বেশ্যা নই। এখন হয় তুমি আমাকে মেরে ফেলো; নাহয় আশ্রয় দাও– অন্যথায় আমাকে আমার ঘরে পৌঁছিয়ে দাও। আজ তুমি আমাকে ফেরত যেতে দিও না।'

'আজ তুমি চলে যাও'– কমান্ডার জবাব দিলেন – 'তোমাকে আমি চৌকিতে রাখতে পারি না। ওয়াদা করছি, আমি তোমাকে তোমার ঘরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আর এখান থেকে যদি তুমি চলেও যাও, তো কায়রোতে কোথায় উঠবে, ঠিকানা দিয়ে যেয়ো; আমি সেখান থেকে তোমাকে নিয়ে যাব।'

কিছুক্ষণ পর কমান্ডার দুটা ঘোড়া প্রস্তুত করে যোহরাকে বললেন, চলো; রওনা হই। দুজন ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলো। পথে যোহরা কমান্ডারকে বলল– 'আচ্ছা, রাতের বেলা এখানে নৌকা আসে কেন – অনেক নৌকা?'

'নৌকা?' – কমান্ডার বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন – 'কোন দিক থেকে আসে?'

'ওদিক থেকে' – সুদানের প্রতি ইঙ্গিত করে যোহরা বলল – 'কদিন যাবত রাতে আমার তেমন ঘুম হয় না। মধ্যরাতে উঠে তাঁবুর বাইরে বসে থাকি। আমি ঘটনাটা দু-রাত দেখেছি। এক রাতে তিনটা ও এক রাতে দুটা নৌকা এসে কূলে ভিড়েছে। নৌকাগুলোর শাদা পাল অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায়। এখান থেকে একটু সামনের জায়গাটায় তীরে ভিড়েছে। আমি কান খাড়া করে বিষয়টা বুঝবার চেষ্টা করি। মনে হলো, নৌকাগুলো থেকে অনেক মানুষ নামছে। তারপর গাছের আড়ালে-আড়ালে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের অভ্যন্তরে ঢুকে যাচ্ছে।'

'আচ্ছা, তুমি কি আমাদের দুজন সৈনিককে কখনো দেখেছ?' – কমান্ডার জিজ্ঞেস করলেন – 'তারা ঘোড়ায় চড়ে ডিউটিতে আসে। তদের তো নদীর তীরে থাকার কথা।'

'না' – যোহরা জবাব দিল – 'কখনও তো আমি কোনো সৈনিক দেখিনি! তবে দিনের বেলা দেখেছি দুজন সৈনিক আসে। সম্মুখে একটা কাফেলা অবস্থান

www.pathagar.com

করছে। তারা তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব করে সময় কাটায়। একদিন তাদের একজনকে কাফেলার একটা মেয়ের সঙ্গে টিলার আড়ালে বসে প্রেমনিবেদন করতে দেখেছি।'

যোহরা জানে না, মিসরের এই সীমান্ত এলাকায় কী হচ্ছে এবং কী হতে পারে। সীমান্তে নিয়োজিত সৈনিকেদের দায়িত্বইবা কী, তা-ও তার অজানা। রাতে কিংবা দিনে সুদানের দিক থেকে কোনো নৌকা এদিকে আসবার তাৎপর্য কী, তাও জানে না যোহরা। যা বলেছে, সবই তার সহজ-সরল কথা। কিন্তু কমান্ডারের জন্য এ বিরাট এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

যোহরা যা বলেছে, তা যদি সঠিক হয়ে থাকে, তা হলে কমান্ডারকে সে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই প্রদান করেছে। কমান্ডার এই দীর্ঘ ডিউটি এবং সীমান্ত এলাকার পরিবেশে বিরক্ত বটে; কিন্তু যোহরার বক্তব্য তাকে সজাগ করে তুলেছে। তিনি যোহরাকে বললেন– 'আস, আজ আমরা নদীর কূলে কূলে হাঁটব।'

কমান্ডার ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

কমান্ডার যোহরাকে নিয়ে নদীর কূলে পৌঁছে গেলেন। তারা কূল ধরে হাঁটতে শুরু করল। নদীর পানিতে সাঁতার কাটছে কমান্ডারের দৃষ্টি। কিছুক্ষণ পর মাঝনদীতে দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে একখণ্ড আলো চোখে পড়ল তার। তারপর আরও একটা আলো। কিন্তু পরক্ষণই আলোটা নিভে গেল। এ-সময়ে এই এলাকায় যে-সান্ত্রীদের ডিউটি করার কথা, কমান্ডার তাদেরকে হাঁক দিলেন। কিন্তু কোনো জবাব এল না। তিনি কণ্ঠ উঁচু করে আবারও ডাক দিলেন। এবারও কোনো জবাব নেই। কমান্ডার আরও উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন। তিনি নদীতে দুটা নৌকার পাল দেখতে পেলেন। তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। কমান্ডার যোহরার উপস্থিতি ভুলে যান এবং ঘোড়ায় চড়ে নদীর কূলে-কূলে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। যোহরাও তার পিছনে-পিছনে অগ্রসর হলো। কমান্ডার সান্ত্রীদের ডেকে চলছেন।

সান্ত্রীরা কমান্ডারের ডাক-চিৎকার শুনতে পাচ্ছে। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে দুজন দুটা টিলার আড়ালে 'বৃদ্ধ স্বামীদের যুবতী স্ত্রীদের' জালে আটকে আছে। তারা আপন কমান্ডারের কণ্ঠস্বর চিনে ফেলেছে এবং সেখান থেকে উঠে যেখানে ঘোড়া বেঁধে রেখে গিয়েছিল, সেখানে ফিরে এল। কিন্তু ঘোড়া উধাও। তারা ওখানেই অবাক্ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারা দূরে একস্থানে দুটা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে দেখতে পেল।

কমান্ডার সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। যোহরার ঘোড়া তার পাশাপাশি দৌড়াচ্ছে। হঠাৎ তারা শুনতে পেল– 'তোমরা যাদেরকে ডাকছ, তারা অনেক দূরে – সম্মুখে।'

'তোমরা কারা?' – কমান্ডার জিজ্ঞেস করলেন – 'এদিকে এস।'

www.pathagar.com

'আমরা পথিক' – তারা জবাব দিল। সঙ্গে-সঙ্গে দুটা ঘোড়া কমান্ডারের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। পরক্ষণেই আরও একটা আওয়াজ এল– 'আপনারা সামনের দিকে অগ্রসর হোন; আমরা আপনাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

কমান্ডার তলোয়ার হাতে নিলেন। রাতের বেলা মুসাফিরদের ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া এবং এই এলাকায় অবস্থান করা সন্দেহজনক। তারা কমান্ডারের নিকটে চলে এল। একজন কমান্ডারকে বলল– 'ওদিকে দেখুন, ওরা আসছে।'

কমান্ডার যেইমাত্র ওদিকে তাকালেন, সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা এক হাতে কমান্ডারের ঘাড়টা ঝাঁপটে ধরল আর অপর হাতে তার তরবারিধারী হাতের কনুইটা ধরে ফেলল। অপর ব্যক্তি মেয়েটাকে ধরে রাখল। কমান্ডারকে পাকড়াওকারী লোকটা তার ঘোড়া হাঁকাল। ফলে কমান্ডার ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এমন সময়ে অন্ধকার ভেদ করে আরও দুজন লোক দৌড়ে এল। তারা কমান্ডারকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে নিয়ে নিল।

লোকগুলো বাদকদল, যারা মূলত প্রশিক্ষিত গেরিলা সৈনিক। যোহরা তাঁবু থেকে বের হলে তাদেরই দু-তিনজন লোক তার পিছু নিয়েছিল। তারা পরিকল্পনামাফিকই কমান্ডার ও যোহরাকে ধরে ফেলেছে। তাদের একজন বলল– 'এদেরকে জীবিত নিয়ে চলো।'

এরূপ সন্দেহভাজন লোক ধরা পড়লে জীবিত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

তারা কমান্ডার ও যোহরাকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে রওনা হলো। কমান্ডার দেখতে পেলেন, সমুদ্রতীরে বেশ কটা নৌকা থেকে হাবশিরা নামছে এবং কী যেন মালপত্র খালাস করছে।

লোকগুলো সুদানি হাবশি যোদ্ধা। মালপত্রগুলো তাদের যুদ্ধাস্ত্র ও রসদ-সরঞ্জাম।

◆◆◆

পাহাড়ের অভ্যন্তরে হাজার-হাজার হাবশি এখনও নিশ্চুপ বসে আছে। পাহাড়ের গায়ে প্রজ্বলিত শিখাটি নিভে গেছে অনেক আগে। হাবশিদের ধর্মীয় সঙ্গীতের সুর-মূর্ছনা শোনা যাচ্ছে। তারা ধীরে-ধীরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ছে। তারা নিজেদেরকে সেই হাবশিদের তুলনায় মর্যাদাসম্পন্ন ভাবতে শুরু করেছে, যারা সুদানে পড়ে রয়েছে।

সঙ্গীতের সুর থেমে গেছে। হঠাৎ সম্মুখের পাহাড়টার গায়ে আলোর ঝিলিক চমকে উঠল, যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবার আলো চমকাল। আলোটা আবুসম্বল মূর্তিটার গায়ে গিয়ে পতিত হচ্ছে। আলোটা কোথা থেকে আসছে, বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, যেন মূর্তিটার চেহারা নিজ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

আলো নিভে গেছে। কিছুক্ষণ পর আলোটা আবার জ্বলে উঠঠ। সবাই দেখছে, পাহাড়সম মূর্তিটার কোল থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে এসে সামনের

www.pathagar.com

দিকে হাঁটছে। মূর্তির পিছন থেকে আত্মপ্রকাশ করল চারজন মানুষ। প্রত্যেকের গায়ে মাত্র একটা করে শাদা চাদর। সেই চাদরে তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত। মূর্তির কোল থেকে বেরিয়ে-আসা-লোকটাকে রাজার মতো দেখাচ্ছে। তার মাথায় রাজমুকুট। মুকুটের উপর একটা কৃত্রিম সাপের ফনার ছায়া। গায়ের চোগাটা লাল। অজ্ঞাত স্থান থেকে আসা আলোকরশ্মিটি তার উপর পতিত হয়ে চলছে। চোগার গায়ে অসংখ্য তারকা। আলোর চমকে সেগুলো চমকাচ্ছে ও মিটমিট করে জ্বলছে। লোকটার এক হাতে বর্শা, অপর হাতে নাঙ্গা তলোয়ার। শাদা চাদর পরিহিত লোকগুলো তার পিছনে-পিছনে হাঁটছে।

তারা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে এবং আলোটাও তাদের সঙ্গে-সঙ্গে আসছে। এবার সম্মুখের লোকটা দাঁড়িয়ে গেল। পিছনের লোকগুলো সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল– 'আমাদের খোদা ধরায় নেমে এসেছেন। তোমরা সেজদায় লুটিয়ে পড়ো। তারপর মাথা তুলে তোমাদের খোদাকে মন ভরে দর্শন করো।'

সবাই সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারপর মাথা তুলে খোদাকে দেখল। খোদা একটা তরবারি উচ্চে তুলে ধরে রেখেছেন। তিনি ঢালু বেয়ে নিচে নামছেন। ময়দানে এমন নীরবতা বিরাজ করছে, যেন একজন মানুষও নেই। লোকটা নামতে-নামতে জনতার ভিড়ের সন্নিকটে একটা উঁচুস্থানে এসে দাঁড়াল। জায়গাটা প্রশস্ত। আলোটা শুধু তার ও তার লোকদের উপরই পড়ছে। হঠাৎ চারটা মেয়ে সেই আলোর ভিতরে ঢুকে পড়ল। মেয়েগুলো আধা উলঙ্গ। গায়ের রং গৌর। পিঠের উপর কাঁধ থেকে সামান্য নিচে পাখির পালকের মতো পালক। মাথার চুলগুলো খোলা। তারা এমনভাবে নড়াচড়া করছে, যেন তারা উড়ছে। তারা নাচের ভঙ্গিমায় হাবশিদের 'খোদা'র চার পার্শ্বে কিছুক্ষণ চক্কর কেটে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

চার ব্যক্তি কমান্ডার ও যোহরাকে একটা গুহায় নিয়ে গেল। তাদের গুহার একটা কক্ষে রেখে একজন বাইরে বেরিয়ে গেল। লোকটা আরও এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে ফিরে এল। তাকে জানানো হলো, এই লোকটাকে নদীর কূল থেকে এমন এক সময় ধরে আনা হয়েছে, যখন সুদান থেকে আগত নৌকা থেকে মালামাল খালাস করা হচ্ছিল এবং নতুন আগত হাবশিরা অবতরণ করছিল। লোকটা কমান্ডার ও যোহরার প্রতি তাকাল। তার ঠোঁটে মুচকি হাসি। পরক্ষণেই একব্যক্তিকে সঙ্গে করে বাইরে বেরিয়ে এল।

'চমৎকার! এদের তোমরা বড় উপযুক্ত সময়ে ধরে এনেছ' – লোকটা বলল – 'হতভাগ্য হাবশিরা মানুষবলির দাবি করছে। আল-কিন্‌দের পরিকল্পনা অনুযায়ী খোদার ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, একজন পুরুষ ও একজন নারী বলি দিতে হবে। আমাদের কোথাও-না-কোথাও থেকে একজন পুরুষ ও একজর নারীকে অপহরণ করে এনে তাদের হাতে তুলে দিতে হতো। তোমরা

www.pathagar.com

আমাদের বিরাট এক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছ, আমাদেরকে চিন্তামুক্ত করেছ। মনে হচ্ছে, আমরা সফল হব। আমাদের প্রতিটি কাজই পূর্ণ সফলতার সঙ্গে আঞ্জাম হয়ে যাচ্ছে। বলির জন্যও দুজন মানুষ আপনা-আপনিই এসে পড়ল।'

'হাবশিরা তাদের খোদাকে দেখেছে কি?' – একজন জিজ্ঞেস করল।

'তুমি উপস্থিত থাকলে দেখতে আমরা কীরূপ বিচক্ষণতার সঙ্গে তাদের 'খোদা' দেখিয়েছি' – লোকটা উত্তর দিল – 'মূর্তির সম্মুখের পাহাড় থেকে প্রজ্বলমান সলিতাওয়ালা দুটি তির নিক্ষেপ করা হয়। তিরন্দাজরা অন্ধকারের মধ্যে এমন নিশানা করে যে, তির গিয়ে ঠিক জায়গায় বিদ্ধ হয়। আমরা বেশ কিছু জায়গা জুড়ে জ্বালানি ছড়িয়ে রেখেছিলাম। শুরুতেই দুটি তির তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এন্ড্রোসন একজন অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি বলেছিলেন, আগুনের শিখায় মূর্তিটি হাসছে ও দুলছে দেখা যাবে। আমাদের নিকট তো মনে হচ্ছিল, যেন মূর্তিটি মুখ ও ঠোঁট নাড়াচাড়া করছে।'

'তখন হাবশিরা কী প্রতিক্রিয়া দেখাল?'

'তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ল' – লোকটা জবাব দিল – 'অভ্যন্তরে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তার গুঞ্জন চলতে থাকে। আমি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাইনি। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হাবশিরা ভয়ে কেঁপে থাকবে। আল-কিন্‌দের নাটক সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছে। আলো নিভে গেলে আমরা আল-কিন্‌দকে পোশাক পরিয়ে মূর্তিটির কোলে বসিয়ে দিই। চারজন লোক পূর্ব থেকেই সেখানে একজায়গায় লুকিয়ে ছিল। সম্মুখের পাহাড় থেকে মূর্তির গায়ে আলো বিচ্ছুরণের ধারাও বেশ সফল হয়। পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের গায়ে যে-আগুন জ্বালানো হয়, তা নিচ থেকে কেউ দেখেনি। তার সন্নিকটে বড় একটি আয়না রেখে মূর্তির উপর আলোর প্রতিবিম্ব নিক্ষেপ করা হলে মনে হলো, যেন এটি মূর্তির চেহারার নূর। তারই মধ্য থেকে যখন আল-কিন্‌দ 'খোদা' সেজে নেমে এলেন, তখন আমাদের মেয়েরা সবাইকে নিশ্চিত করে, ইনিই খোদা এবং তারা পরী। এ-যাবত আমার কোনো পদক্ষেপে ব্যর্থ হয়নি। এখন আল-কিন্‌দকে একস্থানে বসিয়ে রেখে সকল হাবশিকে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করানো হবে এবং বলা হবে, ইনি-ই তোমাদের খোদা, যিনি যুদ্ধে তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

'আচ্ছা, এ-দুজনকে (কমান্ডার ও যোহরার প্রতি ইঙ্গিত করে) কি আজই বলি দেওয়া হবে?

সেই সিদ্ধান্ত নেবে হাবশিরা। সম্ভবত তারা তাদের তিন-চারদিন লালন-পালন করবে এবং কিছু রীতি-নীতি পালন করবে।'

তারা কারও কণ্ঠস্বর শুনতে পেল– 'সেনাপতিকে এমন একটা নাটক সাজাতে হবে, আমার তা জানা ছিল না।' অপর একজন বলল– 'এ ছাড়া হাবশিদের দ্বারা যুদ্ধ করানো সম্ভবও ছিল না। এই নাটক বেশ কাজ দিচ্ছে।'

www.pathagar.com

কণ্ঠস্বরটা আল-কিন্দ ও তার সহযোগী লোকদের। তারা নিকটে এগিয়ে এলে ব্যক্তিদ্বয় বলল, একজন পুরুষ ও একটা মেয়ে ঘটনাক্রমে আমাদের হাতে এসে পড়েছে। হাবশিদের হাতে তাদেরই তুলে দেওয়া যায়। আল-কিন্দ তারা কারা জিজ্ঞেস না করেই মাথা থেকে মুকুটটা সরিয়ে ফেলে কমান্ডার ও যোহরাকে যে-কক্ষে রাখা হয়েছে, সেই কক্ষে ঢুকে পড়লেন। তিনি কমান্ডারকে চিনতে না পারলেও কমান্ডার তাকে চিনে ফেললেন। বাইরে কীসব কথাবার্তা হয়েছিল, কমান্ডার সেসব শুনে ফেলেছেন। তিনি একাধিকবার আল-কিন্দের নামও শুনেছেন। তাকে ও যোহরাকে বলি দেওয়া হবে তা-ও তিনি জেনে ফেলেছেন। কাজেই আল-কিন্দ কক্ষে প্রবেশ করার পর তিনি মোটেই বিস্মিত হননি যে, তার সালার এখানে কেন এলেন এবং কীভাবে এলেন।

'এদের হাবশিদের পুরোহিতদের হাতে তুলে দাও' বলে আল-কিন্দ বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

♦♦♦

তিন-চারদিন পর। আল-আদিল কায়রোতে আলী বিন সুফিয়ানকে ডেকে বললেন– 'তিন-চার দিন হলো, আল-কিন্দকে পাওয়া যাচ্ছে না। যখনই তলব করি, জবাব আসে, তিনি নেই। তার ঘর থেকেও একই উত্তর আসছে। লোকটা কোথায় গিয়ে থাকতে পারে বলো তো?'

'সীমান্ত-বাহিনীর পরিদর্শনে যদি সীমান্ত সফরে গিয়ে থাকে, তা হলে তো আপনাকে অবহিত করে যেত। আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'এই মুহূর্তে আমার যা ধারণা, তা হলো, তাকে সন্ত্রাসীরা অপহরণ কিংবা খুন করে থাকতে পারে।'

'এও তো হতে পারে যে, সে নাশকতাকারী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।' আল-আদিল বললেন।

'তার ব্যাপারে এমন সন্দেহ তো অতীতে কখনো জাগেনি' – আলী বিন সুফিয়ান বললেন – 'আচ্ছা, আমি তার বাড়ি গিয়ে খবর নিচ্ছি।

আলী বিন সুফিয়ান আল-কিন্দের বাড়িতে গেলেন। বারোজন দেহরক্ষী উপস্থিত আছে। কমান্ডারকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল-কিন্দ কোথায়?

কমান্ডার অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। একজন দেহরক্ষীও বলতে পারে না, আল-কিন্দ কোথায় গেছেন। পরিচারিকাকে বাইরে ডেকে এনে বললেন, আল-কিন্দের স্ত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করো, সে কোথায় গেছে।

বৃদ্ধা পরিচারিকা আলী বিন সুফিয়ানকে ভিতরে নিয়ে একটা কক্ষে বসতে দিল। বলল, আপনি ঘর থেকে আল-কিন্দের সন্ধান পাবেন না। আমি আজ বেশ কিছুদিন যাবত এখানে যা কিছু দেখছি, তা আপনাকে বলে দিচ্ছি। আমার জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার। তবে আমি মরে গেলেও তেমন কিছু আসবে-যাবে না। আমি বিধবা। স্বামী মারা গেছেন বহু আগে। আমার

www.pathagar.com

একটিমাত্র পুত্র ছিল। সুদানের লড়াইয়ে সে শাহাদাতবরণ করেছে। নিরুপায় হয়ে আমি এখানে চাকরি নিয়েছিলাম। এরা আমাকে গরিব ও সহজ-সরল মহিলা মনে করে। তাদের জানা ছিল না, একজন শহীদের মা সেই দেশ ও সেই ধর্মের বিরোধী কোনো তৎপরতা সহ্য করতে পারে না, যার জন্য তার পুত্র জীবন দিয়েছে। এ-ঘরে দীর্ঘদিন যাবত সন্দেহভাজন লোকদের আনাগোনা চলছিল। একরাতে একব্যক্তি এল। লোকটা আরবি পোশাক পরিহিত। মুখে দাড়ি। আমাকে ডেকে বলা হলো, মদের ব্যবস্থা করো। লোকটা ভেতরে প্রবেশ করে মুখের কৃত্রিম দাড়ি ও গোঁফ খুলে ফেলল। তার আগে থেকেই এখানে এমনসব লোকদের আসা-যাওয়া চলছিল, যাদের প্রতি আমার সন্দেহ ছিল যে, এদের উদ্দেশ্য ভালো নয়। আমি 'অর্ধেক মিসর সুদানের – মিসরের রাষ্ট্রক্ষমতা – এক রাতেই কাজ হয়ে যাবে' ইত্যাদি বাক্যও শুনেছি। সালার আল-কিন্‌দ রাতে বের হতেন। তার সঙ্গে দুজন অপরিচিত লোক থাকত। আমি সালারকে রক্ষীকমান্ডারের সঙ্গেও কানে-কানে কথা বলতে দেখেছি।

বৃদ্ধা পরিচারিকা আরও কিছু কথা বলে আলী বিন সুফিয়ানকে স্বপ্রমাণিত করে দিল, সালার আল-কিন্‌দ না অপহরণ হয়েছে, না খুন, না সে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে কোথাও গিয়েছে।

মিসরে নাশকতা ও গাদ্দারি এতই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এতই বেড়ে চলছে যে, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও সন্দেহ না করে পারা যাচ্ছিল না। কিন্তু তথাপি আল-কিন্‌দের উপর কখনও কারও সন্দেহের চোখ পড়েনি। তিনি তার সন্দেহজনক সকল অপতৎপরতা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

তবে আলী বিন সুফিয়ানও অতিশয় দূরদর্শী গোয়েন্দা। এ-ক্ষেত্রে তার জন্য সমস্যা হচ্ছে, সালার পদমর্যাদার ব্যক্তির ঘরে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া তল্লাশ নেওয়া যায় না। এ-কাজের জন্য মিসরের অস্থায়ী সুপ্রীম কমান্ডার আল-আদিলের অনুমতি আবশ্যক। তাই তিনি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে নিজের একজন রক্ষীসেনাকে প্রেরণ করে তিন-চারজন গোয়েন্দা ডেকে আনালেন এবং তাদেরকে আল-কিন্‌দের বাড়িতে এদিক-ওদিক লুকিয়ে রাখলেন। তাদের নির্দেশ দিলেন, কোনো পুরুষ কিংবা নারী ঘর থেকে বের হলে তার পিছু নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে।

আল-কিন্‌দের ঘর থেকে বের হয়ে আলী বিন সুফিয়ান রক্ষীকমান্ডারকে নির্দেশ দিলেন, তোমার নিজের এবং অধীন সকল রক্ষীসেনার অস্ত্রশস্ত্র ভেতরে রেখে দাও আর সবাই আমার সঙ্গে চলো। বারো সদস্যের রক্ষীবাহিনীটিকে নিরস্ত্র করে আলী বিন সুফিয়ান সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন এবং আল-আদিলকে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করলেন। আল-আদিল তাঁকে আল-কিন্‌দের ঘরে হানা দিয়ে অনুসন্ধান চালানোর অনুমতি দিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

আলী বিন সুফিয়ান সময় নষ্ট না করে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

ওদিকে ইতিমধ্যেই আল-কিন্‌দের ঘরে ঘটে গেছে আরেক ঘটনা। আলী বিন সুফিয়ান যখন সেখান থেকে বের হয়ে এলেন, তখন আল-কিন্‌দের এক স্ত্রী – যে কিনা বয়সে যুবতী – পরিচারিকাকে নিজকক্ষে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, আলী বিন সুফিয়ান তোমাকে কী বললেন এবং তুমি কী উত্তর দিলে?

উত্তরে বৃদ্ধা বলল, তিনি আমাকে সালার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। আমি বলেছি, আমি গরিব মানুষ; এই ঘরের একজন চাকরানী বই নই। তিনি কোথায় গেছেন, আমি তা জানি না।

'তোমার অনেক কিছু জানা আছে' – স্ত্রী বলল – 'তাকে তুমি অনেক তথ্য বলে দিয়েছ।'

বৃদ্ধা তার বক্তব্যে অটল থাকল। স্ত্রী এক চাকরকে ডেকে তাকে সব ঘটনা শুনিয়ে বলল – 'এই বৃদ্ধার মুখ থেকে কথা বের করো। বলছে, ও নাকি কিছুই বলেনি।'

চাকর বৃদ্ধার মাথার চুল মুঠি করে ধরে এমন ঝটকা টান মারল যে, বৃদ্ধা চক্কর খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। চাকর তার ধমনিতে পা রেখে চাপ দিল। বৃদ্ধার চোখদুটো বাইরে বেরিয়ে এল। চাকর দাঁত কড়মড় করে বলল, বল্, ওকে কী-কী বলেছিস? সে পা সরিয়ে নিল।

বৃদ্ধা নিথর-নিস্তব্ধ পড়ে আছে। এখন তার উঠে দাঁড়াবারও শক্তি নেই। চাকর তার পাঁজরে লাথি মারল। বৃদ্ধা ছটফট করতে শুরু করল। চাকরের নির্যাতনে বৃদ্ধা আধমরা হয়ে পড়ে থাকল।

এবার সে বলল– 'আমাকে জীবনে মেরে ফেলো। আমি আমার শহীদ পুত্রের আত্মার সঙ্গে গাদ্দারি করতে পারব না। তুমি একজন ঈমান-বিক্রেতার অসৎ স্ত্রী। আমি তোমাকে পরোয়া করি না।'

'একে পাতাল কক্ষে নিয়ে শেষ করে দাও' – স্ত্রী বলল – 'রাতে লাশ গুম করে ফেলো। আমরা এখনও বিপদমুক্ত নই। লোকটা আমাদের রক্ষীসেনাদের নিরস্ত্র করে নিয়ে গেছে। এই হতভাগা বৃদ্ধার অনেক তথ্য জানা আছে। একে তথ্যসহ মাটিতে পুতে ফেলো।

বৃদ্ধা মেঝেতে পড়ে আছে। অবস্থা তার মৃতপ্রায়। চাকর তাকে গাঁঠরির মতো করে কাঁধে তুলে নিল এবং কক্ষ থেকে বের হয়ে বারান্দা-অভিমুখে পা বাড়াল। এমন সময় আওয়াজ এল– 'থামো'।

লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অনেক সৈন্য ধেয়ে আসছে। ঘর তাদের অবরুদ্ধ।

তারা আলী বিন সুফিয়ানের নির্দেশে মহলের সমস্ত কক্ষ ও বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ল। চাকর পালাতে ব্যর্থ হলো। তার কাঁধ থেকে বৃদ্ধাকে নামানো হলো। বৃদ্ধার মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। সে চোখ খুলে তাকাল। সম্মুখে আলী বিন

www.pathagar.com

সুবিয়ানকে দেখামাত্র তার চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। বলল– 'ইতিপূর্বে আমার ঠিক জানা ছিল না, এই ঘরে কী হচ্ছে। তুমি আসার পর আমার সন্দেহ পোক্ত হয়ে যায় যে, সমস্যা একটা আছে।'

বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে। সে অনেক কষ্টে বলল, আল-কিন্দের নতুন বেগম এবং তার এই চাকর আমার মুখ থেকে বের করাবার চেষ্টা করেছে আমি তোমাকে কী বলেছি। ওরা আমাকে পিটিয়ে শেষ করে ফেলেছে।

আলী বিন সুফিয়ান এক সিপাইকে বললেন– 'একে এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।' বৃদ্ধা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল– 'আমাকে কোথাও প্রেরণ করো না। আমি আমার শহীদ পুত্রের নিকট চলে যাচ্ছি। তোমরা আমাকে বাঁধা দিও না।'

বৃদ্ধা চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেল।

আল-কিন্দের বাসগৃহের প্রতিটি কোণ তল্লাশ নেওয়া হলো। পাতাল কক্ষে গিয়ে থ বনে গেলেন গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ান। যেন একটা অস্ত্রগুদাম। ঘর থেকে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ সোনা ও নগদ অর্থ। পাওয়া গেল আল-কিন্দের নামাঙ্কিত একটা সীল, যাতে আল-কিন্দকে 'সুলতানে মেসের' অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। বিজয়ের ব্যাপারে আল-কিন্দ এতই নিশ্চিত যে, মিসরের সুলতান হিসেবে নিজ নামে সীল-মোহরও তৈরি করে রেখেছেন!

এই সীল-মোহর আলী বিন সুফিয়ানের সন্দেহকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করে দিল।

আল-কিন্দের ঘরে দুজন স্ত্রী ছিল। ছিল মদ-মাদকতার বিপুল আয়োজন। আল-কিন্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধি ছিল, তিনি মদ্যপান করেন না। এখন প্রমাণ পাওয়া গেল, রাতে ঘরে বসে তিনি মদ্যপান করতেন। আলী বিন সুফিয়ান স্ত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আসল তথ্য বের করলেন।

নতুন যে-যুবতী স্ত্রী বৃদ্ধা পরিচারিকাকে চাকর দ্বারা খুন করিয়েছে, তার জবানবন্দি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সব কজন স্ত্রীর একই কথা, আপনার যত তথ্যের প্রয়োজন, সব নতুন বেগমের বুকে গচ্ছিত আছে।

তথ্য পাওয়া গেল, এই নতুন স্ত্রী মিসরি নয় – সুদানি। বাইরে থেকে অপরিচিত লোকজন এলে শুধু এ-মেয়েটিই তাদের সঙ্গে কথা বলত, খোলামেলা চলত এবং মদ্যপান করত। অন্যান্য স্ত্রীদের সরল-সহজ কথায় বোঝা গেল, তারা আর কিছু জানে না।

আল-কিন্দের স্ত্রীকে আলাদা করে ফেলা হলো। আলী বিন সুফিয়ান বৃদ্ধা চাকরানীর খুনী চাকরকে বললেন– 'এখন আর কিছু লুকোবার চেষ্টা করে লাভ নেই। যা জানা আছে, সব বলে ফেলো। আমাকেও কষ্ট দিও না, নিজেও কষ্ট পেও না।'

www.pathagar.com

চাকর জানে লুকোচুরি করতে গেলে পরিণতিটা কী হবে। বলল, হুজুর! আমি একজন চাকরমাত্র। আমি হুকুমের গোলাম। দু-পয়সা পাওয়ার আশায় মনিবের সব নির্দেশ মেনে চলতাম। এখন আমি আপনার অনুগত। কিছুই লুকোব না; যা জানি সবই বলে দেব। শুনুন–

দেশের একজন সেনা-অধিনায়কের গোপন পরিকল্পনা একজন গৃহভৃত্যের জানা থাকার কথা নয়। তবু চাকর বলল, আল-কিন্‌দ যাওয়ার সময় বলে গেছেন, আমার আসতে অনেকদিন বিলম্ব হবে এবং কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, তিনি কোথায় গেছেন আমরা জানি না। ভৃত্য আসলেই জানত না আল-কিন্‌দ কোথায় গেছেন।

আলী বিন সুফিয়ান আল-কিন্‌দের নতুন স্ত্রীকে দুজন লোকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পাতালকক্ষে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে আরও কিছু তত্ত্ব-তালাশ নিয়ে এবং আল-কিন্‌দের ঘরে প্রহরা বসিয়ে নিজ দফতরে চলে গেলেন, যেখানে আল-কিন্‌দের নিরস্ত্র দেহরক্ষীরা কঠোর প্রহরায় বসে আছে। আলী বিন সুফিয়ান এসেই তাদের লক্ষ্য করে বললেন– 'তোমরা মিসর ও সিরিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর সৈনিক। কিছু গোপন রাখবার চেষ্টা করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। আর যদি আমার নির্দেশ পালনপূর্বক সালার আল-কিন্‌দের তৎপরতার কথা প্রকাশ করে দাও, তা হলে মুক্তি পেতে পার।'

রক্ষীকমান্ডার কথা বলতে শুরু করল। তার বক্তব্যে প্রমাণিত হয়ে গেল, আল-কিন্‌দের নিকট খ্রিস্টান ও সুদানি লোকজন আসা-যাওয়া করত এবং তিনি গাদ্দারিতে লিপ্ত। তবে আল-কিন্‌দ কোথায় গেছেন, তা তারও জানা নেই।

মধ্যরাতে আলী বিন সুফিয়ান পাতাল কক্ষে গেলেন। আল-কিন্‌দের নতুন স্ত্রী সংকীর্ণ একটা প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ। তাকে সন্ত্রস্ত করতে তার কক্ষে অন্য এমন এক পুরুষ কয়েদিকে রাখা হয়েছে, যে লাগাতার নির্যাতন-অত্যাচারে জর্জরিত। লোকটা খ্রিস্টানদের গুপ্তচর। নিজে ধরা পড়লেও সতীর্থদের সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে না। আল-কিন্‌দের স্ত্রী সেই দুপুর থেকে তার সঙ্গে এক প্রকোষ্ঠে আটক। তার তড়পানি ও ছটফটানি প্রত্যক্ষ্য করেছে সে।

এখন মধ্যরাত। মেয়েটা রাজকন্যা। এই সংকীর্ণ পাতাল কক্ষের গন্ধই তাকে পাগল বানাবার জন্য যথেষ্ট। তদুপরি বন্দি লোকটার শোচনীয় অবস্থা দেখে-দেখে তার রক্ত শুকিয়ে গেছে। আলী বিন সুফিয়ান যখন সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন সে হাউমাউ করে চিৎকার জুড়ে দিল। আলী তাকে সেখান থেকে বের করে অন্য একটি কক্ষের সামনে নিয়ে গেলেন। সেটিও একটি অপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠ। কৃষ্ণকায় এক হাবশি তাতে আটক রয়েছে। লোকটার ভয়ানক দেহ। মহিষের মতো শরীর। সে সীমান্ত বাহিনীর এক কমান্ডারকে খুন করেছিল। আলী বিন সুফিয়ান মেয়েটাকে বললেন, বাকি রাতটুকু তোমাকে এর সঙ্গে কাটাতে হবে। মেয়েটা চিৎকার করে আলীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

'আপনার যা-যা জানবার প্রয়োজন, আমাকে জিজ্ঞেস করুন।' আলীর পাদুটো জড়িয়ে ধরে মেয়েটা বলল।

'আল-কিন্‌দ কোথায় গেছে? কেন গেছে? তার লক্ষ্য কী?' আলী জিজ্ঞেস করলেন – 'তার সম্পর্কে আরও যা-যা তোমার জানা আছে, সব বলে দাও।'

আল-কিন্‌দের স্ত্রী মাথা তুলে দাঁড়াল। স্বামীর ব্যাপারে যা-কিছু জানা ছিল, সবই বলে দিল। তবে আল-কিন্‌দ কোথায় গেছে, সেও বলতে না।

মেয়েটা জানাল, সুদান থেকে হাবশি সৈন্য আনা হচ্ছে। তারা কোনো এক রাতে কায়রো আক্রমণ করে সমগ্র মিসর দখল করে নেবে।

মেয়েটা মদ্যপান করানোর দায়িত্ব পালন করত। সেই সুবাদে আল-কিন্‌দের ঘরে গমনাগমনকারী খ্রিস্টান ও সুদানি মেহমানরা তার সম্মুখেও কথাবার্তা বলত। সুদানের ধনাঢ্য কোনো এক ব্যক্তির কন্যা আল-কিন্‌দের এই স্ত্রী। আল-কিন্‌দের জন্য তাকে উপহারস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। আল-কিন্‌দ তাকে বিয়ে করে নিয়েছিলেন। মেয়েটা বেশ সতর্ক ও দুরন্ত। সুদানিদের লক্ষ্য তার ভালোভাবেই জানা আছে। আল-কিন্‌দের বাসভবনে যে-বিপুল পরিমাণ সোনা ও নগদ অর্থ পাওয়া গিয়েছিল, তার বর্ণনামতে সেগুলো সুদান থেকে এসেছে। এগুলো যুদ্ধের ব্যয় এবং মিসরের সেনাবাহিনী থেকে গাদ্দার ক্রয়ের মূল্য। বিপুলসংখ্যক হাবশি সৈন্য এসে কোথায় জমায়েত হয়েছে, মেয়েটা সে-ব্যাপারে অবহিত নয়। সে এতটুকু জানে, সমুদ্রপথে এসে তারা তীরবর্তী কোনো একস্থানে অবস্থান নিয়েছে এবং তাদের হামলা হবে গেরিলা ধরনের।

যে-পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল, আলী বিন সুফিয়ান তা করে ফেলেছেন। তিনি আল-আদিলকে বিস্তারিত রিপোর্টও প্রদান করে প্রস্তাব পেশ করেছেন যে, পর্যবেক্ষণের জন্য দুজন-দুজন ও চারজন-চারজন করে সৈন্য চতুর্দিক ছড়িয়ে দেওয়া হোক। তারা সুদানি ফৌজের অবস্থান খুঁজে বের করবে এবং তথ্য সংগ্রহ করবে, সুদানি হাবশি বাহিনী সত্যিই যদি ভেতরে ঢুকে পড়ে থাকে, তা হলে তারা কোন্ দিক থেকে এল। তিনি আল-আদিলকে এই পরামর্শও দিলেন যে, সুলতান আইউবিকে বিষয়টা না জানানো হোক। কেননা, সংবাদটা পেয়ে তিনি পেরেশান হওয়া ছাড়া কোনো উপকার করতে পারবেন না। কিন্তু আল-আদিলের মতে সুলতানকে বিষয়টা অবহিত করা জরুরি। তাঁর আশঙ্কা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। তখন সুলতান আইউবির উপস্থিতি আবশ্যক হয়ে পড়বে। তাই তিনি পূর্ণাঙ্গ একটি রিপোর্ট লিখে চারজন রক্ষীসহ এক সিনিয়র কমান্ডারকে সুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দিলেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন, প্রতিটি চৌকি থেকে ঘোড়া বদল করে নেবে এবং পথে কোথাও দাঁড়াবে না।

◆◆◆

রণাঙ্গনে সুলতান আইউবির হেডকোয়ার্টার স্থির থাকছে না। দিনে এক জায়গায় থাকছেন, তো রাতে অবস্থান করছেন অন্য জায়গায়। তিনি ঘুরে-ফিরে

www.pathagar.com

দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু তিনি এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, প্রয়োজন হলে তাঁকে পাওয়া সহজ ব্যাপার। স্থানে-স্থানে লোক বসিয়ে রাখা হয়েছে। তারা জানে, সুলতান কখন কোথায় অবস্থান করছেন। সুলতান আইউবির অবস্থান একটি গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই নির্দেশক লোকগুলোকে নির্বাচন করা হয়েছে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান দেখে।

তিন দিন পথ অতিক্রম করে আল-আদিলের বার্তাবাহক কমান্ডার চার রক্ষীসহ দামেশ্‌ক পৌঁছে গেল। সুলতান এখন আলরিস্তানের পার্বত্য এলাকায় অবস্থান করছেন। প্রচণ্ড শীত পড়ছে। লাগাতার দীর্ঘ পথচলার কারণে বার্তাবাহী কমান্ডার ও তার রক্ষীদের অবস্থা শোচনীয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অনিদ্রা ও অবিরাম চলার ফলে তাদের মুখমণ্ডল লাশের মতো শুকিয়ে গেছে। তবু তারা এক্ষুনি – এই মুহূর্তে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উদগ্রীব। সামান্য পানাহার করে কালবিলম্ব না করে তারা আলরিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল।

♦♦♦

ত্রিপোলির খ্রিস্টান সম্রাট খলীফা আল-মালিকুস সালিহ'র সাহায্যে এসেছিলেন এবং যুদ্ধ না-করেই ফিরে গিয়েছিলেন। কারণ, সুলতান আইউবির বাহিনী তার বাহিনীর উপর অপ্রত্যাশিতভাবে গেরিলা হামলা চালায় এবং পিছন থেকে রসদ সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। পিছনে সুলতান আইউবির বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে রেমন্ড তার বাহিনীকে অন্য দিক দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। সুলতান আইউবি তার পশ্চাদ্ধাবন সঙ্গত মনে করলেন না। কেননা, তাতে সময় ও শক্তি দু-ই নষ্ট হতো। তিনি অধিকাংশ গেরিলা সৈন্যকে রেমন্ডের রসদ দখল কিংবা ধ্বংস করার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বর্ষাও শুরু হয়ে গেছে। খ্রিস্টানদের রসদবহর ছিল বিশাল।

রাতের বেলা। রেমন্ডের রসদ রক্ষণাবেক্ষণকারী সৈন্যরা ঘোড়াগাড়ির নিচে ও তাঁবুতে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। এই রসদ তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আগামী কাল ভোরে রওনা হবে। দিন থেকেই যে কয়েক জোড়া চোখ পাহাড় ও পাথরের আড়াল থেকে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে চলেছে, তা তারা জানে না। সম্ভবত তাদের ধারণা, এই শীত আর বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে কেউ তাদের উপর হামলা করতে আসবে না।

কিন্তু রাতে হঠাৎ তাদের ক্যাম্পের একদিকে হইচই শুরু হয়ে গেল। ক্যাম্পে আগুন ধরে গেছে। তাঁবুগুলো জ্বলছে। বিষয়টা সুলতান আইউবির গেরিলা যোদ্ধাদের অভিযানের ফসল। তারা প্রথমে ছোট-ছোট মিনজানিক দ্বারা দাহ্যপদার্থভর্তি পাতিল নিক্ষেপ করে। তারপর জ্বলন্ত সলিতাওয়ালা তির ছোড়ে। ক্যাম্পে আগুন ধরে যাওয়ার পর জ্বলন্ত আগুনের আলোতে তারা হামলা করে বসে। বর্শা ও তিরের আক্রমণে বহু খ্রিস্টানসেনাকে খতম করে তারা পর্বতমালার অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

www.pathagar.com

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সন্নিকটস্থ পাহাড় থেকে খ্রিস্টানদের ক্যাম্পের উপর তীর বর্ষিত হতে থাকে। তারপর হামলা চালায় অপর একটি কমান্ডোদল। সকালনাগাদ দেড় মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত সুবিশাল ক্যাম্পটিতে যা কিছু পড়ে আছে, তা খ্রিস্টানদের ফেলে যাওয়া রসদ, নিহতদের লাশ আর গুরুতর আহত ক্রুসেডসেনা। অনেকগুলো ঘোড়া হাঁকিয়ে নিয়ে গেছে খ্রিস্টানরা। ফেলেও গেছে বহুসংখ্যক। কমান্ডোদের বিরতির সময়টায় খ্রিস্টানরা কিছু ঘোড়াগাড়ি নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে। ফেলে-যাওয়া-রসদ ও ঘোড়াগুলো সুলতান আইউবির সৈন্যরা কব্জা করে নিয়ে গেছে।

হাল্‌বের অবরোধ তুলে নেওয়া হয়েছিল। সুলতান আইউবি এই গুরুত্বপূর্ণ নগরীটিকে পুনরায় অবরোধ করার পরিকল্পনা করেছেন। দিনের বেলা গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার সুলতানকে বিগত রাতের কমান্ডো অভিযানের রিপোর্ট প্রদান করছে। এমন সময় দারোয়ান তাঁবুতে প্রবেশ করে সুলতানকে সংবাদ জানাল, কায়রো থেকে এক কমান্ডার বার্তা নিয়ে এসেছেন।

বার্তা বহন করে থাকে দূত। সেই জায়গায় কমান্ডারের নাম শুনে সুলতান আইউবি দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং কোনো ভূমিকা ছাড়াই বললেন– 'খরব ভালো তো?...তুমি কেন এসেছ?'

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম নিয়ে এসেছি' – কমান্ডার বললেন – 'আল্লাহ পাকের নিকট মুমিনের ভালোরই আশা রাখা উচিত।'

সুলতান আইউবি কমান্ডার থেকে পত্রখানা বুঝে নিয়ে তাকেসহ ভিতরে চলে গেলেন। বার্তাটি পাঠ করে তিনি গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন।

'এখনও কি জানা যায়নি যে, সুদানি সৈন্যরা মিসরে প্রবেশ করে কোন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে?' সুলতান আইউবি জিজ্ঞেস করলেন।

'তথ্য সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।' কমান্ডার জবাব দিলেন।

'আমার অনুপস্থিতিতে মিসরে অবশ্যই কোনো-না-কোনো সমস্যা সৃষ্টি হবে, সেই আশঙ্কা আমার ছিল' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমার ভাইকে বলবে, ভয় পেও না। কায়রোর প্রতিরক্ষা শক্ত করো। তবে শুধু প্রতিরক্ষা যুদ্ধই লড়বে না। বেশির ভাগ সৈন্য নিজের কাছে রাখবে এবং জবাবি হামলার জন্য তাদের মধ্য থেকে অভিজ্ঞ লোকদের বাছাই করে রাখবে। কিন্তু তাদের শহরের বাইরে যেতে দেবে না। আমাদের বাহিনীর কোনো তৎপরতা যেন শত্রুপক্ষ টের না পায়, যাতে তারা এই আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত থাকে যে, তারা আমাদের অসর্তকতার মধ্যে মিসর দখল করতে সক্ষম হবে। বোঝাতে হবে, কায়রো আক্রান্ত হচ্ছে সে-খবর কায়রোবাসী জানে না।

'শত্রুরা যাতে শহরকে অবরোধ করতে না পারে। তার আগেই পালটা হামলা করবে। আক্রমণ হওয়ার আগেই দুশমনের অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করতে হবে। যদি তাদের অবস্থানের সন্ধান মিলে যায়, তা হলে বেশি সৈন্য দ্বারা হামলা করাবে না। বরং যথাসম্ভব অল্প সৈন্য দিয়ে গেরিলা হামলা চালাবে। সীমান্ত বাহিনীতে সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করো, যাতে শত্রুরা পালাতে না পারে।

'আমি ভেবে কূল পাচ্ছি না, এত বিপুলসংখ্যক সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করে কোন দিক থেকে প্রবেশ করল! কোনো-না-কোনো সীমান্ত-চৌকির সহযোগিতা কিংবা উদাসীনতা ছাড়া এ-ঘটনা ঘটতে পারে না। আল্লাহ তোমাদের সাফল্য দান করুন। দুশমন রসদ ও পেছন থেকে সাহায্য ছাড়া যুদ্ধ করতে পারবে না। তুমি সীমান্তকে শক্তভাবে সীল করে দাও। যুদ্ধ যাতে দীর্ঘ হয়, সেই চেষ্টা করতে হবে, যাতে দুশমন না খেয়ে মরতে বাধ্য হয়। দুশমনকে বিক্ষিপ্ত করে কীভাবে যুদ্ধ করতে হয়, আমি তো তোমাদের হাতে-কলমেই শিখিয়েছি। বিপুল সৈন্যের মোকাবেলায় বিপুল সৈন্য দিয়ে মুখোমুখি যুদ্ধ করা আবশ্যক নয়।

'আল-কিন্দও একদিন গাদ্দার প্রমাণিত হবে, আমি কখনও ভাবিনি। তারপরও আমি বিস্মিত নই। মানুষের ঈমান বিক্রি করতে সময় লাগে না। রাজত্বের শুধু কল্পনাই মানুষকে ঈমানহারা করতে পারে। ক্ষমতার নেশা কুরআনকে গেলাফবদ্ধ করে সরিয়ে রাখে। আমার আক্ষেপ আল-কিন্দের জন্য নয় – আমি ইসলামের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় অস্থির। আমার ভাইয়েরা একের-পর-এক খ্রিস্টানদের হাতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার ভাইয়েরা আমার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমার পীর ও মুরশিদ নুরুদ্দীন জঙ্গি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। কাল-পরশু আমরাও চলে যাব। তারপর কী হবে? এই প্রশ্নটাই আমাকে অস্থির করে তুলছে। যাহোক, আমাদের চেষ্টা করতে হবে, যে-কটা দিন বেঁচে থাকি, ইসলামের পতাকা অবনমিত হতে দেব না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা আমাকে নিয়মিত পরিস্থিতি অবহিত করবে।'

সুলতান আইউবি বার্তাবাহক কমান্ডারকে বিদায় করে দিলেন।

◆◆◆

যে-চৌকির কমান্ডার যোহরার সঙ্গে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছিলেন, তার এক সিপাই কায়রো এসে রিপোর্ট করেছে, চৌকির কমান্ডারকে কয়েকদিন যাবত পাওয়া যাচ্ছে না। চৌকিতে যে নাচ-গানের আসর বসেছিল এবং এক নর্তকী কমান্ডারের তাঁবুতে ঢুকেছিল, সে-তথ্য জানায়নি সিপাই। এ-তথ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হলো, কমান্ডার দুশমনের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিতে পারে এবং তারই সহযোগিতায় শত্রুবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করেছে। আলী বিন সুফিয়ান অভিমত ব্যক্ত করলেন, চৌকিটা যেহেতু নদীপথ পাহারার জন্য স্থাপিত, সেহেতু দুশমন সেই নদীপথেই এসে থাকবে। সিদ্ধান্ত হলো, একজন বিচক্ষণ কমান্ডারকে একদল রক্ষীসেনাসহ এই চৌকির দায়িত্বে পাঠানো হবে।

চৌকির কমান্ডার ও যোহরা হাবশিদের হাতে আবদ্ধ। কিন্তু বন্দি হয়েও তারা বন্দি নয়। এখন তাদের পরনে রং-বেরঙের পক্ষীপালকের তৈরী পোশাক।

www.pathagar.com

তাদের যে-কক্ষে রাখা হয়েছে, সেটিও পাখির পালক ও ফুল দ্বারা সজ্জিত। বিশেষ ধরনের খাবার খাওয়ানো হচ্ছে তাদের। হাবশিদের পুরোহিত তাদের সামনে সেজদা করছে ও বিড়বিড় করে কী যেন পাঠ করছে। অন্য কাউকে তাদের সম্মুখে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। একবার তাদের গাছের শক্ত ডাল ও লতার তৈরী পালকিতে করে নদীতে গোসল করিয়ে আনা হয়েছে। তারা ভেবেছিল, তাদেরকে বলি দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাতে তারা একা থাকছে। কিন্তু বাইরে আট-দশজন হাবশি পাহারা দিচ্ছে। কমান্ডার একাধিকবার পালাবার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু কোনো সুযোগ মিলেনি।

. একরাতে হাবশিদের দুজন পুরোহিত তাদের কক্ষে এল। কমান্ডার ও যোহরা তখন ঘুমিয়ে ছিল। তাদের জাগানো হলো। তারা ভাবল, তাদের মৃত্যু এসে পড়েছে। পুরোহিতরা তাদের সম্মুখে সেজদাবনত হয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে দুটা পাল্‌কি রাখা আছে। তার একটাতে কমান্ডারকে, অপরটাতে যোহরাকে তুলে বসানো হলো। দুজন করে হাবশি পাল্‌কিদুটি কাঁধে তুলে নিল। পুরোহিতদ্বয় সামনে হাঁটতে শুরু করল। তারা সমকণ্ঠে কী যেন পাঠ করছে। পাল্‌কির পিছনে আরও দুজন হাবশি। তাদের হাতে বর্শা। তারা রক্ষীসেনা। কমান্ডার ও যোহরা নীরব। পাহাড়ি এলাকা থেকে বের হয়ে তারা নদীর দিকে এগিয়ে গেল। সময়টা মধ্যরাত। জোৎস্নার উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ফকফক করছে।

নদীর কূলে পৌঁছে বেহারারা কাঁধ থেকে পাল্‌কিদুটা নামাল। পুরোহিতরা এগিয়ে এসে কমান্ডার ও যোহরার পরিধানের পোশাক খুলতে শুরু করল। কমান্ডার চাঁদের আলোতে দেখতে পেলেন, বর্শাধারী রক্ষীদ্বয় ও পাল্‌কি বহনকারী হাবশি বেহারারা তাদের প্রতি পিঠ দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেছে। সম্ভবত এমনটা করা তাদের প্রতি নির্দেশ আছে। কমান্ডার হঠাৎ বাজের মতো ছোঁ মেরে এক হাবশির হাত থেকে তার বর্শাটা ছিনিয়ে নিলেন। লোকটি একজন অভিজ্ঞ সৈনিক। তিনি পিছনে সরে গিয়ে বর্শাধারী অপর হাবশির পাঁজরে বর্শার আঘাত হানলেন। আঘাতের ধাক্কায় তার হাতের বর্শাটাও ছিটকে পড়ে গেল।

কমান্ডার চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'দৌড়ে এস যোহরা; বর্শাটা তুলে নাও।'

যোহরা ছুটে এল। কমান্ডার পড়ে-যাওয়া-বর্শাটায় পা দ্বারা লাথি মারলেন। সেটি যোহরার সম্মুখে চলে গেল। যোহরা বর্শাটা হাতে তুলে নিল। কমান্ডার বললেন– 'এবার তুমি পুরুষ হয়ে যাও।' হাবশিরা শূন্যহাতে মোকাবেলার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা বর্শার মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হলো।

পুরোহিতরা পালাতে উদ্যত হলেন। কমান্ডার তাদের দূরে যেতে দিলেন না। যোহরাও কমান্ডারের সঙ্গ নিল। উভয় পুরোহিত খতম হয়ে গেল। অন্যরা মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। কমান্ডারের বর্শা সবাইকে ঠান্ডা করে দিল।

www.pathagar.com

কমান্ডার যোহরাকে নিয়ে চৌকি-অভিমুখে রওনা হলেন। বেশ কিছু পথ অগ্রসর হওয়ার পর দুজন অশ্বারোহী সান্ত্রী দেখতে পেলেন। কমান্ডার তাদের হাঁক দিলেন– 'জলদি এদিকে এস।'

সান্ত্রীরা তাদের কমান্ডারকে চিনে ফেলল। কমান্ডার তাদের বললেন– 'ঘোড়াদুটা আমাদের দাও; আমরা কায়রো যাচ্ছি। তোমরা চৌকিতে ফিরে যাও। কেউ যদি আমাদের সন্ধানে আসে, বলবে, আমরা তাদের দেখিনি।'

সিপাহীদ্বয় পায়ে হেঁটে চৌকিতে ফিরে গেল। কমান্ডার যোহরাকে একটা ঘোড়ার পিঠে তুলে বসালেন এবং নিজে অপরটাতে আরোহণ করে যোহরাকে বললেন, তোমার যদি অশ্বচালনার অভিজ্ঞতা নাও থাকে, তবু ভয় নেই। ঘোড়া তোমাকে ফেলবে না।

কমান্ডার ঘোড়া হাঁকালেন। ঘোড়া ছুটতে শুরু করল। সঙ্গে-সঙ্গে যোহরা ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। কমান্ডার ঘোড়া থামিয়ে যোহরাকে তার ঘোড়া থেকে নামিয়ে নিজের ঘোড়ার পেছনে বসিয়ে নিলেন এবং অপর ঘোড়র বাগ নিজের ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে যোহরাকে বললেন, তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো।

ঘোড়া পুনরায় ছুটে চলল। কমান্ডার পাহাড়ি এলাকা এড়িয়ে বেশ দূর দিয়ে এগিয়ে চলছেন। কায়রোর দিক ও পথ তার চেনা। এখনও তিনি দু-মাইল পথ অতিক্রম করেননি। এমন সময় একদিক থেকে আওয়াজ এল– 'থামো; কে তুমি?' কমান্ডার থামলেন না। একসঙ্গে চারটা ঘোড়া তাকে ধাওয়া করতে শুরু করল। কমান্ডার তার ঘোড়ার গতি আরও তীব্র করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি অপর ঘোড়াটাকে পাশে নিয়ে এসে তাতে সাওয়ার হওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু চলন্ত অবস্থায় যোহরাকে নিয়ে ঘোড়া বদলাবেন কীভাবে।

আকাশের চাঁদটা এখন ঠিক মাথার উপরে। জোৎস্নার আলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ধাওয়াকারী লোকগুলো অনেক কাছে চলে এসেছে।

দুটা তীর ধেয়ে এসে কমান্ডারের পাশ দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে হাঁক এল, 'থামো বলছি; অন্যথায় তির তোমার মাথায় বিদ্ধ হবে।'

কমান্ডার ভাবছে, থামলেও মৃত্যু অবধারিত। এরা আমাদের হাবশিদের হাতে তুলে দেবে আর হাবশিরা আজই আমাদের যবাই করে ফেলবে। বাঁচতে হলে পালাবারই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তিনি ঘোড়াটাকে ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দৌড়াতে শুরু করলেন, যাতে তির লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

কমান্ডারের বুঝটা ভুল ছিল। তার ও ধাওয়াকারীদের দূরত্ব কমে গেছে। কমান্ডার তাদের বেষ্টনিতে আটকা পড়ে গেছেন। পালকের পোশাক পরিহিত হওয়ার কারণে কমান্ডারকে পাখি বলে মনে হচ্ছে। যোহরার অবস্থাও একই। কমান্ডার লোকগুলোর দিকে তাকালেন। তার মনে সন্দেহ জাগল। তাদের

www.pathagar.com

একজন জিজ্ঞেস করল– 'তোমরা কারা? এই মেয়েটি কে?' একজন বলল– 'কী জিজ্ঞেস করছ? দেখেই তো বোঝা যাচ্ছে, এরা সুদানি। পরেছেটা কী দেখো।'

কমান্ডার হেসে বলে উঠলেন– 'দোস্তরা, আমি তোমাদেরই ফৌজের একজন কমান্ডার।'

তিনি নিজের নাম বললেন, যোহরার পরিচয় দিলেন এবং পুরো ঘটনা খুলে বললেন।

তারা চারজন মিসরের টহলসেনা। সুদানি ফৌজের অবস্থান খুঁজে ফিরছে।

তারা কমান্ডার ও যোহরাকে নিয়ে কায়রো-অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

◆◆◆

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ছয়জনের কাফেলা পরদিন রাতে কায়রো গিয়ে পৌঁছল। তাদের সর্বপ্রথম আলী বিন সুফিয়ানের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। আল-আদিলকে রাতেই ঘুম থেকে জাগিয়ে জানানো হলো, চার হাজারেরও বেশি সুদানি হাবশি ফৌজ অমুক স্থানে লুকিয়ে আছে এবং সালার আল-কিন্দ তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আল-আদিল তৎক্ষণাৎ তাঁর বাহিনীকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুলতান আইউবির রণকৌশল অনুসারে তিনি সম্মুখে অশ্বারোহী বাহিনীটি রাখলেন। বাহিনীর পিছন অংশে দু-পার্শ্বে রাখলেন দুটি দল। নিজে অবস্থান নিলেন বাহিনীর মধ্যখানে। তিনি জানেন, এলাকাটা পাহাড়ি। তিনি ফৌজকে দুর্গ-অবরোধের বিন্যাসে বিন্যস্ত করলেন এবং কমান্ডারদের স্থানটা বুঝিয়ে দিয়ে অবরোধেরই মতো নির্দেশনা প্রদান করলেন। পাহাড়ে চড়ার জন্য তিনি আলাদা কমান্ডোদল ঠিক করে তাদের নিজের কমান্ডে রাখলেন।

ওদিকে রাত পোহাবার পর এক ব্যক্তি দেখতে পেল, নদীর কূলে হাবশিদের দুজন ধর্মগুরু ও চারজন হাবশির মৃতদেহ পড়ে আছে। আল-কিন্দ ও তার খ্রিস্টান উপদেষ্টাদের সংবাদ জানানো হলো। তারা ঘটনাটা কোনো হাবশিকে জানতে দেয়নি। আল-কিন্দকে এ-তথ্যও জানানো হয়েছে যে, যে-পুরুষ ও মহিলাকে বলির জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল, তারা পালিয়ে গেছে। আল-কিন্দ এবার জিজ্ঞেস করলেন, ওরা কারা ছিল? তাকে জানানো হলো, তাদের পুরুষ লোকটা নিকটবর্তী চৌকির কমান্ডার। শুনে আল-কিন্দ চমকে উঠলেন। তার মনে পড়ে গেল, লোকটা তাকে দেখেছিল।

'লোকটা সোজা কায়রো চলে গিয়ে থাকবে' – আল-কিন্দ বললেন – 'তাকে চৌকিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন আমাদের আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না। আমরা আকস্মিকভাবে কায়রোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই সুযোগ আমাদের শেষ হয়ে গেছে। আমরা সময় নষ্ট করে ফেলেছি। এখন উলটো আমরাই বেঘোরে প্রাণ হারাব। আমি আমার বাহিনীকে জানি।

www.pathagar.com

তারা সংবাদ পাওয়ামাত্র উড়ে পৌঁছে যাবে... । আচ্ছা, একটা কাজ করো, এক্ষুনি নিহত হাবশিদের লাশগুলো নদীতে ভাসিয়ে দাও । হাবশিরা যদি জানতে পারে, তাদের পুরোহিত ও কয়েকজন লোক খুন হয়েছে এবং তারা যাদেরকে বলি দিতে প্রস্তুত করেছিল, তারা পালিয়ে গেছে, তা হলে উপায় থাকবে না ।

পুরোহিত ও হাবশিদের লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে খবর ছড়িয়ে দেয়া হলো, নদীর কিনারে বলির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে । খোদা আদেশ করেছেন, এবার তোমরা দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো । কমান্ডারগণ সংখ্যা অনুপাতে যার-যার অধীন হাবশিসেনাদের আলাদা করে ফেলল । তিরন্দাজরা আলাদা হয়ে গেল । তাদের যুদ্ধপরিকল্পনা মোতাবেত বিন্যস্ত করা হলো । পাহাড়ের ভিতর থেকে বের করে নদীকূলের যে-স্থানে পুরোহিত ও হাবশি রক্ষীরা খুন হয়েছে, তাদের তার নিকট দিয়ে অতিক্রম করানো হলো । সেখানে ছোপ-ছোপ রক্ত ও দুটা পালকি পড়ে আছে । এক ব্যক্তি সেখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছে– 'এই রক্ত সেই পুরুষ ও নারীর, যাদেরকে বলি দেওয়া হয়েছে ।'

বাহিনীটা নদীর কূল ঘেঁষে কায়রো-অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ল । রণসঙ্গীত গাইছে হাবশিরা । দিন শেষে রাত নামল । একজায়গায় ছাউনি ফেলে তারা রাতযাপন করল । পরদিন ভোরে আবার রওনা হলো । তারা পাহাড়ি এলাকা ছেড়ে অনেক দূর এসে পড়েছে । কেটে গেল এ-দিনটিও । এল আরেকটি রাত । বাহিনী একস্থানে ছাউনি ফেলল । তারা খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল । তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত ।

মাঝরাতে বাহিনীর পিছন অংশের উপর আল-আদিলের একটি গেরিলাদল আক্রমণ করে বসল । কয়েকটা ঘোড়া দ্রুত ছুটে এসেই অদৃশ্য হয়ে গেল । হাবশি ফৌজের মধ্যে হইচই-তোলপাড় শুরু হয়ে গেল । দীর্ঘক্ষণ পর এরূপ আরেকটি আক্রমণ হলো । এবার আক্রমণকারীরা বহু হাবশিসেনাকে দলে-পিষে বেরিয়ে গেল । আল-কিন্দ বাহিনীর আগে-আগে অবস্থান করছেন । সংবাদ পেয়ে তিনি পরদিনের অগ্রযাত্রা মুলতবি করে দিলেন ।

'এই গেরিলা আক্রমণ প্রমাণ করছে, আমরা মিসরি বাহিনীর নজরে পড়ে গেছি' – আল কিন্দ বললেন – 'এটা সালাহুদ্দীন আইউবির বিশেষ রণনীতি । আমরা আর সম্মুখে অগ্রসর হতে পারব না । যতই সাহস কর-না কেন, তোমরা মিসরি সৈন্যদের সঙ্গে খোলা মাঠে লড়াই করে টিকতে পারবে না । এখন আমাদের পেছনে সরে গিয়ে পাহাড়ি এলাকায় লড়তে হবে । আমাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে । কায়রোবাসী শুধু টেরই পেয়ে যায়নি – তারা বাহিনীও পাঠিয়ে দিয়েছে!'

'আমরা কি মিসরি সৈন্যদের খুঁজে বের করে খোলা মাঠে যুদ্ধ করতে পারব না?' এক খ্রিস্টান কমান্ডার জিজ্ঞেস করল ।

www.pathagar.com

'তোমরা যদি সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনীকে মুখোমুখি এনে লড়াই করাতে পারতে, তা হলে মিসর আজ তোমারদেই থাকত' – আল-কিন্দ বললেন – 'আমি সেই বাহিনীরই একজন অধিনায়ক। তাদের সঙ্গে কীভাবে লড়াই করতে হবে, আমার চেয়ে তোমরা ভালো জানবে না।'

◆◆◆

শেষরাতে হাবশি ফৌজ ফেরত রওনা হলো। ছাউনির এলাকাটায় চারদিকে সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে হাবশিদের লাশ পড়ে আছে। আল-কিন্দ ঠিকই বুঝেছেন, তার বাহিনী মিসরি ফৌজের নজরে এসে পড়েছে। মিসরি ফৌজের তথ্যানুসন্ধানী দল আল-কিন্দের প্রতিটি গতিবিধি প্রত্যক্ষ করছে। সুদানি বাহিনীকে পিছনে সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আল-আদিল বুঝে ফেললেন, আল-কিন্দ পাহাড়ি এলাকায় যুদ্ধ করতে চান। তিনি তখনই অশ্বারোহী তিরন্দাজ বাহিনীটিকে দূর পথ দিয়ে পাহাড়ি এলাকা অভিমুখে রওনা করিয়ে দেন। প্রেরণ করেন পদাতিক বাহিনীও। তবে অধিকাংশ সৈন্যকে তিনি নিজের কাছে রেখে দেন। তিনি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সেই বাহিনীকে নিয়ে হাবশি ফৌজের পিছনে-পিছনে এগিয়ে চলতে শুরু করেন।

পথেই রাত হয়ে গেল। হাবশি ফৌজ ছাউনি ফেলল। আল-আদিলের কমান্ডোসেনারা তৎপর হয়ে উঠল। একদল হাবশিসেনা জেগে আছে। তারা তিরন্দাজ বাহিনী। তারা বিপুল পরিমাণ তির ছুড়ল। তাতে কিছুসংখ্যক কমান্ডোসেনা শহীদ হয়ে গেল। কিন্তু তারা সুদানি বাহিনীর যে-পরিমাণ ক্ষতিসাধন করে গেল, তা অসামান্য। সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা এই যে, তাতে হাবশি ফৌজের যুদ্ধের শক্তি-সাহস ও মনোবল ভেঙে পড়েছে। তারা কল্পনা করে এসেছিল অন্যকিছু। তারা মুখোমুখি লড়াই করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এখানে দুশমন তাদের চোখেই পড়ছে না। অথচ তারা প্রলয় ঘটিয়ে ফিরে যাচ্ছে। হাবশি ফৌজ দিক-দিশা হারিয়ে ফেলেছে।

রাত পোহাবার পর বেলা হলে হাবশি ফৌজ তাদের সঙ্গীদের লাশ দেখল। বিপুল লাশ! লাশ আর লাশ!! তারা পিছনে সরে গেল।

সূর্য অস্ত যেতে এখনও অনেক বাকি। তারা পাহাড়ি এলাকায় ঢুকে পড়ল। বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য এখনও ভিতরে ঢোকেনি, এরই মধ্যে তাদের গায়ে উপর থেকে তির বর্ষিত হতে শুরু করল। আল-আদিলের তিরন্দাজ বাহিনী আগেই সেখানে পৌঁছে ওঁত পেতে বসে থাকল। হাবশি কমান্ডারগণ হাঁক-ডাক দিয়ে সৈন্যদের আড়ালে নিয়ে গেল এবং তির ছোড়ার নির্দেশ দিল। অবশিষ্ট অর্ধেক সৈন্য এখনও বাইরে। তাদের পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। আল-কিন্দ তাদের পাহাড়ে উঠিয়ে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং উপর থেকে তির নিক্ষেপ করার পরিকল্পনা আঁটল। তার এই পরিকল্পনা বেশ সফলও হলো। বহু হাবশিসেনা পাহাড়ে উঠে যেতে সক্ষম হলো এবং তারা সফলতার সঙ্গে তিরন্দাজি করল।

www.pathagar.com

তাতে আল-আদিলের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হলো। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা বেশ চমৎকার। তিনি সেখান থেকে তাঁর বাহিনীকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর আগাম নির্দেশনা মোতাবেক অপর দিক থেকে তিরন্দাজ ও অন্যান্য বাহিনী পাহাড়ের উপরে উঠে যাচ্ছে। অশ্বারোহী বাহিনীর একটি ইউনিটকে নদীর কূলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আসওয়ানের এই পাহাড়ি অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো। উপত্যকা ও পর্বতপৃষ্ঠে অনেক তির ছোড়াছুড়ি হলো। তারপর অশ্বারোহী বাহিনী উপত্যকায় প্রলয় সৃষ্টি করার নির্দেশ পেল। রাতে হাবশিরা লুকিয়ে থাকল বটে; কিন্তু আল-আদিল তাঁর মিনজানিক বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন, স্থানে-স্থানে এদিক-সেদিক সর্বত্র দাহ্যপদার্থভর্তি পাতিল ছুড়ে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকো।

কিছুক্ষণ পরই পর্বতমালার ঢালুতে ও পাদদেশে অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল এবং চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল। এই আলোতে সারা রাত যুদ্ধ অব্যাহত থাকল। যখন ভোর হলো, তখন হাবশিরা সর্বশান্ত ও নীরব। তাদের কিছু লোক পাতাল ঠিকানায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল।

দিনের বেলা আল-কিন্দের লাশ পাওয়া গেল। কারও তির কিংবা তরবারির আঘাতে নয় – লোকটা নিজের তরবারির আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। তারই তারবারিটা তার লাশের হৃদপিণ্ডের উপর গেঁথে আছে।

মানে আল-কিন্দ আত্মহত্যা করেছেন।

কয়েকজন খ্রিস্টান ও সুদানি কমান্ডার জীবিত বন্দি হলো। আটক হলো এক হাজারেরও বেশি হাবশিযোদ্ধা।

আল-আদিল সেখান থেকেই সুলতান আইউবির নিকট পয়গাম লিখে দূত পাঠালেন। তাকে নির্দেশ দিলেন, যত দ্রুত সম্ভব সুলতানের নিকট পৌঁছে যাও। তিনি চরম অস্থিরতার মধ্যে সময় পার করছেন।

www.pathagar.com

ইসলামি দুনিয়ার যে-ভূখণ্ডে আজ সিরীয় মুসলমানরা লেবাননি খ্রিস্টানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফিলিস্তিনি মুক্তিকামীদের উপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে, আটশো বছর পূর্বে সেই ভূখণ্ডে বহু মুসলমান আমির, শাসক ও সুলতান জঙ্গির বালক পুত্র খ্রিস্টানদের মদদে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মুসলমান মুসলমানের রক্ত ঝরাচ্ছিল। ফিলিস্তিন তখন খ্রিস্টানদের কব্জায়। সুলতান আইউবি প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের সেই অঞ্চলটিকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে ময়দানে নেমেছেন। ফিলিস্তিন উদ্ধারে তাঁর সফল হওয়াও নিশ্চিত ছিল। কিন্তু একদল মুসলমানই তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বসল।

আজও ফিলিস্তিন কাফেরদের দখলে এবং স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনিরা যায়নবাদী হায়েনাদের ট্যাংকের চাকায় নিষ্পিষ্ট হচ্ছে।

১১৭৫ সালের মার্চ মাস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি সেই ভূখণ্ডেরই আলরিস্তান পর্বতমালার কোনো একস্থানে তাঁর হেডকোয়ার্টারে বসে উপদেষ্টা ও কমান্ডারদের নিয়ে পরবর্তী যুদ্ধপরিকল্পনা বিষয়ে কথা বলছেন।

ইসলামের এই মহান সেনানী চারদিক থেকে সমস্যা ও সংকটে নিপতিত হয়ে পড়েছেন। একদিকে কয়েকজন মুসলিম আমিরের সেনাবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। অপরদিকে খ্রিস্টানদের নানামুখী ষড়যন্ত্র। এসবের মোকাবেলায় সুলতানের হাতে যে-কজন সৈন্য আছে, তা অপর্যাপ্ত। কিন্তু তিনি এমন কৌশল ও কৃতিত্বের সঙ্গে সেসব সমস্যার মোকাবেলা করলেন, যা কারও কল্পনায়ও ছিল না।

তাঁর শত্রুদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, শীতের মওসুমে এই পাহাড়ি ভূখণ্ডে যুদ্ধের কল্পনাও কেউ করবে না। উঁচু-উঁচু পাহাড়গুলোতে বরফ পড়ছে। কিন্তু সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন একটা সময় আক্রমণ পরিচালনা করলেন, যখন শীতের তীব্রতায় পাহাড়গুলোও যেন ঠক্‌ঠক করে কাঁপছে।

এই দুঃসাহসী ও অপ্রত্যাশিত অভিযান পরিচালনা করে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীটি দ্বারা শত্রুবাহিনীকে যেকোনো সুবিধাজনক স্থানে টেনে নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত করাতে পারেন। তার সৈন্যসংখ্যা এতই কম যে, পরম আত্মবিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও মাঝে-মধ্যে তাঁর পরাজয়ের আশঙ্কা অনুভূত হতো। কিন্তু তারপরও

www.pathagar.com

শত্রুপক্ষ তাঁর ভয়ে তটস্থ। সুলতান আইউবির আশঙ্কা, রেমন্ড পরিকল্পনা ও রাস্তা বদল করে তাঁর উপর হামলা করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে রেমন্ডের অবস্থা হলো, তিনি এই ভয়ে নিজ এলাকা ত্রিপোলির প্রতিরক্ষাব্যবস্থা শক্ত করে তুললেন যে, সুলতান আইউবি হামলা করতে পারেন।

সুলতান আইউবি রেমন্ডকে যে-প্রক্রিয়ায় বিতাড়িত করলেন, তাতে খ্রিস্টানসেনাদের ধাওয়া করে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করা-ই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সৈন্যস্বল্পতার কারণে তিনি সেই ঝুঁকি নেননি। সবচেয়ে বড় কারণটি হলো, মিসরে আল-কিন্‌দের বিদ্রোহ ও গাদ্দারি তাঁকে থামিয়ে দিয়েছিল। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, মিশরের পরিস্থিতি গুরুতর রূপ ধারণ করবে। সেই পরিস্থিতিতে তাঁকে মিসর ফিরে যেতে হবে। আর তাঁকে যদি মিসর যেতেই হয়, তা হলে মুসলিম আমিরগণ ইসলামি দুনিয়াকে খ্রিস্টানদের কাছে নিলাম করে দেবে, তাতে সন্দেহ নেই। এখন সবকিছু নির্ভর করছে, মিসর থেকে কী সংবাদ আসে, তার উপর।

আলরিস্তানের হেডকোয়ার্টারে বসে উপদেষ্টামণ্ডলি ও কমান্ডারদের নিকট মিসরের ব্যাপারেই উদ্বেগ ব্যক্ত করছিলেন সুলতান। এমন সময় সংবাদ পেলেন, কায়রো থেকে দূত এসেছে। খবরটা পেয়ে সুলতান রাজা-বাদশাদের মতো বললেন না, তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও। বরং সংবাদটা শোনামাত্র তিনি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং দৌড়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে গেলেন। দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত দূত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসছে। সুলতান উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো সুসংবাদ নিয়ে এসেছ কি?

'সংবাদ খুবই ভালো মহামান্য সুলতান!' – দূত জবাব দিল – 'মাননীয় আল-আদিল হাবশি সেনাবাহিনীটিকে আসওয়ানের পার্বত্য এলাকায় এমনভাবে পর্যুদস্ত করে দিয়েছেন যে, সুদানের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিনের জন্য আশঙ্কা দূর হয়ে গেছে।'

সুলতান আইউবি দুহাত তুলে আকাশের পানে তাকিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তাঁবুর ভিতর থেকে অন্যরাও বেরিয়ে এল। সুলতান তাদের সুসংবাদটা শোনালেন এবং দূতকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে গেলেন। সুলতান দূতের মুখ থেকে আসওয়ান যুদ্ধের বিবরণ শুনে তাকে জিজ্ঞেস করলেন– 'আমাদের কতজন সৈন্য শাহাদাতবরণ করেছে?'

'তিনশো সাতাশজন' – দূত জবাব দিল – 'আর আহত হয়েছে পাঁচশেরও বেশি। দুশমনের সম্পূর্ণ যুদ্ধসামগ্রী আমাদের দখলে এসে পড়েছে। এক হাজার দুশো দশজন হাবশিসেনা বন্দি হয়েছে। খ্রিস্টান ও সুদানি নেতা-কমান্ডার যারা বন্দি হয়েছে, তারা এই সংখ্যার বাইরে। আল-আদিল বন্দিদের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানতে চেয়েছেন।'

www.pathagar.com

'খ্রিস্টান ও সুদানি সালার-কমান্ডারদের কারাগারে বন্দি করে রাখো' – সুলতান আইউবি বললেন – 'বলেই তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার বলতে শুরু করলেন – 'আর যেসব হাবশিসেনা বন্দি হয়েছে, ওদের আসওয়ানের পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে যাও। তারা মিসরে অনুপ্রবেশ করে পর্বতমালার যে-গুহাগুলোতে আত্মগোপন করেছিল, ওদের শ্রমিক বানিয়ে সেগুলোকে পাথর দ্বারা ভরে দাও। ওখানে ফেরাউনদের যে-পাতালপ্রাসাদগুলো আছে, সেগুলোও পাথর দ্বারা বুজিয়ে দাও। যদি পাহাড় খনন করার প্রয়োজন হয়, তাও ওদের দ্বারা করাও। ওখানে কোনো গুহা বা পাতালপ্রাসাদ যেন অবশিষ্ট না থাকে। আল-আদিলকে বলবে, বন্দিদের সঙ্গে যেন মানবিক আচরণ করা হয়। দৈনিক তাদের দ্বারা ঠিক অতটুকু কাজ করাবে, যতটুকু কাজ একজন মানুষ সাধারণত করতে পারে। কোনো কয়েদি যেন খাবার-পানিতে কষ্ট না পায় এবং কারও উপর যেন শুধু এজন্য অত্যাচার করা না হয় যে, সে বন্দি। আসওয়ানের সন্নিকটে কোনো একটা মুক্তি জায়গায় কারাগার তৈরি করে নাও। তোমাদের হাতে যদি অন্য কোনো কাজ থাকে, তা হলে সেই কাজটাও কয়েদিদের দ্বারা করিয়ে নাও। সুদানিরা যদি তাদের বন্দিদের ফিরিয়ে নিতে চায়, তা হলে আমাকে জানাও। আমি স্বয়ং তাদের সঙ্গে বোঝা-পড়া করব।'

এই বার্তা দিয়ে সুলতান আইউবি দূতকে বললেন– 'আল-আদিলকে বলবে, আমার সাহায্যের খুবই প্রয়োজন। তবে নিজের প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রাখবে। সেনাভর্তির গতি বাড়িয়ে দাও। সারাক্ষণ সামরিক মহড়া অব্যাহত রাখো। গোয়েন্দাজাল আরও বিস্তৃত করো। আল-কিন্‌দের মতো নির্ভরযোগ্য সালারই যদি গাদ্দারির পথ বেছে নিতে পারে, তা হলে তোমরাও গাদ্দার হয়ে যেতে পার। আমিও পারি। এখন থেকে কাউকে বিশ্বাস করবে না। আলী বিন সুফিয়ানকেও বলবে, সে যেন আরও সতর্ক ও তৎপর হয়।'

◆◆◆

'মিসর থেকে সাহায্য না আসা পর্যন্ত কোনো অভিযান পরিচালনা না করা-ই ভালো হবে' – দূতকে বিদায় দিয়ে সালার ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের উদ্দেশে সুলতান আইউবি বললেন – 'সে-পর্যন্ত আমরা এত দিনের সাফল্য ধরে রাখার কাজে নিয়োজিত থাকব। তোমরা বর্তমান পরিস্থিতিটার উপর একটু দৃষ্টি দাও। তোমাদের ভাই-ই তোমাদের বড় দুশমন! তোমাদের শক্তিশালী দুশমন তিনজন। এক. আল-মালিকুস সালিহ, যেন লোকটা হাল্‌বের উপর জেঁকে বসে আছে। দুই. তার কেল্লাদার গোমস্তগিন, যে কিনা হার্‌রানে সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে সময়ের অপেক্ষা করছে এবং তিন. মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন। এই তিনটি বাহিনী যদি সংঘবদ্ধ হয়ে যায়, তা হলে তাদের মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে কঠিনই হবে। তোমরা রেমন্ডকে হটিয়ে দিয়েছ ঠিক; কিন্তু সে এই অপেক্ষায়

www.pathagar.com

আছে যে, মুসলিম বাহিনী পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়বে আর সে পিছন দিক থেকে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি অবরুদ্ধ হয়েও যুদ্ধ করতে জানি। কিন্তু সেই পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে চাই।'

'আচ্ছা, আল-মালিকুস সালিহ, গোমস্তগিন ও সাইফুদ্দীনকে ইসলাম ও কুরআনের দোহাই দিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার একটা চেষ্টা চালালে কেমন হয়?' এক সালার বললেন।

'না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'যারা নিজেদের মন-মস্তিষ্ককে সত্যের জন্য সীল করে রাখে, আল্লাহর গজব ছাড়া তাদের মাথা খোলে না। আমি কি চেষ্টা করিনি? তার জবাবে আমি নানারকম হুমকি-ধমকি ছাড়া আর কিছু পাইনি। এখন যদি আবার আমি সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠাই, তারা ভাববে, সালাহুদ্দীন ভয় পেয়ে গেছে। এখন তাদের উপর আমি 'আল্লাহ গজব' হয়ে নিপতিত হয়ে চাই, যা তাদের বিবেক-বুদ্ধির বদ্ধ দুয়ার খুলে দেবে। সেই গজব হচ্ছে তোমরা আর এই ফৌজ।'

সুলতান আইউবি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন–

'তোমরা হাল্‌ব অবরোধ করার পর হাল্‌বের মুসলমানরা যে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে, তা তোমরা কখনও ভুলো না। তারা নিশ্চয় আমাদের বিপক্ষে লড়াই করেছে। কিন্তু আমি তাদের প্রশংসা করি যে, এমন দুঃসাহসী লড়াই কেবল মুসলমানই লড়তে জানে! হায়, যদি এই চেতনা, এই শক্তি ইসলামের পক্ষে ব্যবহৃত হতো! তোমরা তো জান, আমি রাজা হতে চাই না। আমার লক্ষ্য, ইসলামি দুনিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাক, মুসলমানদের বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলো কেন্দ্রীভূত হয়ে খ্রিস্টানদের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হোক এবং ফিলিস্তিন দখলমুক্ত হয়ে সালতানাতে ইসলামিয়া আরও বিস্তৃত হোক।'

'আমরা নিরাশ নই মাননীয় সুলতান!' – এক সালার বললেন – 'নতুন সেনাভর্তির কাজ চলছে। এই অঞ্চলেও বিপুলসংখ্যক যুবক ভর্তি হচ্ছে। মিসর থেকেও বিশেষ সাহায্য আসছে। আমরা আপনার প্রতিটি বাসনাকে পূর্ণ করব ইনশাআল্লাহ।'

'কিন্তু তোমরাই বলো, আমি কত দিন বেঁচে থাকব?' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তোমরাইবা কদিন জীবিত থাকবে? শয়তানি শক্তি দিন-দিন জোরদার হচ্ছে। তাদের সীমানার পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। যে-বন্ধুদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল, তারা খ্রিস্টানদের হাতে খেলছে আর আমার হাতে খুন হচ্ছে। আল-কিন্‌দ তোমাদেরই মধ্যকার একজন বিশ্বস্ত সালার ছিল। কিন্তু সে সুদান থেকে হাবশি সৈন্যদের ডেকে এনে মিসর দখল করাবার চেষ্টা করেছে শুনে কি তোমরা অবাক্ হওনি? লোকটা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে যে, সে নিজেই নিজেকে হত্যা করেছে; আমার তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হয়নি। ক্ষমতার

www.pathagar.com

নেশা, সম্পদের লোভ আর নারীর মোহ ভালো-ভালো মানুষকেও অন্ধ করে তোলে। ঈমান সোনার মতো চমকায় না। ঈমান নারীর মতো বিলাসিতার উপকরণ নয়। ঈমান মানুষকে রাজা ও ফেরাউনে পরিণত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। আত্মার দুয়ার বন্ধ করে দেখো; ঈমান নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। তারপর বিবেকের উপর আবরণ পড়ে যাবে।'

'স্পেন থেকে তোমাদের পতাকা হারিয়ে গেল কেন? ইতিহাস বলছে, স্পেনের মুসলমানদের এই পতন ছিল কাফেরদের ষড়যন্ত্রের ফল। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র সফল হলো কেন? কারণ, মুসলমানরা নিজেদের কাফেরদের ক্রীড়নকে পরিণত করেছিল। তারা তাদের ঈমান নিলাম করে দিয়েছিল। স্পেন ছিল তাদের, যারা সমুদ্র পার হয়ে পারাপারের নৌকাগুলো পুড়ে ফেলেছিল, যাতে পালাবার কিংবা ফিরে যাওয়ার চিন্তা-ই মাথায় না আসে। স্পেনের মূল্য তারা-ই বোঝে, যারা নিজেদের বাহন পুড়ে ফেলেছিল। স্পেন ছিল শহীদদের। খুনের নজরানা আদায় করে যারা রাজ্য জয় করে, তাদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সেই লোকগুলো দেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, যারা এক ফোঁটাও রক্ত ঝরায়নি। ভবিষ্যতেও এমনই ঘটবে। তারা যেহেতু দেশটা বিনামূল্যে পেয়ে যায়, তাই দেশটাকে তারা বিলাসিতার উপকরণে পরিণত করে এবং সিংহাসনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য ঈমানদার ও দেশপ্রেমিক লোকদের জবান বন্ধ করে দেয়, তাদের গলা টিপে ধরে রাখে।

'স্পেনেও এই একই ঘটনা ঘটেছে। কাফেররা আমাদের রাজা-বাদশাহদের হিরা-জহরত ও ইউরোপের সুন্দরী মেয়েদের বিনিময়ে হাত করে নিয়েছিল। তাদেরকে তাদেরই সৈন্যদের বিপক্ষে দাঁড় করিয়েছিল। মুজাহিদের অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল। এভাবে স্পেনের ইসলামি রাজ্য ধীরে-ধীরে নিঃশেষ হয়ে গেল। রাসূলে আকরাম (সা.)-এর সহচরগণ দেহের রক্ত দ্বারা বাতি জ্বালিয়ে আধা পৃথিবীকে সত্যের আলোয় আলোকিত করেছিলেন। সেই চেরাগ এখন সেই চেরাগ এখন একটি-একটি করে নিভে যাচ্ছে। সেই চেরাগ এখন রক্ত চায়। কিন্তু রক্ত দেওয়া যাদের কর্তব্য ছিল, তারা খ্রিস্টানদের মদ ও নারীর নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম কেবলা আজ মুসলমানের হাতছাড়া। আর আমরা মুসলমানরা একজন আরেকজনের রক্ত ঝরাচ্ছি।'

'কাফেরদের আগে গাদ্দারদের হত্যা করা আবশ্যক' – এক উপদেষ্টা বললেন – 'আমরা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি, তা হলে আমরা ব্যর্থ হব না।'

'আমি দেখতে পাচ্ছি, এই ভূখণ্ড খুনেরই মাঝে ডুবে থাকবে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'শাসনক্ষমতা হয়তবা মুসলমানদেরই হাতে থাকবে; কিন্তু তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর খ্রিস্টানরা শাসন চালাবে।'

www.pathagar.com

◆◆◆

সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীকে এমন একটা পজিশনে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করে রাখলেন যে, কোনো একটি দুর্গ জয় হওয়ার পর শত্রুপক্ষ তার উপর সরাসরি হামলা চালাতে পারবে না। তিনি বিজিত দুর্গগুলোতে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছেন। কারণ, তিনি দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে লড়াই করার পক্ষপাতী নন। পার্বত্যাঞ্চলের প্রতিটি পবর্তচূড়ায় তিনি তিরন্দাজ বসিয়ে রেখেছেন। যে-পথটা সংকীর্ণ, তার উপর পাহাড়ে বড়-বড় পাথরসহ কিছু লোক নিয়োজিত রেখেছেন। তাদের দায়িত্ব হলো, দুশমন এ-পথ অতিক্রম করার সময় উপর থেকে পাথর গড়িয়ে ফেলবে। দামেশ্‌ক-থেকে-আসা-পথটাকে তিনি কমান্ডো ধরনের টহলসেনাদের দ্বারা নিরাপদ করে রেখেছেন, যাতে দুশমন তাঁর রসদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

'হামাতশিং' নামে একটা জায়গা আছে। প্রশস্ত একটা উপত্যকা। তাতে অনেক উঁচু একটা পাথর আছে। পাথরটার মাথা শিং-এর মতো দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে বলে তাকে 'হামাতশিং' বলা হয়। সুলতান আইউবি পার্বত্য এলাকায় এই উপত্যকাটাকে ফাঁদ হিসেবে বেছে নিলেন। তিনি তাঁর সালারদের কৌশল শিখিয়ে দিলেন, দুশমন যদি বাইরে থেকে এসে যুদ্ধ করতে চায়, তা হলে টেনে এই উপত্যকায় নিয়ে এসে যুদ্ধ করাবে।

সুলতান আইউবি সমগ্র এলাকায় এমন জায়গাগুলোতে পজিশন গ্রহণ করেছেন যে, সেসব জায়গা থেকে দুশমনকে পছন্দমতো যেকোনো স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তা ছাড়াও তাঁর গেরিলা যোদ্ধারা ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরছে। গুপ্তচরবৃত্তির ব্যবস্থাপনা এতই শক্তিশালী যে, দুশমনের দুর্গগুলোতে পর্যন্ত আইউবির চর রয়েছে। তারা খবরাখবর প্রেরণ করছে।

সুলতান তথ্য পেয়েছেন, আল-মালিকুস সালিহ তার গভর্নর গোমস্তগিন ও মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীনকে সাহায্যের জন্য তলব করেছেন এবং তারা শর্তসাপেক্ষে সাহায্য দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গুপ্তচররা সুলতানকে আরও অবহিত করেছে, মুসলমান শাসক ও আমিরগণ বাহ্যত আল-মালিকুস্-সালিহ'র সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলেও তাদের মাঝে পরস্পর মনের মিল নেই। তারা প্রত্যেকেই যুদ্ধ করে অধিক-থেকে-অধিকতর ভূখণ্ডে নিজ-নিজ দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে। খ্রিস্টানরা তাদের যতটা-না সাহায্য দিচ্ছে, উস্‌কানি দিচ্ছে তারচেয়ে বেশি। তারা তাদের পারস্পরিক মতবিরোধকে জিইয়ে রাখার চেষ্টায় লিপ্ত।

'আচ্ছা, শামসুদ্দীন শাদবখতের কোনো সংবাদ আসেনি, না?' সুলতান আইউবি হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন।

www.pathagar.com

'না, তাজা কোনো সংবাদ আসেনি' – হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেন – 'তারা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। গোমস্তগিন কোনো পদক্ষেপ নিলে তারা তাদের যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাবে। তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, তারা পরিস্থিতি অনুপাতে অভিযান পরিচালনা করবে।'

হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ সুলতান আইউবির গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্মকর্তা – আলী বিন সুফিয়ানের সহকারী। আলী বিন সুফিয়ান বর্তমানে মিসরে অবস্থান করছেন। সেখানকার পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। মিসরে তাকে একান্ত প্রয়োজন।

সুলতান আইউবি হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর সঙ্গে বাইরে পায়চারি করছেন। এ-সময় হঠাৎ করেই তিনি শামসুদ্দীন ও শাদবখতের প্রসঙ্গটা উল্লেখ করেন। এরা দুজন বর্তমানে গোমস্তগিনের সেনা-অধিনায়ক। গোমস্তগিন নামে মুসলমান হলেও মূলত একজন শয়তান চরিত্রের মানুষ। পদমর্যাদায় আল-মালিকুস সালিহ'র গভর্নর। অবস্থান করছেন হার্‌রানের দুর্গে। এই দুর্গের ভিতরে ও বাইরে তিনি বিপুলসংখ্যক সৈন্য সমবেত করে রেখেছেন। লোকটা তথাকথিত খেলাফতের অধীন এবং খলীফার অনুগত। কিন্তু বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার বলে সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন একটা অবস্থান তৈরি করে রেখেছেন যে, কাউকে পাত্তা-ই দিচ্ছেন না। কেন্দ্রকে উপেক্ষা করে খ্রিস্টানদের সঙ্গে রয়েছে তার ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক। তার দুর্গে নুরুদ্দীন জঙ্গির ধৃত বেশকিছু খ্রিস্টান কয়েদি ছিল। তাদের মাঝে কয়েকজন কমান্ডারও ছিল। জঙ্গির মৃত্যুর পর কারও সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করেই তিনি তাদের মুক্ত করে দিয়েছেন। এটা করেছেন তিনি খ্রিস্টানদের সন্তুষ্টি ও সুদৃষ্টি লাভের আশায়। গোমস্তগিন এখন খ্রিস্টানদের বিরোধী নন। বরং তাদের সাহায্য নিয়ে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

গোমস্তগিনের দুজন বিশেষ সালার আছে। বিচক্ষণতা ও সামরিক যোগ্যতার কারণে তারা তার খুবই আস্থাভাজন। তারা দুজন আপন ভাই। একজনের নাম শামসুদ্দীন, অপরজন শাদবখত। তারা ভারতীয় মুসলমান। ইরাকের তৎকালীন ঐতিহাসিক কামালুদ্দীন 'হালবের ইতিহাস' নামক একটি গ্রন্থে' উল্লেখ করেছেন– 'শামসুদ্দীন ও শাদবখত সহোদর ছিলেন এবং সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির জীবদ্দশায় ভারত উপমহাদেশ থেকে তাঁর নিকট গিয়েছিলেন। তিনি তাদের সেনাবাহিনীর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করে হার্‌রান প্রেরণ করেছিলেন।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদও তাঁর রোজনামচায় এঁদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন– 'আরবে যেহেতু মানুষের নামের সঙ্গে পিতার নামও উল্লেখ করার নিয়ম ছিল, তাই এই দু-ভায়ের নাম শামসুদ্দীন আলী বিন জিয়া এবং শাদবখত আলী বিন জিয়া বলে উল্লেখ করা হতো। কিন্তু এই জিয়া কে ছিলেন, তার কোনো বিবরণ ইতিহাসে উল্লেখ নেই। তাঁরা ইতিহাসে আলোচিত হওয়ার পিছনে একটি ঘটনা আছে।

www.pathagar.com

ঘটনাটি এরকম–

গোমস্তগিন ছিলেন স্বাধীনচেতা, তথা স্বেচ্ছাচারী চরিত্রের মানুষ। হার্‌রানে কার্যত তারই শাসন চলত। তিনি ইবনুল খাশিব আবুল ফজল নামক তার অনুগত এক ব্যক্তিকে কাজী; তথা বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ইবনুল খাশিব ছিল চাটুকার ও দুশ্চরিত্র মানুষ। ইসলামের কাজীগণ তাদের ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞার কারণে মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ। কিন্তু জনসমাজে ইবনুল খাশিবের খ্যাতি ছিল অবিচার ও গোমস্তগিনের চাটুকারিতার কারণে। শামসুদ্দীন ও শাদবখত তার অন্যায়-অবিচারের কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তারা কিছু বলতেন না। তারা দেশের সামরিক শাখার কর্মকর্তা। কাজীর বিচার-ফয়সালা ও নাগরিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। গোমস্ত গিনের উপর কাজী সাহেবের বেশ প্রভাব ছিল। প্রভাব তিনি সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। গোমস্তগিন তাকে কিছু বলতে সাহস করতেন না।

নুরুদ্দীন জঙ্গির ওফাতের পর শত-শত সৈন্য নিয়ে সুলতান আইউবি যখন দামেশ্‌ক এলেন, তখন তিনি এই অঞ্চলগুলোতে তাঁর বহু গুপ্তচর ছড়িয়ে দিলেন। তাদের একজনের নাম আনতানুন। আনতানুন তুর্কী বংশোদ্ভূত সুদর্শন এক যুবক। তুর্কী ভাষা ছাড়াও আরবিতে কথা বলতে পারে অনর্গল। দায়িত্ব পালনার্থে আনতানুন চলে গেল হার্‌রান। গিয়ে গোমস্তগিনের সঙ্গে দেখা করল এবং নিজের মনগড়া একটা কাহিনী শোনাল–

'আমি জেরুজালেমের বাসিন্দা। খ্রিস্টানরা সেখানকার মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছে। তারা আমার দুটি যুবতী বোনকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে এবং ভাই ও পিতাকে আটক করে রেখেছে। আমি পালিয়ে আপনার নিকট চলে এসেছি। আমি খ্রিস্টানদের থেকে এর প্রতিশোধ নিতে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনীতে যোগ দিতে চাই।'

আনতানুন এমন একটা বেশ ধারণ করে রেখেছিল যে, তাতে মনে হচ্ছিল, সে জেরুজালেম থেকে পায়ে হেঁটে এসেছে এবং ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে তার শোচনীয় অবস্থা। গোমস্তগিন তার প্রতি একজন সেনানায়কের দৃষ্টিতে তাকালেন। ছেলেটার দৈহিক গঠন তার মনঃপুত হলো। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ঘোড়সওয়ারি- তিরন্দাজি এসব জান? জবাবে আনতানুন বলল, এই মুহূর্তে আমার খানিক বিশ্রাম আর খাবার প্রয়োজন। তারপর দেখাব, আমি কী জানি।

গোমস্তগিন তাকে আহার করিয়ে শুইয়ে দিলেন।

দীর্ঘক্ষণ পর ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তাকে গোমস্তগিনের দরবারে হাজির করা হলো। গোমস্তগিন একটা ঘোড়া তলব করলেন। আনতানুনকে বাইরে নিয়ে তাকে এক দেহরক্ষীর ধনুক ও একটা তীর দিয়ে বললেন, তুমি তোমার খুশিমতো কোথাও নিশানা করে যোগ্যতার প্রমাণ দাও। তারপর ঘোড়া হাঁকাও।

www.pathagar.com

নিকটেই একটা গাছ ছিল। তার ডালে নানা প্রজাতির কতগুলো পাখি বসা। সবচেয়ে ছোট পাখিটা হলো চড়ুই। আনতানুন চড়ুইটাকে নিশানা করে তির ছুড়ল। তির পাখিটার গায়ে বিদ্ধ হয়ে তাকে নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আনতানুন আরও একটা তির চেয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল এবং বলল, আমি ফিরে এলে তোমরা কোনো একটা বস্তু আকাশে ছুড়ে মেরো।

গোমস্তগিনের একদেহরক্ষী সেখানে দাঁড়ানো ছিল। সে দৌড়ে গিয়ে তার থালাটা নিয়ে এল। আনতানুন ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে গেল। বেশ কিছুদূর গিয়ে আবার পিছনের দিকে মোড় নিল। এবার ধনুকে তির সংযোজন করল। এক দেহরক্ষী থালাটা শূন্যে নিক্ষেপ করল। আনতানুন ধাবমান ঘোড়ার পিঠ থেকে থালাটা লক্ষ্য করে তির ছুড়ল। তিরের আঘাত খেয়ে থালাটা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ল। সে ঘোড়ার মোড় ঘুরিয়ে অশ্বচালনায় আরও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। উপস্থিত কারুরই জানা ছিল না, আনতানুন একজন অভিজ্ঞ গুপ্তচর ও কমান্ডোসেনা।

আনতানুনের দৈহিক কাঠামো, গায়ের রং ও যোগ্যতা দেখে গোমস্তগিন অত্যন্ত প্রীত ও প্রভাবিত হলেন এবং তাকে নিজের দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দিলেন। গোমস্তগিনের বাসভবন প্রহরার দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত হলো।

একবারের ঘটনা। আনতানুন গোমস্তগিনের বাসভবন প্রহরায় নিয়োজিত। এ-দায়িত্ব তাকে লাগাতার আট-দশদিন পালন করতে হবে। বিলাসপ্রিয় মুসলিম শাসকদের মতো গোমস্তগিনের হেরেমও জাঁকজমকপূর্ণ। বারো-চৌদ্দটি সুন্দরী মেয়ে থাকে তার হেরেমে।

আনতানুন ডিউটিতে গিয়েই প্রথমে ভবনের প্রতিটা দরজা-জানালা ও প্রতিটা কোণ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করল। ভবনের সকল চাকর-চাকরানী ও মেয়েদের বলল, যেহেতু এই ভবনের রক্ষণাবেক্ষণ আমার কর্তব্য, তাই এর প্রতিটা জায়গা সম্পর্কে অবহিত হওয়া আমার আবশ্যক। ঘরের প্রতিটা কক্ষের কোথায় কী আছে, আমার জানা থাকতে হবে।

আনতানুন অত্যন্ত চতুর মানুষ। কথার জাদু চালাতে পারঙ্গম। হেরেমের সর্বত্র অবাধ যাতায়াতে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকতে দিল না সে। বারান্দায় একটা মেয়ের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। মেয়েটা গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে? এখানে কী করছ?'

'আমি এই ভবনের মোহাফেজ সৈনিক' – আনতানুন উত্তর দিল – 'ভবনে প্রবেশ-নির্গমনের দরজা কটা, কীরূপ ও কোথায়-কোথায়, তা ঘুরে-ফিরে দেখছি। এও দেখছি যে, আপনি ছাড়া এখানে আর কারা থাকে।'

'এখানে মোহাফেজ তো এর আগেও ছিল' – মেয়েটা খানিক বিস্মিত কণ্ঠে বলল – 'তাদের কেউ-ই তো কখনও ভেতরে প্রবেশ করেনি! এই রীতি আমি পছন্দ করি না।'

www.pathagar.com

'এটা আমার কর্তব্য' – আনতানুন বলল – 'হেরেম থেকে একটি মেয়েও যদি হারিয়ে যায়, তার জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

'ও, তার মানে তুমি তোমার বোনের হেফাজতের জন্য এসেছ' – মেয়েটা মুচকি হেসে বলল।

'আহ! তার হেফাজত যদি আমি করতে পারতাম, তা হলে আজ একটা মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারত না, তুমি কে? এখানে কী করছ?' – আনতানুন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল – 'আমি আমার বোনটাকে রক্ষা করতে পারিনি। তাই আপনার রক্ষণাবেক্ষণে আমি পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করছি। সেও দেখতে আপনারই মতো ছিল। আপনি আমার কর্মতৎপরতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন না প্লিজ।'

আনতানুন অন্ধকারে যে-তিরটা ছুড়ল, সেটি নিশানায় গিয়ে আঘাত হানল। সে মেয়েটার আবেগের উপর তির নিক্ষেপ করেছিল। মেয়েটাও যুবতী। সে জিজ্ঞেস না করে পারল না, তুমি তোমার যে-বোনটাকে রক্ষা করতে পারনি, তার কী হয়েছিল? তোমার বোনকে কি কেউ অপহরণ করেছিল?'

'অপহরণকারীরা যদি মুসলমান হতো কিংবা ও যদি স্বেচ্ছায় কোনো মুসলমানের সঙ্গে পালিয়ে যেত, তা হলে আমার এত দুঃখ হতো না' – আনতানুন বলল – 'তখন অন্তরকে এই বলে সান্ত্বনা দিতাম, কেউ-না-কেউ তাকে বিয়ে করে নেবে নতুবা কোনো মুসলিম আমিরের হেরেমে পৌঁছে যাবে। আমার বোনকে অপহরণ করেছে খ্রিস্টানরা। একটা নয় – দুটা বোন। আমি তাদের রক্ষা করতে পারিনি!'

মেয়েটা জিজ্ঞেস করল– 'তারা কোথা থেকে কীভাবে অপহৃতা হয়েছে?'

আনতানুন জেরুজালেমের সেই কাহিনী শোনাল এবং নিজের পালিয়ে বাঁচার এবং এখানে আসার উপাখ্যান এমন আবেগময় ভঙ্গিতে বিবৃত করল যে, মেয়েটার চেহারা বলছে, সে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে, যেন আনতানুনের নিক্ষিপ্ত তির তার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। আনতানুন বলল– 'আমি জেরুজালেম থেকে পায়ে হেঁটে এখানে এই প্রত্যয় নিয়ে এসেছি যে, সালাহুদ্দীন আইউবির ফৌজে যোগ দিয়ে শুধু নিজের বোনদেরই নয়, সেই বোনদেরও প্রতিশোধ নেব, যাদের খ্রিস্টানরা অপহরণ করেছে। দুর্গপতি আমাকে তার মোহাফেজ বাহিনীতে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন।'

আনতানুন আরও এমন কিছু আবেগময় কথা বলল, যা মেয়েটার অন্তরে গেঁথে গেছে।

আনতানুন ভালোভাবেই জানে, হেরেমের মেয়েদের আবেগ-চেতনা স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। কিন্তু স্বভাব-চরিত্রে তারা দুর্বল। কারণ স্পষ্ট। একজন পুরুষের যদি এক ডজন কিংবা আরও বেশি বউ বা রক্ষিতা থাকে, তা হলে একজনও দাবি করতে পারে না, স্বামী আমাকেই কামনা করেন। আর যখন

www.pathagar.com

রক্ষিতাদের বিবাহ ব্যতীত হেরেমে আটকে রাখা হয়, তা হলে তো তারা স্বামীর ভালবাসার কল্পনাও করতে পারে না। যুবতী মেয়েদের আলাদা কিছু আবেগ থাকে। হেরেমের মেয়েদের জানা থাকে, বছরকয়েক পর তার কোনো মূল্য থাকবে না। আনতানুন জানে, হেরেমের মেয়েরা তাদের স্বপ্ন-সাধ চাপা দিয়ে রাখে এবং স্বামী কিংবা মনিবের কোনো যুবক বন্ধু, অন্য কোনো যুবক বা কোনো সুদর্শন চাকরের সঙ্গে প্রেম-ভালবাসার নেশা পূর্ণ করে।

এই মেয়েটা ঘটনাচক্রে আনতানুনের সম্মুখে এসে পড়ল। তাই সে তার আবেগ নিয়ে খেলবার চেষ্টা করল। সফল গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তাকে হেরেমের একটা মেয়ের সঙ্গে খাতির পাতানো আবশ্যকও বটে। প্রশিক্ষণের সময় তাকে জানানো হয়েছে, গোমস্তগিনের মতো বিলাসী গভর্নর ও আমিরগণ নাচ-গান ও মদের আসর বসায়। তাতে হেরেমের মেয়েরাও যোগ দেয়। মদ আর নারীর নেশায় তাদের জবান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে এই আসরগুলোতে গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়। আনতানুন আলী বিন সুফিয়ানের হাতেগড়া গুপ্তচর। দায়িত্ব পালনের স্বার্থে সুলতান আইউবি তাকে পর্যাপ্ত অর্থ ও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রেখেছেন।

আনতানুন মেয়েটার উপর এমন প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলল যে, তার চেহারা থেকেই তা প্রতিভাত হচ্ছে। তার মনে আশাবাদ জাগতে শুরু করল, মেয়েটা তার জালে আটকা পড়বে। কথোপকথন শেষ হলে আনতানুন স্থান ত্যাগ করতে উদ্যত হলে মেয়েটা তাকে চাপা কণ্ঠে বলল–

'মহলের পেছনে একটা বাগান আছে। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে ওখানে গিয়েও তদারকি করে নিয়ো। ওদিক থেকে কেউ মহলে প্রবেশ করতে পারে।'

মেয়েটার মুচকি একটা হাসি দিল এবং মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলল।

◆◆◆

রাতে পাহারা দেওয়া বডিগার্ডদের দায়িত্ব নয়। তারা মূল্যবান পোশাক পরে করে চকমকে তরবারি কিংবা বর্শা হাতে নিয়ে প্রধান ফটকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। বডিগার্ডদের কর্তব্য মনিবকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। তাদের আসল কাজ যুদ্ধের ময়দানে মনিবের সঙ্গে থাকা।

আনতানুন রাতের দ্বিতীয় প্রহরে মহলের পিছনের বাগিচায় গিয়ে পায়চারি শুরু করল। মহলের ভিতর থেকে গান-বাজনা ও নাচের শব্দ কানে আসছে। আনতানুন আগত মেহমানদের গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের দু-তিনজন খ্রিস্টান। বেশ কিছুক্ষণ বাগিচায় হাঁটাহাঁটি করার পর পিছন দরজা দিয়ে বের হয়ে মেয়েটা তার কাছে চলে এল।

'আপনি কেন এসেছেন?' আলতানুন যেন কিছু-ই জানে না।

'তুমি কেন এসেছ?' মেয়েটা পালটা প্রশ্ন করল।

www.pathagar.com

'আপনার নির্দেশ পালন করতে' – আনতানুন জবাব দিল – 'আপনি আদেশ করেছিলেন, রাতের দ্বিতীয় প্রহরে বাগিচায় এসে দেখতে, মহলের পেছন দিক থেকে অনুপ্রবেশের কোন সুযোগ আছে কিনা। আচ্ছা, এমন একটা সরগরম আসর ছেড়ে আপনি বাইরে এলেন কেন?'

'ওখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'মদের ঘ্রাণে আমার মাথা ধরে যায়।'

'আপনি মদ্যপান করেন না?' – আনতানুন জিজ্ঞেস করল।

'না' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'এখানকার কোনো কিছুতেই আমি অভ্যস্ত নই। তুমি বসো।' মেয়েটা নিজে একটা পাথরের উপর বসতে-বসতে বলল।

'আমি একজন রানীর সমান হওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারি না' – আনতানুন বলল – 'কেউ যদি দেখে ফেলে?'

'যারা দেখবে, তারা মদে মাতাল হয়ে আছে' – মেয়েটা বলল – 'তুমি বসো এবং বোনদের কাহিনী শোনাও।'

আনতানুন তার বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাতে শুরু করল। মেয়েটা তার ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করেছে। আনতানুনের বোনদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সে নিজের কথা বলতে থাকল। আনতানুন তার মনের সব গরিমা পানি করে দিয়েছে। একপর্যায়ে আনতানুন তাকে পরিমাপ করার জন্য বলল– 'এবার আপনার চলে যাওয়া উচিত। দুর্গপতি আপনার সন্ধানে লোক পাঠাতে পারেন। তখন চরম বিপত্তি দেখা দেবে।'

মেয়েটা বলল– 'আমার অনুপস্থিতি কেউ টের পাবে না; ওখানে মেয়ের অভাব নেই।'

আনতানুন আগামী রাতে আবার দেখা হবে বলে চলে গেল।

মেয়েটা আনতানুনকে নিজের ব্যাপারে যা বলেছে, তা হলো, সে মদ-মাদকতাকে ঘৃণা করে। তাকে যে-ভোগের উপকরণ বানানো হয়েছে, তাতেও তার প্রচণ্ড ঘৃণা। সে হাল্‌বের বাসিন্দা। তার পিতার এক বন্ধু তাকে গোমস্ত গিনের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং নামমাত্র বিবাহ পড়িয়ে পিতা তাকে বিদায় করে দিয়েছেন।

পরদিন রাতেও দুজনের সাক্ষাৎ হলো। আজ মেয়েটা আগে এল। এসে আনতানুনকে না পেয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। কিছু সময় অপেক্ষা করার পর আনতানুন এসে হাজির হলো। মেয়েটা প্রথমেই বলল– 'আমাকে যদি তুমি একটা রূপসী মেয়ে মনে করে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে এসে থাক, তা হলে ফিরে যাও। তোমার নিকট আমার এরূপ কোনো মনোবাসনা নেই।'

'যদি কখনও আমি তোমার নিকট অসৎ মনোবাসনা প্রকাশ করি, তখন তুমি আমার মুখে থুতু ছিটিয়ে চলে যেয়ো' – আনতানুন বলল – 'আমি তোমাকে আমার বোনদেরই মতো পবিত্র মনে করি।'

www.pathagar.com

'না; আমাকে তুমি তোমার বোনদের সঙ্গে তুলনা করো না' – মুখের গম্ভীরতাকে মুচকি হাসিতে পরিবর্তন করে মেয়েটা বলল – 'কখন কী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসি বলা যায় না।'

'তার মানে তুমি আমার সঙ্গে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার মতলব আঁটছ বুঝি?' আনতানুন বলল।

'এটা নির্ভর করে তোমার উপর' – মেয়েটা বলল – 'চিরজীবন তো আর লুকিয়ে চলা যাবে না। এখানে তুমি আট-দশদিনের জন্য এসেছ। চলে যাওয়ার পর তোমার মুখটা মনে পড়লে আমি বেজায় কষ্ট পাব।'

এক রাতেই তারা একজন অপরজনের হৃদয়রাজ্যে আসন গেড়ে ফেলল। পরদিন মেয়েটা এতই অস্থির হয়ে পড়ল যে, আনতানুনকে দিনের বেলায়ই তার কক্ষে ডেকে নিয়ে গেল।

সেদিন গোমস্তগিন মহলে ছিলেন না। হার্‌রানের বাইরে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎ তাদের উভয়ের জন্যই ছিল বিপজ্জনক। মেয়েটা আবেগের কাছে পরাজিত হয়ে ভুলে গেছে, এই মহলে ষড়যন্ত্র চলে এবং হেরেমের মেয়েরা একজন অপরজনকে স্বামী থেকে দূরে সরিয়ে রাখার সুযোগের সন্ধানে থাকে। কিন্তু আনতানুনের ব্যক্তিত্ব ও তার জাদুমাখা বক্তব্য তাকে অন্ধ করে তুলল। এ হলো প্রেম-পিপাসার ফল। আনতানুন মেয়েটাকে কল্পনাও করার সুযোগ দিল না, তার দেহ নিয়ে তার কোনো আগ্রহ আছে। মেয়েটার জন্য সে আপাদমস্তক হৃদ্যতার রূপ ধারণ করল। আনতানুন যখন কক্ষ থেকে বের হলো, তখন মেয়েটার মানসিক অবস্থা এমন ছিল, যেন এক্ষুনি সে তার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে।

মধ্যরাতে দুজনের আবারও মিলিত হওয়ার কথা।

আনতানুন যখন মেয়েটার কক্ষ থেকে বের হলো, তখন অপর একটা মেয়ে তাকে দেখে ফেলল। কক্ষে প্রবেশ করার সময়ও এই মেয়েটা তাকে দেখেছিল।

◆◆◆

গোমস্তগিন রাতেও ফেরেননি। মেয়েটা নির্দিষ্ট সময়ে বাগানে চলে গেল। আনতানুনও এসে পড়ল। এবার তাদের মাঝে কোনো অন্তরায় নেই, কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। দুজন খোলামেলা কথোপকথন শুরু করে দিল।

'তুমি বলেছিলে, বোনদের প্রতিশোধ নিতে তুমি সুলতান আইউবির ফৌজে যোগ দিতে এসেছ' – মেয়েটা বলল – 'তা হলে এই বাহিনীতে ভর্তি হলে কেন?'

'এটা কি সুলতান আইউবির ফৌজ নয়?' – আনতানুন মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, যেন সে কিছুই জানে না – 'এটাও তো ইসলামি ফৌজ। সুলতান আইউবি ছাড়া আর কার হতে পারে এই বাহিনী?'

www.pathagar.com

'এ-ফৌজ ইসলামি বটে' – মেয়েটা বলল – 'কিন্তু এদের সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে লড়ার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।'

'তাই নাকি?' – আনতানুনের কণ্ঠে বিস্ময়, কপালে ভাঁজ' – 'এত বড় দুঃসংবাদ! তোমার ধারণা কী? যে-ফৌজ সুলতান আইউবির বিপক্ষে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমার কি সেই বাহিনীতে থাকা ঠিক হবে? তুমি হয়ত জান না, খ্রিস্টানরা জেরুজালেমসহ যেসব অঞ্চল দখল করে আছে, সেসব অঞ্চলের মুসলমানরা সুলতান আইউবিকে হযরত মাহ্দি বলে বিশ্বাস করে। তাদের সর্বক্ষণ খ্রিস্টানদের অত্যাচারের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। মসজিদের ইমামগণ বলছেন– 'এ-জাতি তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করছে। দামেশ্ক থেকে সালাহুদ্দীন আইউবির রূপ ধারণ করে হযরত মাহ্দি আমাদের মুক্ত করতে আসছেন। তুমি বলো, এই অবস্থায় আমি কী করব?'

'যদি সাহস হয়, আমাকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাও' – মেয়েটা বলল – 'আমি তোমাকে সুলতান আইউবির বাহিনীতে নিয়ে যাব। এই ফৌজে থাকা তোমার ঠিক হবে না। তবে আমাকে এখানে ফেলে তুমি পালিয়ে যাবে, তা হতে দেব না।'

'এখান থেকে তুমি পালাতে চাও কেন?' – আনতানুন জিজ্ঞেস করল – 'স্বামী তোমাকে দাসির মতো করে রেখেছে সেজন্য, নাকি স্বামী বৃদ্ধ, সে-কারণে? নাকি লোকটা সুলতান আইউবির বিরোধী, সেজন্য?'

'আমি লোকটাকে ঘৃণা করি' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'যে-কটা কারণে আমি এখান থেকে পালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার সবগুলো তুমি নিজেই বলে ফেলেছ। লোকটা আমাকে দাসির মতো হেরেমে আবদ্ধ করে রেখেছে। তা ছাড়া সে বৃদ্ধও। সবচেয়ে বড় কারণটা হলো, গোমস্তগিন সুলতান আইউবির শত্রু আর খ্রিস্টানদের সুহৃদ। তার হেরেমে আসার আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি বিয়ে করব না। নুরুদ্দীন জঙ্গির নিকট গিয়ে বলব, আপনি আমাকে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করুন; আমি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই। আমি সালাহুদ্দীন আইউবির নাম জানতাম। আমি তিরন্দাজি ও নিশানামতো বর্শাছোড়া শিখেছি। কিন্তু দেশদ্রোহী ও ইসলামবিরোধী এই লোকটার হেরেমে আবদ্ধ করে আমার সেই চেতনাকে মদের পেয়ালায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা করি, তুমি বিশ্বাস করবে, এই দুর্গে এসে প্রথমে আমি খুশি হয়েছিলাম যে, আমি এমন একজন বীর যোদ্ধার স্ত্রী হয়ে এসেছি, যিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে নিজের জীবনকে কুরবান করে দিয়েছেন। কিন্তু নুরুদ্দীন জঙ্গির ওফাতের পরক্ষণেই লোকটা সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।'

'তিনি কি কখনও সুলতান আইউবির মুখোমুখি হয়েছেন?' আনতানুন জিজ্ঞেস করল।

www.pathagar.com

'হননি – হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'লোকটা গভীর পানির মাছ। খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার দরবারি আমিরগণ তার বন্ধু। তারা সবাই সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। গোমস্তগিন তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, তিনি তাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন। তিনি চাচ্ছেন, খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখে স্বাধীনভাবে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। যুদ্ধ করে বিপুল এলাকা দখল করে নিতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদী। তা-ই যদি হয়, তা হলে তিনি হার্‌রান ও অন্যান্য বিজিত এলাকার সম্রাট হয়ে যাবেন।'

'তুমি কি কখনও তার সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলেছ?'

'বলেছি' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'আমাকে তিনি সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছেন। আমি সুলতানকে পীর বলে মান্য করি। গোমস্তগিনের বক্তব্য আমার মাঝে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। ফলে তার পর থেকেই তিনি আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন। আমাকে তিনি মারধরও করেছেন। একপর্যায়ে আমাকে বললেন– "তুমি সুলতান আইউবির এলাকায় চলে যাও। তুমি যুবতী মেয়ে, রূপসীও। আইউবির তিন-চারজন সালারকে তোমার রূপের ফাঁদে ফেলে তার বিপক্ষে দাঁড় করাও।" আরো বললেন– "আমি তোমার সঙ্গে আরও দুটি বিচক্ষণ ও সুন্দরী মেয়ে দেব। তারা খ্রিস্টান। তিনজন মিলে চেষ্টা করলে পাহাড়কেও অনুগত বানিয়ে ফেলতে পারবে।" তিনি আমাকে কৌশল শিখিয়ে দিয়ে বললেন– "যাও, তুমি গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করো। যদি সাফল্য দেখাতে পার, তা হলে তোমার পরিবারকে আমি বিপুল সোনা-মাণিক্য দান করব। তারা তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে সম্ভ্রান্ত কোনো পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেবে।" কিন্তু আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি।'

'কেন, প্রস্তাবটা মেনে নিতে!' – আনতানুন বলল – 'এখান থেকে বেরিয়ে তুমি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নিকট চলে যেতে!'

'ওই শয়তানটা আর তার খ্রিস্টান বন্ধুরা' – মেয়েটা বলল – 'এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে যে, কোনো মেয়ে কিংবা পুরুষ গুপ্তচর যদি তাদের শত্রুর এলাকায় গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তা হলে তাকে হয়ত অপহরণ করে নিয়ে আসে, নতুবা ওখানেই খুন করে ফেলে। হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতকদলের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক আছে। আমার আত্মা মরে গিয়েছিল। রয়ে গিয়েছিল শুধু দেহটা। একবার ভেবেছিলাম, তুমি যা বলেছ, সেভাবেই মরব। কিন্তু সাহস হয়নি। অবশেষে আমি তোমাকে দেখলাম। তুমি আমার ঘনিষ্ঠ হয়েছ। এখন আমার আত্মা পুনরায় জীবন লাভ করল। তোমার অনুগ্রহ আমি জীবনেও ভুলব না যে, তুমি আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়েছ। কিন্তু এতটুকুই যথেষ্ট নয়। আস, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই।'

www.pathagar.com

'তুমি এখানেই – এই দুর্গেই খ্রিস্টান ও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পার।'

'তা কীভাবে?'

'তোমার মনিব গোমস্তগিন যেমন তোমাকে সুলতান আইউবির এলাকায় পাঠাতে চান, তদ্রূপ সুলতান আইউবিরও গুপ্তচর প্রয়োজন, যারা এখানে অবস্থান করে তাঁকে এদের পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করবে।'

'তুমি কীভাবে জানলে যে, সুলতান আইউবির গুপ্তচর প্রয়োজন?' মেয়েটা কৌতূহলি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'আমি স্বয়ং সুলতান আইউবির প্রেরিত গোয়েন্দা।' আনতানুন অকপটে তথ্যটা ফাঁস করে দিল।

শুনে মেয়েটা এমনভাবে চমকে উঠল, যেন কেউ তার বুকে খঞ্জরের আঘাত হেনেছে।

'কী, অবাক্ হলে নাকি? আমি মিথ্যা বলিনি। আমি জেরুজালেম থেকে নয় – কায়রো থেকে এসেছি। আমার কোনো বোনও অপহৃতা হয়নি।'

'তা হলে তো যেখানে তুমি এতগুলো মিথ্যা বলেছ, সেখানে তোমার এই দাবিও অসত্য যে, তুমি আমাকে ভালবাসা দিয়েছ!' – মেয়েটা বলল – 'তোমার প্রেম, তোমার প্রতিশ্রুতি সবই অবাস্তব!'

'আমি যে তোমাকে ভালবাসি, তার প্রমাণ হলো, আমি আমার গোপনীয়তা তোমাকে ফাঁস করে দিয়েছি' – আনতানুন বলল – 'এক কথায় বলতে পার, আমি আমার জীবনটা তোমার দুহাতে অর্পণ করেছি। এখন তুমি গোমস্তগিনকে আমার আসল পরিচয় বলে দিয়ে আমাকে খুন করাতে পার। কোনো গুপ্তচর তার আসল পরিচয় বলে না। কিন্তু তোমার আবেগ ও ভালবাসা আমাকে বাধ্য করেছে তোমাকে আমার আসল পরিচয় বলে দিতে।

'তোমার প্রতি আমার ভালবাসার দ্বিতীয় প্রমাণ আমি তখন দেব, যখন আমি এখানকার কর্তব্য সম্পাদন করে ফিরে যাব। আমি একা যাব না – সঙ্গে করে তোমাকেও নিয়ে যাব। তবে একটা কথা শুনে রাখো, যদি কখনও তোমার ভালবাসা আর আমার কর্তব্যের মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয় – মানে যদি আমি এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ি যে, হয়ত তোমাকে বরণ করে নেব, নতুবা দায়িত্ব পালন করব, তা হলে আমি দায়িত্বকেই প্রাধান্য দেব। তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করব না – তোমার ভালবাসাকে আমি কুরবান করে দেব। তুমি হয়ত জান না একজন গুপ্তচরের কর্তব্য তার থেকে কীরূপ কুরবানি দাবি করে।

'একজন সৈনিক যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করে জীবন দেয়। বন্ধুরা তার লাশটাকে পরিজনের নিকট পৌঁছিয়ে দেয় এবং সম্মানের সঙ্গে দাফন করে। কিন্তু গোয়েন্দা নিহত হয় না – তারা বন্দি হয়। দুশমন তাকে কয়েদখানায় নিয়ে এমনসব নির্যাতন চালায়, যা শুনলে তুমি চৈতন্য হারিয়ে ফেলবে। গুপ্তচর মরেও

www.pathagar.com

না, বাঁচেও না। একজন গুপ্তচরের জন্য লোহার মতো শক্ত ঈমান আবশ্যক। আমি তেমনই ঈমান নিয়ে এসেছি। আমি তোমার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক গড়েছি বটে; কিন্তু আমি লোহার মতো শক্তই থাকব – ঈমান থেকে একচুলও নড়তে পারব না।'

মেয়েটা আনতানুনের ডান হাতটা নিজের দুহাতে চেপে ধরে টেনে নিয়ে চুমে খেল। তারপর আবেগজড়িত কণ্ঠে বলল– 'তুমি আমাকেও তদ্রূপ শক্ত পাবে। বলো, আমি কী করব?'

আনতানুন মেয়েটাকে সবক দিতে শুরু করল– 'তুমি গান-বাদ্য ও মদের প্রতিটি আসরে উপস্থিত থাকো। খ্রিস্টানদের ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের কথাবার্তা শুনো। প্রয়োজন হলে দু-এক চুমুক পানও করো। তাদের সামনে সুলতান আইউবিকে গাল-মন্দ করো। এভাবে এই সালারদের মনের কথা বের করে আনো তাদের সামরিক পরিকল্পনা কী। খ্রিস্টানদের কথাবার্তা মনোযোগসহকারে শোনো।'

আনতানুন মেয়েটাকে হিন্দুস্তান-থেকে-আসা দুই সালার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

'শামসুদ্দীন আলী ও শাদবখত আলীকে আমি ভালোভাবেই চিনি' – মেয়েটা বলল – 'গোমস্তগিন তাদের ছাড়া এক পা-ও হাঁটতে পারেন না। তারা প্রায়ই এখানে আসেন এবং রং-তামাশায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তারা মদ্যপান করেন না।'

'তুমি তাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে যাও' – আনতানুন বলল – 'কথা প্রসঙ্গে তাদের প্রশ্ন করবে, আলরিস্তানে বরফ গলছে কি? তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি আলরিস্তান যাচ্ছ নাকি? উত্তরে তুমি মুচকি হেসে বলবে, ইচ্ছা আছে। তারপর তারা তোমাকে আরও কিছু বিষয় জানতে চাইবে। সম্ভবত জিজ্ঞেস করবে, ওদিক থেকে কে এসেছে? তুমি বলবে, তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন।'

'আমি কিছুই বুঝলাম না' – মেয়েটা বলল।

'সবই বুঝবে' – আনতানুন বলল – 'আমি তোমাকে কখনও এসব ঝামেলায় জড়াতাম না সাদিয়া! কিন্তু কর্তব্যের দাবি হচ্ছে, প্রিয়তম বস্তুটিকেও কর্তব্যের পথে কুরবান করে দাও। তুমি আমাকে বিসর্জন করে দাও, আমি তোমাকে বিসর্জন করে দেব। ভয় পেও না সাদিয়া! জানা নেই, ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য কীরূপ বিপদ ও কেমন পরীক্ষা নিয়ে আসছে। আমরা দুজন যদি বন্দিশালার নরকে চলে যাই কিংবা যদি নিহত হই, তবু আমাদের রক্ত বৃথা যাবে না। মহান আল্লাহ আমাদের ভুলবেন না। মনে রেখো, রক্ত ছাড়া ইসলামের সুরক্ষা হয় না।'

আনতানুন মেয়েটার নাম রাখল সাদিয়া।

'তুমি আমাকে অটল পাবে' – সাদিয়া বলল – 'তুমি আমার সেই চেতনাটিও জীবিত করে দিয়েছ, যার ব্যাপারে আমি মনে করতাম, সে মরে গেছে।'

www.pathagar.com

◆◆◆

আনতানুন ফিরে গেল। সাদিয়া তার প্রতি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। আনতানুন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে সাদিয়া অনুভব করল, এখানে সে একা নয় – তার পাশে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে। সাদিয়া চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। হেরেমেরই একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। সাদিয়ারই মতো রূপসী তরুণী।

মেয়েটা বলল– 'এই ভালবাসার পরিণতিটা চিন্তা করে দেখেছ সাদিয়া? তুমি স্বাধীন নও। আমারও আবেগ-চেতনা তোমারই মতো। আমিও খাঁচা ভেঙে উড়ে যেতে চাই। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। আমাদের ভাগ্যে যা লেখা ছিল, আমরা পেয়ে গেছি। মনের কামনা-বাসনাগুলো আমাদের অবদমিত করে চলতে হবে। আর চিত্তবিনোদনের একটা উপায় যদি বের করতেই হয়, তা হলে পুরুষ তো অনেকই আছে। একজন রক্ষীসেনাকে এতবড় মর্যাদা দিয়ো না বোন!'

'কোন্ রক্ষীসেনার কথা বলছ?' – সাদিয়া মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল – 'তুমি কী বলছ?'

'দেখো, আমি তোমাদের কথোপকথন পুরোটাই শুনেছি' – মেয়েটা বলল – 'আমার থেকে কিছুই লুকোবার চেষ্টা করো না। ওর সঙ্গে তুমি যে-সওদা করেছ, তার মূল্য অনেক।'

মেয়েটা চলে গেল। সাদিয়া চিন্তিত মনে ওখানেই অন্ধকারে পায়চারি করতে থাকল।

সাদিয়ার মনে পড়ে গেল, আনতানুন তাকে বলে গেছে, আজ থেকেই কাজ শুরু করে দাও। তার এ-কথাটিও মনে পড়ল যে, সে আনতানুনকে বলেছিল, তুমি আমাকে দৃঢ়পদ পাবে। কিন্তু সাদিয়া একটা অনভিজ্ঞ মেয়ে। তার জানা নেই, পাপের এই রহস্যময় ভুবনে সে কতবড় ঝুঁকি মাথায় তুলে নিয়েছে।

দু-তিনদিন পর সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখতের সঙ্গে সাদিয়ার দেখা হলো। গোমস্তগিন নাচ-মদের আসরে দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করছেন। সালার, খ্রিস্টান উপদেষ্টামণ্ডলি ও ঊর্ধ্বতন অফিসারদের মুঠোয় রাখতে গোমস্তগিন এই আসরের আয়োজন করে থাকেন। এই দু-তিন দিনের সাক্ষাতে আনতানুন সাদিয়াকে প্রশিক্ষিত করে তুলেছে। বিনোদনের এই আয়োজনটা তাকেই করতে হয়।

আজকের আসরে সাদিয়া খুব ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে সময় কাটাচ্ছে। গোমস্ত গিন যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত যে, মেয়েটার মধ্যে পরিবর্তন এসে গেছে। সাদিয়া আসরের বাইরে হাসি মুখে একজনের সঙ্গে কথা বলছে। পরক্ষণে সালার শামসুদ্দীনের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং একথা ওকথার পর জিজ্ঞেস করল– 'আলরিস্তানে বরফ গলছে কি?'

সালার শামসুদ্দীন চমকে উঠলেন। গোমস্তগিনের মতো অতিশয় বিচক্ষণ ও কঠিনপ্রাণ দুর্গপতির হেরেমের কোনো মেয়ের মুখ থেকে এমন কথা বের হতে

www.pathagar.com

পারে শামসুদ্দীনের ধারণা ছিল না। কেননা, শব্দগুলো সুলতান আইউবির গুপ্তচরদের সাংকেতিক বাক্য। এই কোডবাক্য দ্বারা তারা পরস্পর পরিচয় লাভ করে থাকে। গোয়েন্দা ছাড়া অন্য কারও এই বাক্যটি জানা থাকার কথা নয়। শামসুদ্দীনের এও জানা আছে যে, এই দুর্গে কোনো গোয়েন্দা বন্দি নেই, যে এই গোপন সংকেত বলে দিতে পারে। তিনি সংকেতের পরবর্তী বাক্য উচ্চারণ করলেন– 'তুমি আলরিস্তান যাচ্ছ নাকি?'

সাদিয়া মুচকি হেসে বলল– 'ইচ্ছা তো এমনই।'

শামসুদ্দীন কথা বলতে-বলতে সাদিয়াকে নির্জনে নিয়ে গেলেন। অন্য সবাই মদ-নারীতে ডুবে আছে। তিনি সাদিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি কি জান, আমি একজন সালার?'

'আমি আরও অনেক কিছু জানি।' সাদিয়ার হাসিতে ঘনিষ্ঠতার ভাব।

'কে এসেছে?' – শামসুদ্দীন অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করলেন – 'আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে তোমাকে শাস্তিটা কী পেতে হবে তা কি তোমার জানা আছে?'

'প্রতারণা নয়' – সাদিয়া জবাব দিল – 'আপনি হাঁটতে-হাঁটতে প্রধান ফটকের নিকটে চলে যান। সেখানে দুজন রক্ষীসেনা দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করবেন, জেরুজালেম থেকে কে এসেছে?'

শামসুদ্দীন ফটকের নিকট চলে গেছেন। ওখানে দুজন মোহাফেজ দাঁড়িয়ে আছে। শামসুদ্দীন তাদের চেনেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'জেরুজালেম থেকে তোমাদের কে এসেছে?' আনতানুন সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি স্যার। শামসুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি যদি আলরিস্তান থেকে এসে থাক, তা হলে ওখানে বরফ গলছে।'

'আপনি আলরিস্তান যাচ্ছেন নাকি?' আনতানুন জিজ্ঞেস করল।

'ইচ্ছা তো এমনই।' শামসুদ্দীন মুচকি হেসে জবাব দিলেন।

শামসুদ্দীন নিশ্চিত হলেন, আনতানুন সত্যিই আইউবির গোয়েন্দা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন– 'মেয়েটা ধোঁকা দিচ্ছে না তো?'

'না' – আনতানুন উত্তর দিল – 'সাক্ষাতের সুযোগ করে দিন; সব কথা খুলে বলব।'

◆◆◆

সাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টি করে নেওয়া হলো। শামসুদ্দীন একজন সেনা-অধিনায়ক; সুযোগ সৃষ্টি করা তার পক্ষে কোনো ব্যাপার নয়। তিনি আনতানুনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি সাদিয়াকে কীভাবে ফাঁদে ফেলেছ এবং তাকে কীভাবেইবা বিশ্বাস করে আমাদের সাংকেতিক বাক্য বলে দিয়েছ? আনতানুন তাকে ঘটনাটা ইতিবৃত্ত শোনাল, মেয়েটার সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ কীভাবে ঘটেছে এবং তার সঙ্গে কী-কী কথা হয়েছে।

www.pathagar.com

'আমি একটা আশঙ্কা অনুভব করছি' – শামসুদ্দীন বললেন – 'তুমি যুবক, সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান। মেয়েটাও যুবতী এবং অতিশয় সুন্দরী। আমি কর্তব্যের উপর আবেগের জয়ী হওয়ার লক্ষণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আবেগের বশবর্তী হয়ে দিনের বেলা এভাবে তার কক্ষে যাওয়া তোমার ঠিক হয়নি। তুমি সাবধানতা অবলম্বন করনি। মেয়েটার মনে ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতার পিপাসা আছে। তুমি তাকে ভালবাসাও দিয়েছ, ঘনিষ্ঠতাও দিয়েছ। এরূপ মেয়েদের আবেগ স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক হয়ে থাকে। আমার ভয় হচ্ছে, আবেগের আতিশয্যে তুমি তোমার কর্তব্যকে ধ্বংস করে দেবে। আমি তোমার ঈমানের পরীক্ষা নিতে চাই।'

'আমি উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে তাকে আমার আসক্ত বানিয়েছি' – আনতানুন বলল – 'তবে আপনাকে আমি মিথ্যা বলব না। এই মেয়েটা আমার মন জয় করে নিয়েছে। আমি আপনাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শপথ করে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এই ভালবাসা আমার কর্তব্যের উপর জয়ী হতে পারবে না।'

সালার শামসুদ্দীন গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ দিয়ে আনতানুনকে বিদায় করে দিলেন।

সেদিনই শামসুদ্দীন তাঁর ভাই শাদবখতকে জানালেন, সুলতান আইউবি এখানে একজন লোক পাঠিয়েছেন। তার নাম আনতানুন। সে এই মহলেরই মোহাফেজদলে ঢুকে যেতে সক্ষম হয়েছে।

শামসুদ্দীন ও শাদবখতের ব্যক্তিগত দুই রক্ষীসেনা, তাদের আরদালি এবং দুজন ভৃত্যও সুলতান আইউবির যুদ্ধবাজ গোয়েন্দা।

সালারদ্বয় তাদের জানাল, তোমাদের আরও একজন সঙ্গী এখানে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু লোকটা নিজেই নিজেকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। দুর্গপতির ব্যক্তিগত বাসভবনের একটা 'মৎস' শিকার করে নেওয়া তার বিরাট সাফল্য। কিন্তু সে বিপদমুক্ত নয়। শামসুদ্দীন তার সঙ্গীদের বিষয়টি বিস্তারিত বুঝিয়ে দিয়ে বললেন– 'এখন পর্যন্ত হার্‌রানে আমাদের কোনো গোয়েন্দা ধরা পড়েনি। আমার ভয় হচ্ছে, আনতানুন ধরা পড়ে যাবে। তার প্রতি আমাদের নজর রাখতে হবে আর আমাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। লোকটা যদি ধরা পড়ে যায়, তা হলে তা আমাদের জন্য অপমানজনক প্রমাণিত হবে। তা ছাড়া নির্যাতনে বাধ্য হয়ে সে আমাদের সকলের নামও বলে দিতে পারে। আমি বেশি চিন্তা করি সুলতান আইউবির কথা। তখন তিনি বলবেন, দুজন সালার আর ছয়জন যোদ্ধা গোয়েন্দা একটা লোককে রক্ষা করতে পারলে না!'

'আপনারা ও আমরা থাকতে আরেকজন লোক পাঠাবার কী প্রয়োজন ছিল?' একজন জিজ্ঞেস করল।

'প্রয়োজন সেটিই ছিল, যা সে পূরণ করেছে' – শামসুদ্দীন উত্তর দিলেন – 'আমাদেরকে গোমস্তগিনের হেরেম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার দরকার ছিল। যাহোক,

www.pathagar.com

এসব বাদ দাও। আমি জানি, এটা হাসান ইবনে আব্দুল্লাহর সিদ্ধান্ত, যা সম্পূর্ণ সঠিক। আমি তোমাদের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিলাম। তোমরা প্রস্তুত থাকো। মেয়েটাকে অপহরণ করে আমাদের পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। তোমরা তার জন্য প্রস্তুত থাকো।'

'আমরা প্রস্তুত আছি' – সবাই বলল – 'প্রয়োজন শুধু সময়মতো সংবাদ পাওয়া।'

'না; সময়মতো সংবাদ পাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে' – শামসুদ্দীন বললেন – 'এমনও হতে পারে, আমিও তখন টের পাব, যখন আনতানুন পিঞ্জিরায় আবদ্ধ থাকবে এবং তার হাড়গোড় চূর্ণবিচূর্ণ হতে থাকবে।'

◆◆◆

'কারও থেকে সাহায্য না নিয়ে আমাদের লড়াইটা আমরা স্বাধীনভাবে লড়তে চাই। তোমরা কী বল?' – গোমস্তগিন সালার শাসসুদ্দীন ও শাদবখতকে জিজ্ঞেস করলেন – 'তোমরা তো জান, আমরা যারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি, সংখ্যায় নগণ্য। আমরা বাহ্যত যদিওবা ঐক্যবদ্ধ; কিন্তু মূলত একজনের মন এক দিকে। খলীফা আল-মালিকুস সালিহ বাচ্চা মানুষ। তিনি কয়েকজন আমিরের কথায় ওঠাবসা করছেন। তারা সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত করে তাকে ছুড়ে ফেলতে এবং নিজেরা স্বাধীন শাসকে পরিণত হতে চাচ্ছে। মসুলের শাসনকর্তা সাইফুদ্দীন আমার বন্ধু এবং সালাহুদ্দীন আইউবির শত্রু। কিন্তু তিনি একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের স্বাধীন শাসক হতে আগ্রহী। আপনারা তো জানেন, আমি হার্‌রানের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে বিপুলসংখ্যক সৈন্য রিক্রুট করেছি। আমি খ্রিস্টান সম্রাট রেজিনাল্ড তার সকল যুদ্ধবন্দিকে এই শর্তে মুক্তি দিয়েছিলাম যে, আমি যখন সালাহুদ্দীন আইউবির মোকাবেলায় অবতীর্ণ হব, তখন তারা সরাসরি আমার সহযোগিতা না করলেও পেছন কিংবা পার্শ্ব থেকে আইউবির উপর হামলা করবে কিংবা তাকে আক্রমণের ধোঁকা দিয়ে তার দৃষ্টি আমার থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দেবে। আমি আশা করছি, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত করতে সক্ষম হব। তিনি খ্রিস্টানদের পেছনে হটিয়ে দিতে পারেন। কেননা, তারা তার রণকৌশল জানে না। আমরা তো বুঝি। আমরাও মুসলমান। তার বাহিনী যদি প্রাণপণ লড়তে পারে, তো আমরাও তদপেক্ষা বেশি বীরত্বের প্রমাণ দিতে সক্ষম হব। আইউবি প্রথমবার যখন হাল্‌ব আক্রমণ করেছিলেন, তখন হাল্‌বের মানুষ তাকে চরম একটা শিক্ষা দিয়েছিল। সে থেকেই আমার সাহস বেড়ে গেছে।

সালার শাসসুদ্দীন ও শাদবখত গোমস্তগিনকে একথা বললেন না যে, মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের লড়াই না করা উচিত আর খ্রিস্টানরা মূলত আমাদের দুশমন। তারা সাহায্য করার কথা বলে-বলে আমাদের প্রতারণা করবে – কিন্তু সাহায্য দেবে না। তারা একথাও স্মরণ করিয়ে দিল না যে, আল-

www.pathagar.com

মালিকুস সালিহ খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ডকে সোনা-দানা দিয়ে চুক্তি করেছিলেন, সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলে রেমন্ড আইউবির উপর পিছন দিক থেকে হামলা করবেন। সুলতান যখন হাল্‌ব অবরোধ করেন, তখন রেমন্ডবাহিনী এসেছিল। কিন্তু সুলতান আইউবির কমান্ডো-বাহিনী তাকে প্রতিহত করল এবং তিনি যুদ্ধ না করেই ফিরে গেলেন।

শাসসুদ্দীন ও শাদবখত কোনো প্রসঙ্গেই গোমস্তগিনের সঙ্গে দ্বিমত করলেন না। বরং তাকে সমর্থন জোগালেন এবং পরামর্শ দিলেন, এ-সময়ে সুলতান আইউবি আলরিস্তানের পাহাড়ি এলাকায় বসে আছেন। এই পর্বতমালায় 'হামাতশিং' নামক যে-উপত্যকাটা আছে, তাকে যুদ্ধক্ষেত্র বানানো গেলে আইউবিকে পরাজিত করা যেতে পারে। তারা পরামর্শ দিল, হ্যাঁ, আমরা স্বাধীনভাবেই লড়াই করব; কিন্তু খ্রিস্টানদের থেকে সাহায্যও গ্রহণ করব।

'আমি সংবাদ পাচ্ছি, আমার এখানে নাকি সালাহুদ্দীন আইউবির গুপ্তচর আছে এবং তারা আমাদের প্রতিটি সংবাদ তাকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছে' – গোমস্তগিন বললেন – 'আপনারা সতর্ক থাকুন; চারদিক কান রাখুন এবং তদন্ত করুন।'

'সেকথা আপনার বলতে হবে না' – শাদবখত বললেন – 'সুলতান আইউবির গোয়েন্দা-নেটওয়ার্ক কত শক্ত ও বিস্তৃত, সে আমাদের জানা আছে। এখানে আমরাও আমাদের গোয়েন্দা ছড়িয়ে রেখেছি। কোনো সন্দেহ দেখা দিলেই তারা আমাদের অবহিত করবে।'

'এ-বিষয়টিতে আমি অত্যন্ত কঠিন মানুষ' – গোমস্তগিন বললেন – 'আমার পুত্রের ব্যাপারেও যদি সন্দেহ জাগে, সে শত্রুর হয়ে গোয়েন্দাগিরি করছে, তা হলে তাকেও আমি পিঞ্জিরায় আটকে ফেলব – তাকেও আমি একবিন্দু মমতা দেখাব না।'

গোমস্তগিন যে-দুজন সালারের সঙ্গে এত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন, তারাও যে সুলতান আইউবির গুপ্তচর, তা তার কল্পনায়ও নেই। এরা দুজন অত্যন্ত বিপজ্জনক গোয়েন্দা। অথচ এরা গোমস্তগিনের সেনা-অধিনায়ক। গোমস্তগিনের বাহিনীর কমান্ড তাদের হাতে।

গোমস্তগিন থেকে আলাদা হয়ে শামসুদ্দীন ও শাদবখত পরিকল্পনা ঠিক করলেন, তারা যখন ফৌজ নিয়ে সুলতান আইউবির মোকাবেলায় যাবেন, তখন তারা তাদের অগ্রযাত্রা সম্পর্কে আগেই সুলতানকে জানিয়ে দিবেন। আইউবি উপযুক্ত একটা জায়গায় তাদের ঘিরে ফেলবেন এবং তারা আত্মসমর্পণ করবেন।

দু-ভাই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পরিকল্পনা ঠিক করতে থাকলেন এবং খুঁটিনাটি প্রতিটি দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করলেন। গোমস্তগিন কোনদিন আক্রমণ চালাবেন, তা এখনও তারা জানেন না। তাকে দ্রুত আক্রমণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

♦♦♦

গোমস্তগিনের বাসভবন প্রহরার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে আনতানুনের। এখন আর এখানে নেই সে। সাদিয়া তাকে কিছু কাজের কথা বলেছিল। কিন্তু এখন সাদিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ মনটা তার ছটফট করছে। তার কারণ দুটি। প্রথমত, কর্তব্য পালন। দ্বিতীয়ত, হৃদয়ের টান।

মহলের এক চাকরানীকে হাত করে নিয়েছে সাদিয়া। একদিন তার মাধ্যমে সে আনতানুনকে সংবাদ পাঠাল, যেন আজ রাতে সে ঠিক আগের সময় উক্ত বাগানে চলে আসে। প্রধান ফটক অতিক্রম করে বাগানে প্রবেশ করা অসম্ভব। বাগানের পিছনে একটি উঁচু দেওয়াল আছে। সাদিয়া আলতানুনকে বলে পাঠাল, দেওয়ালের বাইরে একটা রশি ঝুলানো থাকবে। সেই রশি বেয়ে তুমি ভিতরে ঢুকে পড়বে।

সে-রাতে মহলে নিমন্ত্রণের আয়োজন ছিল। যুদ্ধে সহযোগিতা করতে পারে এ-জাতীয় বহু লোককে গোমস্তগিন দাওয়াত করেছেন। তাদের মধ্যে আছে বেশ কজন খ্রিস্টান কমান্ডার। মসুল থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে কয়েকজন মুসলিম সেনা-অফিসারও এসেছেন। গোমস্তগিন এমন কজন বেসামরিক লোককেও দাওয়াত করেছেন, যাদের কাছে বিপুল অর্থ আছে। এই মেহমানদের থেকে যুদ্ধের জন্য সহযোগিতা নিতে চাইছেন গোমস্তগিন। সালার শামসুদ্দীন শাদবখতও ভোজসভায় উপস্থিত। আছেন গোমস্তগিনের বিচারপতি কাজী ইবনুল খাশিব আবুল ফজলও।

আসরটাকে পুরোপরি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে সাদিয়া। এ-জাতীয় আসর-সভায় তার গুরুত্ব অপরিসীম। সে তার ইচ্ছার বিপরীতে এমনভাবে সাজগোজ করল, যা উপস্থিত মেহমানদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে। এমনিতেই মেয়েটার রূপ-যৌবনের স্বতন্ত্র এক আকর্ষণ আছে। তার উপর এত সাজসজ্জা! এত পারিপাট্য! নারীলোলুপ পুরুষদের পাগল করে তুলছে সাদিয়া। মেয়েটা এখান-থেকে-সেখানে মনকাড়া হরিণীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং প্রত্যেক মেহমানের সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলছে। এরই মধ্য দিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলছে সে। কোনো খ্রিস্টান কিংবা মুসলিম সেনা-অফিসারকে কথা বলতে দেখলেই তার পার্শ্বে গিয়ে কান পেতে এমনভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে, তারা কিছুই বুঝতে পারছে না। সাদিয়া শামসুদ্দীন এবং শাদবখতের নিকটও গিয়ে দাঁড়ায় এবং একইভাবে হাসি মুখে কথা বলে। তারা সাদিয়াকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে বললেন, বিশেষ কোনো তথ্য পেয়ে গেলে আমাদের জানাবে আর আনতানুনের সঙ্গে বেশি দেখা-সাক্ষাৎ করবে না।

কিন্তু আজ রাতেই যে আনতানুনের সঙ্গে বাগানে তার সাক্ষাৎ হওয়ার কথা এবং সেই মিলনটা একটু পরই ঘটতে যাচ্ছে, সেকথা গোপন রাখল সাদিয়া।

www.pathagar.com

এখন গভীর রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সাদিয়া চাকরানীকে দিয়ে দেওয়ালের রশিটা বেঁধে রাখাল। দেওয়ালের ভিতর দিকে একটা গাছ আছে। আনতানুন বাইরে থেকে রশি বেয়ে উপরে উঠে আবার সেই রশির অপর মাথা বেয়ে দেওয়ালের ভিতরে নীচে নেমে গাছটার আড়ালে লুকিয়ে থাকবে।

এই আসরে বাইরে থেকে অনেক উন্নত নর্তকী আনা হয়েছে। আমদানি করা হয়েছে অল্প বয়সের কটা সুশ্রী বালককে। তারা অর্ধ উলঙ্গ হয়ে বিশেষ ধরনের নাচ নাচছে। হেরেমের সব কটা মেয়ের প্রতি গোমস্তগিনের নির্দেশ, যেকোনো মূল্যে হোক, সব কজন মেহমানকে পুরোপুরি আয়ত্তে নেওয়ার চেষ্টা করবে। এই আসরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়েছে। মদের মটকার মুখ খুলে দেওয়া হয়েছে। সাদিয়াও স্বাধীনভাবে যে-কারও সঙ্গে মিশছে ও হাসি মুখে কথা বলছে।

আসরের রওনক ও আনন্দ-ফুর্তির মাত্রা বেড়ে চলছে। পাশাপাশি সাদিয়ার অস্থিরতাও বাড়ছে। কারণ, আনতানুনের এসে পড়ার সময় হয়ে গেছে। এ-মুহূর্তে সে একজন খ্রিস্টান কমান্ডারের সঙ্গে আলাপে মত্ত।

এই খ্রিস্টান লোকটা অনর্গল আরবি বলতে পারে। সাদিয়া সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে কথা বলছে, যাতে তার মনের কথা বের করা যায়। হয়েছেও তা-ই। তারা সুলতান আইউবিকে কীভাবে খতম করবে, তার বিবরণ দিল সাদিয়াকে। এই সুযোগে সে সাদিয়ার ঘনিষ্ঠতা লাভ করার চেষ্টা করল। সাদিয়া তাতে বাধা দিল না। মূল্যবান তথ্য হাসিল করছে সে। খ্রিস্টান লোকটা কথা বলতে-বলতে আসর থেকে উঠে তাকে আড়ালে নিয়ে গেল। হাঁটতে-হাঁটতে সে সাদিয়াকে নিয়ে বাগানে চলে গেল। অন্ধকার বাগানে গিয়ে সাদিয়া অনুভব করল, আনতানুন এসে পড়েছে। সাদিয়া লোকটাকে বলল, চলুন ফিরে যাই। কিন্তু সে এখনই যেতে রাজী নয়।

খ্রিস্টান লোকটা সাদিয়ার বাহু জড়িয়ে ধরে টেনে ঘাসের উপর বসিয়ে দিল এবং তার রূপের প্রশংসা শুরু করল। সাদিয়া তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করল। লোকটা নেশাগ্রস্ত। সে সাদিয়ার সঙ্গে যথেচ্ছ আচরণ করার চেষ্টা করলে সাদিয়া হাসি মুখে বলল– 'জান, আমি কার?'

'তার অনুমতি নিয়েই আমি এই দুঃসাহস দেখাচ্ছি' – খ্রিস্টান লোকটা বলল এবং সাদিয়াকে টেনে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল – 'তুমি যাকে তোমার স্বামী বলছ, সে তোমার স্বামী নয় এই সত্যটা তুমিও জান। সে সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত করে নিজে রাজা হওয়ার মানসে তার কথিত সবগুলো স্ত্রীকে এ-রাতের জন্য আমাদের হালাল করে দিয়েছে।'

'লোকটার কোনো অত্মমর্যাদাবোধ নেই।' সাদিয়া মনের ক্ষোভ দমন করে মুখের হাসি বহাল রেখে মনে-মনে বলল। তার জানা আছে, এই খ্রিস্টান লোকটা যা বলছে, সবই সঠিক।

www.pathagar.com

'যেলোক নিজের ঈমান বিক্রি করতে পারে, সে নিজের স্ত্রী-বোন-কন্যার ইজ্জতও নিলাম করে দিতে পারে। তুমি একটা বোকা মেয়ে। ফুর্তি করতে আপত্তি করছ কেন? আবার কিনা বলছ মদ্যপান কর না!'

দুটা বিষয় সাদিয়াকে ভাবিয়ে তুলছে। এক. আনতানুন এসে পড়েছে। দুই. এই খ্রিস্টান লোকটার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। গোমস্তগিন যদি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হতেন, তা হলে সাদিয়া তার নিকট ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিত এবং বলত, অমুক আমার প্রতি হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা তার উলটো। যেকোনো মূল্যে মেহমানদের তুষ্ট করা গোমস্তগিনের হেরেমের মেয়েদের কর্তব্য। কোনো মেহমানকে, বিশেষত কোনো খ্রিস্টান কমান্ডারকে রুষ্ট করা গোমস্তগিনের নির্দেশ অমান্য করার নামান্তর। লোকটা তার স্ত্রীদের ইজ্জতের বিনিময়ে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করছে। এমতাবস্থায় সাদিয়া খ্রিস্টান লোকটার মুখে থুতু ছিটাতেও পারছে না, তাকে ত্যাগ করে পালাতেও পারছে না। কিন্তু এসব বাধ্য-বাধকতা সত্ত্বেও সে তার সম্ভ্রম বিকাতে পারে না। কী করবে সাদিয়া! সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে তার পক্ষে।

আনতানুনের ব্যাপারটা প্রচণ্ডভাবে ভাবিয়ে তুলছে সাদিয়াকে। চরম আকার ধারণ করেছে তার অস্থিরতা।

তার এই মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেই লোকটা তার সঙ্গে অসদাচরণ শুরু করে দিল। সাদিয়া লাফিয়ে উঠল। তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। মেয়েটা ঘাসের উপর বসা ছিল। সে খ্রিস্টান লোকটাকে সজোরে ধাক্কা মারল। লোকটা চিত হয়ে পড়ে গেল।

নারীরা অবলা। কিন্তু যদি তার মাঝে আত্মমর্যাবোধ জেগে ওঠে, তা হলে সে বিশাল পাথরকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে। খ্রিস্টান লোকটা নেশাগ্রস্ত। সে সাদিয়ার এই আচরণকে ঠাট্টা মনে করে খিলখিল করে হেসে উঠল।

নিকটেই বড় একটা মাটির পাত্র রাখা ছিল। বড় একটা গামলা। রাগে-ক্ষোভে পাগলের মতো হয়ে গেছে সাদিয়া। সে পাত্রটা হাতে তুলে নিল। খুব ভারী একটা বস্তু। সাদিয়া পাত্রটা উপরে তুলে লোকটার মুখের উপর ছুড়ে মারল। চিত হয়ে শুয়ে-থাকা অবস্থায়-ই খিলখিল করে হাসছিল লোকটা। ভারী গামলাটা তার কপালে গিয়ে আঘাত হানল। সঙ্গে-সঙ্গে অট্টহাসি থেমে গেল। সাদিয়া গামলাটা আবার তুলে নিল। লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সাদিয়া পাত্রটা তার মাথার উপর ধরে আস্তে করে ছেড়ে দিল এবং নিজে সেখান থেকে সরে গিয়ে পিছনের বাগানে চলে যায়।

আসরে মদ্যপানের ধারা চলছে। নাচ-গান এখন তুঙ্গে। কে বেঁচে আছে আর কে খুন হয়েছে, সে খবর নেই কারও। সাদিয়া এখন এই ঝামেলা থেকে মুক্ত। আনতানুনের ভালবাসার নেশা তাকে ভুলিয়ে রেখেছে, সে এক ব্যক্তিকে খুন

www.pathagar.com

করে এসেছে এবং লোকটা খ্রিস্টান। সে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে আনতানুনকে সংবাদটা জানাতে উদগ্রীব যে, নিজের ইজ্জত রক্ষার্থে আমি এক খ্রিস্টানকে হত্যা করে এসেছি।

আনতানুন যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। সাদিয়া ভাবল, এসে তাকে না পেয়ে ফিরে গেছে। সে বৃক্ষটার পিছনে গিয়ে দেখল, রশিটা দেওয়ালের বাইরে, না ভিতরে। রশি দেওয়ালের ভিতরে। তার অর্থ হচ্ছে, আনতানুন এসেছে। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়! ফিরে গেলে তো রশি বাইরেই থাকত।

সাদিয়া ওখানেই দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকল। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়া নড়াচড়া করছে দেখতে পেল। সাদিয়া গভীরভাবে লক্ষ্য করল। বোধ হয় চাকরানী হবে। সে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাক দিল। ওদিক থেকেও ফিসফিস কণ্ঠে জবাব এল। ও তার চাকরানী-ই। সে সাদিয়ার দিকে ছুটে এসে বলল– 'তাকে এখানে খুঁজে লাভ নেই। তিনি এসেছিলেন। আমি তার অপেক্ষায় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি তাকে দেওয়ালের উপর দেখেছি। তিনি রশিটা ভেতরে ছুড়ে ফেলে নামতে শুরু করলেন। ওদিক থেকে দুজন লোক আসতে দেখলাম। তখন তিনি নিচে নামছিলেন। লোক দুজন নিকটে এসে পড়ল। আমি তাকে সতর্ক করার সুযোগ পাইনি। আমি আপনাকে খুঁজতে থাকি। কিন্তু মেহমানদের মাঝে আসরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সাদিয়ার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। তার মনে পড়ে গেল, সে এক খ্রিস্টানকে হত্যা করে এসেছে। তার হুঁশ-জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হলো। এটি আল্‌ফ লায়লার রহস্যময় ও তেলেসমাতি জগত, যা সম্পর্কে সাদিয়া অনভিজ্ঞ। তাকে হেরেমের একটা মেয়ে সাবধানও করেছিল যে, এক রক্ষীসেনার সঙ্গে এই প্রেমখেলা তোমার জন্য অকল্যাণ ডেকে আনবে।

একটা ভাবনা সাদিয়াকে অস্থির করে তুলতে শুরু করল যে, আনতানুনকে কে গ্রেফতার করাল? যে-দুজন লোক তাকে গ্রেফতার করল, তারা নিশ্চয় পূর্ব থেকেই জানত, আনতানুন এখানে আসবে। বিষয়টা তারা কীভাবে জানল? সাদিয়ার মনে আশঙ্কা জাগতে শুরু করল, সেও গ্রেফতার হয়ে যাবে। চাকরানীর প্রতিও তার সন্দেহ জাগল, সেও গোয়েন্দাগিরি করতে পারে।

সাদিয়ার কিছুই বুঝে আসছে না। সে চাকরানীকে দিয়ে রশিটা খোলাল এবং লুকিয়ে ফেলতে বলল। তারপর চরম উৎকণ্ঠা ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় সালার শামসুদ্দীন ও শাদবখতের উদ্দেশ্যে ছুটে গেল। নাচ-মদের আসর তখনও সরগরম। সাদিয়া শাদবখতকে পেয়ে গেল। আসরের অবস্থা দেখে তার মনে হলো, খ্রিস্টান লোকটার খুন হওয়ার ঘটনা এখনও কেউ টের পায়নি। সাদিয়া পা টিপে-টিপে শাদবখতের নিকট চলে গেল এবং তাকে ইঙ্গিতে ডাক দিল। সাদিয়া তাকে আলাদা নিয়ে গিয়ে জানাল, আমি এক খ্রিস্টানকে হত্যা করে এসেছি।

www.pathagar.com

খুনের হেতুও জানাল সাদিয়া।

শাদবখত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন যে, সাদিয়াকে খ্রিস্টান লোকটার সঙ্গে যেতে কেউ-না-কেউ নিশ্চয় দেখেছে! তার ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। তিনি বললেন– তোমার আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। যদি তুমি গ্রেফতার হয়ে যাও, তা হলে গোমস্তগিন তোমার মতো রূপসীকেও বন্দিশালায় কী দশা ঘটাবে, তা আমার অজানা নয়। একজন খ্রিস্টানের খুনী যদি তার পিতাও হন, তবুও তিনি তাকে সামান্য ছাড় দেবেন না। একজন খ্রিস্টান কমান্ডারের মৃত্যুর ভয়ানক প্রতিশোধ তিনি গ্রহণ করবেন।

'আমি যাব কোথায়?' সাদিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'কিছু সময় এখানে ঘোরাফেরা করো' – শাদবখত বললেন – 'শামসুদ্দীন ভাই এলে তার সঙ্গে কথা বলব।'

'তিনি কোথায় আছেন?' সাদিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

কিছুক্ষণ আগে আমরা সংবাদ পেলাম, কে একজন রশি বেয়ে পিছনের দেওয়াল অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। লোকটা কে এবং কী উদ্দেশ্যে ঢুকেছে, জানতে পারিনি। শামসুদ্দীন তাকে দেখতে এবং তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে না এলে আমি নিজে যাব। তুমি মনটা শক্ত রাখো। আমরা তোমাকে যেভাবে হোক লুকিয়ে ফেলব।' শাদবখত জবাব দিলেন।

সাদিয়া ভাবল, ধৃত লোকটা আনতানুন ছাড়া আর কেউ নয়। সে খানিক নিশ্চিন্ত হলো যে, যাহোক আনতানুনকে সালার শামসুদ্দীনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন।

লোকটা আনতানুন-ই। দুজন সিপাই তাকে গ্রেফতার করেছে। এ-ধরনের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা শামসুদ্দীনের বিভাগের দায়িত্ব। তাই সংবাদটা তাকেই দেওয়া হয়েছে যে, দেওয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ করা অবস্থায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শামসুদ্দীন আসর থেকে উঠে বাইরে গিয়ে দেখলেন, ধৃত লোকটা আনতানুন। শামসুদ্দীন তাকে চিনেন না ভান ধরে জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি সম্ভবত রক্ষীবাহিনীর জওয়ান। দেওয়াল অতিক্রম করে ভিতরে ঢুকলে কেন? সত্য-সত্য বলে দাও; অন্যথায় তোমার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।'

আনতানুন নীরব। শামসুদ্দীন তার প্রতি এ-কারণে ক্ষুব্ধ যে, তিনি বলেছিলেনও, সতর্ক থাকবে এবং আবেগকে কর্তব্যের উপর জয়ী হতে দেবে না।

কিন্তু আনতানুন সিনিয়রের এই নির্দেশনা অমান্য করল। সে একদিকে যেমন যোগ্যতা দেখিয়েছে যে, এক চেষ্টায়-ই গোমস্তগিনের রক্ষীবাহিনীতে ঢুকে পড়েছে এবং পরক্ষণেই হেরেম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, অপরদিকে চরম নির্বুদ্ধিতার

www.pathagar.com

পরিচয় দিয়ে অল্পতেই ধরা পড়ে গেল। আনতানুন যে-কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ল, একজন গুপ্তচরের জন্য তা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু তাকে সেই অপরাধের শাস্তি এখন দেওয়া যাবে না। এই মুহূর্তে তাকে এখান থেকে রক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি সাদিয়াকেও এখান থেকে বের করতে হবে। কেননা, আনতানুন সাদিয়ার ডাকে এসেছে এবং সাদিয়া-ই রশি ঝুলানোর ব্যবস্থা করেছে এ তথ্যও ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

শামসুদ্দীন সিপাইদের একটা জায়গার নাম উল্লেখ করে বললেন, আসামীকে ওখানে নিয়ে যাও; আমি ওকে কয়েদখানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। সিপাইরা আলতানুনকে নিয়ে গেল। শামসুদ্দীন মহলের ভিতরে চলে গেলেন। তিনি তার ভাই শামসুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করলেন।

আসরে নাচ-গান চলছে। মেহমানরা চরম আনন্দ উপভোগ করছে আর গায়ক-নর্তকীদের বাহবা দিচ্ছে। মটকার-পর-মটকা মদ খালি হচ্ছে। মশালের কিরণ আর ফানুসের রং-বেরঙের আলো নর্তকীদের গায়ের মূল্যবান ফিনফিনে পোশাকে এমন চমক সৃষ্টি করছে যে, তা আল্‌ফ লায়লার জাদুকেও হার মানায়। সবাই অচেতন, মাতাল। খ্রিস্টান লোকটার মৃতদেহ এখনও ওখানেই পড়ে আছে। এমনি তেলেসমাতি পরিবেশে শামসুদ্দীন ও শাদবখতের মাঝে আনতানুন ও সাদিয়ার প্রসঙ্গে আলাপ হলো। শাদবখত শামসুদ্দীনকে অবহিত করলেন, সাদিয়া এক খ্রিস্টান মেহমানকে খুন করে ফেলেছে।

তাঁরা সাদিয়াকে তাদের কক্ষে নিয়ে গেল এবং বেশভূষা পরিবর্তন করে সেখান থেকে পালাবার কৌশল শিখিয়ে দিল। সাদিয়া পরিকল্পনা অনুসারে ধীর পায়ে মহল থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর দারোয়ান এসে শামসুদ্দীনকে সংবাদ জানাল, বাইরে অমুক কমান্ডার দাঁড়িয়ে আছেন এবং তিনি আপনাকে ডাকছেন। শামসুদ্দীন বাইরে চলে গেলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত এক কমান্ডার দণ্ডায়মান। সে রিপোর্ট দিল– 'আনতানুন নামক যে-রক্ষীসেনাকে দেওয়াল ডিঙানো অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছে, সে পালিয়ে গেছে।'

'কী বললে?' – শামসুদ্দীন আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন – 'সিপাই দুটা কি মরে গেছিল?'

'মনে হচ্ছে, কাজটা একা আনতানুনের নয় – অনেক লোকের' – কমান্ডার বলল – 'সিপাই দুজন সেখানে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের মাথায় আঘাতের চিহ্ন আছে।'

শামসুদ্দীন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন। সিপাইদ্বয়ের জ্ঞান ফিরে এসেছে। তারা জানাল, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে পেছন দিক থেকে কে যেন আমাদের মাথায় একটা করে আঘাত হানে। আমরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

www.pathagar.com

শামসুদ্দীন দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দিলেন। ঠিক সে-সময়ে আপাদমস্তক কালো রেশমি চাদরে আবৃত এক ব্যক্তি – যার দুটি চোখ ছাড়া আর কোনো অংশ দেখা যায় না – গোমস্তগিনের বাসভবন থেকে প্রধান ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে-রাতে মেহমানদের আসা-যাওয়া অব্যাহত ছিল। আপাদমস্তক পোশাকাবৃত করে বের হওয়া লোকটা কে, দারোয়ান ও রক্ষীসেনারা তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজনই বোধ করল না।

মধ্যরাতের পর যখন আসর ভাঙল, তখন দুর্গের দরজা খুলে গেল। ঘোড়া ও ঘোটকযান ফটক অতিক্রম করতে শুরু করল। এক অশ্বারোহী ফটক অতিক্রম করল, যার মুখটা নেকাবে ঢাকা। তার সঙ্গে অপর একটা ঘোড়ায় সেই চাদরাবৃতা মহিলা, যে গোমস্তগিনের বাসভবন থেকে একাকি বেরিয়ে এসেছিল।

ব্যবস্থাটা শামসুদ্দীন ও শাদবখতের। শামসুদ্দীন উক্ত সিপাইদ্বয়কে একটা জায়গার নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন, আনতানুনকে ওখানে নিয়ে গিয়ে আমার অপেক্ষা করো। অপরদিকে তিনি তার বডিগার্ডকে বলে দিলেন, তুমি আনতানুনকে মুক্ত করে আমার কক্ষে লুকিয়ে রাখো।

আগেও বলেছি, শামসুদ্দীন ও শাদবখতের বডিগার্ড, দুজন আরদালি ও দুজন চাকর সুলতান আইউবির কমান্ডো গোয়েন্দা। তারা যথাসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করল এবং আনতানুনকে মুক্ত করে ফেলল।

ওদিক থেকে সাদিয়াও সাফল্যের সঙ্গে বেরিয়ে শামসুদ্দীনের ঘরে চলে গেল। সেখানে আয়োজন পূর্ব থেকেই সম্পন্ন করা ছিল। মেহমানরা যখন বের হতে শুরু করল, তখন দুটা ঘোড়া দিয়ে তাদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া হলো।

রাতটা নাচ-গান আর মদ-নারীতে কেটে গেল। পরদিন সকালে খ্রিস্টান লোকটার লাশ চোখে পড়ল। গোমস্তগিনের মহলের একটা মেয়েও নিখোঁজ। গোমস্তগিন নির্দেশ দিলেন, আনতানুন যে-দুজন সিপাইর প্রহরা থেকে পালিয়েছে, তাদের আজীবনের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করো।

◆◆◆

আনতানুন ও সাদিয়ার পলায়নের কথা ভুলে গেছে সবাই। গোমস্তগিনের খ্রিস্টান মিত্ররা তাদের একজন কমান্ডারের খুনের ঘটনায় তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে। তাদের মূলত একজন সহকর্মীর মৃত্যুতে ততটা দুঃখ নেই, যতটা তারা হুলস্থুল সৃষ্টি করেছে। তাদের মতলবটা হলো অসন্তোষ প্রকাশ করে গোমস্তগিন থেকে আরও সুবিধা আদায় করা এবং অতিশীঘ্র সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির উপর আক্রমণ করতে গোমস্তগিনকে ক্ষেপিয়ে তোলা। খ্রিস্টানরা জানে, মুসলমানদের হেরেমগুলোতে এমন ড্রামা খেলা হয়ে থাকে, যাতে একটা মেয়ে অপহৃতাও হয়, স্বেচ্ছায় উধাও হয়েও যায় এবং দু-একটা খুনের ঘটনাও ঘটে। তারা গোমস্তগিনকে অসহায় বানিয়ে ফেলতে চাচ্ছে, যাতে তিনি তাদের কাছে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণরূপে নতি স্বীকার করেন। মানুষ যার প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে, তার দাম বেড়ে যায় এবং সাহায্য প্রার্থনাকারীর অসহায়ত্বের সুযোগে নিজের সব শর্ত আদায় করে নেওয়ার এবং অসহায়কে গোলামে পরিণত করার চেষ্টা করে। খ্রিস্টানরাও সেই একই নীতি অবলম্বন করছে।

ঘটনাটা গোপন রাখা গেল না। সংবাদ পৌঁছে গেছে হাল্‌ব পর্যন্ত। সেখানকার দরবারিগণ – যারা সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত – গোমস্ত গিনকে তাদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করছে। তারা আল-মালিকুস সালিহ'র পক্ষ থেকে গোমস্তগিনের নিকট দূত প্রেরণ করেছে। সঙ্গে রীতি অনুযায়ী মূল্যবান উপঢৌকনও পাঠিয়েছে। উপহারের মধ্যে দুটা যুবতী মেয়েও আছে।

গোমস্তগিন বিশ্রাম করছিলেন। দূত ও মেয়েদুটোকে শামসুদ্দীনের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। গোমস্তগিনের পর সালার শামসুদ্দীন রাষ্ট্রীয় কাজ দেখা-শোনা করে থাকেন। শামসুদ্দীন মেয়েগুলোকে তার ঘরে আলাদা বসিয়ে রেখে দূতকে জিজ্ঞেস করলেন– 'বলো, কী বার্তা নিয়ে এসেছ?'

দূত যে-দীর্ঘ বার্তা নিয়ে এসেছে, তার সারমর্ম হলো, সুলতান আইউবি হাল্‌ব অবরোধ করার পর সম্রাট রেমন্ড বাহিনী নিয়ে এসেছিলেন। ফলে আইউবি অবরোধ তুলে নিলেন। কিন্তু রেমন্ড যুদ্ধ না করেই বাহিনী নিয়ে ফিরে গেছেন। খ্রিস্টানরা ভবিষ্যতেও আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবে। আমরা যদি এভাবে আলাদা-আলাদাভাবে আইউবির বিরুদ্ধে লড়াই করি, তা হলে আমরা প্রত্যেকেই পরাজিত হব। আইউবিকে চিরতরে খতম করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা একান্ত আবশ্যক।

বার্তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ করার একটা পরিকল্পনাও ছিল। তা এ-রকম–

আলরিস্তানের পাহাড়ে বরফ গলতে শুরু করেছে। আমরা গুপ্তচর-মারফত জানতে পেরেছি, সুলতান আইউবির সৈন্যরা পাহাড়ের উঁচুতে অবস্থান করতে পারছে না। কারণ, সেখানে গলিত বরফের পানি তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আমাদের জন্য এটি মোক্ষম সুযোগ। আমরা সব দল যদি একত্রিত হয়ে আইউবির বাহিনীকে ঘিরে ফেলি, তা হলে অতি সহজেই তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হব।

পরিকল্পনায় এ-ও ছিল যে, খ্রিস্টান সম্রাট রেজিনাল্ডকে আমাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে নিতে হবে। তা এভাবে যে, আপনি (গোমস্তগিন) তাকে পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করুন এবং যে-প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দিন।

শামসুদ্দীন পয়গামটা শাদবখতের কানে দিলেন। দুই ভাই বসে মতবিনিময় করলেন। তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, বার্তাটা গোমস্তগিনকে জানতে দেওয়া যাবে না। আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, গোমস্তগিন সুলতান আইউবির

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে লড়াইটা যেন একাকি করেন। তা হলে তা পরাজয় করা সহজ হবে। তারা জানতেন, আইউবির সৈন্যসংখ্যা কম। তা দিয়ে তিনি গাদ্দার মুসলিম শাসকদের আলাদা-আলাদাভাবে খতম করতে পারবেন।

শামসুদ্দীন ও শাদবখত নিজেদের আসল পরিচয় গোপন রাখার ব্যাপারে পুরোপুরি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন। উপহার-হিসেবে-আসা-মেয়েদুটো তাদের আবেগকে উস্কে দিয়েছে। মেয়েগুলোকে তাঁরা ধর্মপরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করল।

শামসুদ্দীন ও শাদবখতের মনে অনুশোচনা জাগল, একদিকে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে এই দুর্বলতা সৃষ্টি করে নিয়েছে যে, তারা সুন্দরী মেয়েদের বিনিময়ে ঈমান বিকিয়ে ফেলছে। অপরদিকে যেখানে মুসলিম মেয়েদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের শোভা বর্ধন করার কথা, সেখানে তাদের তাদেরই বাবা-মা আমিরদের হেরেমে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন!

'তোমরা কোথাকার বাসিন্দা এবং এদের হাতে পড়লে কীভাবে?' – শাদবখত জিজ্ঞেস করলেন – তোমাদের পিতারা কি জীবিত আছেন? কোনো ভাই-বোন আছে কি?

এসব প্রশ্নের জবাবে মেয়েরা যা বলল, তাতেই শামসুদ্দীন ও শাদবখতের চেতনা ক্ষেপে উঠল। যেসব অঞ্চলে খ্রিস্টানদের কর্তৃত্ব চলছে, সেসব এলাকার মুসলমানদের বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। একজন মুসলমানের ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। ফলে সেসব মুসলমান বাসিন্দারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে হলে দলবদ্ধভাবে চলত। কাফেলায় মেয়েরাও থাকত এবং মাল-সম্পদও থাকত। অপরদিকে খ্রিস্টানরা কাফেলা লুট করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকত।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন, কোনো-কোনো খ্রিস্টান সম্রাট – যারা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো-না-কোনো অঞ্চল শাসন করতেন – সেনাবাহিনী দ্বারা মুসলমানদের কাফেলা লুট করাত। লুটেরারা যুবতী মেয়ে, পশুপাল ও অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে যেত। তারা মেয়েদের বাজারে নিয়ে বিক্রি করত কিংবা মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে মুসলিম আমিরদের হাতে তুলে দিত। কিছু-কিছু মেয়েকে খ্রিস্টানরা নিজেদের কাছে রেখে দিত এবং তাদের গুপ্তচরবৃত্তি ও চরিত্রবিধ্বংসী কাজের জন্য গড়ে তুলত। খ্রিস্টানরা তাদের মুসলমানদের এলাকায় ব্যবহার করত।

এই মেয়েদুটোকেও একটা কাফেলা থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তখন তাদের বয়স ছিল তেরো-চৌদ্দ বছর। তারা ফিলিস্তিনের কোনো এক অধিকৃত অঞ্চল থেকে পরিবারের সঙ্গে কোনো নিরাপদ এলাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কাফেলাটা ছিল বিশাল। খ্রিস্টান দস্যুরা রাতের বেলা কাফেলার উপর আক্রমণ চালাল এবং অনেকগুলো মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল।

www.pathagar.com

এরা দুজন অস্বাভাবিক সুন্দরী ছিল বিধায় অন্যদের থেকে এদের আলাদা করে বিশেষ যত্নে লালন-পালন করতে শুরু করল। প্রথম দিকে তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করা হলেও পরে তাদের সঙ্গে এমন সদ্ব্যবহার শুরু হলো, যেন তারা রাজকন্যা। আসলেই তাদের রাজকন্যা রূপে গড়ে তোলা হয়েছিল। তাদেরকে মদ্যপানে অভ্যস্ত করা হলো এবং অত্যন্ত উন্নত পন্থায় তাদের চিন্তা-চেতনাকে খ্রিস্টানদের ধাঁচে গড়ে তোলা হলো। চার-পাঁচ বছর পর যখন সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি মৃত্যুবরণ করলেন, তখন এদেরকে খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে উপহারস্বরূপ দামেশ্‌ক প্রেরণ করা হলো। উদ্দেশ্য, খলীফা আল-মালিকুস সালিহ ও তার আমিরদের সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে এবং নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসা।

মেয়েরা জানাল–

'আমাদের মন-মস্তিষ্ক থেকে ধর্ম ও চরিত্র বের করে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এক-একটা সুদর্শন খেলনায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমাদের দামেশ্‌ক পাঠানো হলো, তখন আমাদের মস্তিষ্কে পুনরায় ধর্ম ও চরিত্রের অনুভূতি জেগে উঠল। আমাদের রক্তে যে-ইসলামি ঐতিহ্য ছিল, তা ফিরে এসে আমাদের আত্মাকে জাগিয়ে তুলল। তখন আর আমাদের পিতামাতা ও ভাই-বোনদের ফিরে পাওয়ার সুযোগ ছিল না। আমরা মুসলিম শাসনকর্তা ও রাজা-বাদশাহদের পিতা ও ভাই হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের একজনও আমাদের কন্যা কিংবা বোনের চোখে দেখেনি। খ্রিস্টানদের হাতে সম্ভ্রম হারিয়ে আমরা ততটুকু কষ্ট পাইনি, যতখানি কষ্ট এই মুসলিম ভাইদের নিকট এসে পেয়েছি। কারণ, খ্রিস্টানরা আমাদের সঙ্গে যে-আচরণ করেছে, তা প্রত্যাশার বাইরে ছিল না। কিন্তু তারা আমাদের যে-মুসলমানদের নিকট প্রেরণ করেছিল, আমরা তাদের হাতে ধরেছি, পায়ে ধরেছি। ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূলের দোহাই দিয়েছি যে, আমরা আপনাদের কন্যা, আমরা নির্যাতিতা। আমরা আপনাদের মর্যাদার প্রতীক। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। মদ ও শয়তান তাদের চোখে চাঁদ-তারা আর ক্রুশের মাঝে কোনো ব্যবধান বজায় রাখেনি।

'আমাদের ভেতরে প্রতিশোধের স্পৃহা জেগে উঠল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির দামেশ্‌ক আগমনের সংবাদ শুনে আমরা অত্যন্ত আনন্দি হই। খ্রিস্টানদের এলাকায় মুসলমানরা সুলতান আইউবির পথপানে চেয়ে আছে। তারা আইউবিকে হযরত মাহ্‌দি মনে করে। তিনি যখন দামেশ্‌ক এলেন, তখন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেভাবে হোক, আমরা তাঁর কাছে যাব। তাঁকে বলব, আপনি আমাদেরকে আপনার ফৌজে রেখে দিন এবং আমাদের কিছু একটা কাজ দিন। কিন্তু আমাদেরকে সেখান থেকে জোরপূর্বক হাল্‌ব নিয়ে আসা হলো। এখন আমরা আপানাদের হাতে। আমরা এই প্রত্যাশা রাখতে পারছি না যে, আমাদের আপনারা কন্যা হিসেবে বরণ করে নেবেন। তবে এটুকু অবশ্যই বলব যে, আমাদের সম্ভ্রম তো ছিন্নভিন্ন হয়েই গেছে; ঈমানটা যেন নষ্ট না হয়।

www.pathagar.com

'আমরা যখন খ্রিস্টানদের নিকট ছিলাম, সেখানেও সুলতান আইউবি ও ইসলামবিরোধী পরিকল্পনা হতে দেখেছি। তেমনি যখন মুসলমানদের নিকট ছিলাম, তখনও আইউবি-বিরোধী তৎপরতা-ই দেখেছি। এখন আপনাদের পরীক্ষা নেওয়ার পালা। আমরা শুনেছি, খ্রিস্টান মেয়েরা এখানে গুপ্তচরবৃত্তি করতে আসে। আমাদের আপনারা খ্রিস্টানদের এলাকায় পাঠিয়ে দিন। আমাদের এই ভয় তো নেই যে, আমাদের ইজ্জত লুণ্ঠিত হবে। তা তো লুট হয়েই গেছে। আমাদের আপনারা ইসলামের সুরক্ষা ও দীনের প্রসারের কাজে সুযোগ দিন।'

মেয়েদুটোর উপাখ্যান ও জীবনকাহিনী সালার শামসুদ্দীন ও সাদবখতকে চরম প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলল। তাদের আবেগ ও চেতনায় প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিল। সব শুনে তারা মেয়েদের বললেন, তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো। এখন আর তোমাদের কোন দুশ্চরিত্র বিলাসী শাসকের হাতে তুলে দেওয়া হবে না।

♦♦♦

শামসুদ্দীন ও শাদবখত বসে কথা বলছেন। হঠাৎ এক দেহরক্ষী ভিতরে প্রবেশ করে বলল, কাজী সাহেব এসেছেন।

দু-ভাই অভ্যর্থনাকক্ষে চলে গেলেন। কক্ষে কাজী ইবনুল খাশিব আবুল ফজল উপবিষ্ট। লোকটি মধ্যবয়সী। বললেন– শুনেছি, হাল্‌ব থেকে দূত এসেছে এবং পয়গামের সঙ্গে উপহারও এসেছে!'

'হ্যাঁ' – শাদবখত বললেন – 'দুর্গপতি ঘুমিয়ে আছেন বলে দূতকে আমাদের কাছে বসিয়ে রেখেছি।'

'আমি উপহারদুটা দেখতে এসেছি' – ইবনুল খাশিব চোখ টিপে বললেন – 'ওদের একঝলক দেখাও দেখি তাড়াতাড়ি।'

কাজী সাহেব কেমন চরিত্রের মানুষ তাদের জানা আছে। লোকটা গোমস্তগিনকে মুঠোয় করে রেখেছে। শামসুদ্দীন মেয়েদুটোকে অভ্যর্থনাকক্ষে ডেকে পাঠালেন। দেখে কাজী সাহেবের চোখ আটকে গেল। তিনি বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বললেন– 'বাহ্! ...এত রূপ!'

একঝলক দেখিয়েই শামসুদ্দীন মেয়েদুটোকে কক্ষে পাঠিয়ে দিলেন। কাজী সাহেব বললেন– 'এদেরকে আমার হাতে তুলে দাও। আমি নিজে এদের দুর্গপতির কাছে নিয়ে যাব।'

মনে হচ্ছিল, তার দুচোখ থেকে দুটা শয়তান উঁকি মারছে।

'আপনি একজন বিচারক' – শামসুদ্দীন বললেন – 'জাতির নিকট আপনার মর্যাদা গোমস্তগিনের চেয়েও উচ্চে। মানুষের ন্যায়বিচার আপনার হাতে।'

কাজী সাহেব খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন– 'তোমরা সৈনিকরা আসলেই বোকা হয়ে থাক। নাগরিক জীবনের ব্যাপার-স্যাপার তোমরা কিচ্ছু

www.pathagar.com

বোঝ না। আরে, যে কাজীর হাতে আল্লাহর আইন ও আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হতো, সেই কাজী মারা গেছে। তিনি শাসনকর্তাকে নয় – আল্লাহকে ভয় করতেন। বরং শাসনকর্তা তার ভয়ে মানুষের উপর অবিচার করা থেকে বিরত থাকতেন। এখন শাসনকর্তারা সেই ব্যক্তিদের কাজী বানায়, যারা অবিচারকে বৈধ সাব্যস্ত করেন এবং সংবিধানকে নয় – শাসককে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেন। আমি আল্লাহর নয় – আমার শাসনকর্তার কাজী।

'আর তারই ফলে কাফেররা তোমাদের হৃদয়ের উপর জেঁকে বসেছে' – শাদবখত বললেন – 'ঈমান নিলামকারী শাসকের কাজী ঈমান নিলামকারীই হয়ে থাকে। তোমাদের মতো বিচারকরাই আল্লাহর রাসূলের উম্মতকে এই অধঃপাতে নামিয়ে এনেছে যে, আমাদের আমির-শাসকগণ আপন কন্যাদের সম্ভ্রম নিয়ে পর্যন্ত তামাশা করছে। এরা আপনার মুসলিম কন্যা, যাদের আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন।'

শয়তান গোমস্তগিনের এই কাজীটার উপর এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে, তিনি শামসুদ্দীন ও শাদবখতের বক্তব্যকে বিদ্রূপে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন এবং হেসে বললেন– 'আসলে হিন্দুস্তানি মুসলমানরা হৃদয়মরা মানুষ। আচ্ছা, তোমরা হিন্দুস্তান থেকে এদেশে কেন এসেছ?'

'মন দিয়ে শোনো বন্ধু!' – শামসুদ্দীন বললেন – 'আমি তোমাকে শুধু এ-কারণে শ্রদ্ধা করি যে, তুমি বিচারক। অন্যথায় তোমার আসল পরিচয় তো আমার জানা আছে। তুমি আমার একজন অধীন কমান্ডার ছিলে। তুমি এই পদমর্যাদা অর্জন করেছ তোষামোদ আর চাটুকারিতার বলে। তোমার আত্মমর্যাদাকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে আমরা হিন্দুস্তান থেকে কেন এসেছি, তার হেতু বলছি।

'ছয়শো বছর আগের কথা। মোহাম্মদ বিন কাসিম নামক এক যুবক সেনাপতি একটি নির্যাতিত মেয়ের আর্তনাদে সাড়া দিয়ে এই ভূখণ্ড থেকে হিন্দুস্তান গিয়ে হামলা করেছিলেন। তুমি তো জান এখান থেকে হিন্দুস্তানের দূরত্ব কতটুকু। তুমি কি অনুমান করতে পারছ, যুবক তার বাহিনীটি সেখানে কীভাবে নিয়ে গিয়েছিল? তুমি নিজেও একজন সৈনিক। লোকটা এত পথ অতিক্রম করে রসদ ও পিছনের সাহায্যপ্রাপ্তির আশা ব্যতীত কীভাবে যুদ্ধ করল, তুমি তো তা বোঝ। আবেগের জগত থেকে বেরিয়ে বাস্তবতা একটু ভেবে দেখো...।

'মোহাম্মদ বিন কাসিম এমন কঠিন পরিস্থিতিতে বিজয় অর্জন করলেন যে, ওই পরিস্থিতিতে তাঁর পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। তিনি শুধু রাজ্যই জয় করেননি, হিন্দুস্তানিদের হৃদয়গুলোও জয় করে নিলেন এবং কোনো জুলুম-নির্যাতন ছাড়া সেই কুফরের মাটিতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলেন। তারপর একদিন তিনি মারা গেলেন। যে-লোকগুলো এত পথ অতিক্রম করে

www.pathagar.com

একটি মেয়ের ইজ্জতের প্রতিশোধ নিলেন এবং ইসলামের আলো ছড়ালেন, তারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। দেশটা এমন রাজা-বাদশাহদের হাতে চলে গেল, যারা মুজাহিদদের কাফেলায় ছিল না। বিনামূল্যে প্রাপ্ত দেশটায় তারাও সেসব কর্মকাণ্ড শুরু করল, যা আজ এখানে চলছে। হিন্দুরা সে-দেশের মুসলমানদের উপর জয়ী হতে শুরু করল, যেমন এদেশে খ্রিস্টানরা জয়ী হচ্ছে। সালতানাতে ইসলামিয়া নিঃশেষ হতে শুরু করল। আমরা যৌবনে পা রেখে দেখলাম, মোহাম্মদ বিন কাসিম ও তার যোদ্ধারা রক্ত দ্বারা যে-রাজ্যটিকে জয় করেছিলেন, তার গোড়া শুকিয়ে গেছে। মুসলমান শাসকগণ আরবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে। আমরা দু-ভাই – যাদের বংশ যোদ্ধা বংশ বলে খ্যাত – নিরাশ হয়ে দেশ ছেড়ে এদেশে চলে এসেছি। আমরা ভারতীয় মুসলমানদের দূত হয়ে এসেছি। আমরা ছিন্ন সম্পর্ক জুড়তে এসেছি।

'এসে আমরা সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন, আমি কীভাবে ভারতবর্ষের কথা ভাবতে পারি! কীভাবে আমি ভারত-অভিযানের চিন্তা করতে পারি! আমার গোটা আরব ভূখণ্ডই যে গাদ্দারদের দ্বারা পরিপূর্ণ!

'মরহুম জঙ্গি দূরের কোনো অভিযানে এ-কারণে যেতেন না যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে এখানে বিদ্রোহ ঘটে যাবে, যার দ্বারা উপকৃত হবে খ্রিস্টানরা। তিনি বললেন– 'আমার বড় আক্ষেপ হয়, ভারতবর্ষে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর জয়ী হচ্ছে আর এখানে জয়ী হচ্ছে খ্রিস্টানরা!

'সুলতান জঙ্গি আমাদেরকে তার বাহিনীতে ভর্তি করে নিলেন। পরে গোমস্তগিন, সাইফুদ্দীন ও ইয্যুদ্দীন প্রমুখ যখন গোপনে-গোপনে খ্রিস্টানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে শুরু করলেন, তখন সুলতান জঙ্গি আমাদেরকে এই লক্ষ্যে গোমস্তগিনের বাহিনীতে প্রেরণ করলেন, যেন আমরা তার গোপন তৎপরতার প্রতি নজর রাখি।'

'তার মানে তোমরা দুজন গুপ্তচর।' কাজী ইবনুল খাশিব তিরস্কারের সুরে বললেন।

'তুমি আমার বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা করো' – শামসুদ্দীন বললেন – 'তুমি তো দেখছ, আমাদের মুসলিম আমিরগণ সেই মর্দে-মুজাহিদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যাঁর লক্ষ্য ইসলামকে ক্রুশের হাত থেকে রক্ষা করা। আজকের দূত অত্যন্ত বিপজ্জনক বার্তা নিয়ে এসেছে।'

শামসুদ্দীন বার্তাটা পড়ে শুনিয়ে বললেন– 'গোমস্তগিনের উপর তোমার প্রভাব আছে। তুমি তাকে ঠেকাতে পার। যদি আমাদের মতে একমত হও, তা হলে এসো, আমরা গোমস্তগিনকে বোঝাবার চেষ্টা করি, আপনি গাদ্দারদের সঙ্গে ঐক্য গড়ার পরিবর্তে আইউবির সঙ্গে যোগ দিন। অন্যথায় তিনি এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করবেন যে, তাকে আজীবন কয়েদখানায় কাটাতে হবে।'

www.pathagar.com

'তার আগে আমি তোমাদের কারাগারে আটকানোর ব্যবস্থা করছি' – ইবনুল খাশিব বললেন – 'মেয়েগুলোকে আমার হাতে তুলে দাও।'

ইবনুল খাশিব বসা থেকে ওঠে মেয়েরা যে-কক্ষে অবস্থান করছে, সেই কক্ষের দিকে পা বাড়ালেন। শাদবখত তারা বাহু ধরে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে এলেন। বললেন– 'কোথায় যাচ্ছ?'

ইবনুল খাশিব শাদবখতকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। শাদবখত তার মুখের উপর সজোরে একটা ঘুষি মারলেন যে, ইবনুল খাশিব পিছন দিকে চিত হয়ে পড়ে গেলেন। শামসুদ্দীন কক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে ইবনুল খাশিরের ধমনিতে পা রেখে এমনভাবে চেপে ধরলেন যে, লোকটা কিছুক্ষণ ছটফট করে নির্জীব হয়ে গেলেন।

ইবনুল খাশিব মারা গেছেন। তাকে হত্যা করা দু-ভাইয়ের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা ভাবলেন, এবার আমাদের ধরা পড়া নিশ্চিত। তারা তাদের আরদালি দুজনকে ডেকে চারটা ঘোড়া প্রস্তুত করতে বললেন। ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে গেল। শামসুদ্দীন ও শাদবখত মেয়েদুটোকে দুটা ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিলেন। আরদালিদের তরবারি ও ভির-ধনুক দিয়ে অপর ঘোড়ায় সওয়ার হতে বললেন। নিজেরা সঙ্গে গিয়ে দুর্গের ফটক খুলিয়ে চারজনকে পালিয়ে যেতে বললেন। তাদের বলে দিলেন, তোমরা সুলতান আইউবির নিকট পৌঁছে যাও। তারা আরদালিদেরকে গোমস্তগিনের পরিকল্পনাটা বিস্তারিত বলে দিলেন।

চারটা ঘোড়া ফটক অতিক্রম করেই ছুটে চলল। শামসুদ্দীন এবং শাদবখতেরও বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কী যেন ভেবে তারা ফিরে এলেন।

গোমস্তগিন জাগ্রত হয়ে বেরিয়ে এলেন। দূতকে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে এবং কোথা থেকে এসেছ? দূত নিজের পরিচয় দিল। সে উপহারস্বরূপ নিয়ে-আসা-মেয়েদুটোর কথাও বলল। কিন্তু গোমস্তগিন মেয়েদের দেখতে পেলেন না। শামসুদ্দীন ও শাদবখত বললেন– 'তারা চলে গেছে। কারণ, তারা মুসলমান। যেখানে তাদের ইজ্জত নিরাপদ থাকবে, আমরা তাদের সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি।' তারা গোমস্তগিনকে জানালেন, কাজী সাহেবের লাশ ভেতরে পড়ে আছে।

গোমস্তগিন লাশটা দেখে জ্বলে উঠলেন। তিনি সালার শামসুদ্দীন আলী ও শাদবখত আলীকে বন্দি করে ফেললেন।

চারজন অশ্বারোহী দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য নিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির উদ্দেশ্যে ছুটে চলছে। সুলতান আইউবি আলরিস্তানের পাহাড়ি এলাকায় বসে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করছেন– 'শামসুদ্দীন ও শাদবখতের পক্ষ থেকে কোনো সংবাদ এসেছে কি?'

[চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত]

www.pathagar.com

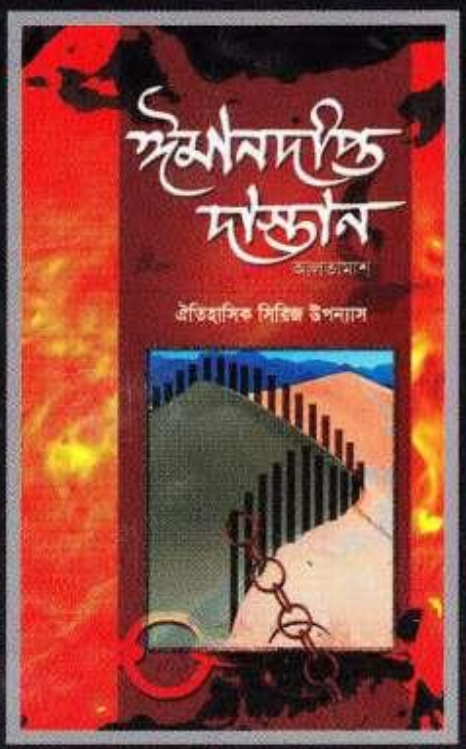

পরশমণি
প্র কা শ ন

ISBN. 984-70063-0007-6

www.pathagar.com